তাফসীরুল কুরআন

২৯তম পারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তাফসীরুল কুরআন

(২৯তম পারা)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

তাফসীরুল কুরআন (২৯তম পারা)
প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮৯
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

تفسير القرآن لإبن أحمد (جزء ٢٩)
تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية
الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪০ হি./ফাল্গুন ১৪২৫ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ.
২য় সংস্করণ
রবীউল আখের ১৪৪১ হি./পৌষ ১৪২৬ বাং/ডিসেম্বর ২০১৯ খৃ.
৩য় সংস্করণ
মুহাররম ১৪৪২ হি./ভাদ্র ১৪২৭ বাং/সেপ্টেম্বর ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী
হাদিয়া
২৬০ (দুইশত ষাট) টাকা মাত্র।

Tafseerul Quran (29th Part) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org Price : $7 (Seven) only.

সূচীপত্র

(المحتويات)

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভূমিকা	০৪
০১ (৬৭)	সূরা মুল্ক (মাক্কী)	০৭
০২ (৬৮)	সূরা ক্বলম (মাক্কী)	৪৯
০৩ (৬৯)	সূরা হা-ক্কাহ (মাক্কী)	৮৯
০৪ (৭০)	সূরা মা‘আরিজ (মাক্কী)	১৩৫
০৫ (৭১)	সূরা নূহ (মাক্কী)	১৬৭
০৬ (৭২)	সূরা জিন (মাক্কী)	১৯১
০৭ (৭৩)	সূরা মুযযাম্মিল (মাক্কী)	২২৯
০৮ (৭৪)	সূরা মুদ্দাছছির (মাক্কী)	২৫১
০৯ (৭৫)	সূরা ক্বিয়ামাহ (মাক্কী)	২৮৩
১০ (৭৬)	সূরা দাহ্র (মাক্কী)	৩১১
১১ (৭৭)	সূরা মুরসালাত (মাক্কী)	৩৩৭
	তাফসীরপঞ্জী	৩৬৩

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحمدُ لِلَّهِ الَّذى أَرسلَ كِتابَهُ الْمُبِينَ بَين الشَّكِّ والْيَقِين كَحَبلِ اللهِ الْمَتِينِ وجَعلَ أَمثالَهُ عِبَرًا لِّمَن تَدبَّرها، وأَوامِرَهُ هُدًى لِّمنِ اسْتَبصَرها، وشرَّحَ فيه واجباتِ الْأَحكامِ، وفرَّقَ فيه بين الْحلالِ والْحرامِ، وكرَّرَ فيه الْمَواعِظَ والْقِصصَ لِلْأَفْهامِ، وضَربَ فيه الْأَمثالَ والْحِكَمَ. وقصَّ فيه غُيوبَ الْأَخبارِ، وخاطبَ به أَولياءَهُ ففَهِموا، وبيَّنَ لهم فيه مُرادَهُ فعَلِموا. فقُرَّاءُ الْقرآنِ حَمَلَةُ سِرِّ اللهِ الْمَكنونِ، وحَفَظَةُ عِلْمِهِ الْمَخزونِ، ووَرَثَةُ أَنبيائِهِ وأُمَناؤُهُ، وهم أَهلُهُ وخاصَّتُهُ وخِيَرتُهُ وأَصفِياؤُهُ، وهم حَفَظَتُهُ الْعامِلونَ به وأَولِياؤُهُ الْمُختصُّونَ به- وَفَّقَنا اللهُ بالتَّوفيقِ والسَّدادِ لِما يُحبُّهُ ويَرضاهُ ولِما فيه مَصْلَحةُ دينِهِ الْحَنيفِ وصلَّى اللهُ تعالى على نبينا محمدٍ وَّآله وصَحْبِه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا-

৩য় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা (كلمة المؤلف للطبعة الثالثة)

২০১৩ সালের জানুয়ারীতে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘ বিরতি শেষে ২৯তম পারার তাফসীরের ৩য় সংস্করণ বের হবার এ শুভ মুহূর্তে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদের মাধ্যমে তাফসীরের এ দুরূহ কাজটি করিয়ে নিলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ ওয়াল মিন্নাহ।* উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালের জানুয়ারী, মে ও নভেম্বরে ৩০তম পারার ৩টি সংস্করণ বের হয়েছে। ২৯তম পারার তাফসীরটি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী ও ডিসেম্বরে দু'টি সংস্করণ বের হয়েছে। বর্তমানে ৩য় সংস্করণ বের হ'তে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২৯তম পারায় মোট ১১টি সূরার তাফসীর করা হয়েছে। সবগুলি মাক্কী সূরা। সূরা সমূহের অবতরণ পরম্পরা গৃহীত হয়েছে তাফসীর কাশশাফ থেকে।

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা : (১) প্রথমে সমার্থবোধক কুরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর (২) ছহীহ হাদীছ দ্বারা। অতঃপর প্রয়োজনে (৩) আছারে ছাহাবা ও তাবেঈনের ব্যাখ্যা দ্বারা, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। (৪) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ ও তাঁদের গৃহীত নীতিমালার অনুপুঙ্খ অনুসরণের সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। যে বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসিরের পদস্খলন ঘটেছে। (৫) মর্মগত ইখতেলাফের ক্ষেত্রে তাফসীরের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সর্বাগ্রগণ্য ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। (৬) তরজমার ক্ষেত্রে সাবলীল ও সহজবোধ্য বাংলায় কুরআনের উদ্দিষ্ট মর্ম সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ যেখানে নিজের ক্ষেত্রে 'আমরা' বলেছেন, সেখানে 'আমরা' অনুবাদ করা হয়েছে। এটি আরবী বাকরীতিতে মর্যাদাবোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেখানে আল্লাহ 'আমি' বলেছেন, সেখানে তরজমায় 'আমি' লেখা হয়েছে। (৭) ক্ষেত্র বিশেষে আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। (৮) আয়াতের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৯) তাফসীরের সর্বত্র অতি যুক্তিবাদী মু'তাযেলা এবং চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া আক্বীদা সমূহের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১০) বিদ্বানগণের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং প্রবৃত্তিপরায়ণদের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পাঠককে সতর্ক করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অত্র গ্রন্থে মিশকাত বলতে শায়েখ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.)-এর তাহকীককৃত মিশকাত ও তার ক্রমিক সংখ্যা সমূহ বুঝানো হয়েছে। যদিও উক্ত ক্রমিক সংখ্যায় ভুল আছে। যেমন ৫৯৬৪-এর স্থলে ৫৯৭৩ হবে। এভাবে শেষ সংখ্যা ৬২৮৫ পর্যন্ত। তাতে মোট ৯ (নয়)-টি হাদীছ ক্রমিক সংখ্যার হিসাবে কম হয়েছে। ফলে মোট হাদীছ সংখ্যা হবে বর্তমানে ৬২৮৫-এর স্থলে ৬২৭৬-টি। মাঝে ৬২৬৪ ক্রমিকে ৬৬২৪ লেখা হয়েছে।

৩য় সংস্করণে কিছু সংশোধনী এসেছে। তবে সম্পূর্ণ নতুনভাবে যোগ হয়েছে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.)-এর তাফ্ছীরুল কোর্‌আন। সেখান থেকে অনেক উপকার পেয়েছি। কিন্তু সঙ্গত কারণেই আক্বীদাগত বিষয়ে কিছু প্রতিবাদও এসেছে। যা সত্যসন্ধ পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং পরকালের রাস্তা সুগম হবে *ইনশাআল্লাহ*।

৩য় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাই স্বাভাবিক। ১ম সংস্করণে ছিল ২০৮ পৃ. ২য় সংস্করণে ৩৫২ পৃ. এখন ৩য় সংস্করণে হ'ল ৩৬৮ পৃ.। সাথে ২য় সংস্করণের ন্যায় মূল আয়াত সমূহে লাল কালি থাকছে।

প্রচলিত কুরআনে আবু আব্দুল্লাহ সাজাওয়ান্দী গযনভী (মৃ. ৫৬০ হি.) কৃত ওয়াক্বফের ২১টি চিহ্ন রয়েছে। যথা ∴ ۞ م ط ج ز لا ه ص ق ك قف وقفه مع صل صلے ل قلا কিছু ওয়াক্বফের চিহ্ন কুরআনের পার্শ্বে লেখা আছে। যেমন وقف جبريل، وقف النبى صلعم، وقف غفران ইত্যাদি। উপরোক্ত চিহ্ন সমূহের মধ্যে ۞ ج م ط চারটি চিহ্ন ব্যতীত অন্যগুলি সম্পর্কে ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ কোনটিতে ওয়াক্বফ না করা উচিৎ, করলে কোন ক্ষতি নেই, ওয়াক্বফ করা অপেক্ষা না করাই ভাল ইত্যাদি বলেছেন। আমরা পাঠকদের সুবিধার্থে উপরোক্ত চারটি চিহ্ন রেখে বাকী সব বাদ দিয়েছি। এছাড়া হাফেয ছাহেবদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, তারা যেন ইমামতি করার সময় রুকূ ভিত্তিক তেলাওয়াত করেন, পৃষ্ঠা ভিত্তিক নয়। কেননা তাতে প্রসঙ্গের বিকৃতি ঘটে। সেকারণ প্রসঙ্গের শেষ নির্দেশ করার জন্য বিরতি চিহ্নগুলি লাল ۞ করা হয়েছে।

এছাড়া ش س-এর তিনটি শশা ও ض ص-এর একটি শশা স্পষ্ট করে শব্দগুলি লেখা হয়েছে।

এছাড়া অপ্রয়োজনীয় তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন হাফেযী কুরআনে রয়েছে, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ *(ক্বলম ৬৮/২৮)*। এখানে لَّكُمْ-এর তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে اَلَمْ نَخْلُقكُّمْ مِّنْ *(মুরসালাত ৭৭/২০)*। এখানে مِّنْ-এর তাশদীদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারবর্গের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে অত্র তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার।

বিনীত-
লেখক।

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ

مِنْ شَيْءٍ

ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ۝٣٨

‘(তাদের হেদায়াতের বিষয়ে) কোন কিছুই আমরা
এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি।
অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের
নিকটে সমবেত করা হবে’ *(আন‘আম ৬/৩৮)*।

সূরা মুল্ক (রাজত্ব)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা তূর ৫২/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯ (শুরু), সূরা ৬৭, রুকূ ২, আয়াত ৩০, শব্দ ৩৩৭, বর্ণ ১৩১৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) বরকতময় তিনি, যাঁর হাতেই সকল রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ﴿۱﴾

(২) যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾

(৩) যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾

(৪) অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও! যা ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾

(৫) আমরা দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং ওগুলিকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপক বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি প্রচণ্ড আগুনের শাস্তি।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿۵﴾

(৬) আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۶﴾

(৭) যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার গর্জন শুনতে পাবে। ওটা তখন টগবগ করে ফুটবে।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ﴿۷﴾

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ
سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨

(৮) ক্রোধে যেন তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে, তখনই রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেননি?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا
نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ
كَبِيْرٍ ۝٩

(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলেন। কিন্তু আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। বরং তোমরাই বড় ভ্রান্তিতে আছ।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ
اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٠

(১০) তারা আরও বলবে, যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম ও তা অনুধাবন করতাম, তাহ'লে আজ জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ
السَّعِيْرِ ۝١١

(১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং দূর হও জাহান্নামবাসীরা!

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢

(১২) নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٣

(১৩) আর তোমরা তোমাদের কথাগুলি চুপে চুপে বল বা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি তোমাদের অন্তরের কথা জানেন।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٤

(১৪) তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? বস্তুতঃ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু সম্যক অবহিত। **(রুকূ ১)**

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا
فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝١٥

(১৫) তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾

(১৬) তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾

(১৭) অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? আর তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ
نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

(১৮) আর তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি?

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ
وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾

(১৯) তারা কি দেখেনা তাদের উপর উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে? যারা তাদের ডানাসমূহ বিস্তৃত করে ও সংকুচিত করে। তাদেরকে শূন্যে ধরে রাখেন কেবল দয়াময় (আল্লাহ)। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ
مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا
فِىْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾

(২০) তোমাদের কোন্ সেই সেনাদল, যারা দয়াময়ের (আল্লাহ্‌র) শাস্তি থেকে বাঁচাতে তোমাদের সাহায্য করবে? বস্তুতঃ অবিশ্বাসীরা তো কেবল ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ
رِزْقَهٗ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾

(২১) কোন সে ব্যক্তি, যে তোমাদের রিযিক দান করবে, যদি তিনি রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতায় ও সত্যবিমুখতায় অটল রয়েছে।

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى
اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

(২২) অতঃপর যে ব্যক্তি মুখের উপর ভর দিয়ে চলে, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত, নাকি যে ব্যক্তি সরল পথের উপর সোজা হয়ে চলে (সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত)?

Contents

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

(২৩) বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক।

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) বল, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা হবে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অবিশ্বাসীরা বলে, ক্বিয়ামতের এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) বল, এ জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) অতঃপর যেদিন তারা ওটাকে নিকটেই দেখবে, তখন অবিশ্বাসীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। আর তাদের বলা হবে, এতো সেটাই যার দাবী তোমরা করতে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

(২৮) বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সাথীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, যেকোন অবস্থায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অবিশ্বাসীদের কে রক্ষা করবে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

(২৯) বল, তিনিই দয়াময়, তার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তার উপরে আমরা ভরসা করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

(৩০) বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহ'লে কে তোমাদের এনে দিবে প্রবহমান মিষ্ট পানি? **(রুকূ ২)**

ফযীলত :

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ– কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার পাঠক এক ব্যক্তির জন্য সুফারিশ করেছে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সেটি হ’ল تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ، (সূরা মুল্‌ক)।[১] অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ অনুধাবনের সাথে সূরা মুল্‌ক পাঠ করেছিল ও এর উচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি করেছিল। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার কবরের আযাব মাফ করেছেন। এটি ভবিষ্যতের অর্থে নিলে যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি অনুরূপ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, যারা ‘বিসমিল্লাহ’-কে সূরা ফাতেহার অংশ বলেন না, অত্র হাদীছটি তার অন্যতম দলীল। কেননা সূরা মুল্‌কে ৩০ টি আয়াত রয়েছে বিসমিল্লাহ ব্যতীত *(মিরক্বাত)*। অত্র হাদীছে আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র হুকুমে যথাস্থানে তার তারতীব দেওয়া হ’ত এবং কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব সম্পূর্ণরূপে তাওক্বীফী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে জিব্রীল মারফত রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত হ’ত। এতে কোনরূপ কমবেশী বা আগপিছ করার অধিকার কারু ছিলনা *(কুরতুবী[২])*।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ‘সূরাটি হ’ল বাধা দানকারী ও মুক্তি দানকারী। যা এর পাঠকারীকে কবর আযাব হ’তে মুক্তি দেয়’।[৩]

---

১. তিরমিযী হা/২৮৯১; আবুদাঊদ হা/১৪০০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৬; মিশকাত হা/২১৫৩; ছহীহুল জামে‘ হা/২০৯১।

২. কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) : মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবুবকর আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী মালেকী স্পেনের কর্ডোভা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলবেনিয়ার মানিয়া (المنية) শহরে ৬৭১ হিজরীর ৯ই শাওয়াল ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত ‘তাফসীরে কুরতুবী’র লেখক ছিলেন। যার পুরা নাম – الجامع لأحكام القرآن والْمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان। এতদ্ব্যতীত التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكار في أفضل الأذكار، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ কিতাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সূরা ইসরার ৪৫ আয়াতের তাফসীরে নিজের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন এই মর্মে যে, আমি কর্ডোভায় প্রচণ্ড রাজনৈতিক গোলযোগের সময় শত্রুর সামনে থেকে পালিয়ে যাই। দু’জন ঘোড় সওয়ার আমার পিছু নেয়। তখন আমি কোন পথ না পেয়ে উন্মুক্ত যমীনে বসে পড়ি। সেখানে আমাকে আড়াল করার মত কিছুই ছিলনা। আমি সেখানে বসে সূরা ইয়াসীনের (৯ম আয়াতটি সহ) প্রথম দিকের আয়াতগুলি পড়তে থাকি। ইতিমধ্যে শত্রুরা আমার পাশ দিয়ে চলে যায় এবং ফিরে আসে। আল্লাহ তাদের চোখগুলি অন্ধ করে দেন। তারা আমাকে দেখতে পায়নি। অতএব আল্লাহপাকের জন্য সমস্ত প্রশংসা *(আল-মাগরাভী, আল-মুফাসসিরূন ‘কুরতুবী’ অধ্যায় ১/২৮৭ পৃ.)*।

৩. তিরমিযী হা/২৮৯০; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২৮০১; মিশকাত হা/২১৫৪; ছহীহাহ হা/১১৪০, হাদীছটির শেষাংশ যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, এটুকু ছহীহ। প্রথমাংশটি যঈফ *(আলবানী, ঐ)*।

(৩) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الٓمٓ، تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিদ্রা যেতেন না যতক্ষণ না তিনি সূরা সাজদাহ ও সূরা মুল্ক পাঠ করতেন।[৪] অর্থাৎ অন্যান্য সূরার সাথে এ দু'টি সূরা পাঠ করাও তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল *(মিরক্বাত)*।

তাফসীর :

(১) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতেই সকল রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান'।

সূরার শুরুতে تَبَارَكَ الَّذِي، 'বরকতময় তিনি' বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র শরীকহীনতাকে সর্বাগ্রে আনা হয়েছে। যা শিরকে অভ্যস্ত মক্কাবাসীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বুকে তীব্র আঘাত হানে। যুগে যুগে সকল অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে এটি প্রতিবাদ স্বরূপ।

الْبَرَكَةُ মাছদার থেকে بَاب تَفَاعُلٌ থেকে تَفَاعَلَ-এর ওযনে تَبَارَكَ আনা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, তাঁর বরকতময় সত্তা শাশ্বত (قَدِيْمٌ)। বলা হয়েছে যে, تَبَارَكَ অর্থ دَامَ 'চিরন্তন'। যার অস্তিত্বের কোন আদি বা অন্ত নেই *(কুরতুবী)*। তাঁর হাতেই সকল রাজত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে। মুল্ক ও মালাকূত তথা দৈহিক ও আত্মিক জগতের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে। যেমন অত্র আয়াতে 'মুল্ক' (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) বলা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে 'মালাকূত' (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) *(ইয়াসীন ৩৬/৮৩)* বলা হয়েছে। যার দ্বারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এবং দৈহিক ও আত্মিক উভয় জগতের সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব জগতের সবকিছুর মালিকানা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এককভাবে আল্লাহ্র হাতে। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি বরকতময় ও সর্বশক্তিমান।

بِيَدِهِ الْمُلْكُ، এর ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী[৫] বলেন, وَذِكْرُ الْيَدِ مَجَازٌ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِالْمُلْكِ وَالْإِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ– 'তাঁর হাতে বলে রূপক অর্থে রাজত্বকে বেষ্টন করা ও তার

---

৪. দিতরমিযী হা/২৮৯২; আহমাদ হা/১৪৭০০; মিশকাত হা/২১৫৫; ছহীহাহ হা/৫৮৫।

৫. যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) : আবুল ক্বাসেম মাহমূদ বিন ওমর আয-যামাখশারী আল-খারেযামী উযবেকিস্তানের যামাখশারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আক্বীদায় মু'তাযেলী এবং মাযহাবে হানাফী ছিলেন। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হ'ল 'তাফসীরে কাশশাফ'। যে বিষয়ে তিনি বলেছেন,

إِنَّ التَّفَاسِيْرَ فِي الدُّنْيَا بِلاَ عَدَدٍ * وَلَيْسَ فِيْهَا لَعَمْرِي مِثْلَ كَشَّافِي
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الْهُدَى فَالْزَمْ قِرَاءَتَهُ * فَالْجَهْلُ كَالدَّاءِ وَالْكَشَّافُ كَالشَّافِي

উপর কর্তৃত্ব করা বুঝানো হয়েছে' *(কাশশাফ)*। অথচ আহলে সুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী 'আল্লাহ্র হাত'-এর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে। যা তাঁর উপযোগী এবং যা অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি 'মৃত্যু'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'অস্তিত্বহীন' (عَدَم) বলে। যা ভ্রান্ত ফিরক্বা ক্বাদারিয়াদের অনুসরণ। অথচ আহলে সুন্নাতের আক্বীদা মতে মৃত্যু হ'ল অস্তিত্ব জগতের বিষয় (أَمْرٌ وُجُوْدِيٌّ), যা জীবনের বিপরীত। যদি মৃত্যুকে অস্তিত্বহীন বলা হয়, তাহ'লে পুরা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যা অগ্রহণযোগ্য *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। অর্থাৎ জন্মের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসার পর সে মৃত্যুর মাধ্যমে অস্তিত্বহীন হবে। জন্মের আগে থেকে নয়।

একইভাবে জালালায়েন[৬] ব্যাখ্যা দিয়েছেন, بِيَدِهِ 'তাঁর হাতে' অর্থ فِي تَصَرُّفِهِ 'তাঁর পরিচালনায়'। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে। এটি সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত।

'নিশ্চয় দুনিয়াতে অসংখ্য তাফসীর রয়েছে। তবে আমার জীবনের কসম, আমার কাশশাফের ন্যায় কোন তাফসীর সেখানে নেই'। 'যদি তুমি হেদায়াত চাও, তাহ'লে এটি পাঠ করাকে অপরিহার্য করে নাও। কেননা মূর্খতা হ'ল রোগের ন্যায়। আর 'কাশশাফ' হ'ল আরোগ্যকারীর ন্যায়' *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০/১৫২ পৃ.)*।
কয়েক বছর মক্কায় বসে এই তাফসীর লেখার কারণে তিনি 'জারুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র প্রতিবেশী' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। তাছাড়া তিনি 'ফখরে খাওয়ারেযম' বা 'খারেযমের গর্ব' উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। মক্কা থেকে ফিরে তুর্কিমেনিস্তানের খারেযাম শহরে আরাফাহ্র রাত্রিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বোখারায় গমন করার পর বাহন থেকে পড়ে গিয়ে তিনি এক পা হারান। তিনি বলতেন, ছোটবেলায় আমি একটি চড়ুই পাখি ধরি ও তার পায়ে রশি বাঁধি। পরে সে হাত থেকে ছুটে গিয়ে একটি গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন আমি রশি ধরে টান দিলে তার পা-টি ছিঁড়ে যায়। তাতে মা আমাকে বদ দো'আ করে বলেন, তোর একটা পা কাটা যাক যেমন তুই পাখির একটা পা কেটেছিস্! আমি মনে করি, বাহন থেকে পড়ে গিয়ে আমার একটা পা কেটে ফেলা সেদিনের চড়ুই পাখির একটা পা ছিঁড়ে যাওয়ার শাস্তি'। কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।
তিনি 'কুরআন সৃষ্ট' এই মু'তাযেলী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেকারণ তিনি তাফসীরের ভূমিকায় লেখেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْقُرْآنَ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি কুরআন সৃষ্টি করেছেন'। এতে লোকেরা উক্ত তাফসীর পরিত্যাগ করলে তিনি সংশোধন করে লেখেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْقُرْآنَ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি কুরআনকে তৈরী করেছেন'। যদিও جَعَلَ 'তৈরী করা' বলে তিনি خَلَقَ 'সৃষ্টি করা' বুঝাতেন। তাফসীরে কাশশাফ-এর কোন কোন মুদ্রণে রয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি কুরআন নাযিল করেছেন'। যেটি লোকদের সংযোজন, লেখকের নয় *(ইবনু খাল্লিকান, অফিয়াতুল আ'ইয়ান ৫/১৭০ পৃ.)*।

৬. জালালায়েন : 'জালালায়েন' বলতে দুই 'জালালুদ্দীন'-কে বুঝায়। একজন হ'লেন 'জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী' (৮৪৯-৯১১ হি.) ও অপরজন হ'লেন জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.)। জালালুদ্দীন সুয়ূত্বীর নাম আব্দুর রহমান। তিনি তাফসীর জালালায়েন-এর সূরা বাক্বারাহ্র শুরু থেকে সূরা বনু ইস্রাঈল-এর শেষ পর্যন্ত তাফসীর করেন। এটা তিনি মূসা কালীমুল্লাহ-এর ৪০ দিন অপেক্ষার পর তাওরাত প্রাপ্তির মেয়াদের অনুকূলে ৪০ দিনে শেষ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর *(হাশিয়া, জালালায়েন (দিল্লী : আছাহহুল মাত্বাবে' ১০৭৭ হি.)*।
তাঁর পিতা আবুবকর তাঁকে 'ইবনুল কুতুব' (বইয়ের সন্তান) নামে অভিহিত করেন। কারণ তাঁর পিতা স্বীয় লাইব্রেরীতে অবস্থানকালে তাঁর মাকে কিতাব আনতে বলেন। এসময় হঠাৎ তার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং জালালুদ্দীন-এর জন্ম হয়। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন *(যিরিকলী দামেশক্বী (১৩১০-১৩৯৬ হি.), আল-আ'লাম ৩/৩০১ পৃ.)*।

বায়যাভী[৭] ব্যাখ্যা করেছেন, بِقَبْضَةِ قُدْرَتِهِ التَّصَرُّفُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا– ‘যার শক্তির অধিকারে রয়েছে সকল কর্মের পরিচালনা’ *(বায়যাভী)*।

সুয়ূত্বী স্বীয় আত্মজীবনী ‘হুসনুল মুহাযারাহ’ (حسن المحاضرة) কিতাবে বলেন, আমি ইলমে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, নাহু, ইলমুল মা‘আনী, বায়ান ও বাদী‘ সহ সাতটি শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করি। এগুলি আমি আরবদের তরীকায় অর্জন করি, অনারব ও দার্শনিকদের তরীকায় নয়। তিনি বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে কঠিন হ’ল অংক শাস্ত্র। এ বিষয়ে কোন সমস্যা এলে আমি মনে করতাম যেন পাহাড়ের বোঝা আমার মাথায় চেপেছে। অতঃপর আল্লাহ আমাকে ইজতিহাদের পূর্ণ ক্ষমতা দান করেন। এখন আমি বিভিন্ন মাযহাবের মতভেদ সমূহে সমন্বয় সাধন করার শক্তি অর্জন করেছি। আমি প্রথমে ‘মানতিক’ (তর্কশাস্ত্র) পড়তে শুরু করি। কিন্তু আল্লাহ আমার হৃদয়ে এ বিষয়ে অপসন্দনীয়তা নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া আমি শুনলাম যে, ইলমুল হাদীছের বিশ্ববিখ্যাত উস্তাদ আবু ‘আমর ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭-৬৪৩ হি.) ‘মানতেক’ (عِلْمُ الْمَنْطِقِ) অধ্যয়ন করা হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। তখন আমি মানতেক পরিত্যাগ করি। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তার বদলে ‘ইলমুল হাদীছ’ প্রদান করেন। যা ছিল শ্রেষ্ঠ ইলম। এরপর হাদীছ শ্রবণ ও হাদীছের দরস দানের অনুমতি প্রদানকারী উস্তাদ সহ প্রায় দেড়শ’ উস্তাদের নিকট থেকে আমি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করি। অতঃপর শিক্ষকতা, ফৎওয়া প্রদান সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ৪০ বছর বয়সে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নীল নদের তীরে ‘রাওযাতুল মিক্বইয়াস’ নামক স্থানে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-গবেষণায় লিপ্ত হন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এতে তার পিতার ভবিষদ্বাণী কার্যকর হয়। ফলে মৃত্যু অবধি তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ছয়শো’তে পৌঁছে যায়।

জন্ম : তিনি ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মাগরিবের পর রবিবারে মিসরের বিখ্যাত প্রাচীন নগরী ‘আসয়ূত্ব’ (أَسْـــيُوط)-য়ে জন্মগ্রহণ করেন, যা ছিল নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সেদিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে সুয়ূত্বী (السُّيُوطِيُّ) বলা হয়। তাঁর ঊর্ধ্বতন দাদা হুমামুদ্দীন ছিলেন বাগদাদের খুযায়রিয়া (الخضيرية) মহল্লার অধিবাসী ও অনারব। তিনি তরীকতপন্থী মাশায়েখদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পরে তারা কায়রোতে হিজরত করেন। তাঁর বংশের নেতারা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাদের কেউ ছিলেন রাজনীতিক, কেউ ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তারা আসিয়ূত্বে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ও তার জন্য অনেক জমি ওয়াক্বফ করেন। সুয়ূত্বী বলেন, তবে তাদের কেউ ইলমের যথার্থ খিদমত করেছেন বলে জানা যায় না আমার পিতা ব্যতীত’। তিনি ৯১১ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল ঊলা বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন’ *(আলী মুহাম্মাদ ওমর, মুক্বাদ্দামা ত্বাবাক্বাতুল হুফফায (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহবাহ, ১ম সংস্করণ (১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খৃ.) ১০-১৪ পৃ.; হাশিয়া, জালালায়েন)*।

(২) তাফসীরে জালালায়েন-এর অপর মুফাসসির হ’লেন, জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.)। তিনি ৭৯১ হিজরীর ১লা শাওয়াল কায়রোর বড় মাহাল্লা (المحلـــة الكـــبرى) উপশহরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত নগরীর দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে ‘মাহাল্লী’ বলা হয়ে থাকে। অতঃপর ৭৩ বছর বয়সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সূরা ফাতিহা সহ সূরা কাহফের শুরু থেকে সূরা নাস-এর শেষ পর্যন্ত তাফসীর করেন। তিনি ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন’ *(দাঊদী (মৃ. ৯৪৫ হি.), ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহবাহ, ১ম সংস্করণ (১৩৯২ হি./১৯৭২ খৃ.) ক্রমিক সংখ্যা ৪৪৬, ২/৮০-৮১ পৃ.; যিরিকলী, আল-আ‘লাম ৫/৩৩৩ পৃ.)*। মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) ও সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.) উভয়ে ‘শাফেঈ’ ছিলেন বলে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন স্বাধীন মুজতাহিদ। মাযহাবী লেখকরাই তাঁদের মত বহু বিদ্বানকে এক একটি মাযহাবের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। যাতে প্রমাণ করা যায় যে, ইসলামী জগতের সব বিদ্বানই এক একটি মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিলেন। অতএব লা-মাযহাবীরা অপাংক্তেয়। অথচ প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত। যা এইসব বিদ্বানদের লেখনী থেকেই বুঝা যায়।

৭. বায়যাভী (৫৯৪-৬৮৫ হি.) : আব্দুল্লাহ বিন ওমর ক্বাযী নাছিরুদ্দীন বায়যাভী ইরানের প্রসিদ্ধ ‘সীরায’ (الشِّـــيرَاز) নগরীর নিকটবর্তী ‘বায়যা’ (الْبَيْضَـــاء) শহরে সম্ভবতঃ ৫৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ইরান, আযারবাইজান প্রভৃতি এলাকার শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাফসীর, ফিক্বহ, উছূল ও আরবী সাহিত্যে যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ছিলেন। একবার তাবরীয (تَبْرِيز) শহরে বিদ্বানদের একটি দরসের মজলিসে তিনি প্রবেশ করেন এবং সকলের পিছনে বসেন। হঠাৎ দরসের উস্তাদ একটি বিষয় উল্লেখ করেন এই

একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা শাওকানী[৮]। তিনি বলেছেন, وَالْيَدُ مَجَازٌ عَنِ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ– 'হাত বলা হয়েছে শক্তি ও প্রতিপত্তির রূপক অর্থে' *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*। এখানেও আল্লাহ্র 'হাত' গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত। যেমন জ্যেষ্ঠতম মুফাসসির ইবনু জারীর ত্বাবারী[৯] ব্যাখ্যা

ধারণায় যে, উপস্থিত কেউ তার জবাব দিতে পারবে না। অতঃপর তিনি সবার নিকটে এর উত্তর জানতে চান। কেউ বলতে না পারলেই কেবল তিনি ব্যাখ্যা দিবেন। দেখা গেল মজলিসের কেউ তার উত্তর দিতে পারল না। অতঃপর বায়যাভী তার উত্তর দেওয়া শুরু করলেন। তখন উস্তাদ তাকে বললেন, তোমার উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না তুমি বিষয়টি শব্দে শব্দে অর্থ সহ বর্ণনা করবে। বায়যাভী তাই করলেন। তাকে পুনরায় বলতে বলা হ'ল, তিনি পুনরায় বললেন এবং তারকীব সহ ব্যাখ্যা দিলেন। তখন উস্তাদ হতবাক হয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত মন্ত্রী তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কে? কিজন্য এসেছ? বায়যাভী বললেন, আমি 'বায়যা' থেকে এসেছি। সীরায নগরীর 'বিচারপতি' পদ প্রার্থনার জন্য। মন্ত্রী তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং সেদিনই তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। পরে তিনি সীরাযের 'প্রধান বিচারপতি' হন এবং ৬৮৫ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে তাবরীযে মৃত্যুবরণ করেন' *(ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন ক্রমিক ২৩০, ১/২৪২ পৃ.)*। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে তাফসীর বায়যাভী তাঁর একটি অনন্য কীর্তি। তাঁকে শাফেঈ মাযহাবভুক্ত বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী একজন স্বাধীন মুজতাহিদ।

৮. শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫ হি.) : মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ শাওকানী ১১৭৩ হিজরীর ২৮শে যুলক্বা'দাহ সোমবার দুপুরে ইয়ামানের শাওকান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজধানী ছান'আ-তে বেড়ে ওঠেন ও সেখানেই বিদ্বানদের নিকট থেকে সর্বোচ্চ ইলম হাছিল করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত আলেম এবং তাঁর কাছেই তাঁর ইলমের হাতেখড়ি। পরবর্তীতে তিনি বিচার ও ফৎওয়া দানে দক্ষ বিদ্বান হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী মুজতাহিদ ও সালাফী ফক্বীহ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) ও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.)-এর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ইয়ামানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১২৫৫ হিজরীর ২৭শে জুমাদাল আখেরাহ বুধবার রাতে ৮২ বছর বয়সে তিনি নিজ শহরে ইন্তেকাল করেন।

৯. ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি.) : মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী বর্তমানে ইরানের অন্তর্ভুক্ত ত্বাবারিস্তানের আমুল (آمُــل) শহরে ২২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, মুজতাহিদ ও দুনিয়াত্যাগী বিদ্বান। রেওয়ায়াত ও দিরায়াতে পারদর্শী। একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি অবশ্যই তিন তালাক' (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بَتَاتًا)। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী তাকে বলে, 'তুমি অবশ্যই তিন তালাক'। এ ঘটনায় বাগদাদের সমস্ত ফক্বীহ ফৎওয়া দিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, 'তুমি স্ত্রীকে অবশ্যই তালাক দাও'। তখন লোকেরা বিষয়টি ইবনু জারীরের নিকট পেশ করল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, তুমি স্ত্রীকে ঘরে রাখ এবং তাকে বল 'তুমি অবশ্যই তিন তালাক যদি আমি তোমাকে তালাক দেই' (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بَتَاتًا إِنْ طَلَّقْتُكِ)। এভাবে তোমার স্ত্রীও তোমাকে বলবে। তাহ'লে তোমাদের কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাক হবেনা'।

ইবনু জারীর ত্বাবারী বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হ'ল 'তাফসীর ত্বাবারী' ও 'তারীখুত ত্বাবারী'। তাঁর তাফসীর সম্পর্কে বলা হয় যে, ইতিপূর্বে অনুরূপ কোন তাফসীর লিখিত হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৪০ বছর যাবৎ প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন। তিনি ৩১০ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল শনিবার বাগদাদে নিজ বাড়ীতে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় অগণিত লোক অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েক মাস ধরে কবরে দিন-রাত জানাযার ছালাত আদায় করা হয়' *(ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন ক্রমিক ৪৬৮, ২/১০৬-১১৪ পৃ.)*।

এত বড় জনপ্রিয় বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ'আতীদের চক্ষুশূল ছিলেন। একবার জনৈক ভণ্ড মুফাসসির এক বিরাট তাফসীর মাহফিলে সূরা বনু ইস্রাঈলের ৭৯ আয়াতের বিভ্রান্তিকর তাফসীর পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ তার রাসূলকে তার আরশে বসাবেন'। একথা শুনে ইবনু জারীর স্বীয় বাড়ীর দরজায় লিখে দেন,

করেছেন, بِيَدِهِ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَسُلْطَانُهُمَا نَافِذٌ فِيهِمَا أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ– 'তাঁর হাতেই দুনিয়া ও আখেরাতের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব। যার মধ্যেই তাঁর আদেশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়িত হয়' *(ত্বাবারী)*।

ইবনু কাছীর[১০] বলেছেন,- هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا يَشَآءُ 'তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিচালক, যেভাবে তিনি চান' *(ইবনু কাছীর)*।

ক্বাসেমী[১১] প্রথমে ইবনু জারীরের ব্যাখ্যাটি এনেছেন, অতঃপর বলেছেন, فَبِيَدِهِ كُلُّ مَا وُجِدَ مِنَ الْأَجْسَامِ، لاَ بِيَدِ غَيْرِهِ، يُصَرِّفُهَا كَمَا يَشَآءُ، 'অতএব তাঁর হাতেই রয়েছে সকল

سُبْحَانَ مَنْ لَّيْسَ لَهُ أَنِيْسُ + وَلاَ مَعَهُ فِى عَرْشِهِ جَلِيْسُ 'মহা পবিত্র সেই সত্তা, যার কোন অন্তরঙ্গ সাথী নেই এবং তাঁর সাথে তাঁর আরশে বসার কেউ নেই'। তাফসীর মাহফিল থেকে ফেরৎ লোকেরা এটা পড়ে তাঁর বাড়ী লক্ষ্য করে হাযার হাযার ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। যা উঁচু হয়ে দরজা বন্ধ হয়ে যায়' *(মুছত্বফা আস-সিবাঈ (১৯১৫-১৯৬৪ খ্রি.), আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা পৃ. ৮৬-৮৭; আয়াতটি হ'ল,* وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُــودًا– 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন')।

১০. ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) : হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনু কাছীর ৭০০ হিজরী বা তার সামান্য পরে দামেশক্বের বুছরা শহরে মায়ের গ্রাম 'মিজদালে' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, মুফাসসির, হাফেয ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি হাদীছের সনদ-মতন ও রিজালের হাফেয ছিলেন এবং যৌবনেই এতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' এবং ইতিহাসে 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' হ'ল বিশ্ব বিশ্রুত। তিনি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌র শিষ্য ও অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ৭৭৪ হিজরীর ২৬শে শা'বান বৃহস্পতিবার ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং দামেশক্বের মাক্ববারাহ ছূফিয়াহতে স্বীয় উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ্‌র (৬৬১-৭২৮ হি.) পাশে সমাহিত হন।

১১. ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.) : জামালুদ্দীন বিন মুহাম্মাদ সাঈদ বিন ক্বাসেম বিন হাল্লাক্ব আল-ক্বাসেমী ১২৮৩ হিজরীর জুমাদাল ঊলা মোতাবেক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দামেশক্বে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল অত্যন্ত দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত। তাঁর পিতা ছিলেন স্বনামধন্য ফক্বীহ ও সাহিত্যিক। তাঁর পিতা চাইতেন, তার সন্তান যেন প্রতিটি বিষয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। জামালুদ্দীন বাল্যকালেই কুরআনের হাফেয হন। অতঃপর তিনি দামেশক্বের বিখ্যাত মাকতাবা যাহেরিয়া থেকে ভাষা, তাওহীদ, হাদীছ, ফিক্বহ ও উছূল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮ বছর বয়সেই তিনি দামেশক্বের সেরা বিদ্বানদের নিকট থেকে দরস দানের অনুমতির সনদ লাভ করেন। এভাবেই তার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি অর্থ-বিত্তের পিছনে সময় ব্যয় করাকে বৃথা মনে করতেন। তিনি সময়কে সবচাইতে মূল্যবান মনে করতেন। আর জীবনের মূল্যবান সময়কে তিনি জ্ঞানার্জনের পিছনে ব্যয় করতেন। তিনি বলতেন, – الْمِكْسَالُ شَيْخٌ فِي شَبَابِهِ؛ لِأَنَّ دَقِيْقَةَ الْبَطَالَةِ أَطْوَلُ مِنْ سَاعَةِ الْعَمَلِ 'অলস ব্যক্তি যৌবনকালেই বৃদ্ধ। কেননা সাহসী ব্যক্তির একটি মিনিট তার এক ঘন্টা কাজের চাইতে দীর্ঘ'। তিনি রব্বানী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা উদার হস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল। তার প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের কল্যাণে ও উপকার সাধনে ব্যয় হ'ত। তিনি দামেশক্ব মসজিদের বিখ্যাত খত্বীব ছিলেন। তিনি তার যুগে সিরিয়ার অবিসংবাদিত বিদ্বান (عَلاَّمَةُ الشَّــام) হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অল্প বয়স থেকেই লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বলতেন, كِتَابٌ يُطْبَعُ خَيرٌ مِنْ أَلْفِ دَاعِيَةٍ وخَطِيْبٍ، لِأَنَّ الْكِتَابَ يَقْرَؤُهُ الْمُوَافِقُ والْمُخَالِفُ– 'প্রকাশিত একটি বই এক হাযার বক্তা ও খতীবের চাইতে উত্তম। কেননা বই পক্ষের ও বিপক্ষের সকলেই পাঠ করে থাকে'।

Contents

শরীরী বস্তু, অন্যের হাতে নয়। তিনি যেভাবে চান সেভাবে সেগুলি পরিচালনা করেন' *(ক্বাসেমী)*।

আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী[১২] বলেন, أَنَّ بِيَدِهِ مُلْكَ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ 'তাঁর অনুগ্রহ ও বড়ত্ব সর্বত্র পরিব্যপ্ত একারণে যে, তাঁর হাতেই রয়েছে উপরের ও নীচের রাজত্ব' *(সা'দী)*। আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী[১৩] বলেন, الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ أَجْمَعَ مُلْكاً وَتَصَرُّفًا وَتَدْبِيْراً 'যার হাতে রয়েছে শাসন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতা সহ পুরাপুরি রাজত্ব' *(আয়সারুত তাফাসীর)*।

তাঁর সংস্কার আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বিরোধী আলেমদের চক্রান্তে ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তাঁর ও তাঁর সাথীদের উপরে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের পরীক্ষা। তাঁর হাদীছপন্থী আন্দোলন দামেশক্বের তাক্বলীদপন্থী আলেমদের চক্ষুশূল হয়। তারা তাঁর ও তাঁর গঠিত সালাফী বিদ্বানদের সংগঠন 'জমঈয়াতুল মুজতাহিদীন' (جَمْعِيَّةُ الْمُجْتَهِدِيْن)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তারা সিরিয়ার আমীর ওছমান নূরী পাশার নিকট তাঁর ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে। ফলে তাক্বলীদপন্থী সরকারী মুফতীর নেতৃত্বে তাঁর বিচারের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। অতঃপর বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সালাফী দাওয়াতের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন কিছুই বলার ক্ষমতা বোর্ডের কোন সদস্যের ছিলনা। ফলে জেলের উন্মুক্ত কপাট ও জাল্লাদের বেত্রাঘাত থেকে আল্লাহ্র রহমতে তিনি বেঁচে যান।
মাত্র ৪৯ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা হয়েছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা ছিল, 'তাফসীরুল ক্বাসেমী' নামে পরিচিত 'মাহাসিনুত তাবীল' নামক তাফসীর গ্রন্থ। যা বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এছাড়াও আক্বীদার উপরে তাঁর লিখিত 'দালায়েলুত তাওহীদ' বইটি প্রসিদ্ধ। মিসরীয় বিদ্বান আল্লামা সৈয়দ রশীদ রেযা (১২৮২-১৩৫৪ হি./১৮৬৫-১৯৩৫ খৃ.) তাঁকে 'আল্লামাতুশ শাম' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দামেশক্বে মৃত্যুবরণ করেন।

১২. আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) : আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী সঊদী আরবের আল-ক্বাছীম প্রদেশে উনায়যাহ মহানগরীতে ১৩০৭ হিজরীর ১২ই মুহাররম তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার বছর বয়সে মাতৃহারা ও সাত বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তাঁর অন্যূন ১০টি গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হ'ল ৮ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ১৩৪৪ হিজরীতে প্রকাশিত তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'তায়সীরুল কারীমির রহমান' (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)। তিনি ১৩৭৬ হিজরীর ২২শে জুমাদাল আখেরাহ সকালে উনায়যাহ-র আল-ক্বাছীম শহরে ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৩৩৯-১৪৩৯ হি.) : তিনি পূর্ব আলজেরিয়ার বাসকারা (بسكرة) শহরের লীওয়াহ (ليوة) গ্রামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামে কুরআন হিফয করেন এবং অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বাসকারা শহরে চলে আসেন। সেখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে সপরিবারে মদীনা মুনাউওয়ারায় চলে আসেন। অতঃপর মসজিদে নববীর মাশায়েখদের মজলিসে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। পরে তিনি বিচার বিভাগের অনুমোদনক্রমে মসজিদে নববীতে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি তাফসীর, হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে দারস দিতেন। ১৩৮০ হিজরীতে (১৯৬১ খৃ.) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হ'লে তিনি সেখানকার প্রথম দিককার শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর ১৪০৬ হিজরীতে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৩৯ হিজরীর ৪ঠা যিলহজ্জ মোতাবেক ১৫ই আগষ্ট ২০১৮ বুধবার ১০০ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।
উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের ১৫ ও ১৬ই আগষ্ট বুধ ও বৃহস্পতিবার সঊদী সরকারের পক্ষ হ'তে মক্কার হোটেল হিলটন কনভেনশনে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক হজ্জ কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে লেখক ও তাঁর দুই পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব উপস্থিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উক্ত মুফাসসিরের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। সবাই তাঁর জন্য নিজে নিজে দো'আ পড়েন। কিন্তু সভায় কোনরূপ বিরতি দেওয়া হয়নি।

وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– ‘আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান’। অর্থাৎ ‘পুরস্কার ও শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী’ *(কুরতুবী)*।

(২) اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– ‘যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল’।

এখানে মৃত্যুকে আগে আনা হয়েছে তা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এবং পাপ হ’তে বিরত থেকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হওয়ার জন্য। দ্বিতীয়তঃ এটা বুঝানোর জন্য যে, অনস্তিত্বই হ’ল মূল। সেখান থেকে জীবন পেয়ে অস্তিত্ববান হওয়াটা নিতান্তই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এতে অন্য কারু কোন হাত নেই *(ক্বাসেমী)*। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا– ‘নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখ করার মত কিছুই ছিল না’ *(দাহ্‌র ৭৬/১)*। অথবা ‘মৃত্যু’ দ্বারা দুনিয়া এবং ‘জীবন’ দ্বারা আখেরাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াতে মানুষ মরবেই। কিন্তু আখেরাতে কোন মৃত্যু নেই *(কুরতুবী)*।

এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে আল্লাহ ‘মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন’ বলার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল তাঁর মৃত্যু নেই। যার ব্যাখ্যায় তিনি অন্যত্র বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে?’ لِيَبْلُوَكُمْ অর্থ لِيَخْتَبِرَكُمْ ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য’ *(ত্বাবারী)*। أَحْسَنُ عَمَلاً ‘সুন্দরতম আমল’ বলা হয়েছে حَسَنٌ عَمَلاً ‘সুন্দর আমল’ বলা হয়নি। এর মধ্যে সৎকর্মে সুন্দর হ’তে সুন্দরতম হওয়ার প্রতিযোগিতা করার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। যেমন জান্নাতের ‘তাসনীম’ ঝর্ণার পানি মিশ্রিত মোহরাংকিত শরাব পানের সৌভাগ্য অর্জনে প্রতিযোগিতা করার জন্য আল্লাহ বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ وَّفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ– وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ– ‘তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত’। ‘আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৬-২৭)*।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– ‘আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল’। অর্থ তিনি পাপাচারীদের থেকে বদলা গ্রহণে পরাক্রান্ত এবং তওবাকারীদের মার্জনা করায় ক্ষমাশীল *(কুরতুবী)*।

(৩) اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ– ‘যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাও কি?’

طِبَاقٌ একবচনে طَبَقٌ ‘স্তর’। যেমন جِمَالٌ একবচনে جَمَلٌ ‘উট’ *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে সাতটি স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টির অজানা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا– ‘তোমরা কি দেখোনা কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে’ *(নূহ ৭১/১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, اَللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ‘আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেই পরিমাণ’ *(তালাক ৬৫/১২)*। অর্থাৎ দু’টিই সাত স্তরে বিভক্ত। একটির উপরে একটি স্তর। কিন্তু কিনারা সমূহ মিলিত *(কুরতুবী)*।

নিরক্ষর আরবদের সামনে এইসব বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা নিঃসন্দেহে কোন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদি না তিনি নবী হ’তেন ও আল্লাহ্র নিকট থেকে অহি প্রাপ্ত হ’তেন।

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، ‘দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা’। অর্থ আকাশ সমূহের সৃষ্টিতে তুমি কোন ফাটল বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেনা *(কুরতুবী)*। এটি নভোমণ্ডল সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্র দেওয়া এক অমূল্য তথ্য। যা মানুষ শত শত বছর গবেষণা করেও জানতে পারত না। নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের অন্যতম মু‘জেযা।

সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞান মহাকাশের সাতটি স্তর আবিষ্কার করেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, যথা (১) ট্রাপোস্ফিয়ার (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (৩) ওজনোস্ফিয়ার (৪) মেসোস্ফিয়ার (৫) থার্মোস্ফিয়ার (৬) আয়নোস্ফিয়ার (৭) এক্সোস্ফিয়ার। অথচ দেড় হাযার বছর পূর্বেই কুরআন মানুষকে এই তথ্য দিয়েছে। প্রতিটি স্তর অত্যন্ত কঠিন। যা ভেদ করে যাওয়া কারু পক্ষে সম্ভব নয় আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত *(রহমান ৫৫/৩৩)*।[১৪]

---

১৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা নাবা ১২ আয়াতের তাফসীর।

Contents

تَفَاوُتٌ এসেছে الْفَوْتُ থেকে। যার অর্থ 'কোন বস্তু ছুটে যাওয়া'। যাতে সেখানে ত্রুটি দেখা যায় *(কুরতুবী)*। فَاتَ يَفُوْتُ فَوْتًا فَوَاتًا، فَاتَهُ الأَمْرُ اَيْ ذَهَبَ عَنْهُ অর্থ 'ছুটে গেছে'। সেখান থেকে تَفَاوَتَ يَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا وتَفَاوتًا وتَفَاوِتًا، تَفَاوَتَتْ دَرَجَاتُهُمَا اَيْ تَبَاعَدَتْ، অর্থ 'দুই স্তরের মধ্যে দূরত্ব, বৈপরিত্য ও বিভেদ সৃষ্টি হওয়া'। تَفَاوَتَ তَبَايَنَتْ، اِخْتَلَفَتْ অর্থ 'সৃষ্টির মধ্যে বৈপরিত্য হওয়া এবং সমান না হওয়া'। الخَلْقُ اى اِخْتَلَفَ ولَمْ يَكُنْ سَوِيًّا। অতএব تَفَاوُتٍ মাছদার অর্থ 'ত্রুটি'। যা শব্দটির সকল অর্থকে শামিল করে।

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ؟ 'পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাওকি?' বাক্যটি এসেছে পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হিসাবে। فُطُوْرٌ অর্থ شُقُوْقٌ 'ছিদ্র বা ফাটল' *(কুরতুবী)*।

এই সাত তবক যমীন ও আসমানের কোথাও তুমি কোন খুঁৎ দেখতে পাবে না বলে মানবজাতিকে মহাকাশ গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে সৃষ্টির বিশালতা মানুষ উপলব্ধি করে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হয় ও তাঁর বিধানসমূহ মান্য করে। সর্বোপরি সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। কেননা ভয় করা ব্যতীত কেউ বিধান মান্য করেনা। আর বিধান না মানলে কিছুই অর্জিত হয়না।

(৪) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ– 'অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও! যা ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে'।

كَرَّتَيْنِ অর্থ رَجْعَتَيْنِ 'একবারের পর একবার' বলে বারবার বুঝানো হয়েছে। কেননা মানুষ একবার কোন বস্তু দেখলে পুনরায় সেদিকে দেখে স্বভাবগতভাবে *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، 'আমরা তাদেরকে অবশ্যই দু'বার শাস্তি দেব' *(তওবা ৯/১০১)*। যার অর্থ কেবল দুনিয়া ও আখেরাতে দু'বার শাস্তি নয়। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে দুনিয়াতেই বারবার শাস্তি দিতে পারেন। বাক্যটি সর্বোচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ। এর মধ্যে যেমন মানুষের ব্যর্থতার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তেমনি এর দ্বারা নভোমণ্ডলের গঠন প্রকৃতির সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ– 'তারা কি তাদের উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা কিভাবে আমরা এটিকে নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনরূপ ফাটল নেই' *(ক্বাফ ৫০/৬)*।

বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবী এমনভাবে সৃষ্ট, যা ছেদ করে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা কারু নেই। সেদিকে ইঙ্গিত করেই জিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ বলেন, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ– ‘হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ, তাহ’লে যাও। কিন্তু সেটি তোমরা পারবে না কর্তৃত্ব ব্যতীত’ *(রহমান ৫৫/৩৩)*। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে কোন ছিদ্র তোমরা পাবেনা এবং ছিদ্র করতেও পারবে না। এমনকি এর সীমানা পেরিয়ে অন্য কোথাও যেতেও পারবে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। হ্যাঁ, সে অনুমতি মানব জগতে কেবল একজনই পেয়েছিলেন। তিনি হ’লেন সৃষ্টিজগতের নবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*। যাকে নভোমণ্ডল ভেদ করে আল্লাহ নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন মি‘রাজের রাত্রিতে *(ইসরা ১৭/১, নজম ৫৩/১৩-১৮)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَّهُوَ حَسِيرٌ– ‘যা ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে’। خَاسِئاً অর্থ ‘উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে’ *(ক্বাসেমী)*। حَسِيرٌ অর্থ ‘চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ’ *(কুরতুবী)*। خَسَأَ بَصَرُهُ خَسْأً وَخُسُوءاً অর্থ سَدِرَ ‘দেখতে না পাওয়া’ *(কুরতুবী)*। حَسَرَ بَصَرُهُ يَحْسِرُ حُسُورًا অর্থ ‘অধিক দূরত্বের কারণে বা অন্য কোন কারণে দেখতে না পাওয়া’। সেখান থেকে حَسِيرٌ وَمَحْسُورٌ অর্থ ‘ব্যর্থ ও ক্লান্ত’ *(কুরতুবী)*।

(৫) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ– ‘আমরা দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং ওগুলিকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপক বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি প্রচণ্ড আগুনের শাস্তি’।

অত্র আয়াতে সৌর জগতের কিছু মৌল উৎসের সন্ধান রয়েছে যে, আকাশের তারকারাজি এক একটি গ্যাসপুঞ্জ। যেগুলির কিছু উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড রূপে রাতের আকাশে প্রতিভাত হয়। আর কিছু উল্কারূপে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। বায়ুমণ্ডলে আসার পর সেগুলি মিলিয়ে যায়। সেকারণ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর জন্য ‘নিরাপত্তা ব্যূহ’ (Protection Shield) হিসাবে কাজ করে। বস্তুতঃ নিম্ন আকাশকে তারকারাজি দ্বারা আলোকমণ্ডিত করার মধ্যে রয়েছে প্রতিপালনের এক অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। যার কারণে সাগরে ও স্থলভাগে অন্ধকার রাতের স্নিগ্ধ পরশে মানুষ ঘুমাতে পারে। অন্যদিকে ধ্রুবতারা ইত্যাদির মাধ্যমে জাহাযে ও বিমানে দিক নির্দেশনা পেতে পারে। যেমন

আল্লাহ বলেন, –وَعَلاَمَاتٍ وَّبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ‘আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যে পথের দিশা পায়’ *(নাহল ১৬/১৬)*।

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِيْنِ، ‘এবং ওগুলিকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপক বানিয়েছি’। এর দ্বারা পুরা নক্ষত্র জগতকে বুঝানো হয়নি। বরং সেগুলির কিছু অংশকে বুঝানো হয়েছে। যা স্ফুলিঙ্গ রূপে শয়তানের প্রতি ছুঁড়ে মারা হয়। সেটি উল্কা হওয়াটাও অসম্ভব কিছু নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, –إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ‘তবে কেউ ঢু মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে’ *(ছাফফাত ৩৭/১০)*। অবশ্য গ্যাস পিণ্ড হিসাবে বাহ্যতঃ দু’টিই সমান বলে দু’টিকেই مَصَابِيح বা ‘প্রদীপমালা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। رُجُومٌ একবচনে رَجْمٌ মাছদার হিসাবে مَرْجُومٌ অর্থে এসেছে। যে অস্ত্র ছুঁড়ে মারা হয় *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ নক্ষত্ররাজিকে তিনভাগে সৃষ্টি করেছেন : (ক) প্রদীপমালা (খ) শয়তান মারার স্ফুলিঙ্গ এবং (গ) সমুদ্রে ও স্থলভাগে পথনির্দেশক হিসাবে। যে ব্যক্তি এর বিপরীতে ব্যাখ্যা করবে, সে হবে ভানকারী ও পথভ্রষ্ট *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ– ‘আর তাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি প্রচণ্ড আগুনের শাস্তি’। এখানে ‘তাদের জন্য’ অর্থ ‘শয়তানদের জন্য’ *(কুরতুবী)*। এভাবে শয়তান দুনিয়াতে ব্যর্থ হয় এবং আখেরাতে আমরা তাদের জন্য প্রচণ্ড আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি *(ইবনু কাছীর)*। এতে বুঝা যায় যে, শয়তান আগুনের সৃষ্টি হ’লেও তাকে তার চাইতে প্রচণ্ড আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে। যেমন মাটির সৃষ্টি মানুষ মাটি চাপায় মারা যায় বা মাটির ঢেলার আঘাতে নিহত হয়। তাছাড়া জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ গুণ বেশী দাহিকাশক্তি সম্পন্ন।[১৫] উপরোক্ত মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ– وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ– لاَ يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ– دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ– إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ– ‘নিশ্চয়ই আমরা দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি’ *(৬)*। ‘এবং তাকে নিরাপদ করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে’ *(৭)*। ‘ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শুনতে পারে না। আর চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়’ *(৮)*। ‘ওদেরকে তাড়ানোর জন্য এবং ওদের জন্য রয়েছে বিরতিহীন শাস্তি’ *(৯)*। ‘তবে কেউ ঢু মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে’ *(ছাফফাত ৩৭/৬-১০)*।

---

১৫. বুখারী হা/২৩৬৫; মুসলিম হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৫৬৬৫ ‘জাহান্নাম ও জাহান্নাম বাসীদের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ, রাবী (বর্ণনাকারী) আবু হুরায়রা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)*।

কোন কোন বাঙ্গালী মুফাসসির অত্র আয়াতের অনুবাদ করেছেন, ‘এবং সেগুলিকে হওয়াইয়া দিয়াছি (গণৎকার) শয়তানদের জন্য অনুমানের উপকরণ স্বরূপ’। তিনি অত্র মর্মের আয়াতগুলিকে ‘শয়তান মারার কেচ্ছা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[১৬] এভাবে অতি যুক্তিবাদী মুফাসসিরগণ তাদের সীমিত লৌকিক জ্ঞান দিয়ে কুরআন-হাদীছের বহু অলৌকিক বিষয়কে অস্বীকার করেছেন।

(৬) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– ‘আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা’।

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– অর্থ بِئْسَ الْمَآلُ وَالْمُنْقَلَبُ ‘কতই না মন্দ সেই ঠিকানা ও প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(ইবনু কাছীর)*। উক্ত মর্মে আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ– ‘যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করে, তাদের সৎকর্ম সমূহ হ’ল ছাইয়ের মত, ঝড়ের দিনের প্রচণ্ড বায়ু যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের কাজে লাগাতে পারেনা। আর এটাই হ’ল তাদের দূরতম ভ্রষ্টতা’ *(ইব্রাহীম ১৪/১৮)*।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়না। মানুষের প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে কেবল দুনিয়াতেই তারা যৎসামান্য পুরস্কার পেয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ– ‘যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না’ *(শূরা ৪২/২০)*। তিনি বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا– ‘আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। কারণ তারা দুনিয়াতে নগদ পাওয়ার জন্য কাজ করেছিল, আর তারা তা সেখানে পেয়ে গেছে। স্বার্থপরদের জন্য এটাই চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

---

১৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.) তাফ্ছীরুল কোর্আন, তাফসীর উক্ত আয়াত ৫/৫৬৪, ৫৬৭ পৃ.।

(৭) إِذَآ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ- 'যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার গর্জন শুনতে পাবে। ওটা তখন টগবগ করে ফুটবে'।

شَهِيقٌ অর্থ صَوْتٌ مُنْكَرٌ 'অচেনা ভয়ঙ্কর আওয়ায' যা মানুষের পরিচিত আওয়াযের বহির্ভূত *(ক্বাসেমী)*। আর সেটা হবে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপের পর সেখান থেকে উত্থিত গর্জনের আওয়ায। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيقٌ- 'অতঃপর যারা হতভাগা হবে তারা জাহান্নামে থাকবে। সেখানে তারা চীৎকার ও আর্তনাদ করবে' *(হূদ ১১/১০৬)*।

وَهِيَ تَفُورُ- 'ওটা তখন টগবগ করে ফুটবে'। تَفُورُ অর্থ تَغْلِي بِهِمْ وَتَعْلُو 'তাদের নিয়ে ফুটবে ও ঢেউ তুলবে'। فُلَانٌ يَفُورُ غَيْظًا 'অমুক ব্যক্তি রাগে ফেটে পড়েছে' *(কুরতুবী)*। অনুরূপভাবে অপরাধী জিন ও ইনসানকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর তা ক্রোধে ফেটে পড়বে ও আগুন সর্বোচ্চ তাপে উত্তপ্ত হবে। অতএব মিথ্যারোপ কারীদের জন্য দুর্ভোগ!

(৮) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ 'ক্রোধে যেন তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন একটি দল নিক্ষিপ্ত হবে, তখনই রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেননি?'

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، অর্থ تَكَادُ جَهَنَّمُ تَتَمَزَّقُ مِنْ شِدَّةِ غَضْبِهَا عَلَى الْكُفَّارِ 'কাফেরদের উপর কঠিন ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়ার উপক্রম হবে' *(আত-তাফসীরুল মুয়াসসার)*। এই ক্রোধ জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরও হ'তে পারে *(কাশশাফ)*।

كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ 'যখনই তাতে কোন একটি দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেননি?' অর্থাৎ مَالِكٌ وَأَعْوَانُهُ مِنَ الزَّبَانِيَةِ 'জাহান্নামের প্রধান রক্ষী মালেক ও তার সহকারী আযাবের ফেরেশতাগণ *(কাশশাফ)*। উক্ত মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ- لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ- 'সেদিন তারা চিৎকার দিয়ে ডেকে বলবে হে মালেক ফেরেশতা! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের ব্যাপারটা শেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এখানেই থাকবে' *(৭৭)*। '(আল্লাহ বলবেন,) আমরা (নবীদের মাধ্যমে) তোমাদের নিকট সত্যধর্ম (ইসলাম) নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিলে সত্য গ্রহণে অনিচ্ছুক' *(যুখরুফ ৪৩/৭৭-৭৮)*।

(৯) قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ– ‘তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলেন। কিন্তু আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। বরং তোমরাই বড় ভ্রান্তিতে আছ’।

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেবেন না তার উপর দলীল কায়েম না করে এবং তার নিকটে রাসূল না পাঠিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান না জানিয়ে তিনি কাউকে শাস্তি দিবেন না। অতএব প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হবে পরকালীন মুক্তির জন্য কুরআন ও হাদীছের বিধান জানা ও তা মান্য করা। উক্ত মর্মে আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً– ‘আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৫)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ– ‘আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন’ *(হূদ ১১/১১৭)*।

بِظُلْمٍ ‘শিরক ও কুফরীর কারণে’ হ’তে পারে। অর্থাৎ যতক্ষণ কোন জনপদে পাপাচার বিস্তার লাভ না করবে, ততক্ষণ কেবল শিরক ও কুফরীর কারণে আল্লাহ কোন জনপদকে ধ্বংস করবেন না। যেমন নূহ, ফেরাঊন, লূত, ‘আদ, ছামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন তাদের সীমাহীন পাপাচারের কারণে। শুধুমাত্র শিরক ও কুফরীর কারণে নয়। পাপাচারের আধিক্যের কারণে আল্লাহ্র গযব ত্বরান্বিত হয়। আর শিরকের কঠিন শাস্তি হয় আখেরাতে *(কুরতুবী)*। এটি সর্বযুগে প্রযোজ্য।

فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ– ‘কিন্তু আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। বরং তোমরাই বড় গুমরাহীতে রয়েছ’। অর্থ ‘আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং মিথ্যারোপে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করেছিলাম। এমনকি আমরা নুযূলে অহি-কেই অস্বীকার করেছিলাম এবং নবীদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছিলাম’ *(ক্বাসেমী)*।

জাহান্নামীদের উক্ত স্বীকারোক্তি বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا بَلَى

وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ-

‘আর অবিশ্বাসীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত হবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার দাররক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হ’তে রাসূলগণ আসেননি? যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন এবং এদিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু অবিশ্বাসীদের উপর শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে’ *(৭১)*। ‘বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। দাম্ভিকদের জন্য সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!’ *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*।

(১০) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ- ‘তারা আরও বলবে, যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম ও তা অনুধাবন করতাম, তাহ’লে আজ জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হ’তাম না’।

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ অর্থ ‘যদি আমরা নবীদের কথা শুনতাম ও অনুধাবন করতাম’। এতে প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা মেধাসম্পন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানী হয়না। মেধাশক্তির কারণে তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করে। কিন্তু ভাল-মন্দ বাছাইয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান তাদের থাকেনা। সীমিত লৌকিক জ্ঞান দিয়ে তারা সীমাহীন অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ প্রেরিত অহি-র জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করে। আর সেই সীমিত জ্ঞানের দম্ভ ও হঠকারিতায় তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই হারায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ؟ ‘তাদের বিবেক কি তাদের এই মিথ্যারোপে প্ররোচিত করে? নাকি তারা আসলেই এক অবাধ্য সম্প্রদায়?’ *(তূর ৫২/৩২)*। সেদিন অবিশ্বাসী যালেমদের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً- يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً- ‘যালেম সেদিন নিজের দু’হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম’। ‘হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’ *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৮)*।

(১১) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ- ‘অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং দূর হও জাহান্নামবাসীরা!’

فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ অর্থ فَبُعْدًا لَّهُمْ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ‘অতএব দূর হৌক তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে’। أَسْحَقَهُمْ سُحْقًا অর্থ بَاعَدَهُمْ بُعْدًا ‘তিনি তাদেরকে দূর করে দিয়েছেন বহু দূরে’ *(কুরতুবী)*। ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পান করতে আসা বিদ‘আতীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলবেন, –سُحْقًا سُحْقًا لِّمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى ‘দূর হও দূর হও! যে আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে’।[১৭] ইসলামের নামে শিরক ও বিদ‘আতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কথিত ধর্মনেতারা ভয় পাবেন কি? নাকি জীবন ভর যুক্তি দিয়ে হাদীছকে এড়িয়ে যাবেন অথবা অপব্যাখ্যা করে দুনিয়া অর্জন করবেন?

(১২) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ– ‘নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার’।

الْخَشْيَةُ بِالْغَيْبِ অর্থ ‘আল্লাহকে না দেখে ভয় করা’ *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ মুত্তাক্বীদের গুণ বর্ণনা করে বলেন, –الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ‘যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং ক্বিয়ামতের ভয়ে ভীত থাকে’ *(আম্বিয়া ২১/৪৯)*।

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ– ‘তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার’। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ– مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ– اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ– ‘এটা হ’ল সেই প্রতিদান যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক তওবাকারী ও হেফাযতকারীর জন্য’ *(৩২)*। ‘যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে আগমন করেছে’ *(৩৩)*। ‘তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। আর এটা হ’ল অনন্ত জীবনে প্রবেশের দিন’ *(ক্বা-ফ ৫০/৩২-৩৪)*।

বস্তুতঃ আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা ও তাঁকে প্রতি মুহূর্তে ভয় করার নাম ‘ঈমান’। যেমন মুত্তাক্বীদের ৬টি গুণ বর্ণনা করার শুরুতে আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، ‘যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে’ *(বাক্বারাহ ৩)*। দুর্ভাগ্য এই যে, বান্দা তার বুকের মধ্যে লুক্কায়িত অদৃশ্য আত্মাকে না দেখে বিশ্বাস করে, অথচ আত্মা ও দেহের সৃষ্টিকর্তা অদৃশ্য আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার

১৭. বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২২৯১; মিশকাত হা/৫৫৭১, রাবী সাহ্ল বিন সা‘দ (রাঃ)।

হঠকারী দাবী করতে গিয়েই মূসার কওমের ৭০ জন নেতা একসাথে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আয় আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*। সারা বিশ্ব অদৃশ্য ভাইরাসের ভয়ে আতংকিত। অথচ ভাইরাসের সৃষ্টিকর্তা ও প্রেরণকারী অদৃশ্য আল্লাহকে তারা ভয় করেনা। এখানেই রয়েছে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য।

(১৩) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ– 'আর তোমরা তোমাদের কথাগুলি চুপে চুপে বল বা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের অন্তরের খবর জানেন'।

عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّــــدُورِ– অর্থ কথায় বা কাজে প্রকাশের পূর্বে মানুষের হৃদয়ে যা লুকানো থাকে, সে বিষয়ে জ্ঞাত *(কাশশাফ)*। যেমন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেন, رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি জান যা কিছু আমরা গোপন করি ও যা কিছু আমরা প্রকাশ করি। আর যমীন ও আসমানের কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকেনা' *(ইব্রাহীম ১৪/৩৮)*। আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ– 'তিনি জানেন তোমাদের চোরাচাহনি এবং যা কিছু তোমাদের অন্তরসমূহ লুকিয়ে রাখে' *(মুমিন ৪০/১৯)*।

(১৪) أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَــــبِيرُ– 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? বস্তুতঃ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু খবর রাখেন'।

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَي: اللَّطِيفُ بِعِبَادِهِ، الْخَبِيرُ بِأَعْمَالِهِمْ– 'তিনি স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে সূক্ষ্মদ্রষ্টা এবং তাদের কর্ম সমূহের ব্যাপারে সম্যক অবহিত' *(ক্বাসেমী)*।

لَطُفَ يَلْطُفُ لُطْفًا ولَطَافةً অর্থ دَقَّ 'সূক্ষ্ম হওয়া' صَغُرَ 'ছোট হওয়া'। লَطَفَ يَلْطُفُ لَطفًا ولُطْفًا অর্থ رَفَقَ 'অনুগ্রহ করা'। সেখান থেকে اللَّطِيفُ অর্থ 'সূক্ষ্মদ্রষ্টা'। আল্লাহ বান্দার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ জানেন। এরপরেও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

خَبُرَ يَخْبُرُ خُبْرًا وخِبْرَةً فهو خَبِيرٌ অর্থ 'জানা, অবহিত হওয়া'। خَبِرَ يَخْبِرُ خَبَرًا فهو خَابِرٌ অর্থ 'উত্তমরূপে জানা'। সেখান থেকে الْخَبِيرُ অর্থ 'অভিজ্ঞ, যার জ্ঞান থেকে কোন গোপন বস্তুও গোপন থাকেনা' *(ক্বাসেমী)*। আর এটি আল্লাহ ব্যতীত কেউ নন।

১৩ ও ১৪ আয়াতদ্বয়ে মু‘তাযেলীদের প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তারা ধারণা করেন যে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। অথচ আল্লাহ্ই বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। আর বান্দা হ’ল নিজ ইচ্ছামতে ভাল বা মন্দ কর্মের বাস্তবায়নকারী *(দাহ্র ৭৬/৩)*। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত অত্র আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, বান্দা তার কর্ম সৃষ্টি করে না। কেননা সে উক্ত বিষয়ে কিছু জানে না। এক্ষণে আয়াতের অর্থ হবে, أَلاَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْجَهْرَ مَنْ خَلَقَهُمَا؟ ‘তিনি কি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানবেন না, যিনি এতদুভয়কে সৃষ্টি করেছেন? *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(১৫) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ- ‘তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান’।

الذَّلُولُ অর্থ السَّهْلُ ‘নরম’। বহুবচনে ذُلُلٌ، أَذِلَّةٌ মাছদার الذُّلُّ। অর্থাৎ পৃথিবী নরম ও সহনশীল।

অত্র আয়াতে ভূপৃষ্ঠের গঠন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীকে আল্লাহ মনুষ্য বাসোপযোগী মাটি ও আবহাওয়া এবং সহনীয় তাপমাত্রা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তাদের জন্য প্রদত্ত ফল-ফসল, মাছ-পাখি ও গবাদিপশু সুষ্ঠুভাবে বিচরণ করতে পারে। فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، ‘অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর’। مَنَاكِبُهَا অর্থ أَطْرَافُهَا وَجَوَانِبُهَا ‘কোনায় কোনায় ও কিনারা সমূহে’। একবচনে مَنْكِبُ ‘পার্শ্ব বা কাঁধ’। মানুষের কাঁধ তার দেহের দুই পাশে থাকে বলে একে مَنْكِبُ বলা হয়। এর দ্বারা পাহাড়-পর্বত, উচ্চভূমি-নিম্নভূমি সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। মানুষ যেমন কাঁধে ভার বহন করে, পৃথিবী তেমনি সমুদ্র ও স্থলভাগের সবকিছুকে কাঁধে বহন করে। আর মানুষ তার উপরে বিচরণ করে বিভিন্ন বাহনের সাহায্যে। এখানে সেটাই বলা হয়েছে।

وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ، ‘এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ করে থাক’। অর্থাৎ এর মধ্যেকার হালাল ও রুচিকর খাদ্য সমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ- ‘হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ

করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। এতে বুঝা যায় যে, রুচিহীন খাদ্য মানুষের স্বভাবজাত নয়। কেবল শয়তানের তাবেদাররাই এগুলি খেতে পারে। যেমন মদখোর, শুকরের মাংস ইত্যাদি ভক্ষণকারী লোকদের অবস্থা।

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ– 'আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান'। النُّشُـــورُ অর্থ الْمَرْجِـــعُ 'প্রত্যাবর্তনস্থল' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*। এ কারণেই মুমিন নর-নারী ঘুম থেকে উঠে দো'আ পাঠ করে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَـــا وَإِلَيْهِ النُّشُـــوْرُ– 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান'।[১৮] এভাবেই প্রাণীজগতে নিদ্রা ও নিদ্রাভঙ্গের মাধ্যমে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা ঘটছে। অথচ এতে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। এভাবেই ক্বিয়ামতের দিন হবে চিরস্থায়ী পুনরুত্থান।

(১৬) أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ– 'তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ أَأَمِنْتُمْ عَذَابَ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِنْ عَصَيْتُمُوْهُ، 'তোমরা কি আসমানে যিনি আছেন, তার শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ, যদি তোমরা তার অবাধ্যতা কর?' *(কুরতুবী)*।

আলোচ্য আয়াতে مَنْ فِي السَّمَآءِ 'আসমানে যিনি আছেন' অর্থ 'আল্লাহ' *(ত্বাবারী)*। কুরতুবী বলেন, مَنْ قُدْرَتُهُ فِي السَّمَآءِ 'যার শক্তি রয়েছে আকাশে' *(কুরতুবী)*। তিনি বলেন, মুহাক্কিকগণ বলেন, এর অর্থ مَنْ فَوْقَ السَّمَآءِ 'যিনি আকাশের উপরে আছেন'। যেমন আল্লাহ বলেন, فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ، 'অতএব তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর' *(তওবা ৯/২)*। অর্থ 'যমীনের উপর ভ্রমণ কর'। যার অর্থ أَنَّهُ مُدِيرُهَا وَمَالِكُهَا 'আল্লাহ আকাশের পরিচালক ও মালিক' *(কুরতুবী)*।

---

১৮. বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৬।

অতঃপর তিনি বলেন, অত্র আয়াত ছাড়াও অন্য বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র ‘উচ্চতা’ (الْعُلُوُّ) গুণের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কোন নাস্তিক ও হঠকারী মূর্খ ব্যতীত কেউ যা অস্বীকার করতে পারেনা। তাঁর এই উচ্চতা ও বড়ত্ব সীমাহীন। আকাশের দিকে হাত উঁচু করে প্রার্থনা করা হয় এজন্য যে, সেখানেই তাঁর ‘অহি’ নাযিল হয়। সেখানেই ফেরেশতাগণ অবস্থান করেন এবং সেখানেই বান্দাদের আমল উত্থিত হয়। আর আকাশের উপরেই রয়েছে তাঁর আরশ ও জান্নাত *(কুরতুবী)*।

উক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকারকারী মু‘তাযেলী মুফাসসিরগণ ছাড়াও বহু সুন্নী মুফাসসিরের পদস্খলন ঘটেছে। যেমন (১) জালালায়েন অর্থ করেছেন, مَنْ فِي السَّمَآءِ أى سُلْطَانُهُ وقُدْرَتُهُ ‘আকাশে যিনি আছেন’ অর্থ ‘তাঁর রাজত্ব ও শক্তি’ *(জালালায়েন)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ‘উচ্চতা’ (عُلُو) গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। যা সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার বিপরীত। (২) বায়যাভী ব্যাখ্যা করেছেন,اَلْمَلاَئِكَةُ الْمُوَكَّلُوْنَ عَلَى تَدْبِيرِ هَذا العَالَمِ ‘ফেরেশতাগণ, যারা জগত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে’। أو اللهُ تَعَالَى عَلَى تَأوِيلِ مَنْ فِي السَّمَآءِ أَمْرُهُ أو قَضَاؤُهُ– ‘অথবা আল্লাহ, এই অর্থে, আকাশে যার আদেশ ও ফায়ছালা সমূহ থাকে’ *(বায়যাভী)*। এখানেও আল্লাহ্‌র ‘উচ্চতা’ (عُلُو) গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। (৩) শাওকানী ব্যাখ্যা দিয়েছেন,وَقِيلَ مَنْ فِي السَّمَآءِ : قُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ وَعَرْشُهُ وَمَلآئِكَتُهُ، ‘বলা হয়েছে যে, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা, আরশ ও ফেরেশতামণ্ডলী রয়েছে আকাশে’ *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*। সালাফী মুফাসসির হিসাবে পরিচিত হ’লেও তিনি এখানে আল্লাহ্‌র ‘উচ্চতা’ গুণ এড়িয়ে গেছেন এবং শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরে গেছেন।

বস্তুতঃ অত্র আয়াতটি আল্লাহ্‌র ‘উচ্চতা’ (الْعُلُوُّ) গুণ প্রমাণে সবচেয়ে বড় দলীল সমূহের অন্যতম। এটাকে ‘কুদরত ও সুলতান’ তথা ‘শক্তি ও কর্তৃত্ব’ অর্থে নেওয়াটা অত্র আয়াতের মর্মের বিপরীত। প্রথমতঃ ভাষাগত দিক দিয়ে। কেননা ‘মান’ (مَنْ) শব্দটি প্রাণীবাচক। অথচ শক্তি, ক্ষমতা ও রাজত্ব শব্দগুলি বস্তুবাচক। যদি এর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতাকে বুঝানো হ’ত, তাহ’লে مَا فِي السَّمَآءِ বলা হ’ত। অর্থাৎ ‘যা আকাশে আছে’ বলা হ’ত। দ্বিতীয়তঃ অত্র আয়াতে ‘মধ্যে’ (فِى) অর্থ ‘উপরে’ (عَلَى)। অর্থাৎ আল্লাহ ‘আকাশের মধ্যে’ নন, বরং তিনি আছেন সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশে। তৃতীয়তঃ এখানে ‘আকাশে’ (السَّمَآءِ) বলে ‘উপরে এবং উচ্চে’ বুঝানো

হয়েছে। যার উপরে কিছুই নেই। অতএব তাঁর জন্য এটি আবশ্যিক নয় যে, তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করবেন। বরং তিনি সকল সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন একক সত্তা। যার কোন শরীক নেই এবং যার নিজস্ব আকার রয়েছে। যার তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন *(শূরা ৪২/১১)*। জান্নাতে মুমিনরাই কেবল তাঁকে স্বরূপে দেখতে পাবে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্টভাবে। আল্লাহ বলেন, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى– 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নীত' *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন।[১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের রাতে সপ্তাকাশের উপরে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলেন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নির্দেশ প্রাপ্ত হন।[২০]

মদীনার জনৈকা কৃষ্ণকায় দাসীকে মুক্ত করার সময় সে মুমিন না কাফের যাচাই করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, فِى السَّمَآءِ 'আকাশে'। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূল (ছাঃ) তার মনিবকে বললেন, তুমি ওকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে মুমিন'।[২১]

অতএব 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'। 'তিনি মুমিনের ক্বলবে থাকেন'। 'প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহ্র অংশ'। 'যত কল্লা তত আল্লাহ' ইত্যাকার সবই ভ্রান্ত আক্বীদা। বরং বিশুদ্ধ আক্বীদা এই যে, আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর সত্তা নয়। বরং তাঁর ভালোবাসা মুমিনের ক্বলবে থাকে। প্রত্যেক সৃষ্টি স্রষ্টা নয়, বরং তা স্রষ্টার প্রমাণ। যত কল্লা তত আল্লাহ পুরাপুরি কুফরী কালাম। কেননা এর দ্বারা এক আল্লাহ কোটি আল্লায় পরিণত হয়। যা তাওহীদের বিপরীত। এখানে কেবল 'আকাশে' বলা হয়েছে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করার জন্য। নইলে তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যপ্ত।

যেমন আয়াতুল কুরসীতে বলা হয়েছে, اَللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ– 'আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে

১৯. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩; মুসলিম হা/১৭৭৩।

২০. বুখারী হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৫৮৬২ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

২১. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৩৩০৩ 'বিবাহ' অধ্যায়।

আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না'। যেমন ফেরাঊনী যুগের ধনকুবের ক্বারূণকে আল্লাহ তার সম্পদ সহ ভূমিধ্বসে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ- وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْلَآ أَنْ مَّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ- 'অতঃপর আমরা ক্বারূণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দলবল ছিল না, যারা আল্লাহ্‌র শাস্তি হ'তে বাঁচাতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(৮১)*। 'ফলে আগের দিন যারা তার মত (সম্পদশালী) হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করেছিল তারা লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন ও হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন, তাহ'লে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। আর নিশ্চিতভাবেই অবিশ্বাসীরা কখনো সফলকাম হয় না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮১-৮২)*।

فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ؟ 'যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে?' تَمُوْرُ অর্থ تَضْطَرِبُ 'আন্দোলিত হবে' *(ইবনু কাছীর)*। এটি যেকোন গযবের সময় হ'তে পারে। যেমন পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের উপর হয়েছে। আজও ভূমিকম্পে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা বিধ্বস্ত হচ্ছে। তবে এটি চূড়ান্তভাবে ক্বিয়ামতের দিন হবে। যেদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا- وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا- فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ- 'যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে' *(৯)*। 'এবং পর্বতমালা চালিত হবে তীব্রভাবে' *(১০)*। 'দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য' *(১১)*। 'যারা খেল-তামাশায় মত্ত' *(তূর ৫২/৯-১২)*।

(১৭) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ- 'অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন না? আর তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!'

আলোচ্য আয়াতে অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ধমকি রয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُونَ- أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ- أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ- 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(৯৬)*। 'জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না?' *(৯৭)* 'অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, দিনের বেলা খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না?' *(৯৮)* 'তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৭/৯৬-৯৯)*। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত লূত সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ- نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ- 'আমরা তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু। তবে লূতের পরিবার ব্যতীত। আমরা তাদেরকে শেষ রাতে উদ্ধার করেছিলাম'- 'আমাদের পক্ষ হ'তে অনুগ্রহ হিসাবে। এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করে থাকি কৃতজ্ঞ বান্দাদের' *(ক্বামার ৫৪/৩৪-৩৫)*।

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ- 'আর তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী!' نَذِيرِ আসলে ছিল نَذِيرِىْ অর্থ إِنْذَارِي 'আমার ভয় প্রদর্শন'। যার বাস্তব অর্থ الْمُنْذِرِ 'আমার সতর্ককারী'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(কুরতুবী)*। আয়াত সমূহের অন্তঃমিলের কারণে শেষের 'ইয়া'টি বিলুপ্ত করে তার স্থলে 'রা'-এর নীচে যের দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ সকল নবী-রাসূলই মানুষকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা হ'তে ভয় প্রদর্শন করে গেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত হ'তে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

শেষনবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ- 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র

মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(সাবা ৩৪/২৮)*। তাঁর অবাধ্যতা করলে জাহান্নাম সুনিশ্চিত। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ– 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছি (জান্নাতের) সুসংবাদ দানকারী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। আর তুমি জাহান্নামবাসীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ– 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২২]

উপরোক্ত হাদীছে 'এই উম্মত' (هَٰذِهِ الأُمَّةِ) বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জগদ্বাসী। 'উম্মত' দুই প্রকার : উম্মতে ইজাবাহ ও উম্মতে দা'ওয়াহ। যারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে 'মুসলিম' হয়েছে, তাদেরকে উম্মতে ইজাবাহ (أُمَّةُ الإِجَابَةِ) বলে। আর যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি, তাদেরকে বলা হয় 'উম্মতে দা'ওয়াহ' (أُمَّةُ الدَّعْوَةِ)। দু'টির মধ্যে 'আম ও খাছ সম্পর্ক। হাদীছে 'এই উম্মত' বলতে উম্মতে দা'ওয়াহ বুঝানো হয়েছে। যার দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম-অমুসলিম সকল জিন ও ইনসানকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি জগতের সবাই এখন উম্মতে মুহাম্মাদী। কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন বিশ্বনবী ও শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই ।[২৩] অতএব তিনিই এখন সকলের নবী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকলে তাঁর উম্মত।

আজকে সারা পৃথিবীতে যেভাবে আসমানী গযব ও দুনিয়াবী গযব ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রধান কারণ হ'ল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা এবং তাঁর আনীত ইসলামী শরী'আতকে অমান্য করা। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র গৃহদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিগত নবীগণের যুগ হ'লে হয়তোবা পৃথিবীর কোন কোন এলাকা আল্লাহ্র গযবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু সেটা হয়নি সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত দো'আর কারণে। যেমন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন,

২২. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৩. আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬; বুখারী হা/৩৪৫৫, ৩৫৩৪; মুসলিম হা/১৮৪২, ২২৮৬; মিশকাত হা/৩৬৭৫, ৫৭৪৫।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَّ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَّ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَّ يَجْعَلَ بِأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

‘একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বনু মু‘আবিয়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি সেখানে প্রবেশ করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘক্ষণ দো‘আ করলেন। অতঃপর ঘুরে বসে বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি বস্তু প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু’টি দান করলেন এবং একটি দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন তিনি আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, যেন তিনি আমার উম্মতকে বন্যায় ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, যেন তিনি আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না’।[২৪]

(১৮) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ– ‘আর তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি?’। অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিগত উম্মতগুলির মিথ্যারোপের কথা ও তাদের উপর প্রেরিত গযবের কথা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে তারাও অনুরূপ শাস্তির সম্মুখীন না হয়।

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ ‘অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি?’ نَكِيرِ আসলে ছিল نَكِيرِىْ অর্থ إِنْكَارِيْ ‘আমার শাস্তি’। যার বাস্তব অর্থ الْمُنْكِرِ ‘আমার নিষেধকারী’। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ ‘আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকে। অতঃপর আমরা অবিশ্বাসীদের অবকাশ দিয়েছিলাম। পরে তাদের পাকড়াও করেছিলাম। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি’ *(হজ্জ ২২/৪৪)*। نَكِيرِ এখানে প্রশ্নবোধক এসেছে। যার অর্থ ‘পরিবর্তন করা’ (اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى التَّغْيِيرِ)। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তারা যে সুখ-শান্তির মধ্যে ছিল, তাকে কিভাবে শাস্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেটা তুমি দেখ। একইভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হবে কুরায়েশ মিথ্যারোপকারীরা *(কুরতুবী)*। বরং একই শাস্তি প্রাপ্ত হবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মিথ্যারোপকারীরা। যেমন বর্তমান (২০২০) করোনা ভাইরাসের মহামারী। যা পুরা বিশ্ব সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি ভোগবাদী মানুষের প্রতি আল্লাহ্র নগদ শাস্তি। তিনি আমাদেরকে রক্ষা করুন!

২৪. মুসলিম হা/২৮৯০; মিশকাত হা/৫৭৫১ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।

উপরের আয়াতগুলিকে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অফুরন্ত দয়া ও সহনশীলতার কথা বর্ণিত হয়েছে। যা অনেক সময় অবিশ্বাসীদের পক্ষে যুক্তি হয়ে দেখা দেয়। তারা বলে, যদি নবীদের কথাই সঠিক হবে, তাহ'লে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয় না কেন? এর জবাবে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا– 'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহ'লে ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কাউকে তিনি ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সেই নির্ধারিত সময় এসে যায় (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন)। কেননা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা' *(ফাত্বির ৩৫/৪৫)*।

(১৯) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَآفَّاتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍم بَصِيرٌ– 'তারা কি দেখে না তাদের উপর উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে? যারা তাদের ডানাসমূহ বিস্তৃত করে ও সংকুচিত করে। তাদেরকে শূন্যে ধরে রাখেন কেবল দয়াময় (আল্লাহ)। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা'।

অত্র আয়াতে পাখির শূন্যে উড়ে বেড়ানোর মধ্যে আল্লাহ তাঁর শক্তি ও দয়ার কথা বর্ণনা করে তা থেকে বান্দার শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন যে, তোমরা বুদ্ধিমান ও সেরা সৃষ্টি হ'লেও তোমাদের ক্ষমতা নেই পাখির মত উড়ে বেড়ানোর। আমিই তাদেরকে সেই ক্ষমতা দিয়েছি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন, أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ– 'তারা কি দেখে না পক্ষীকুলের দিকে, যারা আকাশের গর্ভে অনুগত হয়ে সন্তরণশীল থাকে? একমাত্র আল্লাহ-ই ওদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য' *(নাহল ১৬/৭৯)*। এর মধ্যে মহাকাশ গবেষণার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পানিতে এক টুকরা লোহা ফেললে তা সাথে সাথে ডুবে যায়। অথচ লোহা দিয়ে তৈরী টনকে টন ওযনের বিশাল বিশাল জাহায সাগরের বুকে বিচরণ করছে। একইভাবে উপরে ঢিল ছুঁড়লে তা সাথে সাথে নীচে পড়ে। অথচ দলে দলে পাখির সারি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। এর কারণ আল্লাহ পানিতে যেমন তাপ ও চাপ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে বায়ুমণ্ডলেও সৃষ্টি করেছেন। যার উপরে ভর করে পুকুরে ও নদীতে মানুষ সাঁতার কাটে এবং আকাশে পাখিরা উড়ে বেড়ায়। যাদের দেখাদেখি আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁর বিজ্ঞানী বান্দারা উড়োজাহায ও রকেট সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্র বান্দারা আসমান ও যমীনে লুক্কায়িত আল্লাহ্র সম্পদরাজি ভোগ করছে। যেমন তিনি

বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ– 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' *(লোকমান ৩১/২০)*।

(২০) أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ؟ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ– 'তোমাদের কোন্ সেই সেনাদল, যারা দয়াময়ের (আল্লাহ্র) শাস্তি থেকে বাঁচাতে তোমাদের সাহায্য করবে? বস্তুতঃ অবিশ্বাসীরা তো কেবল ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে'।

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ، 'তোমাদের কোন্ সেই সেনাদল?' এটি অস্বীকার বাচক প্রশ্ন (إِسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ)। অর্থাৎ তোমাদের কোন সেনাদল নেই, যারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ– 'বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানে না তিনি ব্যতীত। আর (জাহান্নামের) এই বর্ণনা মানুষের জন্য কেবল উপদেশ মাত্র' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*।

إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ– 'বস্তুতঃ অবিশ্বাসীরা তো কেবল ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে'। অর্থাৎ তারা কেবল শয়তানী ধোঁকার মধ্যে রয়েছে যে, কোন হিসাব নেই বা কোন শাস্তি নেই *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ– 'তবে কি আমরা ব্যতীত তাদের অন্য উপাস্যরা রয়েছে, যারা তাদের রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমাদের মোকাবেলায় কোন সাহায্যকারীও পাবে না' *(আম্বিয়া ২১/৪৩)*।

আর মানুষ যে কত দুর্বল, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ– مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ– 'হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন।

আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এজন্যে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তার কাছ থেকে তারা তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ে শক্তিহীন (অর্থাৎ পূজারী ও দেবতা উভয়েই ব্যর্থ)'। 'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা বুঝে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৭৩-৭৪)*। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সাবধান করে বলেন, يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلاَ مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا؛ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ، فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ– 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন কাজে আসবে না বা পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোকমান ৩১/৩৩)*।

(২১) أَمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُـــوٍّ وَّنُفُـــورٍ– 'কোন সে ব্যক্তি, যে তোমাদের রিযিক দান করবে, যদি তিনি রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা হঠকারিতায় ও সত্যবিমুখতায় অটল রয়েছে'।

إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، 'যদি তিনি রিযিক বন্ধ করে দেন' অর্থ যদি আল্লাহ বৃষ্টি, অনুকূল আবহাওয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেন। এটি বাক্যে শর্ত (شرط) হয়েছে। যার উত্তর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন রূযীদাতা নেই। যা পূর্বেকার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে *(জালালায়েন, শাওকানী)*।

بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَّنُفُورٍ– 'বরং তারা হঠকারিতায় ও সত্যবিমুখতায় অটল রয়েছে'। عَتَا يَعْتو عُتُوًّا فهو عَاتٍ অর্থ الْعِنَادُ وَالطُّغْيَانُ 'হঠকারিতা ও সীমালংঘন'। نَفَرَ يَنفِرُ نَفْرًا ونُفورًا ونفارًا فهو نَافِرٌ অর্থ الشُّرُوْدُ 'চলে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, বিপথে যাওয়া' *(শাওকানী)*। এখানে অর্থ দম্ভ ভরে সত্যবিমুখ হওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ،...قَالَ : الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ– 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অণু পরিমান অহংকার রয়েছে।... অতঃপর তিনি বলেন, অহংকার হ'ল দম্ভ ভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[২৫]

২৫. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

অত্র আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যিদ ও হঠকারিতাই সত্যবিমুখ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। আর এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– ‘অতএব যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেরূপ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাহ’লে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*।

(২২) أَفَمَنْ يَّمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدٰى أَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ–
‘অতঃপর যে ব্যক্তি মুখের উপর ভর দিয়ে চলে, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত, নাকি যে ব্যক্তি সরল পথের উপর সোজা হয়ে চলে (সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত)?’

অত্র আয়াতে আল্লাহ মুমিন ও কাফিরের তুলনামূলক চিত্র অংকন করেছেন। কাফেরের দৃষ্টান্ত মাটিতে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা ব্যক্তির ন্যায়। যে ডাইনে-বামে, সামনে-পিছনে কিছুই দেখতে পায় না। বাস্তবে এরা যুক্তির নামে নিজেদের কল্পনা ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভর করে চলে এবং মিথ্যাকেই সত্য বলে ধারণা করে। যা আদৌ সত্য নয়, বরং মরীচিকা মাত্র। এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ– أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ–

‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্মসমূহ মরুভূমির বুকে মরীচিকা সদৃশ। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে, তখন সেখানে কিছুই পায় না, কেবল আল্লাহকে পায়। অতঃপর আল্লাহ তার পূর্ণ কর্মফল দিয়ে দেন (অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন)। বস্তুতঃ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’। ‘অথবা (তাদের কর্মসমূহ) গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের ন্যায়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ যাকে আচ্ছন্ন করে এবং যার ঊর্ধ্বে থাকে কালো মেঘের ঘনঘটা। একটির উপর একটি অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন সে তা দেখতে পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে (হেদায়াতের) জ্যোতি দান করেন না, তার কোন জ্যোতি থাকে না’ *(নূর ২৪/৩৯-৪০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰى وَأَضَلُّ سَبِيلاً– ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ (অর্থাৎ ইসলামের সত্য থেকে অন্ধ), সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ এবং সর্বাধিক পথভ্রষ্ট’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭২)*।

Contents

অতঃপর অবিশ্বাসীদেরকে গলায় বেড়ী পরিয়ে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذِ الْأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ- فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ- ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ- مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ- 'যখন গলায় বেড়ী ও শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-' *(৭১)*। 'উত্তপ্ত জাহান্নামে এবং তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে' *(৭২)*। 'অতঃপর তাদের বলা হবে, তারা এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা শরীক করতে'- *(৭৩)* 'আল্লাহকে ছেড়ে? তারা বলবে, তারা এখন আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। আসলে ইতিপূর্বে আমরা কোনকিছুরই পূজা করতাম না। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করে থাকেন' *(মুমিন ৪০/৭১-৭৪; ক্বামার ৫৪/৪৮)*। বস্তুতঃ তারা সেদিন সবকিছু অস্বীকার করবে। কিন্তু তাতে কোন ফায়েদা হবে না।

পক্ষান্তরে সেদিন মুমিনদের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল। যেমন আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ- لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ- لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً- فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ- فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ- وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ- وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ- وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ- 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উৎফুল্ল' *(৮)*। 'স্ব স্ব কর্মফলে সন্তুষ্ট' *(৯)*। 'তারা থাকবে সুউচ্চ বাগিচায়' *(১০)*। 'যেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বাক্য' *(১১)*। 'যেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা সমূহ' *(১২)*। 'থাকবে সুউচ্চ আসন সমূহ' *(১৩)* 'এবং রক্ষিত পানপাত্র সমূহ' *(১৪)* 'ও সারিবদ্ধ বালিশ সমূহ' *(১৫)* 'এবং বিস্তৃত গালিচা সমূহ' *(গাশিয়াহ ৮৮/৮-১৬)*। একই মর্মে অন্যান্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ এরাই ছিল দুনিয়াতে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২৩) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ-

'বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক'।

এখানে বান্দাকে দেওয়া নে'মত সমূহের মধ্যে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়কে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রেষ্ঠতর হিসাবে। নইলে বান্দাকে দেওয়া আল্লাহ্র প্রতিটি নে'মতই অনন্য ও অতুলনীয়। প্রতিটির সৃষ্টি কৌশল নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু আজও কোন বিজ্ঞানী এর কুল-কিনারা করতে পারেননি। কানটা ছিঁড়ে গেলে সার্জারীর ডাক্তাররা সেটা সেলাই করে জোড়া লাগাতে পারেন। কিন্তু কানের পর্দা ও শ্রবণশক্তি কি তারা সৃষ্টি করতে পারেন? একইভাবে চক্ষু ও হৃদয়ের তো কোন কথাই নেই। এটা যে

কি বস্তু, তা আজও কেউ জানতে পারেনি। নিজের দেহের মধ্যে আত্মা বছরের পর বছর ধরে অবস্থান করলেও আজও কেউ ওটাকে দেখতে পায়নি বা জানতে পারেনি ওর অবস্থা কি বা ওর অবস্থান কোথায়?

হার্টবিট একটু অস্বাভাবিক হ'লেই মানুষ ভয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। অথচ হার্টের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সে অবিশ্বাস করে। আল্লাহ্র সামনে সে মাথা নত করেনা। অথচ ইট-পাথরের সামনে গিয়ে মাথা নত করে। এমনকি কোন মৃত ব্যক্তিকে কল্পনা করে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে বা নিজেদের জ্বালানো আগুনের সামনে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে। হাযারো নে'মত ভোগ করেও মানুষ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। সেকারণ আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয় তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। অর্থাৎ কান কি শুনেছে, চোখ কি দেখেছে এবং হৃদয় কি চিন্তা করেছে, সবকিছু বিষয়ে প্রতিটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব নিজ নিজ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করতে হবে, শয়তানের আনুগত্যে নয়। আর একেই বলে 'ইসলাম'। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ। অতএব পূর্ণ মুসলিম হওয়ার জন্য নিজের চোখ, কান ও হৃদয়কে মুসলিম করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। এখানে ঈমান, আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ তিনটি বিষয় বলা হয়েছে। কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেই একজন ব্যক্তি 'মুমিন' হিসাবে গণ্য হয়। অতঃপর আল্লাহভীরুতা অর্জন করলে তিনি 'মুত্তাক্বী' হ'তে পারেন। অতঃপর আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চললেই কেবল তিনি 'মুসলিম' হ'তে পারেন। আর এটিই হ'ল কালেমা পাঠের প্রকৃত তাৎপর্য।

قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ– 'কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক'। এর অর্থ তোমরা মোটেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ– 'আর আমরা তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে বসবাসের ব্যবস্থা করেছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকা প্রদান করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক' *(আ'রাফ ৭/১০)*। তিনি বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ– وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ– 'নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ'। 'আর

সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী' *('আদিয়াত ১০০/৬-৭)*। তিনি আরও বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ- 'আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য থেকে উদাসীন হওয়ার ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

(২৪) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ- 'বল, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকটে তোমাদের একত্রিত করা হবে'। এর মধ্যে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। অতএব সেখানে যেকোন স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে বান্দার। এই স্বাধীনতায় যারা হস্তক্ষেপ করে, তারা আল্লাহ্র শাশ্বত নিয়মের বিরোধিতা করে। যেকোন মানুষ তার পসন্দমত যেকোন দেশের নাগরিক হ'তে পারে। সেজন্য তাদেরকে উদ্বাস্তু, অভিবাসী ইত্যাদি হীনকর নামে অভিহিত করা যাবে না। খ্রিষ্টান সম্রাট নাজাশী মুসলমানদেরকে তার দেশে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মদীনার আনছাররা মক্কার মুহাজিরদের 'ভাই' হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কখনোই তাদেরকে 'মুহাজির' বলে হীন সাব্যস্ত করেননি। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, বৃষ্টির পানি ও বায়ুর প্রবাহ যেমন সবার জন্য সমান, আল্লাহ্র এ ভূমণ্ডলে তেমনি সব মানুষের বসবাসের অধিকার সমান। দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পাসপোর্ট-ভিসার প্রচলন হ'লেও তাকে শিথিল করা আবশ্যক।

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ- 'এবং তাঁরই নিকটে তোমাদের একত্রিত করা হবে'। حَشَرَ يَحْشُرُ وَيَحْشِرُ حَشْرًا فَهُوَ حَاشِرٌ অর্থ 'জমা করা'। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ- 'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের একত্রিত করা হবে এবং দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৯)*। কেবল আল্লাহ্র শত্রুদের নয়, বরং সকল মানুষকে আল্লাহ্র সামনে একত্রিত করা হবে। যেমন তিনি বলেন, اَللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ، اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ- 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের আমল ও তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ আমাদের একত্রিত করবেন। আর তাঁর দিকেই হবে সকলের প্রত্যাবর্তন' *(শূরা ৪২/১৫)*।

(২৫) وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ- ‘অবিশ্বাসীরা বলে, ক্বিয়ামতের এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। এটি কাফেরদের পক্ষ থেকে মুমিনদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য *(কুরতুবী)*। يَقُوْلُوْنَ অর্থ ‘তারা বলবে’। এখানে অর্থ হবে বর্তমান ক্রিয়াবাচক। অর্থাৎ ‘তারা বলে’।

مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ، ‘এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে?’ ‘এই প্রতিশ্রুতি’ অর্থ ক্বিয়ামতের প্রতিশ্রুতি। যা নবীগণ দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক নবীর অবিশ্বাসী কওম একই কথা বলেছে। যেমন ইতিপূর্বে কওমে ‘আদ তাদের নবী হূদ (আঃ)-কে বলেছিল, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ- ‘তাহ’লে তুমি আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক’ *(আ‘রাফ ৭/৭০)*। কারণ ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী কোন মানুষ আল্লাহ্র অবাধ্য হ’তে পারে না। পক্ষান্তরে আখেরাতে অবিশ্বাসী মানুষের অন্তর হয় সর্বদা হঠকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ- ‘তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী’ *(নাহল ১৬/২২)*।

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ- ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। অর্থ যদি তোমরা ক্বিয়ামতের ব্যাপারে সত্যবাদী হও *(ক্বাসেমী)*। অথচ ক্বিয়ামত এসে গেলে তাদের আর সত্য গ্রহণের সুযোগ থাকবেনা। যেমন আল্লাহ বলেন,-فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ‘বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্র আদেশ এসে যাবে, তখন যথাযথ ফায়ছালা হয়ে যাবে। আর বাতিলপন্থীরা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৭৮)*।

(২৬) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ، وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ- ‘বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً، يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ- ‘তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে সেটি হবে এক ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে। তারা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত! বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৭)*।

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ- **(২৭)**
‘অতঃপর যেদিন তারা ওটাকে নিকটেই দেখবে, তখন অবিশ্বাসীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। আর তাদের বলা হবে, এতো সেটাই যার দাবী তোমরা করতে’।

فَلَمَّا رَأَوْهُ، শব্দটি অতীত ক্রিয়াবাচক হ’লেও অর্থ হবে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন। ভবিষ্যতের নিশ্চিত কোন বিষয়কে অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করা আরবী বাকরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। زُلْفَةً অর্থ قَرِيْباً ‘নিকটে’ *(ক্বাসেমী)*।

سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ‘তখন অবিশ্বাসীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে’। ভীতিকর কিছু দেখলে যেটা হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ- ‘যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হবে। অতঃপর যাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়েছিলে? অতএব তোমরা এখন অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন কর’ *(আলে ইমরান ৩/১০৬)*। তিনি আরও বলেন, وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- تَظُنُّ أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ- ‘আর অনেক চেহারা সেদিন বিবর্ণ হবে’ *(২৪)*। ‘ধারণা করবে যে, তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৪-২৫)*।

وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ- ‘আর তাদের বলা হবে, এতো সেটাই যার দাবী তোমরা করতে’। মক্কার মুশরিক নেতারা সবসময় শেষনবী (ছাঃ)-এর আখেরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বলত, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহ’লে দ্রুত সেই আযাব ডেকে আন। তার উত্তরে তিনি বলতেন যা আল্লাহ্র ভাষায়, قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ- ‘বলে দাও, তোমরা যে বস্তুটি (অর্থাৎ গযব) দ্রুত পেতে চাচ্ছ, তা যদি আমার এখতিয়ারে থাকত, তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে (অনেক আগেই) ফায়ছালা হয়ে যেত। আর আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন’ *(আন‘আম ৬/৫৮)*।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- **(২৮)**
‘বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সাথীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, অতঃপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অবিশ্বাসীদের কে রক্ষা করবে?’।

Contents

একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ- قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ- 'বলে দাও, তোমাদের মন্তব্য কি? যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, তাহ'লে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে যে ওগুলি তোমাদের এনে দিবে? তুমি দেখ কিভাবে আমরা তাদেরকে খোলামেলা ব্যাখ্যা দিচ্ছি; এরপরেও তারা ফিরে যাচ্ছে' *(৪৬)*। 'বলে দাও, তোমাদের মন্তব্য কি? যদি আল্লাহ্র শাস্তি অকস্মাৎ কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তাহ'লে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ ধ্বংস হবে কি?' *(আন'আম ৬/৪৬-৪৭)*।

মক্কার কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর দ্রুত মৃত্যু কামনা করত। যাহহাক বলেন, বনু আব্দিদ্দার রাসূল (ছাঃ)-কে 'কবি' বলে অভিহিত করেছিল। তাদের ধারণা ছিল বিগত কবিদের ন্যায় তিনিও সত্বর মারা যাবেন। তাছাড়া তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ যুবক বয়সে মারা গিয়েছেন। সে হিসাবে তার ছেলেও সত্বর মারা যাবে' *(কুরতুবী)*। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ- قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ- 'নাকি তারা বলতে চায় যে, সে একজন কবি। আমরা তার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষায় আছি' *(৩০)*। 'বলে দাও! তোমরা অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম' *(তূর ৫২/৩০-৩১)*।

فَمَنْ يُّجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- 'অতঃপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে অবিশ্বাসীদের কে রক্ষা করবে?' অর্থাৎ নবী বেঁচে থাকুন বা না থাকুন, কাফের-মুনাফিকদের শাস্তি হবেই। সকল যুগের অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে। جَارَ يُجِيرُ إِجَارَةً فهو مُجِيرٌ অর্থ 'রক্ষা করা'। যেমন দো'আ করে বলা হয়, أَجَارَهُ اللهُ مِنَ العَذَابِ أى حَمَاهُ مِنْهُ وَأَنْقَذَهُ- 'আল্লাহ তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন!'।

(২৯) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ- 'বল, তিনিই দয়াময়, তার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তার উপরে আমরা ভরসা করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে?'

এর মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার রয়েছে। আল্লাহ স্বীয় নবীকে তাদের বিরুদ্ধে বলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেমন তোমাদের শরীকদের উপর বিশ্বাস কর, আমরা তার বিপরীতে স্রেফ আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তোমরা যেমন তোমাদের

শরীকদের উপর ভরসা কর, আমরা তার বিপরীতে কেবল আল্লাহ্র উপরে ভরসা করি *(কুরতুবী)*। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ لَنْ يُّصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– 'তুমি বল, আমাদের নিকট কিছুই পৌঁছবেনা সেটুকু ব্যতীত, যা আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*।

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ– 'অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে?' এখানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ধিক্কার বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কাফেরদের উদ্দেশ্যে মুমিনদের বলতে বলা হয়েছে যে, আমরা কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং তোমাদের ন্যায় জনবল, অর্থবল ও অন্য কোন শক্তির উপর ভরসা করবো না *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। আর সত্বর তোমরা জানতে পারবে, কারা সত্যিকার ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى– 'বলে দাও, প্রত্যেকে অপেক্ষারত। তোমরাও অপেক্ষা কর। অতঃপর শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথের অনুসারী এবং কারা সুপথপ্রাপ্ত' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩৫)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ– 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে এবং তিনিই সুপথপ্রাপ্তদের বিষয়ে সর্বাধিক অবগত' *(আন'আম ৬/১১৭)*।

(৩০) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا، فَمَنْ يَّأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ– 'বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহ'লে কে তোমাদের এনে দিবে প্রবহমান মিষ্ট পানি?'

مَآؤُكُمْ غَوْرًا، অর্থ ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ لاَ تَنَالُهُ الدِّلاَءُ 'পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়। বালতি সমূহ যার নাগাল পায় না' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ ভূগর্ভের পানির স্তর এত নীচে নেমে যায়, যা সেচের আওতা বহির্ভূত।

فَمَنْ يَّأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ– 'তাহ'লে কে তোমাদের এনে দিবে প্রবহমান মিষ্ট পানি?' مَعِينٍ অর্থ جَارٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 'ভূপৃষ্ঠের উপর প্রবহমান' *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ظَاهِرٍ تَرَاهُ الْعُيُونُ 'প্রকাশ্যে প্রবহমান, যা চক্ষুসমূহ দেখতে পায়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর অর্থ فَمَنْ يَّأْتِيكُمْ بِمَاءٍ عَذْبٍ؟ 'কে তোমাদের জন্য মিষ্ট পানি এনে দিবে?'

(কুরতুবী)। জবাবে অবশ্যই তাদের বলতে হবে, আল্লাহ। কেননা তিনি ব্যতীত সেটি কেউ এনে দিবে না। সেকারণ আল্লাহ অন্যত্র জিজ্ঞেস করেন, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ- أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ- لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ- 'তোমরা যে পানি পান কর, সে বিষয়ে চিন্তা করেছ কি?' *(৬৮)* 'তোমরা কি ওটা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমরা বর্ষণ করি?' *(৬৯)* 'যদি আমরা চাইতাম, তাহ'লে ওটাকে তিক্ত বানাতে পারতাম। এরপরেও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না?' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬৮-৭০)*।

বক্তব্য কুরায়েশ নেতাদের উদ্দেশ্যে হ'লেও মর্ম সকল যুগের সকল হঠকারী লোকদের জন্য। দেশের যেসব অঞ্চলে ভূগর্ভের পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে, এমনকি পানিশূন্য হয়ে যাচ্ছে, তারাই আলোচ্য আয়াতের মর্ম ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।[২৬] আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন অনুধাবনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

॥ সূরা মুল্ক সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الملك، فلله الحمد والمنة

২৬. রাজধানী নয়াদিল্লী এবং ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দরাবাদের মতো ভারতের ২১টি শহর তীব্র পানিসঙ্কটে পড়েছে। আগামী বছরের মধ্যে এসব শহরের ভূ-গর্ভস্থ পানি শেষ হয়ে যাবে। ফলে প্রায় দশ কোটি মানুষ এই মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হবে। এতদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক-তেলেঙ্গানাসহ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশ তীব্র খরার কবলে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষ খাবার পানি পাবেনা। দেশটির নীতি নির্ধারণী সংস্থা 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমিং ইণ্ডিয়া' (এনআইটিআই)-এর এক রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এ চিত্রই বলে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতের পানি পরিস্থিতির কথা। এরই মধ্যে ৬০ কোটি মানুষ পানিসংকটে পড়েছে। তাছাড়া নিরাপদ পানির অভাবে প্রতিবছর দুই লাখ মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদন আরও জানাচ্ছে যে, পানি সংকটের কারণে ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। দাবদাহ, স্যানিটেশনজনিত রোগ ও আঞ্চলিক সংঘাতও দেখা দিতে পারে *(সূত্র : সিএনএন; দৈনিক ইনকিলাব ২২শে জুন ২০১৯ ও অন্যান্য পত্রিকা)*। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশও দ্রুত ধাবিত হচ্ছে একই অবস্থার দিকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন!

সূরা ক্বলম (কলম)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা ‘আলাক্ব ৯৬/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৬৮, রুকূ ২, আয়াত ৫২, শব্দ ৩০১, বর্ণ ১২৫৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) ‘নূন’। শপথ কলমের এবং যা কিছু তারা লিপিবদ্ধ করে।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

(২) তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

(৩) নিশ্চয় তোমার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

(৪) আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ④

(৫) সত্বর তুমি দেখবে ও তারাও দেখবে-

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ⑤

(৬) কে তোমাদের মধ্যে ফিৎনাগ্রস্ত?

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ⑥

(৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক অবগত, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সর্বাধিক অবগত সুপথপ্রাপ্তদের বিষয়ে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ⑦

(৮) অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের কথা মেনে চলো না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑧

(৯) তারা চায় যদি তুমি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ⑨

(১০) আর তুমি আনুগত্য করোনা অধিক শপথকারীর ও নীচাশয় কোন ব্যক্তির।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑩

(১১) যে নিন্দাকারী এবং একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ⑪

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢

(১২) যে সৎকর্মে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ।

عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣

(১৩) যে হঠকারী, তদুপরি কুখ্যাত।

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤

(১৪) কারণ সে ছিল অধিক ধন-সম্পদ ও অধিক পুত্র সন্তানের মালিক।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥

(১৫) যখন তার নিকট আমাদের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন সে বলে, এগুলিতো পুরাকালের কাহিনী মাত্র।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦

(১৬) সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ
اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧

(১৭) আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে।

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨

(১৮) কিন্তু তারা ‘ইনশাআল্লাহ’ বলেনি।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩

(১৯) অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ’ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল।

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠

(২০) ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝٢١

(২১) অতঃপর তারা প্রত্যুষে উঠে পরস্পরকে ডেকে বলল,

اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢

(২২) যদি তোমরা ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল।

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣

(২৩) অতঃপর তারা চলল চুপিসারে কথা বলতে বলতে

Contents

أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾

(২৪) যেন আজ বাগিচায় তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত প্রবেশ না করে।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অতঃপর তারা খুব ভোরে দ্রুতপায়ে যাত্রা করল।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) কিন্তু যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) বরং আমরা বঞ্চিত।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, যদি না তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করতে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলতে)!

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘনকারী ছিলাম।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো অবাধ্য ছিলাম।

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার রহমতের আকাংখী।

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ ع

(৩৩) এভাবেই আসে আযাব। আর পরকালের আযাব আরও ভয়াবহ; যদি তারা জানত। **(রুকূ ১)**

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤

(৩৪) নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে নে'মতপূর্ণ জান্নাত।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝٣٥

(৩৫) আমরা কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٦

(৩৬) তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?

أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝٣٧

(৩৭) তোমাদের কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা পাঠ কর?

إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝٣٨

(৩৮) আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা পসন্দ কর?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝٣٩

(৩৯) নাকি তোমাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কোন চুক্তি রয়েছে যে, তোমরা যা সিদ্ধান্ত নিবে তাই-ই পাবে?

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝٤٠

(৪০) তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে কে উক্ত চুক্তির বিষয়ে যিম্মাদার?

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ
إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٤١

(৪১) নাকি তাদের কোন শরীক আছে? থাকলে তাদের সেই শরীকদের নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝٤٢

(৪২) (স্মরণ কর) যেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার আহ্বান জানানো হবে। কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হবে না।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝٤٣

(৪৩) সেদিন তাদের দৃষ্টি হবে অবনত এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে গ্রাস করবে। অথচ (দুনিয়াতে) যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান জানানো হ'ত (কিন্তু তারা তা করত না)।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(৪৪) অতএব আমাকে ও যারা এই বাণীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে ছাড়। আমরা তাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে ওরা জানতেও পারবে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

(৪৫) আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতীব মযবুত।

اَمْ تَسْــَٔـلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(৪৬) তুমি কি তাদের কাছে মজুরী চাও যে তারা বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

(৪৭) তাদের কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখে?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

(৪৮) অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালা (ইউনুসের) মত হয়ো না, যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে (আল্লাহকে) ডেকেছিল।

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝

(৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিরাণ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হ'ত।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(৫০) অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

(৫১) কাফেররা যখন কুরআন শোনে, তখন মনে হয় যেন তারা চোখ পাকিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে। আর তারা বলে, সে তো অবশ্যই একজন পাগল।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(৫২) অথচ এটি বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ বৈ কিছুই নয়। **(রুকূ ২)**

[পারার এক চতুর্থাংশ সমাপ্ত]

তাফসীর :

(১) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ– ‘নূন’। শপথ কলমের এবং যা কিছু তারা লিপিবদ্ধ করে’।

نٓ (নূন)। কুরআনে ২৯টি সূরার প্রথমে বর্ণিত ১৪টি খণ্ডবর্ণের সর্বশেষ এটি। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। এগুলি নাযিলের উদ্দেশ্য ভাষাগর্বী আরবদের অহংকার চূর্ণ করা। এগুলির অর্থ বলার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু তারা জওয়াব দিতে ব্যর্থ হয় এবং কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে তারা মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

يَسْطُرُونَ– অর্থ يَكْتُبُونَ ‘তারা লিপিবদ্ধ করে’। سَطَرَ يَسطُرُ، سَطْرًا، سَاطِرٌ، مَسْطُورٌ، سَطَرَ الكِتَابَ اى كَتَبَهُ ‘সে কিতাব লিখেছে’। سَطْرٌ অর্থ লাইন। এখানে কলম বলতে মানুষের কলম ও ফেরেশতাদের কলম দু’টিই হ’তে পারে। দুনিয়ার কলম হ’লে এর উদ্দেশ্য মানুষকে লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কেননা আরবরা বলায় দক্ষ হ’লেও লেখায় দক্ষ ছিল না। তারা ছিল তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী। সেকারণ লেখাটাকে তারা ধীশক্তির বিরোধী এবং হীন কাজ মনে করত। অথচ স্মৃতিতে সবকিছু সারা জীবন ধরে রাখা যায় না। বরং স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এক সময় জানা জিনিস ভুলে যায়। এমনকি নিজের সন্তানের নাম বলতেও ভুল করে। বলা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণকালে মক্কায় মাত্র ১৭ জন লোক লিখতে জানত।[২৭] হ’তে পারে এর মাধ্যমে তাদেরকে লেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কলম ও লিখিত বস্তুর শপথ করার মাধ্যমে লেখার উচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এর দ্বারা ‘ফেরেশতাদের কলম’ অর্থ নিলে তখন অর্থ হবে, আদম সন্তানের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কলম, যা দিয়ে ফেরেশতাগণ প্রতি মুহূর্তে বান্দার ভাল-মন্দ আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ– ‘যখন দু’জন ফেরেশতা ডাইনে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে’ *(১৭)*। ‘সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে থাকে সদা প্রস্তুত প্রহরী’ *(ক্বা-ফ ৫০/১৭-১৮)*। তিনি আরও বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ– كِرَامًا كَاتِبِينَ– يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ– ‘অথচ তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ’ *(১০)*। ‘সম্মানিত লেখকবৃন্দ’ *(১১)*। ‘তারা জানে তোমরা যা কর’ *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*।

অথবা এর দ্বারা সৃষ্টির সূচনায় ‘তাক্বদীর লেখার কলম’ ও লেখক ফেরেশতা মণ্ডলী বুঝানো হ’তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ

২৭. বালাযুরী (মৃ. ২৭৯ হি.), ফুতূহুল বুলদান (বৈরূত : মাকতাবাতুল হিলাল, প্রকাশকাল : ১৯৮৮ খৃ.) ৪৫৩ পৃ.।

فَقَالَ اكْتُبْ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ– ‘নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাকে বলেন, লেখ। সে বলল, কি লিখব? বললেন, তাক্বদীর লেখ। অতঃপর সে লিখল অতীত ও ভবিষ্যৎ সবকিছু অনন্তকাল পর্যন্ত’।[২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ– قَالَ : وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ– ‘আল্লাহ সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে’।[২৯]

(২) مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ– ‘তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি পাগল নও’। এটি পূর্ববর্তী শপথের জওয়াব। কারণ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ‘পাগল’ বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوآ يَآ أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ– ‘তারা বলে, হে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি একজন পাগল’ *(হিজর ১৫/৬)*। মুশরিকদের উক্ত মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ অর্থ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ ‘তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে’ *(কুরতুবী)*। مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ–-এর মধ্যে مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ যার اسم হ’ল أَنْتَ এবং ‘খবর’ হ’ল بِمَجْنُونٍ অতঃপর বাক্যের মধ্যে এসে গেছে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ। যেমন বলা হয়ে থাকে, أَنْتَ بِحَمْدِ اللهِ عَاقِلٌ ‘আলহামদুলিল্লাহ আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ’ *(ক্বাসেমী)*। অনুরূপভাবে হাদীছে এসেছে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ যার অর্থ ‘আলহামদুলিল্লাহ’ *(কুরতুবী)*।

(৩) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ– ‘নিশ্চয় তোমার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার’। غَيْرَ مَمْنُونٍ অর্থ غَيْرَ مَقْطُوعٍ ‘অবিচ্ছিন্ন’। যেমন এসেছে, عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ– ‘আর এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন’ *(হূদ ১১/১০৮)*। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ– ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার’।[৩০] এর দ্বারা মুশরিকদের প্রদত্ত অবর্ণনীয়

২৮. তিরমিযী হা/২১৫৫; আবুদাউদ হা/৪৭০০; ছহীহাহ হা/১৩৩; মিশকাত হা/৯৪ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ, রাবী উবাদাহ বিন ছামেত *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু)*।

২৯. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)।

৩০. হা-মীম সাজদাহ ৪১/৮; ইনশিক্বাক্ব ৮৪/২৫; তীন ৯৫/৬।

কষ্টসমূহ ও তার উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার অথবা নবুঅতের গুরু দায়িত্ব পালনের পুরস্কার দু'টিই অর্থ হ'তে পারে *(ক্বাসেমী, কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে তাঁর শেষনবী হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যার পুরস্কার তিনি পাবেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিরত ধারায়।

আল্লামা যামাখশারী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, لِأَنَّهُ ثَوَابٌ تَسْتَوْجِبُهُ عَلَى عَمَلِكَ 'কারণ এটি এমন পুরস্কার, যা তুমি তোমার আমলের বিনিময়ে ওয়াজিব করে নিয়েছ'। তাঁর এই ব্যাখ্যা মারাত্মক ভুল। কেননা এতে পুরস্কার দানকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। যেন তিনি এতে বাধ্য। এর বাইরে তিনি বান্দার প্রতি অতিরিক্ত কোন অনুগ্রহ করতে পারেন না। আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব করার এই দুঃসাহস দেখানো থেকে আমরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি!

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُنَجِّىَ أَحَداً مِّنكُمْ عَمَلُهُ- فَقَالَ رَجُلٌ: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا- 'তোমাদের কাউকে তার আমল নাজাত দিবে না। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনাকেও না, হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমাকেও না। যদিনা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে বেষ্টন করে নেন। তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করে যাও'।[৩১] বলা বাহুল্য আল্লাহ্র উপর ছওয়াব দানকে ওয়াজিব করা মু'তাযিলাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতের মাযহাব হ'ল, আল্লাহ্র উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়'। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(৪) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ- 'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত'। নবী চরিত্রের ব্যাপারে মুশরিকদের বাজে রটনা সমূহের জবাব এটি। বিশেষ করে কুমারী আয়েশাকে বিয়ে করায় অনেকে বাজে মন্তব্য করেছিল। যা আজও অনেকে করে থাকে। অথচ তারা জানেনা যে, নবী জীবনের সবকিছুই ঘটেছে আল্লাহ্র হুকুমে। এখানে خُلُقٍ حَمِيْدٍ 'প্রশংসিত চরিত্র' না বলে خُلُقٍ عَظِيمٍ 'মহান চরিত্র' কেন বলা হ'ল? এর জবাব এই যে, 'প্রশংসিত চরিত্র' অনেকেরই থাকতে পারে, কিন্তু 'মহান চরিত্র' আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কারু জন্য সম্ভব নয়। নবী চরিত্রের মধ্যে 'প্রশংসিত চরিত্রে'র বাইরেও এমন কিছু ছিল যা মানবীয় কল্পনার বাইরে। সেকারণ এখানে কেবল 'প্রশংসিত' না বলে 'মহান' বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ- 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য'।[৩২] অর্থাৎ পূর্ণ ও সর্বোচ্চ

৩১. আহমাদ হা/৯৮৩০; বুখারী হা/৬৪৬৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ 'তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না' *(বুখারী হা/৫৬৭৩)*।

৩২. হাকেম ২/৬৭০, হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

মানবীয় চরিত্রই হ'ল নবী চরিত্র। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পড়? বলা হ'ল হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[৩৩] কেননা তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। হাদীছের পাতায় পাতায় যার দৃষ্টান্ত সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তাই কুরআন ও হাদীছের মিলিত রূপই হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাস্তব জীবন চরিত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ– 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে তার সচ্চরিত্রতা। আর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতি'।[৩৪] তিনি বলেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী দু'টি বস্তুর (অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের) যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[৩৫]

(৫) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ– 'সত্বর তুমি দেখবে ও তারাও দেখবে'। অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'সত্বর তুমি ও তারা ক্বিয়ামতের দিন জানবে' *(কুরতুবী)*। এর অর্থ এটাও হ'তে পারে, فَسَتَرَى وَيَرَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ 'সত্বর তুমি ও তারা ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যখন সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যাবে *(কুরতুবী)*।

(৬) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ؟ 'কে তোমাদের মধ্যে ফিৎনাগ্রস্ত?' অর্থ بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونُ 'তোমাদের মধ্যে কে পাগল?' الْمَفْتُونُ অর্থ الْمَجْنُونُ الَّذِي فَتَنَهُ الشَّيْطَانُ 'ঐ পাগল যাকে শয়তান ফিৎনায় ফেলেছে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ– 'কালই তারা জানতে পারবে, কে মহা মিথ্যাবাদী ও মহা দাম্ভিক' *(ক্বামার ৫৪/২৬)*।

৩৩. আহমাদ হা/২৫৩৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১; মুসলিম হা/৭৪৬; আবুদাঊদ হা/১৩৪২।
৩৪. তিরমিযী হা/২০০২; আবুদাঊদ হা/৪৭৯৯; মিশকাত হা/৫০৮১, রাবী আবুদ্দারদা (রাঃ)।
৩৫. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২, রাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ)।

بِأَيِّكُمُ-এর 'বা' অতিরিক্ত *(কাশশাফ)*। الْمَفْتُونُ অর্থ জিনের ফিৎনাগ্রস্ত হ'তে পারে। কেননা আরবরা মনে করত যে, এটি জিনের কারসাজি *(কাশশাফ)*। তাছাড়া মুনাফিক নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে এরূপ বলত। যেমন আল্লাহ বলেন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا- 'যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমরা ভালভাবে জানি এবং (এটাও জানি) যখন গোপনে আলোচনাকালে যালেমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৭)*। তারা আরও বলে, أَئِنَّا لَتَارِكُواْ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ- 'আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?' *(ছাফফাত ৩৭/৩৬)*।

(৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক অবগত, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সর্বাধিক অবগত সুপথপ্রাপ্তদের বিষয়ে'। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বাধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে এবং তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত হেদায়াত প্রাপ্তদের বিষয়ে' *(আন'আম ৬/১১৭)*।

(৮) فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ- 'অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের কথা মেনে চলো না'। অর্থ فَلاَ تَتَّبِعِ الْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللهِ وَمَا جِئْتَ مِنَ الْحَقِّ 'যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহে এবং তুমি যে সত্য নিয়ে এসেছ, তাতে (অর্থাৎ ইসলামে) মিথ্যারোপ করে, তুমি তাদের অনুসরণ করো না'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً- 'হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মেনে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(১)*। 'তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তোমার নিকট যা অহি করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সেসব বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(২)*। 'আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। (কেননা) কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(আহযাব ৩৩/১-৩)*।

(৯) وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ– ‘তারা চায় যদি তুমি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে’। لَيَّنَهُ بِالدُّهْنِ অর্থ أَدْهَنَ يُدْهِنُ إِدْهَانًا فَهُوَ مُدهِنٌ ‘সে তার চর্মকে তৈল দ্বারা নরম করেছে’। ফার্রা বলেন, الإِدِّهَانُ অর্থ التَّلْيِيْنُ لِمَنْ لاَّ يَنْبَغِي لَهُ التَّلْيِيْنُ ‘যার প্রতি নরম হওয়া উচিৎ নয়, তার প্রতি নরম হওয়া’। মুজাহিদ বলেন, وَدُّوا لَوْ رَكَنْتَ إِلَيْهِمْ وَتَرَكْتَ الْحَقَّ فَيُمَالِئُوْنَكَ– ‘তারা চায়, যদি তুমি তাদের উপাস্যদের প্রতি ঝুঁকে পড় এবং সত্য পরিত্যাগ কর, তাহ’লে তারাও তোমার প্রতি ঝুঁকে পড়বে’ *(কুরতুবী)*।

(১০) وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ– ‘আর তুমি মান্য করোনা অধিক শপথকারী ও নীচাশয় কোন ব্যক্তির’। حلَفَ يَحْلِفُ حَلْفًا فهو حَالِفٌ ‘শপথ করা’। সেখান থেকে حَلاَّفٌ অর্থ كَثِيرُ الحَلْفِ ‘অধিক শপথকারী’। مَهِيْنٍ অর্থ مَهُنَ يَمْهُنُ مَهَانَةً فَهُوَ مَهِيْنٌ ‘হীন, নীচাশয়’।

প্রতিপক্ষকে নরম করার জন্য মিথ্যাবাদীরা অধিকহারে শপথ করে। আর শপথকেই তারা তাদের কপট উদ্দেশ্য হাছিলের পক্ষে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘তোমরা আল্লাহকে তোমাদের শপথ সমূহে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করো না এজন্যে যে, তোমরা সৎকর্ম করবে না, আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করবে না এবং লোকদের মাঝে মীমাংসা করবে না। (জেনে রেখ) আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২২৪)*।

৯ ও ১০ আয়াত দ্বয়ে যুগে যুগে সমাজ সংস্কারক মুমিনদের জন্য স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে যে, তারা কখনোই হক ছেড়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করবে না এবং আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিল করবে না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচতে চাও। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে’ *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

(১১) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ– 'যে নিন্দাকারী এবং যে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়'। اَلْهَمْزُ هَمَزَ يَهْمِزُ هَمْزًا فَهُوَ هَامِزٌ وهَمَّازٌ অর্থ সম্মুখে বা পিছনে নিন্দা করা। وَاللَّمْزُ দু'টি সমার্থক শব্দ। যার অর্থ الدَّفْعُ وَالضَّرْبُ প্রতিরোধ করা ও প্রহার করা। সেখান থেকে হুমাযাহ ও লুমাযাহ কথাটি পরনিন্দাকারী ব্যক্তির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে *(কুরতুবী, তানতাভী)*। কেননা এর ফলে মানুষের অন্তরে আঘাত করা হয় ও তাতে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ– অর্থ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ لِيُفْسِدَ بَيْنَهُمْ 'যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কুৎসা রটনা করে বেড়ায় *(কুরতুবী)*। مَشَى يَمْشِي امْشِ نَمَّ يَنِمُّ نَمًّا وَنَمِيمًا وَنَمِيمَةً أَيْ يَمْشِي وَيَسْعَى মাশিয়া فَهُوَ مَاشٍ অর্থ سَارَ 'চলা'। بِنَمِيمٍ অর্থ نَمَّ الْكَلاَمَ أَيْ زَيَّنَهُ نَمَّ يَنُمّ وينِمّ نمًّا فَهُوَ نَامٌّ অর্থ 'ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চলা'। بِالْفَسَادِ بِالْكَذِبِ 'মিথ্যা দ্বারা কথাকে সুসজ্জিত করা'। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা' *(মুসলিম হা/১০৫)*।

(১২) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ– 'যে সৎকর্মে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ'। مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ অর্থ مَنَّاعٍ لِّلْمَالِ أَنْ يُّنْفَقَ فِي وُجُوهِهِ 'কল্যাণ কর্ম সমূহে সম্পদ ব্যয়ে বাধা দানকারী' *(কুরতুবী)*। مَنَّاعٍ অর্থ مَنَّاعٌ مُبَالَغَةٌ مِنْ مَنَعَ، كَثِيْرُ الْمَنْعِ 'অধিক বাধা দানকারী'। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ منَعَ مَساجدَ اللهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ؟ 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয়?' *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। مُعْتَدٍ অর্থ اِعْتَدَى عَلَى، يَعْتَدِي اِعْتَدِ اِعْتِدَاءً فَهُوَ مُعْتَدٍ اي مُتَجَاوِزٌ لِّلْحَدِّ 'সীমালংঘনকারী' *(কুরতুবী)*। أَثِيمٍ অর্থ أَثِمَ يَأْثَمُ إِثْمًا وأَثَامًا ومَأْثَمًا فَهُوَ أَثِمٌ وآثِمٌ وأَثِيْمٌ 'পাপিষ্ঠ'। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ– 'অথচ বিচারদিবসে কেউ মিথ্যারোপ করেনা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ ব্যতীত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১২)*।

(১৩) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ– 'যে হঠকারী, তদুপরি কুখ্যাত'। عتَلَ يَعتِلُ عَتْلاً فَهُوَ عَاتِلٌ অর্থ جَذَبَهُ وجَرَّهُ بِعُنْفٍ 'হেঁচকা টান দেওয়া'। আল্লাহ বলেন, خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيمِ– '(বলা হবে) ওকে ধর ও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে' *(দুখান ৪৪/৪৭)*। সেখান থেকে 'ইসম' عُتُلٍّ অর্থ جَافٍ غَلِيظٌ فَاحِشٌ হঠকারী, কঠোর, নির্লজ্জ ব্যক্তি। اَلْعُتُلُّ الْجَافِي الشَّدِيدُ মর্মার্থে عُتُلٌّ একবচনে عَتِيْلٌ অর্থ شَدِيْدٌ 'কঠোর'।

هُوَ الشَّدِيدُ الْخُصُومَةِ فِي كُفْرِهِ 'স্বীয় কুফরীতে হঠকারী ও কঠোর'। কালবী বলেন, بِالْبَاطِلِ 'মিথ্যার পক্ষে কঠোর ঝগড়াটে' *(কুরতুবী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ– 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হবে দুনিয়াতে দুর্বল ও মযলূম। তারা যদি কোন কথায় আল্লাহর ওপর কসম করে ফেলে তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আর জাহান্নামবাসীরা হবে দাম্ভিক, হঠকারী ও অহংকারী' *(বুখারী হা/৬৬৫৭)*। অতএব নিরপরাধ মযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাকুন!

زَنِيمٍ-এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর বলেন, এ বিষয়ে বহু কথা রয়েছে। তবে সারকথা হ'ল 'কুখ্যাত' (الْمَشْهُورُ بِالشَّرِّ)। আর সর্বোচ্চ ধারণা মতে সে ছিল 'জারজ সন্তান' (وَلَدُ الزِّنَا)। কারণ শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়, যেমনটি অন্যের উপর হয় না। হাদীছে এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ 'জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৬] অন্য হাদীছে এসেছে, وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ– 'জারজ সন্তান হ'ল তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যখন সে তার বাপ-মায়ের মত পাপ করে' *(ইবনু কাছীর)*।[৩৭] অবশ্য জারজ সন্তান যদি জাহান্নামের যোগ্য পাপ না করে, তবে সে জাহান্নামী হবে না। যদি করে তাহ'লেই কেবল জাহান্নামী হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى– 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৫)*। তবে পূর্বোক্ত হাদীছে বর্ণিত জারজ সন্তান নিশ্চয় আল্লাহ্র ইলমে জাহান্নামী।

১০ থেকে ১৩ আয়াতের বক্তব্যগুলি কুরায়েশ নেতাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক ধারণা মতে লোকটি ছিল অলীদ বিন মুগীরাহ আল-মাখযূমী। কেননা তার সম্পর্কে সূরা মুদ্দাছছিরে ১১ থেকে ২৬ পর্যন্ত পরপর ১৬টি আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে জারজ সন্তান ছিল এবং ১৮ বছর বয়সে তার পিতা তাকে সন্তান হিসাবে দাবী করে *(কুরতুবী)*। আলোচ্য আয়াতগুলিতে তার ৯টি বদ স্বভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

(১) অধিক শপথকারী (২) লাঞ্ছিত (৩) নিন্দাকারী (৪) চোগলখোর (৫) সৎকর্মে বাধা দানকারী (৬) সীমালংঘনকারী (৭) পাপিষ্ঠ (৮) হঠকারী এবং (৯) কুখ্যাত বা জারজ।

---

৩৬. দারেমী হা/২০৯৩; আহমাদ হা/৬৮৯২; ছহীহাহ হা/৬৭৩, রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।
৩৭. আহমাদ হা/২৪৮২৮, রাবী আয়েশা (রাঃ); আবুদাঊদ হা/৩৯৬৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/৬৭২।

মানুষ যত বড় ধনী ও সম্পদশালী বা যত বড় নেতা হৌক না কেন, যার মধ্যে উপরোক্ত দোষগুলির সব বা কিছু অংশ থাকে, সে কখনোই মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয় না। সে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত ও হতভাগ্য। সেকারণ তার বিষয়ে কুরআনে এত কঠোর বক্তব্য সমূহ এসেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّآ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هٰذَآ إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦)-

‘ছেড়ে দাও আমাকে এবং (ঐ অভাগাকে) যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী’ *(১১)*। ‘অতঃপর তাকে আমি দান করেছি বিপুল ধন-সম্পদ’ *(১২)*। ‘এবং সদা সঙ্গী পুত্রবর্গ’ *(১৩)*। ‘দিয়েছি বিপুল জীবনোপকরণ’ *(১৪)*। ‘এরপরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী করে দেই’ *(১৫)*। ‘কখনই না। সে আমার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী’ *(১৬)*। ‘সত্বর তাকে আমি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবো’ *(১৭)*। ‘সে চিন্তা করল ও সিদ্ধান্ত নিল’ *(১৮)*। ‘ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?’ *(১৯)* ‘পুনরায় ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?’ *(২০)* ‘অতঃপর সে চেয়ে দেখল’ *(২১)*। ‘ভ্রুকুঞ্চিত করল ও চেহারা বিকৃত করল’ *(২২)*। ‘অতঃপর সে পিছনে ফিরল ও দম্ভ করল’ *(২৩)*। ‘এবং বলল, এ তো অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জাদু মাত্র’ *(২৪)*। ‘এ তো মানুষের কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়’ *(২৫)*। ‘সত্বর আমি তাকে ‘সাক্বারে’ প্রবেশ করাবো’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১১-২৬)*। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, যুগে যুগে এরূপ লোকদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করবে। অথচ সত্য চিরদিন সত্য ও বিজয়ী থাকবে। তা কখনোই মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করবে না ও তার প্রতি নমনীয় হবে না।

(১৪) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِينَ- ‘কারণ সে ছিল অধিক ধন-সম্পদ ও অধিক পুত্র সন্তানের মালিক’। এটি আসলে ছিল, يَكْفُرُ لِأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِينَ ‘সে কুফরী করে এজন্য যে, সে ছিল অধিক ধন-সম্পদ ও পুত্র সন্তানের মালিক’। কারণ সে যুগে কন্যা সন্তানের কোন মূল্য ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ী পক্ষ তাদেরকে নিয়ে যেত। বাক্যের শুরুতে يَكْفُرُ ‘সে কুফরী করে’ ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে *(কুরতুবী)*। সাধারণভাবে ধনিক শ্রেণী ধন-সম্পদের অহংকারে স্ফীত হয় এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِينَ- نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَّ

–يَشْعُرُونَ ‘তারা কি ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে’ *(৫৫)*। ‘এবং (এর দ্বারা) তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং ওরা বোঝে না’ *(মুমিনূন ২৩/৫৫-৫৬)*।

(১৫) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ– ‘যখন তার নিকট আমাদের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন সে বলে, এগুলিতো পুরাকালের কাহিনী মাত্র’।

অর্থাৎ যখন ঐ সম্পদশালী নেতার নিকট কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন সে এগুলিকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে যে, এগুলি আল্লাহ্র কালাম নয়। বরং পূর্বকালে লিখিত কাহিনী সমূহ থেকে গৃহীত *(ক্বাসেমী)*। أَسَاطِيرُ একবচনে أُسْطُوْرٌ، إِسْطِيْرٌ، إِسْطَارٌ অর্থ العَجِيبةُ الأباطيلُ والأحاديثُ ‘মিথ্যা ও বিস্ময়কর কাহিনীসমূহ’।كَتَبَ অর্থ سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا فَهُوَ سَاطِرٌ ‘সে লিখেছে’। যেমন কাফেররা কুরআন সম্পর্কে বলত, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِنْ هٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ِافْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَآءُوا ظُلْمًا وَّزُورًا– وَقَالُوآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّأَصِيلاً– ‘অবিশ্বাসীরা বলে এ কুরআন মিথ্যা। যা সে (মুহাম্মাদ) উদ্ভাবন করেছে এবং তাকে (সংকলনে) সাহায্য করেছে অন্যেরা। এর ফলে তারা অবশ্যই অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে’ *(৪)*। ‘তারা বলে, এগুলি তো পুরাকালের কাহিনী, যা সে লিখিয়েছে। যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার উপর আবৃত্তি করা হয়’ *(ফুরক্বান ২৫/৪-৫)*।

(১৬) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ– ‘সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব’। এখানে তার শুঁড় বা নাসিকা দাগিয়ে দেওয়ার কথা বলে তাকে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। কেননা মানব দেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হ’ল মাথা। আর মাথার অগ্রবর্তী অঙ্গ হ’ল নাক। আর তাকে মাটিতে ফেলে নাকে খৎ দেওয়া অর্থ চূড়ান্তভাবে অপমান করা।

وسَمَ يَسِمُ سِمْ وَسْمًا وسِمَةً فَهُوَ وَاسِمٌ অর্থ ‘চিহ্নিত করা’। سِمَةٌ অর্থ ‘এমন চিহ্ন যা মুছেনা’ *(কুরতুবী)*। সেকারণ চেহারাকে سِيمَا বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ‘তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে’ *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। خُرْطُوْمٌ ‘চেহারার সম্মুখ অংশ’ অর্থ ‘মানুষের নাক এবং জীব-জন্তুর ঠোঁটের সঙ্গে লাগানো নাক, হাতির শুঁড়। خَرَاطِيمُ الْقَوْمِ اى سَادَاتُهُمْ ‘কওমের নেতাগণ’। আরবরা কাউকে স্থায়ীভাবে গালি দিলে তাকে বলত, قَدْ وُسِمَ مِيسَمَ سُوءٍ ‘উক্ত ব্যক্তি

মন্দভাবে চিহ্নিত হয়েছে'। আলোচ্য আয়াতে মক্কার নেতা অলীদ বিন মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যে দুনিয়াতেও অপদস্থ হয়েছে, আখেরাতেও অপদস্থ হবে। আল্লাহ বলেন, –يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ 'অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদের পাকড়াও করা হবে তাদের কপালের চুল ও পা ধরে' *(রহমান ৫৫/৪১)*।

(১৭) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ– 'আমরা তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে'।

১৭ থেকে ৩২ পর্যন্ত ১৬টি আয়াতে আল্লাহ পাক বিগত দিনে হাবশা অথবা ইয়ামনের জনৈক সৎকর্মশীল বাগান মালিকের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার সন্তানরা ছিল কৃপণ। তাদের ঘটনাটি কুরায়েশদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। সেটি বর্ণনা করে আল্লাহ কুরায়েশ নেতাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা বিগত দিনের বাগান মালিকদের ন্যায় তাদেরকেও পরীক্ষায় ফেলেছি, তাদের মধ্যে শেষনবীকে পাঠিয়ে ও কুরআন নাযিল করে। যদি তারা এর উপর ঈমান আনে, তাহ'লে তারা বেঁচে যাবে। নইলে বাগান ধ্বংসের ন্যায় তাদেরও মান-সম্মান ও সুনাম ধ্বংস হবে।

بَلَوْنَاهُمْ বَلاَ يَبْلُو اُبْلُ بَلْوًا وبَلاءً فَهُوَ بَال والمفعول مَبْلُوٌّ অর্থ 'পরীক্ষা করা'। সেখান থেকে بَلَوْنَاهُمْ অর্থ بَلَوْنا أَهْلَ مَكَّةَ 'আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি মক্কাবাসীদের'।

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ– 'যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে'। অর্থ لِيَقْطَعُنَّ ثِمَارَهَا مُبَكِّرِينَ بِحَيْثُ لاَ يَعْلَمُ مِسْكِيْنٌ بِذٰلِكَ 'তারা অবশ্যই খুব ভোরে বাগানের ফল পেড়ে নিবে, যাতে কোন মিসকীন জানতে না পারে' *(ক্বাসেমী)*। أَقْسَمَ يُقْسِمُ إِقْسَامًا فهو مُقْسِمٌ والمفعول مُقْسَمٌ بِهِ الرَّجُلُ : حَلَفَ بِاللهِ أو بغَيْرِهِ بِكَذَا অর্থ 'আল্লাহ বা অন্যের নামে শপথ করা'।

صَرَمَ يَصْرِم صَرْمًا فَهُوَ صَارِمٌ والمفعول مَصْرُوْمٌ وصَرِيمٌ– صَرَمَ الشَّيْءَ اى جَزَّهُ وَقَطَعَهُ، অর্থ 'টুকরা করা, কর্তন করা, ফল পাড়া'। সেখান থেকে لَيَصْرِمُنَّها অর্থ يَقْطَعُوْنَ ثِمَارَهَا 'তারা অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে'। مُصْبِحِيْنَ অর্থ مُبَكِّرِينَ 'ভোরে প্রবেশকারী'। أَصْبَحَ يُصْبِحُ إِصْبَاحًا فهو مُصْبِحٌ : أصبح الشَّخصُ اى دَخَلَ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ 'সে ভোরে প্রবেশ করেছে'।

ঘটনা : পূর্ববর্তী কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, ঘটনাস্থল ছিল ইয়ামনের রাজধানী ছান‘আ থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী যারাওয়ান (ضَرَوَانُ) নামক গ্রামে। কেউ বলেছেন, তারা ছিল হাবশার অধিবাসী এবং আহলে কিতাব। তাদের পিতা ছিলেন একজন নেককার মানুষ। তিনি তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত রাখতেন এবং অতিরিক্তগুলি ছাদাক্বা করে দিতেন। পিতার মৃত্যু হ’লে ছেলেরা উক্ত নীতি থেকে বিচ্যুত হয় এবং ফকীর-মিসকীনদের কিছুই না দিয়ে সবটুকু জমা করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তারা অতি প্রত্যুষে বাগান থেকে ফল পাড়তে গেল, যাতে মিসকীনদের আসার আগেই ফল পেড়ে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাদের এই মন্দ সিদ্ধান্তের বদলা নিলেন। যা আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

(১৮) وَلاَ يَسْتَثْنُونَ– অর্থ لَمْ يَقُولُوا إِنْ شَآءَ اللهُ ‘তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি’ *(কুরতুবী)*। ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, যামাখশারী, বায়যাভী, জালালায়েন, শাওকানী, জাযায়েরী সকলে একই কথা বলেছেন। তবে ইকরিমা الْإِسْتِثْنَاءُ-এর আভিধানিক অর্থ الْإِخْرَاجُ ‘বের করা’ মর্মে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ لاَ يَسْتَثْنُونَ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ يَدْفَعُهُ أَبُوهُمْ إِلَيْهِمْ– ‘তারা অভাবগ্রস্তদের জন্য সমস্ত মাল থেকে নির্দিষ্ট অংশ পৃথক রাখেনি, যেটা তাদের পিতা তাদেরকে প্রদান করতেন’ *(শাওকানী)*। ক্বাসেমী এ ব্যাখ্যাকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন’ *(ক্বাসেমী)*। অবশ্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় ‘তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি’ ব্যাখ্যাটিই অধিকতর স্পষ্ট বলে অনুমিত হয়। কারণ ফল পাড়ার আগেই রাতের বেলা গযব এসে গিয়েছিল।[৩৮]

(১৯) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ– ‘অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ’ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল’। এখানে طَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ অর্থ أَصَابَتْهَا آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ مِنْ رَّبِّكَ ‘তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে এক আসমানী গযব তাদের উপর আপতিত হ’ল’ *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ তার হঠকারী বান্দাদের সাবধান করে অন্যত্র বলেন, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُونَ؟ ‘জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না?’ *(আ‘রাফ ৭/৯৭)*।

(২০) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ– ‘ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল’। অর্থ احْتَرَقَتْ فَصَارَتْ كَالرَّمَادِ الْأَسْوَدِ ‘পুড়ে গেল। অতঃপর তা কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল’

৩৮. মাওলানা আকরম খাঁ অর্থ করেছেন, ‘আর কিছুই বাদ রাখিবেনা তাহারা’। এটি ব্যতিক্রমী অনুবাদ। যার সাথে বিষয়বস্তুর কোন মিল নেই।

(কুরতুবী)। أَصْبَحَ অন্যতম فعل ناقص বা অসমাপিকা ক্রিয়া। অর্থ صَارَ 'হয়ে গেল'। الصَّرِيم অর্থ الْمَقْطُوعُ 'টুকরা টুকরা ভাবে কর্তিত' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ- 'আর আমরা লূতকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেই যে, সকাল হতেই এদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে' *(হিজর ১৫/৬৬)*।

(২১) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ- 'অতঃপর তারা প্রত্যুষে উঠে পরস্পরকে ডেকে বলল'।

فَتَنَادَوْا অর্থ فَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا 'তারা পরস্পরকে ডেকে বলল'। تَنَادَى يَتَنَادَى تَنَادَ تَنَادِيًا অর্থ نَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً 'একে অপরকে আহ্বান করল'। التَّنَادَّ মাছদার। শেষ অক্ষরকে তাখফীফ বা হালকা করে ক্বিয়ামত দিবসকে يَوْمُ التَّنَادِ *(মুমিন ৪০/৩২)* বলা হয় এজন্য যে, সেদিন লোকজন একে অপরকে ডাকবে ও ছুটাছুটি করবে *(মিছবাহুল লুগাত)*। فهو مُتَنَادٍ

(২২) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ- 'যদি তোমরা ফল পাড়তে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চল'। أَنِ اغْدُوا অর্থ اُخْرُجُوا غُدْوَةً عَلَى حَرْثِكُمْ 'তোমরা প্রত্যুষে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়' *(ক্বাসেমী)*। غَدَا يَغْدُو اُغْدُ غَدْوًا وغُدْوَةً وغُدُوًّا فهو غَادٍ والمفعول مَغْدُوٌّ إِلَيْهِ অর্থ 'প্রত্যুষে বের হওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ- 'সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের উপর আগুনকে পেশ করা হবে এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। (বলা হবে) তোমরা ফেরাঊন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবের মধ্যে প্রবেশ করাও' *(মুমিন ৪০/৪৬)*। বস্তুতঃ এটি হ'ল কবর আযাবের অন্যতম কুরআনী দলীল।

(২৩) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ- 'অতঃপর তারা চলল চুপিসারে কথা বলতে বলতে'। অর্থ ذَهَبُوا إِلَى جَنَّتِهِمْ وَهُمْ يُسِرُّونَ الْكَلاَمَ بَيْنَهُمْ لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَحَدٌ بِهِمْ 'তারা তাদের বাগিচার দিকে গেল চুপে চুপে কথা বলতে বলতে, যাতে তাদের বিষয়টি কেউ জানতে না পারে' *(শাওকানী)*। يَتَخَافَتُونَ অর্থ يَتَسَارُّونَ 'তারা চুপে চুপে গেল' *(কুরতুবী)*। خَفَتَ يَخْفِتُ إِذَا سَكَنَ وَلَمْ يُبَيِّنْ 'চুপ হ'ল এবং স্পষ্ট হ'ল না' *(কুরতুবী, শাওকানী)*। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ জাহান্নামীদের বলবেন, اِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ- اِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ- 'চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে

(অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তির দিকে)'। 'চল তোমরা তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে' *(মুরসালাত ৭৭/২৯-৩০)*। তারা পরস্পরে বলবে, يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا– 'তারা চুপে চুপে বলাবলি করবে দুনিয়াতে তোমরা দশ দিনের বেশী অবস্থান করোনি' *(ত্বোয়াহা ২০/১০৩)*।

(২৪) أَنْ لاَّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ– 'যেন আজ বাগিচায় তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত প্রবেশ না করে'। এখানে أَنْ অর্থ بِأَنْ 'যাতে' *(ক্বাসেমী)*। এর মাধ্যমে তাদের চুপে চুপে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা হ'ল কোন ফকীর-মিসকীন যেন এদিন বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। যেমনটি তার পিতার আমলে তারা প্রবেশ করত *(শাওকানী)*। دخَلَ يَدخُلُ دُخُولاً داخِلٌ مَدْخُولٌ، دَخَلَ الْمَكَانَ 'প্রবেশ করল'। সেখান থেকে 'নূনে ছাক্বীলাহ' لاَ يَدْخُلَنَّ 'সে অবশ্যই প্রবেশ করবে না'। مِسْكِينٌ অর্থ فَقِيْرٌ، لَيْسَ لَدَيْهِ مَا يَكْفِيْهِ، أَوْ بَائِسٌ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا– 'ফকীর, যার নিকটে যথেষ্ট পরিমাণ নেই' অথবা 'দুস্থ, যার নিকটে কিছুই নেই'। আল্লাহ বলেন, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ– 'অতঃপর তোমরা তা (কুরবানীর গোশত) থেকে খাও এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৮)*। سَكَنَ سُكُونَةً وسَكَانَةً، سَكُنَ فُلاَنٌ أَىْ صَارَ مِسْكِينًا 'সে মিসকীন হ'ল'। যেমন জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ– فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ– 'সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না'। 'অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩৪-৩৫)*।

(২৫) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ– 'অতঃপর তারা খুব ভোরে দ্রুতপায়ে যাত্রা করল'। অর্থ وَغَدَوْا إِلَى جَنَّتِهِمْ عَلَى قَصْدٍ وَشِدَّةٍ 'তারা প্রত্যুষে উঠে তাদের বাগিচার দিকে গেল দৃঢ় সংকল্প ও প্রবল জোশ নিয়ে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। قَادِرِينَ অর্থ قَادِرِينَ عَلَيْهَا فِيمَا يَزْعُمُونَ وَيَرُومُونَ 'তারা বাগিচার ফল নামাতে সক্ষম হবে এই প্রবল ধারণা নিয়ে' *(ইবনু কাছীর)*। উল্লেখ্য যে, হাদীছে এসেছে, نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের বেলায় কোন কিছু ভাঙতে ও ফসল কাটতে নিষেধ করেছেন'।[৩৯]

---

৩৯. বায়হাক্বী হা/৭৭৬০, ৪/১৩৩ পৃ.; ছহীহাহ হা/২৩৯৩।

(২৬) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوآ إِنَّا لَضَآلُّونَ– ‘কিন্তু যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট’। অর্থাৎ যখন তারা বাগানকে ভস্মীভূত দেখল, তখন তারা প্রথমে সন্দেহে পতিত হ’ল যে, আমরা বাগান চিনতে ভুল করেছি। তাদের কেউ কেউ বলল, আসলে মিসকীনদের বঞ্চিত করার সিদ্ধান্তেই আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি *(কুরতুবী)*। ضَآلُّونَ একবচনে ضَآلٌّ অর্থ ‘বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট’। ضَلَّ يَضِلُّ ضَلاًّ وضَلاَلاً وضَلاَلَةً فَهُوَ ضَالٌّ، ضَلَّ الشَّخْصُ أَىْ إِنْحَرَفَ عَنِ الطَّرِيْقِ الصَّحِيْحِ– ‘সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে’। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলবেন, إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَآلِّينَ– فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ– ‘তারা তাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছিল পথভ্রষ্ট রূপে’। ‘ফলে তারা তাদের পদাংক অনুসরণের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়েছিল’ *(ছাফফাত ৩৭/৬৯-৭০)*। মুসলিম উম্মাহ যাতে পথভ্রষ্ট ইহূদী-নাছারাদের অনুসারী না হয়, সেজন্য সূরা ফাতিহাতে দো‘আ শিখানো হয়েছে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ– ‘(হে আল্লাহ!) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!’ *(৫)* ‘এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ’ *(৬)*। ‘তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে’ *(৭)*।

(২৭) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ– ‘বরং আমরা বঞ্চিত’। অর্থাৎ বাগান মালিকরা বলল, আমাদের কর্ম দোষে আমরা বাগান থেকে বঞ্চিত হয়েছি (কুরতুবী)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، أَلاَ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ، (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)–

‘হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন কোন বস্তু নেই যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি। আর তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে ও জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন কোন বস্তু নেই যা থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করিনি। জিব্রীল আমার রূহে এই কথা ফুঁকে দিল যে, নিশ্চয় কোন প্রাণী

তার রিযিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় রূযী তালাশ কর। রূযীর বিলম্ব যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার মাধ্যমে তা অর্জনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্‌র নিকটে যা রয়েছে, তা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত পাওয়া যায় না'।[৪০]

অত্র আয়াতে শিক্ষণীয় এই যে, বাগান মালিকেরা অভাবগ্রস্তদের ফাঁকি দিয়ে নিজেদের জন্য অবৈধভাবে রূযী সঞ্চয় করতে চেয়েছিল। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত করেন। অথচ অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য দিয়ে দিলে এবং বৈধভাবে নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে নিলে তাদের জন্য তাক্বদীরে নির্ধারিত রূযী তারা ঠিকই পেয়ে যেত এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রূযী থেকে অভাবগ্রস্ত ও বাগান মালিক উভয়ে উপকৃত হ'ত। আর এটাই হ'ল ইসলামী অর্থনীতির রূহ। যেখানে সকল মানুষ আল্লাহ্‌র দেওয়া রূযী থেকে অংশ পায়। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অভাবগ্রস্তদের বঞ্চিত করে কেবল নিজেদের পুঁজি বাড়ায়। ফলে সমাজে গাছতলা ও পাঁচতলার বৈষম্য সৃষ্টি হয়। একইভাবে সমাজবাদী অর্থনীতি সমাজের সকল পুঁজি রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা করে। যা ব্যক্তি পুঁজিবাদের স্থলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে। যেটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাইতে আরও মারাত্মক। ফলে সমাজবাদী অর্থনীতিতে মানুষ পুরাপুরি নিঃস্ব ও দাসে পরিণত হয়। আর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সমাজে অসংখ্য শোষকের সৃষ্টি হয়। সেই সাথে তাদের শিল্প পরিচালনার স্বার্থে একদল কর্মচারী তথা মুৎসুদ্দী শ্রেণী তৈরী হয়। যারা শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অথচ ইসলামী অর্থনীতিতে মালিক, শ্রমিক, অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত দুর্বল শ্রেণী সকলেই উপকৃত হয়। যা তারা শিল্পের লভ্যাংশ, যাকাত, সাধারণ ছাদাক্বা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকে। এখানে ভূমি ও সম্পদের মালিকানা থাকে আল্লাহ্‌র হাতে। বান্দা হয় তার বৈধ ব্যবহারকারী, ভক্ষণকারী ও বন্টনকারী মাত্র।

আলোচ্য আয়াতে বাগান মালিকেরা তাদের বাগানকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে ভোগ করতে চেয়েছিল। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত করেন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেন তারা নিজেদের শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বঞ্চিত না করেন। তাহ'লে আল্লাহ তাদেরকেই চোখের পলকে ধ্বংস করে দিবেন। যেভাবে অভাবগ্রস্তদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহ তাদের বাগানকে ধ্বংস করে দেন।

(২৮) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ- 'তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি, যদি না তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করতে (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলতে)!'

---

৪০. শারহুস সুন্নাহ হা/৪১১১; মিশকাত হা/৫৩০০; বায়হাক্বী শো'আব হা/১০৩৭৬; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

أَوْسَطُهُمْ অর্থ أَمْثَلُهُمْ وَأَعْدَلُهُمْ وَأَعْقَلُهُمْ 'তাদের শ্রেষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি' *(কুরতুবী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ– 'যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে, তখন তার নিকটে জান্নাতুল ফেরদাঊস প্রার্থনা করবে। কেননা সেটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ জান্নাত ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমি মনে করি তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হয়' *(বুখারী হা/২৭৯০, ৭৪২৩; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*। আল্লাহ এখানে জান্নাতুল ফেরদাঊসকে أَوْسَطُ الْجَنَّةِ বা 'শ্রেষ্ঠ জান্নাত' বলেছেন। অতএব এর অর্থ ছেলেদের মধ্যেকার মেজভাই নয়। যেমনটি বায়যাভী বলেছেন, رَأْياً أَوْ سِنًّا 'জ্ঞানে অথবা বয়সে' *(বায়যাভী)*।

لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ– অর্থ لَوْلاَ تَسْتَثْنُوْنَ وَتَشْكُرُوْنَهُ عَلَى مَا أَعْطَاكُمْ 'যদি না তোমরা ইনশাআল্লাহ বলতে এবং তিনি তোমাদেরকে যে নে'মত দান করেছেন, তার শুকরিয়া আদায় করতে' *(ইবনু কাছীর)*। لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ– অর্থ لَوْلاَ تَسْتَثْنُوْنَ بِإِنْ شَآءَ اللهُ 'যদিনা তোমরা ইনশাআল্লাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রশংসা করতে' *(সা'দী)*।

অত্র আয়াতটি ১৮ আয়াতের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এতে বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যেকার জ্ঞানী ভাইটি প্রথমেই তাদেরকে সতর্ক করেছিল *(কুরতুবী)*। কিন্তু তারা তা মানেনি। এর মধ্যে একটি অকাট্য সত্য ফুটে ওঠে যে, সমাজে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা সর্বদা কম থাকে। আর হুজুগে লোকের সংখ্যা সর্বদা বেশী থাকে। অবশেষে জ্ঞানীদের কথাই সত্য হয়। যদিও অধিকাংশের অপরাধের কারণে সমাজের সকলে বঞ্চিত হয়। অতএব সর্বদা জ্ঞানীদের আনুগত্য করা উচিত। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রে হুজুগের ভোটে জ্ঞানীরা পরিত্যক্ত হন। ফলে সমাজ অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হ'ল, ইনশাআল্লাহ তারা কেন বলেনি? আর বললে তাদের কি উপকার হ'ত? উত্তর এই যে, আল্লাহ্র নাম বললে তারা পাপ থেকে তওবা করত এবং অভাবগ্রস্তদের বঞ্চিত করার মত পাপের কাজ তারা করতে পারত না *(ক্বাসেমী)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন অশুভ কাজে বিসমিল্লাহ বা ইনশাআল্লাহ বলা নিষিদ্ধ।

(২৯) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ– 'তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘন কারী ছিলাম'।

سُبْحَانَ رَبِّنَا 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি' অর্থ তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করল এবং সকল প্রকার যুলুম থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা

করল *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন তারা বলল, نَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبِنَا ‘আমরা আমাদের পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি’ *(কুরতুবী)*।

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ– ‘আমরা নিশ্চিতভাবে সীমালংঘন কারী ছিলাম’ অর্থ ظَالِمِيْنَ لِأَنْفُسِنَا فِي مَنْعِنَا الْمَسَاكِيْنَ ‘মিসকীনদের বঞ্চিত করায় আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুমকারী ছিলাম’ *(কুরতুবী)*। অথবা ‘মিসকীনদের হক পৃথক না করায় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম’ *(ক্বাসেমী)*।

(৩০) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَلاَوَمُوْنَ– ‘অতঃপর তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল’। অর্থ يَلُوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ‘তারা একে অপরকে নিন্দা করতে লাগল’ *(ক্বাসেমী)*। কারণ তাদের মধ্যে কেউ ছিল এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে নিষেধকারী, কেউ ছিল নীরবে সমর্থনকারী, আর কেউ এতে খুশী ছিল *(কাশশাফ)*।

(৩১) قَالُوْا يَاوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ– ‘তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো অবাধ্য ছিলাম’। অর্থ مُتَجَاوِزِيْنَ حُدُوْدَ اللهِ تَعَالَى فِى تَفْرِيْطِنَا وَعَزْمِنَا السَّيِّئِ ‘আমাদের বাড়াবাড়ি ও মন্দ সংকল্পের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র সীমারেখা অতিক্রমকারী ছিলাম’ *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করিনি, যেমনভাবে আমাদের পিতা করতেন। ফলে আমরা অবাধ্য ছিলাম *(শাওকানী)*। যার ফলে তারা বাগানে পৌঁছার পূর্বেই রাতের বেলা গযব নেমে আসে।

(৩২) عَسٰى رَبُّنَآ أَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ– ‘নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার রহমতের আকাংখী’। এখানে عَسٰى অর্থ ‘সম্ভবতঃ’ নয়, বরং ‘নিশ্চয়ই’। কেননা আল্লাহ্র কাছে সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। এই উত্তম প্রতিদান দুনিয়া ও আখেরাতে দুই জগতেই হ’তে পারে। যেমন قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، أَيْ كُوْنُوْا رَاجِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ ‘মূসা বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন’ *(আ‘রাফ ৭/১২৯)*। অর্থাৎ তোমরা এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হও। أَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْها، অর্থ যদি আল্লাহ আমাদেরকে এর প্রতিদানে উত্তম কিছু দান করেন, তাহ’লে আমরা অবশ্যই সেইরূপ সৎকর্ম করব, যেমনটি আমাদের পিতা করতেন *(কুরতুবী)*। مِنْهَا অর্থ بِتَوْبَتِنَا إِلَيْهِ ‘তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে’ অর্থাৎ তওবা করার কারণে *(ক্বাসেমী)*।

إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ– 'আমরা আমাদের পালনকর্তার রহমতের আকাংখী'। অর্থাৎ আমরা যে বাড়াবাড়ি করেছি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং তওবার বিনিময়ে আমরা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী *(ক্বাসেমী)*।

رغِبَ/ رغِبَ إلى/ رغِبَ بـــ/ رغِبَ في– يَرغَب رَغْبًا ورَغَبًا ورَغْبةً ورُغْبةً فهو رَاغِبٌ والمفعول مَرْغوبٌ অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, আকাংখী হওয়া। رغِبَ عن অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

(৩৩) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ– 'এভাবেই আসে আযাব। আর পরকালের আযাব আরও ভয়াবহ; যদি তারা জানত'। অর্থ هَكَذَا عَذَابُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ– 'এভাবেই আসে আযাব ঐ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহ্র বিধানের অবাধ্যতা করে' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ বাগান মালিকেরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক থেকে অভাবগ্রস্তদের দান না করে কৃপণতা অবলম্বন করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল শাস্তি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পাপ করলে তার শাস্তি হওয়াটাই নিয়ম। এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। তিনি বলেন, سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً– 'ইতিপূর্বে যারা গত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। বস্তুতঃ তুমি আল্লাহ্র এই রীতিতে কোন ব্যত্যয় পাবে না' *(আহযাব ৩৩/৬২)*।

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ– 'আর পরকালের আযাব আরও ভয়াবহ; যদি তারা জানত'। দুনিয়াবী আযাবের বর্ণনা শেষে আখেরাতের আযাবের বিষয়ে বান্দাকে সতর্ক করা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে তুলনাহীন। বস্তুতঃ অজানা বিষয়কেই মানুষ বেশী ভয় পায়। অত্র আয়াতে মক্কাবাসীদের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান রয়েছে। এই আহ্বান সকল যুগের সকল অবিশ্বাসী ও কৃপণ ব্যক্তিদের প্রতি চিরন্তন আহ্বান। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯; তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

(৩৪) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে নে'মতপূর্ণ জান্নাত'। جَنَّاتُ النَّعِيمِ অর্থ আখেরাতের নে'মতপূর্ণ বাগিচা সমূহ। যা দুনিয়ার বাগিচা সমূহের সাথে তুলনীয় নয় *(কুরতুবী)*। جَنَّاتٌ একবচনে جَنَّةٌ 'বাগিচা'। এখানে বহুবচন এসেছে জান্নাতের সকল স্তরকে শামিল করার জন্য। نَعِيمٌ অর্থ নে'মত। نَعِمَ يَنْعَمُ ويَنْعُمُ ويَنْعِمُ، نَعَمًا ونِعْمَةً ونِعْمَةً ونَعِيْمًا فَهُوَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ نَاعِمٌ– অর্থ সুখ-স্বাচ্ছন্দ, প্রাচুর্য, আনন্দ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ، 'নিশ্চয়ই জান্নাতে একশ' স্তর রয়েছে। যা আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য'।[৪১] আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّنَعِيمٍ– 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও সুখ-সম্ভোগে' *(তূর ৫২/১৭)*।

আলোচ্য আয়াতে جَنَّاتِ النَّعِيمِ বাক্যাংশের মধ্যে মওছূফকে ছিফাতের দিকে অর্থাৎ বস্তুকে তার বিশেষণের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, এটা বুঝানোর জন্য যে, জান্নাতের বাগিচা সমূহ সর্বদাই ফলবন্ত থাকে। যা দুনিয়ার বাগিচা সমূহের মত নয়, যা কখনো ফলবন্ত থাকে, আবার কখনো ফলশূন্য থাকে *(ত্বানত্বাভী)*।

(৩৫) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ 'আমরা কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?' অর্থাৎ আমরা কি বদলা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুগতদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ 'আমরা কি তাহ'লে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ন্যায় গণ্য করব? নাকি আল্লাহভীরুদেরকে পাপাচারীদের ন্যায় গণ্য করব?' *(ছোয়াদ ৩৮/২৮)*।

কৃপণ বাগান মালিক ছেলেদের বদলা নেওয়ার ঘটনা বর্ণনার পর আলোচ্য ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে আল্লাহ তার নেককার বান্দাদের পুরস্কার বর্ণনা করে বলছেন, আমরা কি আমাদের আজ্ঞাবহ বান্দাদের বদলা অপরাধীদের ন্যায় প্রদান করব? অতঃপর ৩৬ থেকে ৪১ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে পাপীদের উদ্দেশ্যে ধমক ও সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে।

(৩৬) مَا لَكُمْ؛ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ 'তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?' এটি একটি বিপরীতার্থক বাক্য। অর্থাৎ তোমরা কিভাবে ভাবতে পারলে যে, আজ্ঞাবহ

---

৪১. বুখারী হা/২৭৯০, ৭৪২৩; মিশকাত হা/৩৭৮৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ও পাপী উভয়ের কর্মফল সমান হবে? *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَّهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أَمَّنْ لاَّ يَهِدِّي إِلَّآ أَنْ يُّهْدٰى، فَمَا لَكُمْ؛ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ؟ ‘অতএব যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসরণের অধিক হকদার, নাকি যে অন্যের দ্বারা পথ প্রদর্শন ব্যতীত নিজে পথপ্রাপ্ত হয় না সেই-ই অধিক হকদার? তবে তোমাদের কি হ’ল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছ?’ *(ইউনুস ১০/৩৫)*।

(৩৭) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُوْنَ؟ ‘তোমাদের কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা পাঠ কর?’ এটিও পূর্বের ন্যায় ধিক্কার দানকারী বাক্য। যেখানে বলা হয়েছে, তোমাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের পিছনে প্রমাণ হিসাবে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কোন কিতাব আছে কি, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাধ্য ও অবাধ্য উভয়ের পরিণাম সমান? *(কুরতুবী)*।

(৩৮) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ؟ ‘আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা পসন্দ কর? অর্থাৎ এমন কোন কিতাবই তোমাদের কাছে নেই, যেখানে তোমাদের চাহিদা মত সবকিছু লেখা রয়েছে *(কুরতুবী)*।

(৩৯) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ؟ ‘নাকি তোমাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমাদের কোন চুক্তি রয়েছে যে, তোমরা যা সিদ্ধান্ত নিবে তাই-ই পাবে?’ এর মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয়বার ধিক্কার দেওয়া হয়েছে *(কুরতুবী)*। কেননা এটি একেবারেই অমূলক যে, আল্লাহ তার কোন বান্দার সঙ্গে এমন ধরনের চুক্তি করবেন। অনেকের ধারণা, তাদের বুযর্গ ও পীর-আউলিয়ারা সবকিছু থেকে দায়মুক্ত। তারা আয়াতটি লক্ষ্য করুন!

(৪০) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ؟ ‘তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে কে উক্ত চুক্তির বিষয়ে যিম্মাদার?’ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি ঐসব অপবাদ দানকারীদের জিজ্ঞেস কর, ক্বিয়ামতের দিন তাদের দায়মুক্তি চুক্তির যিম্মাদার কে? *(কুরতুবী)*। زَعِيمٌ অর্থ اَلْكَفِيلُ وَالضَّمِينُ ‘যিম্মাদার ও নিশ্চয়তা দানকারী যামীন’ *(কুরতুবী)*।

(৪১) أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ– ‘নাকি তাদের কোন শরীক আছে? থাকলে তাদের সেই শরীকদের নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়’। এখানে شُرَكَآءُ অর্থ شُهَدَآءُ ‘সাক্ষ্যদাতাগণ’। যারা তাদের উক্ত চুক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয় *(কুরতুবী)*। এখানে شُرَكَآءُ বা ‘শরীকগণ’ বলা হয়েছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী। নইলে আল্লাহ্র কোন শরীক নেই। যেমন অন্যত্র

এসেছে, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ ‘সেদিন আল্লাহ তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকরা। যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে?’ *(ক্বাছাছ ২৮/৬২)*।

(৪২) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ– ‘(স্মরণ কর) যেদিন পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার আহ্বান জানানো হবে। কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হবে না’। এখানে يَوْمَ ‘যেদিন’ অর্থ ‘ক্বিয়ামতের দিন’। يَوْمَ যবরযুক্ত হয়েছে এর পূর্বে اُذْكُرْ আদেশ সূচক উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে। অর্থাৎ তুমি স্মরণ কর সেদিনের কথা।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ‘যেদিন পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে’-এর ব্যাখ্যায় (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِئَاءً وَّسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا– ‘সেদিন আমাদের প্রতিপালক তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর তাতে সিজদা করবে প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারী। বাকী থেকে যাবে যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও শুনানোর জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে যাবে, কিন্তু তাদের পিঠ শক্ত হয়ে একাট্টা হয়ে যাবে’।[৪২] (২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ‘একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মেঘমুক্ত দুপুরের আকাশে সূর্যকে দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? মেঘমুক্ত রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বলল, না। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে অনুরূপ তোমাদের কোন অসুবিধা হবেনা। অতঃপর তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, প্রত্যেক উম্মত দুনিয়াতে যে যার পূজা করত, সে যেন তার অনুগামী হয়। তখন আল্লাহকে ছেড়ে যারা মূর্তি ও বেদী ইত্যাদির পূজা করত, তারা সবাই জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারী নেককার ও গোনাহগার লোকেরাই বাকী থাকবে। তারা বলবে, আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব যতক্ষণ না আমাদের রব এখানে আসেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যে এমন কোন নিদর্শন আছে কি যা দেখে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা উন্মোচিত করে দিবেন (فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ)। অতঃপর যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজদা করত,

---

৪২. বুখারী হা/৪৯১৯, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ‘তাফসীর’ অধ্যায়, উক্ত আয়াতের অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৮২ ‘ঈমান’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫৪২।

আল্লাহ তাকে সিজদার অনুমতি দিবেন। আর যারা তাঁকে সিজদা করত কারু ভয়ে বা লোক দেখানোর জন্য, আল্লাহ তাদের পিঠকে তক্তার ন্যায় শক্ত করে দিবেন। যখনই সে সিজদা করতে যাবে, তখনই পিছন দিকে উল্টে পড়বে’।[৪৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَامُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً عَلَى رُؤُوسِهِمُ الشَّمْسُ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَنْتَظِرُونَ الْفَصْلَ كُلُّ بَرٍّ مِنْهُمْ وَفَاجِرٍ، لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْهُمْ بَشَرٌ، ‘ক্বিয়ামতের দিন যখন মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন প্রত্যেক নেককার ও বদকার ব্যক্তি সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে বিচারের আশায় নির্বাক অবস্থায় চল্লিশ বছর তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন : যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন, অতঃপর তোমরা অন্যের ইবাদত করেছিলে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে এটা কি ন্যায়বিচার হবেনা যে, তিনি তোমাদেরকে তার দিকে ফিরিয়ে দিবেন, যেদিকে তোমরা ফিরে গিয়েছিলে? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতএব তোমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় যে যার উপাসনা করতে, তার নিকটে চলে যাও। অতঃপর তারা চলে যাবে এবং তাদের উপাস্যদের আকৃতি দান করা হবে। ফলে কেউ যাবে সূর্যের নিকট, কেউ চন্দ্রের নিকট, কেউ পাথর বা অনুরূপ কিছুর নিকট। যারা ঈসা ও উযায়েরের উপাসনা করত, তাদের জন্য একেকটি শয়তানকে ঈসা ও উযায়ের বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।

বাকী থাকবেন কেবল ‘মুহাম্মাদ’ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতগণ। তখন আল্লাহ নিজ আকৃতিতে তাদের সামনে আসবেন ও বলবেন, কেন তোমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছ? তারা বলবে, আমাদের একজনই মাত্র উপাস্য আছেন, যাকে আমরা দেখিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, সেই উপাস্যের কোন নমুনা তোমাদের নিকট আছে কি, যা দেখে তোমরা চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। আমাদের একটি নিদর্শন জানা আছে, যা দেখলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব। আল্লাহ বলবেন, সেটা কি? তারা বলবে, তিনি আমাদের নিকট তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। তখন তাদের সামনে পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। যা দেখে তারা সবাই সিজদায় পড়ে যাবে। একদল বাকী থাকবে, যাদের পিঠ শক্ত হয়ে গরুর লেজের গোড়ার মত হয়ে যাবে। ফলে তারা সিজদা করতে পারবে না। যাদেরকে দুনিয়াতে সিজদা করার জন্য বলা হ’ত, যখন তারা সুস্থ ছিল...।[৪৪] (৪) একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে *(দারেমী হা/২৮০৩)*।

---

৪৩. বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৭৮-৭৯, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)। এখানে বঙ্গানুবাদ মিশকাতের অনুবাদক এম. আফলাতুন কায়সার অনুবাদ করেছেন, ‘তখন আল্লাহ তা‘আলার পায়ের নলা উন্মোচিত করা হইবে (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশেষ তাজাল্লী হইবে)’। ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৮, ১০/১১৭ পৃ.)। এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় মু‘তাযেলীদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রকাশ পেয়েছে।

৪৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৯৭৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৫৯১, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

যামাখশারী, বায়যাভী, জালালায়েন সহ বহু মুফাসসির এখানে হাদীছের ব্যাখ্যা ছেড়ে আরবদের সাধারণ বাকরীতির অনুসরণে তাফসীর করেছেন। আর তা হ'ল, يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ يُكْشَفُ عَنْ شِدَّةِ الْأَمْرِ يوم الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিনের সংকটকাল প্রকাশিত হবে'।

একইভাবে মাওলানা মওদূদী (১৩২১-১৩৯৯ হি./১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন, جس روز سخت وقت آپڑے گا 'যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে'। অতঃপর তিনি ২৪ টীকায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, اصل الفاظ ہیں يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی،،... عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آپڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے- ... اس تاویل کی روسے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہوجائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آجائیں گے- 'আসল বাক্য হ'ল, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 'যেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে'।... আরবী বাকরীতি মোতাবেক কঠিন সময় এসে পড়াকে 'পায়ের নলা খুলে যাওয়া'র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।... উক্ত রীতি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই হবে যে, 'যেদিন সকল রহস্য উন্মুক্ত হবে এবং লোকদের নিকট তাদের আমল সমূহ প্রকাশিত হয়ে সামনে এসে পড়বে' *(তাফহীমুল কুরআন-উর্দূ ৬/৬৫ পৃ.)*।

একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর অনুসারী মিসরের সাইয়েদ কুতুব (১৩২৪-১৩৮৬ হি./১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.) স্বীয় তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআনে'। তিনি বলেছেন, وَالْكَشْفُ عَنِ السَّاقِ كِنَايَةٌ فِي تَعْبِيْرَاتِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ عَنِ الشِّدَّةِ وَالْكَرْبِ، فَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ– 'এর দ্বারা আরবী বাকরীতি অনুযায়ী 'সংকট ও বিপদ' বুঝানো হয়েছে। আর সেটি হ'ল ক্বিয়ামতের দিন' *(ফী যিলালিল কুরআন ৭/৩০৩ পৃ.)*। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআনে অত্র আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে, 'স্মরণ কর, সেই চরম সঙ্কটের দিনের কথা'।[৪৫] মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.) একইরূপ অনুবাদ করেছেন, (স্মরণ কর সেই দিনের কথা,) যেদিন কঠিন ব্যাপারটা উপস্থিত হইয়া যাইবে'।

আমরা মনে করি, হাদীছের ব্যাখ্যা পাওয়ার পর অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটাই হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের গৃহীত নীতি। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র 'অহি' অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অতএব সে ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত।

আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি যে, মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি.) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত বুখারী-মুসলিমের ছহীহ হাদীছকে যুক্তি দিয়ে রদ করেন এই বলে যে, আল্লাহ

৪৫. আল-কুরআনুল করীম, ইফাবা সপ্তম মুদ্রণ ১৯৮৩ পৃ. ৯৪৫।

যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র’। অথচ আল্লাহ বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– ‘তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন’ *(শূরা ৪২/১১)*। অতএব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিজস্ব আকার রয়েছে, যা তাঁর উপযোগী এবং যা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

আরও বিস্মিত হ’তে হয়, যখন আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) তাঁর ব্যাখ্যার বিরোধীদের অলংকার শাস্ত্রে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য দায়ী করেন এবং ছাহাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রদত্ত হাদীছ ভিত্তিক ব্যাখ্যায় ধোঁকা না খাওয়ার জন্য লোকদের সাবধান করেন *(কাশশাফ)*।[৪৬] অথচ এটি আখেরাতের বিষয়। যাকে দুনিয়ার সাথে তুলনা করা চলে না এবং ‘লৌকিক জ্ঞান দিয়ে যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না’ *(সা‘দী)*।

গায়েবী বিষয়ে নবী-রাসূলদের ব্যাখ্যাকেই চূড়ান্ত বলে মানতে হবে। ইবনু হযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) এ কারণেই বলেছেন যে, আমরা বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তিদের উপর, যারা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট দলীল পাওয়ার পরেও তা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ যাদের জ্ঞান সংকীর্ণ তারা তাদের জ্ঞান বহির্ভূত সকল বিষয়কে অস্বীকার করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ‘বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যে বিষয়টি তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করতে পারে না’ *(ইউনুস ১০/৩৯)*।[৪৭]

উল্লেখ্য যে, সেদিনের এই সিজদার অনুষ্ঠানটি হবে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের লজ্জিত করার জন্য। কেননা সেটি কর্মজগত নয় যে, তার ভিত্তিতে তাদের কর্মফল নির্ধারিত হবে *(ক্বাসেমী)*।

অত্র আয়াতে يَوْمَ যবরযুক্ত হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে। যা মূলে ছিল اُذْكُرْ يَوْمَ يُكْشَفُ ‘স্মরণ কর যেদিন উন্মোচিত করা হবে’। অথবা এটি পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ –فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآئِهِمْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ لِّيَشْفَعَ الشُّرَكَآءُ لَهُمْ ‘তাহ’লে তাদের শরীকদের নিয়ে আসুক যেদিন পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে। যাতে তারা তাদের জন্য সুফারিশ করতে পারে’ *(কুরতুবী)*।

---

৪৬. ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَقْسُو ظَهْرُ الْكَافِرِ فَيَصِيرُ عَظْمًا وَّاحِدًا– ‘সেদিন আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা খুলে দিবেন। প্রত্যেক মুমিন সেখানে সিজদা করবে। আর কাফেরের পিঠ শক্ত হয়ে একক হাড্ডিতে পরিণত হবে’ বায়হাক্বী, আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত হা/৭৫০, ২/১৮৫।

৪৭. والْعَجَبُ مِمَّن يُنْكِرُ هذه الأَخبارَ الصحاحَ وإِنَّما جاءَتْ بما جاءَ بِهِ الْقُرآنُ نصًّا ولَكِن من ضَاقَ علمُه أَنكرَ ما لاَ عِلْمَ له به وقد عابَ اللهُ هذا فقال : بَلْ كَذَّبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ [يونس: ٣٩]– তাফসীর ক্বাসেমী, গৃহীত : ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়া ওয়ান-নিহাল, ‘আল্লাহ্র চেহারা, হাত, চোখ, পা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা’ ২/১২৯ পৃ.।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ‘যেদিন পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে’ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ :

ক- হাদীছ ভিত্তিক ব্যাখ্যা :

(১) ইবনু জারীর ত্বাবারী, ত্বাবারিস্তান, ইরান (২২৪-৩১০ হি.) ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, (২) ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.), (৩) ছানাউল্লাহ পানিপথী মাযহারী, ভারত (১১৪৩-১২২৫ হি.) (৪) জামালুদ্দীন ক্বাসেমী দামেশক্বী (১২৮৩-১৩৩২ হি.), (৫) ত্বানত্বাভী জাওহারী মিসরী (১২৮৭-১৩৫৯ হি./১৮৭০-১৯৪০ খৃ.), (৬) আব্দুর রহমান নাছের আস-সা‘দী, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (১৩০৭-১৩৭৬ হি./১৮৮৯-১৯৫৬ খৃ.), (৭) মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীত্বী, মৌরিতানিয়া, আফ্রিকা (১৩২৫-১৩৯৯ হি./১৯০৫-১৯৭৪ খৃ.), (৮) আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী, আলজেরিয়া (১৩৩৯-১৪৪০ হি./১৯২১-২০১৮ খৃ.)।

খ- বাকরীতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা :

পক্ষান্তরে (১) মাওয়ার্দী আল-বাগদাদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মরফূ হাদীছকে রদ করার জন্য যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। (২) যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮হি.)। তিনি ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে তাফসীর করেছেন এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত ‘মওকূফ’ হাদীছ থেকে ধোঁকা না খাওয়ার জন্য লোকদের সতর্ক করেছেন। (৩) কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) পুরা তাফসীর এনেছেন প্রচলিত অর্থ সমূহের ভিত্তিতে। তবে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে ছহীহ মুসলিমে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেটা বলেছেন। ফলে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। (৪) ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) প্রথমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত বুখারী-মুসলিমের ছহীহ হাদীছ এনেছেন। পরে প্রচলিত অর্থ সমূহ এনেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত দেননি। (৫) বায়যাভী ইরানী (মৃ. ৬৮৫ হি.) ও (৬) জালালায়েন ছহীহ হাদীছ সমূহকে পুরাপুরিভাবে এড়িয়ে গেছেন। (৭) আবুস সঊদ, ইস্তাম্বুল (মৃ. ৯৮২ হি.)। তিনি প্রচলিত বাকরীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (৮) শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫ হি.) প্রচলিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ আনেননি। (৯-১১) মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানী (১৯০৩-১৯৭৯), সাইয়িদ কুতুব মিসরী (১৯০৬-১৯৬৬), মাওলানা আকরম খাঁ বাঙ্গালী (১৮৬৮-১৯৬৮) সকলেই হাদীছ ছেড়ে বাকরীতির অনুসারী হয়েছেন। আমরা প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সর্বদা ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৪৩) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ–

‘সেদিন তাদের দৃষ্টি হবে অবনত এবং লাঞ্ছনা তাদেরকে গ্রাস করবে। অথচ (দুনিয়াতে) যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান জানানো হ’ত (কিন্তু তারা তা

করত না)'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ– 'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত ও তারা হবে হীনতায় আচ্ছন্ন। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হ'ত' *(মা'আরিজ ৭০/৪৪)*। কারণ জীবদ্দশায় তারা দুনিয়াতে ছালাত পড়ত না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ– وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ– 'যখন তাদের বলা হয় রুকূ কর, তারা রুকূ করে না (অর্থাৎ ছালাত পড়ে না)'। 'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য' *(মুরসালাত ৭৭/৪৮-৪৯)*। ফলে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত পড়ার আহ্বান জানালে তারা ব্যর্থ হবে।

(৪৪) فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ– 'অতএব আমাকে ও যারা এই বাণীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে ছাড়। আমরা তাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে ওরা জানতেও পারবে না'।

অত্র আয়াতে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের ধমকানো হয়েছে। যারা নানা যুক্তির আড়ালে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বক্তব্যকে উপেক্ষা করে। যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ– 'বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং যার কোন ব্যাখ্যাও তাদের কাছে আসেনি। এমনিভাবে তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যারোপ করেছিল। অতএব তুমি দেখ ঐসব যালেমদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল' *(ইউনুস ১০/৩৯)*।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ– অর্থ سَنَأْخُذُهُمْ عَلَى غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ 'তাদের অজান্তেই আমরা তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করব, অথচ তারা বুঝতে পারবে না' *(কুরতুবী)*। যেমন ঝড়, বন্যা, খরা, দাবানল ও বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণ হ'লে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা বলে, এগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়। অথচ প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক হ'লেন আল্লাহ। এগুলির মাধ্যমে তিনি বান্দাকে শয়তানী খপপর থেকে বের করে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনতে চান। যেমন তিনি বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

(৪৫) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ– 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতীব মযবুত'।

বস্তুতঃ অবকাশ দানকেই যালেমরা তাদের জন্য বিজয় মনে করে। অথচ এভাবে অবকাশ দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে ধীরে ধীরে স্বীয় গযবে পর্যুদস্ত করেন। যেভাবে নমরূদ ও ফেরাঊনকে অবকাশ দিয়ে অবশেষে স্বীয় গযবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। একইভাবে সূরা আ'রাফ ১৮২-৮৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَأُمْلِي لَهُمْ، অর্থ أُمْهِلُهُمْ وَأُطِيلُ لَهُمُ الْمُدَّةَ 'আমি তাদেরকে অবকাশ দেই এবং সময়কাল দীর্ঘ করে দেই'। الْمُلاَوَةُ অর্থ الْمُدَّةُ مِنَ الدَّهْرِ 'একটি নির্দিষ্ট সময়কাল'। أَمْلَى اللهُ لَهُ অর্থ أَطَالَ لَهُ 'তিনি তার জন্য সময় প্রলম্বিত করেন' *(কুরতুবী)*।

(৪৬) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ؟ 'তুমি কি তাদের কাছে মজুরী চাও যে তারা বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে?'

আয়াতটি ৪১ আয়াতের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। অর্থাৎ তাদের কি কোন শরীক আছে, যারা তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? একইভাবে তুমি কি তাদের কাছে দ্বীন প্রচারের বিনিময়ে কোন মজুরী চাও যে, তারা তার বোঝা বহনে অক্ষম? এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে চূড়ান্তভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ নবীগণ তাদের দাওয়াতের বিনিময়ে কখনোই মজুরী কামনা করেন না। বরং তারা সবাই বলেছেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ- 'আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)*। এমনকি দীর্ঘ সাড়ে ৯শ' বছর ব্যাপী দাওয়াত দানকারী একমাত্র নবী ও বিশ্বের প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, وَيَاقَوْمِ لآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ، 'হে আমার কওম! এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*। অতএব দাওয়াত পাওয়ার পরেও ক্বিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের কোন অজুহাত ধোপে টিকবে না।

(৪৭) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ؟ 'তাদের কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখে?'

এখানে 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে অহি-র জ্ঞান বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যা কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবীদের নিকট অবতীর্ণ হয়। আর যাতে কোন মিথ্যার সংশ্রব থাকে না। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ

–حَمِيدٍ ‘সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। আর শেষনবী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى– إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوحٰى– ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না’। ‘সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নজম ৫৩/৩-৪)*।

(৪৮) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُومٌ– ‘অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালা (ইউনুসের) মত হয়ো না, যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে (আল্লাহকে) ডেকেছিল’।

فَاصْبِرْ অর্থ ‘তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে দৃঢ়চিত্ত থাক’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ‘অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ’ *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*। لِحُكْمِ رَبِّكَ، অর্থ لِقَضَاءِ رَبِّكَ ‘তোমার প্রতিপালকের ফয়ছালার অপেক্ষায়’ *(কুরতুবী)*।

كَصَاحِبِ الْحُوتِ، ‘মাছওয়ালার মত’। এখানে ‘মাছওয়ালা’ বলতে নবী ইউনুস (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহপাক তার নাম বলেছেন, ‘যুন নূন’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। ‘হূত’ ও ‘নূন’ দু’টিরই অর্থ মাছ। مَكْظُومٌ অর্থ مَكْرُوبٌ ‘বিপদগ্রস্ত’ অথবা مَغْمُومٌ ‘দুঃখিত’ *(ইবনু কাছীর)*। অথবা مَمْلُوءٌ غَمًّا ‘দুঃখ ভারাক্রান্ত’ *(কুরতুবী)*।

إِذْ نَادٰى، অর্থ ‘যখন সে মাছের পেটের মধ্যে আল্লাহকে ডেকেছিল’ *(কুরতুবী)*। আর তা ছিল, যেমন আল্লাহ বলেন, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ– فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ– ‘আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘন কারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(৮৭)*। ‘অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি’ *(আম্বিয়া*

فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ- لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ- 'যদি সে এ সময় আল্লাহ্র গুণগানকারী না হ'ত' *(১৪৩)*। 'তাহ'লে সে তার পেটে অবস্থান করত পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছাফফাত ৩৭/১৪৩-৪৪)*। অর্থাৎ মাছের পেটেই তার কবর হ'ত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান ঘটত। *২১/৮৭-৮৮)*। আল্লাহ বলেন,

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মাছের পেটে গিয়ে ইউনুস তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- (হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত)। যখন কোন মুসলিম কোন সমস্যায় এই দো'আর মাধ্যমে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে, তখন আল্লাহ তার আহ্বানে সাড়া দেন।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, ইউনুস বিন মাত্তা (يُونُسُ بْنُ مَتَّى) ছিলেন ইরাকের 'মাওছেল' (الْمَوْصِلُ) বা মূছেল (الْمُوْصِلُ) নগরীর 'নীনাওয়া' (نِينَوَى) এলাকার নবী।[৪৯] তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর অবাধ্যতা করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক থেকে তওবা করল এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ও গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্তঃকরণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পথে নদী পার হওয়ার সময় নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হ'লে লটারীতে বারবার তার নাম উঠলে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

---

৪৮. আম্বিয়া ২১/৮৭; আহমাদ হা/১৪৬২; তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহ্র নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ-২।

৪৯. 'মাওছেল' (الْمَوْصِلُ) বা মূছেল (الْمُوْصِلُ) দু'টিই পড়া জায়েয *(আহমাদ হা/২৩৯৭১, ২৩৭৮৮)*।

Contents

(৪৯) لَوْلَآ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ– ‘যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিরাণ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হ’ত’।

تَدَارَكَ অর্থ أَصْلَحَ ‘সংশোধন করা, ত্রুটি দূর করা’। এখানে অর্থ التَّوْفِيقُ لِلتَّوْبَةِ وَقَبُولِهَا وَحُسْنُ تَذْكِيرِ الْفِعْلِ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ ‘তওবা করার তাওফীক দান করা ও তা কবুল করা এবং ফয়ছালার জন্য উত্তমভাবে তার আমল স্মরণ করানো’ *(বায়যাভী)*। যার কারণে ইউনুস (আঃ) দো‘আ করতে সক্ষম হন। لَوْلَآ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ، অর্থ হ’তে পারে لَوْلَآ أَنْ أَدْرَكَهُ ‘যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাকে নাগালে না পেত’ *(জালালায়েন)*। نِعْمَةٌ অপ্রাণীবাচক স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় تَدَارَكَهُ পুংলিঙ্গের ক্রিয়া হয়েছে *(কুরতুবী)*। এখানে নে‘মত অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওবা করার তাওফীক লাভ করা এবং তার বিনিময়ে মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করা।

لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ– ‘তাহ’লে সে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিরাণ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হ’ত’। الْعَرَآءُ অর্থ الْأَرْضُ الْوَاسِعَةُ الْفَضَاءِ ‘গাছ-পালাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর’ *(কুরতুবী)*।

وَهُوَ مَذْمُومٌ– ‘দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়’। এটি বাক্যে حال হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইউনুস (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। مَذْمُومٌ অর্থ مُلِيمٌ ‘নিন্দিত’ অথবা مُبْعَدٌ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ‘সকল কল্যাণ থেকে দূরে’ *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ তওবার কারণে আল্লাহ তাকে তার কওমের নিন্দা থেকে রক্ষা করেন। নইলে তিনি নদী তীরের বিরাণ ভূমিতে মাছের পেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন রুগ্ন অবস্থায়, নিন্দিত অবস্থায় নয় *(কুরতুবী)*। এখানে দু’টি অবস্থাই প্রযোজ্য।

(৫০) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ– ‘অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন’ অর্থ اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ وَنَقَاهُ مِنْ كُلِّ كَدَرٍ ‘আল্লাহ তাকে মনোনীত করলেন ও বাছাই করলেন এবং তাকে সকল পঙ্কিলতা হ’তে পরিশুদ্ধ করলেন *(সা‘দী, কাশশাফ)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তার নিকটে পুনরায় ‘অহি’ প্রেরণ করেন। তার নিজের ও তার কওমের তওবা কবুল করেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন *(কুরতুবী)*। এর অর্থ এটি নয় যে, আল্লাহ তাকে পুনরায় নবীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। যেমনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যামাখশারী ও জালালায়েন সহ বহু মুফাসসির। বায়যাভী বলেন, তার নিকট পুনরায় অহি প্রেরণের মাধ্যমে তাকে মনোনীত করলেন।

অথবা তাকে নবী হিসাবে মনোনীত করলেন। যদি একথা সঠিক হয় যে, এই ঘটনার পূর্বে তিনি নবী ছিলেন না *(বায়যাভী)*। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, আগে থেকে নবী হওয়ার কারণেই আল্লাহ তার পরীক্ষা নেন এবং পরীক্ষা শেষে তার নিকট পুনরায় 'অহি' প্রেরণ শুরু করেন।

বস্তুতঃ তিনি আগে থেকেই নবী ছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ– 'আর নিশ্চয়ই ইউনুস ছিল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ছাফফাত ৩৭/১৩৯)*। তাছাড়া ছাফফাত ১৪৭ আয়াতেও বুঝা যায় যে, তিনি মাছের পেটে যাওয়ার আগে থেকেই নবী ছিলেন। কিন্তু কওমের অবাধ্যতার কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। যেভাবে আদম (আঃ)-এর তওবা কবুলের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى– 'এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সুপথ প্রদর্শন করলেন' *(ত্বোয়াহা ২০/১২২)*।

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ– অর্থ فَجَعَلَهُ مِنَ الَّذِيْنَ صَلَحَتْ أَعمالُهم 'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যাদের কর্মসমূহ সংশোধিত হয়েছে' *(সা'দী)*।

(৫১) وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ– 'কাফেররা যখন কুরআন শোনে, তখন মনে হয় যেন তারা চোখ পাকিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে। আর তারা বলে, সে তো অবশ্যই একজন পাগল'।

কাফেররা কুরআনের অলৌকিক শব্দশৈলী ও বাক্যালংকারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে অবশেষে তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নানারূপ অপকৌশল অবলম্বন করে। তাতেও তাঁকে বিরত করা না গেলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ অপবাদ রটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁকে 'পাগল' (مَجْنُونٌ) বলাটাও ছিল উক্ত অপবাদ সমূহের অংশ।

উল্লেখ্য যে, তাঁর বিরুদ্ধে মক্কায় ১৫টি ও মদীনায় ১টি মোট ১৬টি অপবাদ রটানো হয়েছিল।[৫০] এমনকি মক্কায় খাদীজার গর্ভজাত সর্বশেষ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ মারা গেলে শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' বা লেজকাটা ও নির্বংশ বলে রটিয়ে দেয় *(কাওছার ১০৮/৩)*। আর এটাই সেযুগের রীতি ছিল যে, কারু পুত্র সন্তান না থাকলে বা মারা গেলে তাকে এরূপ বলা হ'ত। অথচ এটা কেবলই আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল। যাতে তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না।

---

৫০. দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১৩-১৪ পৃ.।

لَيُزْلِقُونَكَ অর্থ মুজাহিদ বলেন, لَيُهْلِكُونَكَ ‘তারা তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলবে’। সুদ্দী ও সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, يَصْرِفُونَكَ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ‘রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্বে তুমি আছ, তা থেকে তোমাকে সরিয়ে দিবে’ *(কুরতুবী)*। أَزْلَقَ يُزْلِقُ إِزْلاَقًا إِذَا نَحَّاهُ وَأَبْعَدَهُ এর অর্থ যখন কাউকে কোণঠাসা করা হয় ও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় *(কুরতুবী)*।

অথবা لَيُزْلِقُونَكَ অর্থ لَيُنْفِذُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ‘তারা তোমাকে তাদের চোখ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিবে’। যার অর্থ لَيُعِينُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ‘তারা তোমাকে বদনযর লাগাবে’ *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু কাছীর বলেন, এর মধ্যে চোখ লাগার ও আল্লাহ্র হুকুমে তার প্রভাবের দলীল রয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْعَيْنُ حَقٌّ ‘চোখ লাগা সত্য’।[৫১] একে বাংলাদেশে ‘বানমারা’ বলা হয়। এটি নিজের লোকদের এমনকি পিতা-মাতার অধিক ভালবাসার কারণেও হ’তে পারে এবং হিংসুকদের কারণেও হ’তে পারে। এর চিকিৎসা হ’ল, বানগ্রস্ত ব্যক্তিকে চোখ লাগানো ব্যক্তির ওযূ করা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি দিয়ে দ্রুত গোসল করানো।[৫২] অথবা নিম্নোক্ত দো‘আ পড়ে ফুঁক দেওয়া।-

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ- ‘আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি ঐ সকল বস্তু থেকে, যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। (ফুঁক দিচ্ছি) সকল মানুষের অথবা হিংসুকের চোখ লাগা থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন! আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি’।[৫৩] অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু’হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে।[৫৪] এ ব্যাপারে কোনরূপ শিরকী মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

ইমাম কুরতুবী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কাফেররা রাসূল (ছাঃ)-এর অকাট্য দলীল সমূহে লা-জওয়াব হয়ে অবশেষে তাঁকে চোখের দ্বারা বান মেরে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে বনু আসাদ গোত্রের লোকেরা দক্ষ ছিল। তারা সুন্দর কোন মোটা-তাজা গরু বা উট দেখলে বলত, ‘আজকের মত এত সুন্দর উট বা গরু আমি

---

৫১. বুখারী হা/৫৭৪০; মুসলিম হা/২১৮৭; মিশকাত হা/৪৫৩১, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।
৫২. হাকেম হা/৭৫০০, ৪/২৪০; আহমাদ হা/১৬০২৩; মিশকাত হা/৪৫৬২; ছহীহাহ হা/২৫৭২।
৫৩. মুসলিম হা/২১৮৬; মিশকাত হা/১৫৩৪, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
৫৪. বুখারী হা/৪৪৩৯; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২ ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।

কখনো দেখিনি!' অতঃপর দাসীদের বলত, তোমরা ধামা ও টাকা নিয়ে যাও। তারপর সেটি মরার উপক্রম হ'লে মালিক তা যবেহ করত এবং তারা তার গোশত নিয়ে আসত। এভাবে মালিককে বুঝতে না দিয়ে কেবল বান মেরেই তারা তাদের কপট উদ্দেশ্য হাছিল করত। একইভাবে কাফেররা চোখের সাহায্যে বান মেরে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে কাফেরদের এই কূট-কৌশল থেকে নিরাপদ রাখেন *(কুরতুবী)*।

অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে সমাজনেতাদের তীব্র আক্রোশ বর্ণিত হয়েছে। যুগে যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারী সমাজ সংস্কারক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেও যে এরূপ হবে, এখানে সেটারও ইঙ্গিত রয়েছে।

(৫২) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ– 'অথচ এটি বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছুই নয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ– 'আর নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশগ্রন্থ' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪৮)*। তিনি বলেন, এ গ্রন্থ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ– 'আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*। তিনি আরও বলেন, هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، '(এ কিতাব) মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। তিনি বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ– 'আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে' *(নাহল ১৬/৮৯)*। তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، '(তাদের হেদায়াতের বিষয়ে) কোন কিছুই আমরা এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি' *(আন'আম ৬/৩৮)*। যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের প্রয়োজনীয় ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সবকিছুর হেদায়াত বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন হ'ল শাশ্বত ও চিরন্তন ইলাহী কিতাব। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত ও অবিকৃত থাকবে। অন্যান্য ইলাহী কিতাবের ন্যায় বিলুপ্ত হবে না। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। অতএব পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র পথপ্রদর্শক ও উপদেশ গ্রন্থ হ'ল 'আল-কুরআন'।

পক্ষান্তরে কুরআন অবিশ্বাসীদের জন্য হতাশার কারণ। কেননা তারা যা চায়, তা এখানে পায়না। সেজন্য আল্লাহ বলেন, وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ- ‘আর নিশ্চয়ই এটি অবিশ্বাসীদের জন্য অনুতাপের কারণ’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৫০)*।

৪৪ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত কুরআনে অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ চরম ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর ৪৮ আয়াতে স্বীয় নবীকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন ও তাঁকে মাছওয়ালা নবী ইউনুসের মত অধৈর্য না হওয়ার উপদেশ দেন। ৫০ আয়াত পর্যন্ত ইউনুসের খবর শুনিয়ে সর্বশেষ ৫১ ও ৫২ আয়াতে কাফেরদের তীব্র ধিক্কার দেওয়া হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মানুক আর না মানুক কুরআন হ’ল বিশ্বজগতের জন্য চিরন্তন উপদেশগ্রন্থ।[৫৫] এটা মেনে চললে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি। আর না মানলে উভয় জগতে অশান্তি ও জাহান্নামের কঠোর শাস্তি অবধারিত। আর কুরআন হ’ল মর্যাদার প্রতীক। আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

॥ সূরা ক্বলম সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة القلم، فلله الحمد والمنة

৫৫. ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনীর জন্য লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত নবীদের কাহিনী-২ সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সূরা হা-ক্কাহ (নিশ্চিত ঘটনা)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা মুল্‌ক ৬৭/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৬৯, রুকূ ২, আয়াত ৫২, শব্দ ২৬১, বর্ণ ১১০৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) নিশ্চিত ঘটনা। — اَلْحَاۤقَّةُ ①

(২) নিশ্চিত ঘটনা কি? — مَا الْحَاۤقَّةُ ②

(৩) তুমি কি জানো নিশ্চিত ঘটনা কি? — وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ③

(৪) ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল। — كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ④

(৫) অতঃপর ছামূদ, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক গগণবিদারী নিনাদ দ্বারা। — فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑤

(৬) আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। — وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥

(৭) যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন অবিরতভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে) তাদের দেখতে ভূপাতিত অবস্থায় জীর্ণ খেজুর কাণ্ড সমূহের ন্যায়। — سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑦

(৮) তুমি তাদের অবশিষ্ট কাউকে দেখতে পাও কি? — فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ⑧

(৯) অতঃপর ফেরাঊন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া শহরবাসীরা (লূত সম্প্রদায়) গুরুতর পাপে লিপ্ত ছিল। — وَجَاۤءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑨

[Contents]

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

(১০) তারা তাদের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে তিনি তাদের কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন।

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١

(১১) অতঃপর যখন পানি উথলে উঠেছিল, তখন আমরা তোমাদেরকে (নূহের) কিশতীতে আরোহণ করিয়েছিলাম।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢

(১২) যাতে এটা আমরা তোমাদের জন্য স্মৃতি হিসাবে রাখতে পারি এবং ধারণকারী কানগুলি এ ঘটনা স্মরণে রাখে।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

(১৩) অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক।

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝١٤

(১৪) আর পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে এবং এক ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥

(১৫) অতঃপর সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝١٦

(১৬) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হবে।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝١٧

(১৭) এসময় ফেরেশতারা আকাশের প্রান্ত সীমায় থাকবে এবং তাদের উপরে আটজন (ফেরেশতা) তোমার প্রভুর আরশ বহন করবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨

(১৮) সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্র সামনে) পেশ করা হবে এবং তোমাদের থেকে কোনকিছুই গোপন থাকবে না।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝١٩

(১৯) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ!

إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠

(২০) আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١

(২১) অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে-

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢

(২২) সুউচ্চ জান্নাতে।

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣

(২৩) যার ফলসমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝٢٤

(২৪) (বলা হবে) খুশী মনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদান হিসাবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝٢٥

(২৫) পক্ষান্তরে যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ'ত!

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦

(২৬) যদি আমি আমার হিসাব না জানতাম!

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝٢٧

(২৭) হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হ'ত!

مَآ أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝٢٨

(২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না।

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝٢٩

(২৯) আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝٣٠

(৩০) (তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ) গলায় বেড়ী পরাও ওকে।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝٣١

(৩১) অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে।

Contents

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾

(৩২) অতঃপর সত্তুর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে।

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾

(৩৩) সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾

(৩৪) সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করত না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

(৩৫) অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই।

وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর তার জন্য কোন খাদ্য নেই দেহ নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত ব্যতীত।

لَا يَأْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) যা কেউ খাবে না পাপীরা ব্যতীত।

(রুকূ ১)

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) অতঃপর আমি শপথ করছি ঐসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾

(৪০) নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের পাঠ।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

(৪১) এটা কোন কবির কথা নয়। কিন্তু তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) এটা কোন গণৎকারের কথাও নয়। অথচ তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) এটি বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

(৪৪) আর যদি সে আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলত,

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

(৪৫) তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) অতঃপর আমরা তার গর্দানের প্রাণ শিরা কেটে দিতাম।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) আর তখন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত না, যে তার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিতে পারে।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারী আছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

(৫০) আর নিশ্চয়ই এটি অবিশ্বাসীদের জন্য আক্ষেপ।

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

(৫১) অথচ অবশ্যই এটি নিশ্চিতভাবে সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

(৫২) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর (যিনি এই কুরআন নাযিল করেছেন)। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১-২) اَلْحَآقَّةُ – مَا الْحَآقَّةُ – 'নিশ্চিত ঘটনা'। 'নিশ্চিত ঘটনা কি?' অর্থ السَّاعَةُ الْحَآقَّةُ الَّتِي تَحِقُّ فِيهَا الْأُمُورُ 'নিশ্চিত সময়। যখন সকল কাজের প্রতিফল নিশ্চিত করা হবে' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবস। এদিন প্রত্যেকে তার হক চাইবে বলে এদিনকে 'আল-হা-ক্বাহ' বলা হয়েছে *(ছিহাহ)*। অথবা এদিনটি অবশ্যই ঘটবে বলে এদিনকে 'আল-হা-ক্বাহ' বলা হয়েছে' *(কুরতুবী)*।

(৩) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحَآقَّةُ؟ 'তুমি কি জানো নিশ্চিত ঘটনা কি?'

এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে ঐদিনের ভয়াবহতার প্রতি দ্রুত শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তাবেঈ বিদ্বান সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন, وَمَآ أَدْرَاكَ বলা হ'লে তার অর্থ হবে তাকে সে বিষয়ে জানানো হয়েছে (فَإِنَّهُ أُخْبِرَ بِهِ)। আর وَمَا يُدْرِيكَ বলা হ'লে তার অর্থ হবে, তাকে ঐ বিষয়ে জানানো হয়নি' (فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبَرْ بِهِ)। এখানে

রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হয়েছে। কেননা তিনি ক্বিয়ামত বিষয়ে জানতেন *(কুরতুবী)*। অন্যদিকে অন্ধ ব্যক্তিটি এলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বললেন, –وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى 'তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত' *('আবাসা ৮০/৩)*। কারণ এটি স্রেফ আল্লাহ্র ইলমে ছিল। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগাম খবর দেওয়া হয়নি।

(৪) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ– 'ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল'।

ক্বিয়ামতের চূড়ান্ত ধ্বংস যে অবশ্যই নেমে আসবে, তার প্রমাণ হিসাবে অতঃপর আল্লাহ একে একে ছামূদ, 'আদ, ফেরাঊন, লূত ও নূহ (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা দিয়েছেন। কালের হিসাবে বর্ণনায় আগপিছ হ'লেও তাদের ফলাফল ছিল একই। আর সেটাই এখানে বলার উদ্দেশ্য। অতঃপর শুরুতেই ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, তারা ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলেছিল। আর এটাই বাস্তব যে, যারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে ও বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে, তারা এ পৃথিবীতে হয়ে থাকে উদ্ধত ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ– 'অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিপর্যয় কামনা করে না । আর শুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

'আদ হ'ল হূদ (আঃ)-এর কওম এবং ছামূদ হ'ল তার পরে ছালেহ (আঃ)-এর কওম।[৫৬] 'আদ জাতির ধ্বংসের ৫০০ বছর পরে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়। বাক্যের অলংকারের কারণে কুরআনের বহু স্থানে এরূপ বর্ণনাগত আগপিছ হয়েছে। যেমন সূরা বাক্বারাহ ৭২ আয়াতে গাভী কুরবানীর বক্তব্য ৬৭ আয়াত থেকে শুরু হয়েছে।

এখানে ছামূদ জাতির কথা আগে বলার কারণ এটাও হ'তে পারে যে, তাদের কথা খুব সংক্ষেপে ৫ম আয়াতে মাত্র একটি বাক্যে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আদ জাতির কথা ৬, ৭, ৮ তিনটি আয়াতে ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়েছে। আর আরবদের অন্যতম বাকরীতি হ'ল, সংক্ষিপ্ত কথাটি আগে বলা *(নিশাপূরী)*।

---

৫৬. নবী হূদ ও ছালেহ (আঃ)-এর কাহিনীর জন্য দ্র. লেখক প্রণীত 'নবীদের কাহিনী-১' সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

اَلْقَارِعَةُ। *(কুরতুবী)* ‘যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করে’ مَنْ كَذَّبَ بِالْقِيَامَةِ অর্থ بِالْقَارِعَةِ অর্থ ‘করাঘাতকারী’। এটি ক্বিয়ামত দিবসের অন্যতম নাম। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اَلْقَارِعَةُ- مَا الْقَارِعَةُ- وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ- يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ- وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ- ‘করাঘাতকারী!’ *(১)* ‘করাঘাতকারী কি?’ *(২)* ‘তুমি কি জানো, করাঘাতকারী কি?’ *(৩)* ‘যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত’ *(৪)* ‘এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত’ *(ক্বারে‘আহ ১০১/১-৫)*। এ নাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এদিনের সর্বোচ্চ ভয়াবহতা মানুষের কানে ও হৃদয়ে করাঘাত করবে *(কুরতুবী)*। এখানে সরাসরি ক্বিয়ামত না বলে তার বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, সে দিনের ভয়াবহ অবস্থা বুঝানোর জন্য *(কাশশাফ)*।

(৫) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ- ‘অতঃপর ছামূদ, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক গগণবিদারী নিনাদ দ্বারা’।

‘আদ জাতির পরে হযরত ছালেহ (আঃ) ছামূদ জাতির প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন।[৫৭] কওমে ‘আদ ও কওমে ছামূদ একই দাদা ‘ইরাম’-এর দু’টি বংশধারার নাম। কওমে ছামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল ‘হিজ্‌র’ যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে ‘মাদায়েনে ছালেহ’ বলা হয়ে থাকে।

بِالطَّاغِيَةِ অর্থ ক্বাতাদাহ বলেন, بِالصَّيْحَةِ الطَّاغَةِ الْمُجَاوَزَةِ لِلْحَدِّ ‘সীমা অতিক্রমকারী নিনাদের মাধ্যমে’ *(কুরতুবী)*।

গযবের ধরন :

আল্লাহ বলেন, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ- ‘অতঃপর কঠিন ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করল এবং তারা তাদের শহরে উপুড়মুখী হয়ে মরে পড়ে রইল’ *(আ‘রাফ ৭/৭৮)*। তিনি বলেন, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ- كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِثَمُودَ- ‘আর ভয়ংকর এক গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল’। ‘যেন তারা সেখানে কখনোই বসবাস করেনি। মনে রেখ, ছামূদ জাতি তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছিল। মনে রেখ, ছামূদ জাতির জন্য ধ্বংস!’ *(হূদ ১১/৬৭-৬৮)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ-

৫৭. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/৪৯ পৃ.।

‘আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম একটি মাত্র নিনাদ। তাতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড় মালিকের চূর্ণিত খড়কুটো সদৃশ’ *(ক্বামার ৫৪/৩১)*।[৫৮]

(৬) وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ– ‘আর ‘আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা’।

‘আদ সম্প্রদায়ের পরিচয়

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে ‘আদ ছিল দ্বিতীয়। ‘আদ ও ছামূদ ছিল নূহ (আঃ)-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র ‘আদ-এর বংশধরগণ ‘আদ ঊলা’ বা প্রথম ‘আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামূদ-এর বংশধরগণ ‘আদ ছানী বা দ্বিতীয় ‘আদ বলে খ্যাত।[৫৯] ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রই ইরাম-এর দু’টি শাখা। সেকারণ ‘ইরাম’ কথাটি ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কুরআনে কোথাও ‘আদ ঊলা’ *(নাজম ৫০)* এবং কোথাও ‘ইরাম যাতিল ‘ইমাদ’ *(ফজর ৭)* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হ’তে শুরু করে হাযরামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।[৬০] তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিল অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল। তাদের প্রায় সব ধরনের বাগ-বাগিচা ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নে‘মতই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তারা শক্তি মদমত্ত হয়ে বলেছিল, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ ‘আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে’ *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। তারা আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে নূহ (আঃ)-এর আমলে ফেলে আসা মূর্তিপূজার শিরক পুনরায় চালু করল। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই মধ্য হ’তে হূদ (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন।[৬১]

فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ– ‘তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা’। بِرِيحٍ صَرْصَرٍ অর্থ মুজাহিদ বলেন, الشَّدِيدَةُ السَّمُومِ ‘প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত বা

৫৮. দ্র. নবীদের কাহিনী-১ ছালেহ (আঃ) অধ্যায়।
৫৯. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ‘রাফ ৬৫, ৭৩ আয়াত।
৬০. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আ‘রাফ ৬৫ আয়াত।
৬১. দ্র. নবীদের কাহিনী-১ হূদ (আঃ) অধ্যায়।

দাবানল’। যাহহাক বলেন, الشَّدِيدَةُ الصَّوْتِ ‘প্রচণ্ড নিনাদ’ *(কুরতুবী)*। عَاتِيَةٍ অর্থ مُتَجَاوِزَةٌ الْحَدَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْهُبُوبِ ‘ঝড়ের পরিচিত সীমা অতিক্রমকারী’। عَاتِيَـــةٌ ও طَاغِيَـــةٌ দু’টিই মাছদার। যেমন عَافِيَةٌ *(ক্বাসেমী)*। যা اسم فاعل বা কর্তৃকারকের অর্থ দেয়।

(৭) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَّثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ- ‘যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন অবিরতভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে) তাদের দেখতে ভূপাতিত অবস্থায় জীর্ণ খেজুর কাণ্ড সমূহের ন্যায়’।

حُسُومًا অর্থ مُتَتَابِعَةً لاَ تَفْتُرُ وَلاَ تَنْقَطِعُ ‘অবিরতভাবে, যার মধ্যে কোন ধীরতা নেই এবং বিরতি নেই’ *(কুরতুবী)*। صَرْعَى অর্থ مَوْتَى ‘মৃত’। একবচনে صَرِيعٌ। خَاوِيَةٍ অর্থ بَالِيَـــةٍ ‘জীর্ণ’ *(কুরতুবী)*।

(৮) فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ؟ ‘তুমি তাদের অবশিষ্ট কাউকে দেখতে পাও কি?’

تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ অর্থ مِنْ فِرْقَةٍ بَاقِيَةٍ، أَوْ مِنْ نَفْسٍ بَاقِيَةٍ، أَوْ مِـــنْ بَقِيَّـــةٍ ‘তাদের কোন ফিরক্বা বা তাদের কোন বংশধর বা তাদের অবশিষ্ট কোন বস্তু’ *(শাওকানী)*। এবিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْـــرِمِينَ- ‘(হূদ বলল) সে (অর্থাৎ আগত মেঘমালা) তার প্রতিপালকের আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ’ল যে, শূন্য বাসস্থানগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনি করেই শাস্তি দিয়ে থাকি’ *(আহক্বাফ ৪৬/২৫)*।

কওমে ‘আদ-এর উপরে আপতিত গযব-এর বিবরণ :

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, কওমে ‘আদ-এর অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত সমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়ায আসে যে, তোমরা কোনটি পসন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا، ‘এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে’। জবাবে তাদের নবী হূদ (আঃ) বললেন,

‘বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব’। ‘সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...’ *(আহক্বাফ ৪৬/২৪)*।[৬২] ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ী-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় *(ক্বামার ৫৪/২০; হা-ক্বাহ ৬৯/৬-৮)* এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী বিশালবপু ‘আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘এ দুনিয়ায় লা‘নত তাদের সাথী হয়ে রইল এবং তা থাকবে ক্বিয়ামতের দিনেও’ *(হূদ ১১/৬০)*।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِى السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– مَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ)– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন হে আয়েশা! এই মেঘ ও তার মধ্যকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, ‘এটি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে’।[৬৩] তিনি বলতেন, نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ– ‘আমি (খন্দকের যুদ্ধে) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলাম পূবালী বায়ু দ্বারা। আর আদ-এর কওম ধ্বংস হয়েছিল পশ্চিমা বায়ু দ্বারা’।[৬৪] রাসূল (ছাঃ)-এর এই ভয়ের তাৎপর্য ছিল এই যে, কিছু লোকের অন্যায়ের কারণে সকলের উপর এই ব্যাপক গযব নেমে আসতে পারে। যেমন ওহোদ যুদ্ধের দিন কয়েকজনের ভুলের কারণে সকলের উপর বিপদ নেমে আসে। যেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً وَّاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– ‘আর তোমরা ঐসব ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে কেবল তাদের উপর পতিত হবেনা, যারা তোমাদের মধ্যে যালেম। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ *(আনফাল ৮/২৫)*।

উল্লেখ্য যে, গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান *(হূদ*

৬২. আহক্বাফ ৪৬/২৪, ২৫; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৭১ আয়াত।
৬৩. বুখারী হা/৩২০৬; মুসলিম হা/৮৯৯; মিশকাত হা/১৫১৩ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ঝঞ্ঝাবায়ু’ অনুচ্ছেদ।
৬৪. বুখারী হা/৪১০৫, ‘খন্দক যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৯০০; মিশকাত হা/১৫১১ ‘ঝঞ্ঝাবায়ু’ অনুচ্ছেদ।

১১/৫৮)। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান।[৬৫] তবে ইবনু কাছীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হূদ (আঃ) ইয়ামনেই কবরস্থ হয়েছেন।[৬৬] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৯) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَـــهُ وَالْمُؤْتَفِكَـــاتُ بِالْخَاطِئَـــةِ- 'অতঃপর ফেরাঊন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া শহরবাসীরা (লূত সম্প্রদায়) গুরুতর পাপে লিপ্ত ছিল'।

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، অর্থ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ بِالْأَفْعَالِ الْخَاطِئَةِ 'ফেরাঊন ও তার পূর্ববর্তীরা মন্দকর্ম সমূহ নিয়ে এসেছিল' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ মন্দকর্মে লিপ্ত ছিল।[৬৭] وَالْمُؤْتَفِكَـــاتُ 'উল্টে যাওয়া শহরবাসীরা'। এর দ্বারা কওমে লূতকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী, ক্বাসেমী, জাযায়েরী)*।[৬৮]

ফেরাঊনের পরিচয় :

মিসরের কওমে ফেরাঊনের নিকট প্রেরিত নবী ছিলেন, হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর বড় ভাই হারূণ (আঃ)। 'ফেরাঊন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি ছিল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড, স্ফিংক্স প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ'ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাঊন'-এর নাম ছিল 'রেমেসিস-২' এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেফতাহ (منفطه) বা মারনেফতাহ। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাঊন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমির দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি। উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। ফেরাঊনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে

---

৬৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৬৫ আয়াত।
৬৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৬৫ আয়াত; দ্র. নবীদের কাহিনী-১ হূদ (আঃ) অধ্যায়।
৬৭. কওমে লূত ও কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন : নবীদের কাহিনী ১ ও ২ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
৬৮. মাওলানা আকরম খাঁ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ অর্থ করেছেন, 'বিপর্যস্ত পল্লীগুলি'।

লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে। কিন্তু যাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ সেই যালেমদের হুঁশ ফিরবে কি? বরং মুসলিম নামধারী বর্তমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর 'ময়দানে রেমেসীস'-এর প্রধান ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেছেন'।[৬৯]

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ৪৪টি সূরায় ৫৩২টি আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ'ল এটি।[৭০] যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের রীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়।

হযরত লূত *('আলাইহিস সালাম)*-এর পরিচয় :

হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ লূত (আঃ)-কে নবুঅত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য তাকে প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, ছা'বাহ ও ছা'ওয়াহ নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকাহ' *(নাজম ৫৩/৫৩)* বা 'মু'তাফেকাত' *(তওবাহ ৯/৭০, হা-ক্কাহ ৬৯/৯)* শব্দে বর্ণনা করেছে। যার অর্থ 'জনপদ উল্টানো শহরগুলি'। এ পাঁচটি শহরের মধ্যে সাদূম (سَدُوْمُ) ছিল সবচেয়ে বড় এবং সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হ'ত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল।

কওমে লূতের প্রধান দুষ্কর্ম ছিল পুংমৈথুন। যা তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ، 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি'। 'তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাযানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কর্ম করছ'? *(আনকাবূত ২৯/২৮-২৯; আ'রাফ ৭/৮০)*।

---

৬৯. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েতঃ মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭ পৃ.।

৭০. কওমে ফেরাঊন ও মূসা সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন : লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত নবীদের কাহিনী-২ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

আধুনিক গবেষণা মতে, মরণব্যাধি এইড্স-এর মূল কারণ হ’ল, পুংমৈথুন। আজকের বিশ্বে যা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে পৃথিবী আজ আল্লাহ্র মহা গযবের সম্মুখীন। লূতের যুগে পাপটি ছিল স্থানিক। সেকারণ গযবটিও ছিল স্থানিক। যা আজও বিশ্ববাসীর শিক্ষা হাছিলের জন্য আল্লাহ রেখে দিয়েছেন।

ধ্বংসস্থল :

কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘বাহরে মাইয়েত’ বা ‘বাহরে লূত’ অর্থাৎ ‘মৃত সাগর’ (Dead Sea) বা ‘লূত সাগর’ নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশী। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘মৃত সাগর’ বা ‘মরু সাগর’ বলা হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব মতে ধ্বংসস্থলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)।[৭১]

(১০) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً– ‘তারা তাদের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে তিনি তাদের কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন’।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ‘তারা তাদের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল’। এর দ্বারা লূত ও মূসার প্রতি স্ব স্ব কওমের অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। رَابِيَةً অর্থ زَائِدَةً فِي الشِّدَّةِ ‘কঠোরতায় আধিক্য’ *(ক্বাসেমী)*। যা এসেছে, رِبَا থেকে। যার অর্থ অতিরিক্ত। সোনা-রূপার বিনিময়ে অতিরিক্ত দেওয়াকে ‘সূদ’ বলা হয় *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে কওমে লূত ও কওমে ফেরাঊনের প্রতি কঠোর শাস্তি নাযিলের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(১১) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ– ‘অতঃপর যখন পানি উথলে উঠেছিল, তখন আমরা তোমাদেরকে (নূহের) কিশতীতে আরোহণ করিয়েছিলাম’।

এখানে পৃথিবীর প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি নূহ (আঃ)-এর কওমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা ব্যাপক বিধ্বংসী মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়। মুষ্টিমেয় কিছু মুমিন ব্যক্তি বেঁচে যান। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা ছিলেন নূহ (আঃ) ও তার তিন ছেলে হাম, সাম ও ইয়াফেছ সহ আশি জন মুমিন পুরুষ ও তাদের পরিবারবর্গ। যাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শ’ জন *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর)*। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মাওছেল (الْمَوْصِلُ)

---

৭১. ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল ২০০৯ পৃ. ৮; বিস্তারিত দ্র. নবীদের কাহিনী-২ লূত (আঃ) অধ্যায়।

বা মূছেল (الْمُوْصِل) নগরীর জূদী (الْجُوْدِيُّ) পাহাড়ের পাদদেশে যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' (ثَمَانُوْنَ) বা আশি নামে (قَرْيَةُ الثَّمَانِيْنَ) খ্যাত হয়ে যায়।[৭২]

নূহ পরবর্তী যুগে অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল মানুষ সেদিনের বেঁচে যাওয়া ঐ মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারীর বংশধর। যেমন আল্লাহ বলেন, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوْراً- 'তোমরা তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্তুতঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা' *(ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)*।

(১২) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ- 'যাতে এটা আমরা তোমাদের জন্য স্মৃতি হিসাবে রাখতে পারি এবং ধারণকারী কানগুলি এ ঘটনা স্মরণে রাখে'।

لَكُمْ تَذْكِرَةً 'তোমাদের জন্য স্মৃতি হিসাবে' অর্থ مَوْعِظَةً لَّكُمْ 'তোমাদের জন্য উপদেশ হিসাবে' *(কুরতুবী)*। وَاعِيَةٌ অর্থ حَافِظَةٌ 'মুখস্থকারী'। এখানে أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ- 'ধারণকারী কানগুলি' অর্থ 'স্মৃতিতে ধারণকারী'। কেননা কান কেবল শোনে। কিন্তু হৃদয় সেটা স্মৃতিতে ধারণ করে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ- 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে শোনে' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৭)*।

নূহ (আঃ)-এর পরিচয় :

'আবুল বাশার ছানী' (أَبُو الْبَشَرِ الثَّانِي) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা[৭৩] বলে খ্যাত নূহ *('আলাইহিস সালাম)* ছিলেন পিতা আদম *('আলাইহিস সালাম)*-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে প্রথম রাসূল।[৭৪]

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিল : সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন'আন।[৭৫] প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যান *(হূদ ১১/৪৩)*। নূহ (আঃ)-এর স্ত্রীও তাঁর দাওয়াত কবুল করেননি *(তাহরীম ৬৬/১০)*। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতে গণা মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। সূরা ছাফফাত ৭৭

---

৭২. দ্র. নবীদের কাহিনী ১/৬৯-৭০ পৃ.; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হূদ ৪০ আয়াত।
৭৩. বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী (৭৬২-৮৫৫ হি.), উমদাতুল ক্বারী শরহ বুখারী হা/৭৩৩৩-এর ব্যাখ্যা, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়।
৭৪. বুখারী হা/৭৫১০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭২, রাবী আনাস (রাঃ)।
৭৫. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আনকাবূত ১৪ আয়াত।

আয়াতের তাফসীরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নূহের মহাপ্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল। তাদের মধ্যে سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ– ‘সাম ছিল আরবদের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা’।[৭৬] ইবনু আব্বাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর’।[৭৭]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ– ‘এবং তার বংশধরগণকেই আমরা কেবল অবশিষ্ট রেখেছিলাম’ *(ছাফফাত ৩৭/৭৭)*। ফলে ইহূদী-খৃষ্টান সহ পৃথিবীর সকল ধর্মমতের মানুষ নূহ (আঃ)-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেন أَبُو الْعَرَبِ বা আরব জাতির পিতা। আরব ও উপমহাদেশের মানুষ সেমেটিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নূহ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[৭৮] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। কিন্তু তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় অবশেষে তারা আল্লাহ্র গযবে মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৯]

(১৩) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ– ‘অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক’।

এখানে نُفِخَ তার কর্তা نَفْخَةٌ অনুযায়ী স্ত্রীলিঙ্গ আসেনি ক্রিয়া ও কর্তার মাঝে فِي الصُّورِ শব্দের মাধ্যমে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে। তাছাড়া কর্তা এখানে অপ্রাণীবাচক। অতএব লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ হওয়াটা আবশ্যিক নয়।

বড় বড় দুনিয়াবী ধ্বংসকারিতা সমূহের বর্ণনা শেষে এখান থেকে ১ম আয়াতের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ক্বিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে, তার বর্ণনা শুরু হয়েছে *(আবুস সঊদ)*। এখানে نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ বলতে ১ম ফুঁকও হ’তে পারে। যার ফলে সব মরে পড়ে থাকবে। শেষ

৭৬. তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১, আলবানী সনদ ‘যঈফ’ বলেছেন; আহমাদ হা/২০১১১; হাকেম হা/৪০০৬, ২/৫৯৫ পৃ., তিনি একে ‘ছহীহ’ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন, রাবী সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ); ইবনু কাছীর।
৭৭. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াত।
৭৮. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনকাবূত ১৫ আয়াত।
৭৯. বিস্তারিত দ্র. নবীদের কাহিনী-১ নূহ (আঃ)।

ফুঁকও হ'তে পারে। কেননা وَاحِدَةٌ বলে একটি মাত্র বুঝানো হয়, যার কোন দ্বিতীয় নেই *(কুরতুবী)*। যেদিন এক ধাক্কায় আকাশ ও পৃথিবী দু'টিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, - وَمَآ أَمْرُنَآ اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 'আর আমাদের আদেশ হয় মাত্র একবার, চোখের পলকের মত' *(ক্বামার ৫৪/৫০)*। তিনি বলেন, إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়'।[৮০]

(১৪) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً- 'আর পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে এবং এক ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে'।

অত্র আয়াতে সৌরমণ্ডলের সাথে পৃথিবীর শক্তিশালী চৌম্বিক আকর্ষণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যে আকর্ষণ ছিন্ন হবার সাথে সাথে দু'টিই চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেদিনের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ- 'যেদিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে' *(১)*। 'যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে' *(২)*। 'যেদিন পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে' *(তাকভীর ৮১/১-৩)*।

এখানে পৃথিবী ও পর্বতমালাকে একটি করে বস্তু গণ্য করে فَدُكَّتَا দ্বিবচন আনা হয়েছে। যেমন অন্যত্র এসেছে, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ- 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল দু'টি একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। এখানে সাত আসমান ও সাত যমীনকে একটি হিসাবে গণ্য করে দ্বিবচনের ক্রিয়াপদ আনা হয়েছে।

حُمِلَتْ অর্থ رُفِعَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا 'স্ব স্ব স্থান সমূহ থেকে উঠিয়ে নেওয়া'। دُكَّتَا অর্থ فُتَّتَا وَكُسِرَتَا 'টুকরা টুকরা হওয়া ও ভেঙ্গে যাওয়া' *(কুরতুবী)*। ফার্রা বলেন, এখানে دُكِكْنَ বহুবচন বলা সিদ্ধ নয়। কেননা الْجِبَال বলে পাহাড় সমূহের একটি সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। যেমন وَالْأَرْضَ বলে যমীন সমূহের একটি সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। দু'টিকে পৃথক দু'টি সমষ্টি ধরে এখানে দ্বিবচন হিসাবে دُكَّتَا বলা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

৮০. ইয়াসীন ৩৬/৮২; বাক্বারাহ ২/১১৭; মারিয়াম ১৯/৩৫; মুমিন/গাফের ৪০/৬৮।

دَكَّ الْبِنَاءَ أَيْ هَدَمَه حَتَّى دَكَّ يَدُكُّ دَكًّا دَكَّكًا فَهُوَ دَاكٌّ، ‘ধাক্কা দেওয়া, ভেঙ্গে দেওয়া’। سَوَّاهُ بِالْأَرْضِ ‘দেওয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে। অর্থাৎ তাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ও মাটি সমান করে দিয়েছে। বাংলা ভাষায় ‘ধাক্কা’ শব্দটি সম্ভবতঃ উক্ত আরবী শব্দ থেকেই এসেছে। ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا- فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا- لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا- ‘তারা তোমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) পাহাড় সমূহের অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও যে, আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে (ধূলির মত) উড়িয়ে দিবেন’ *(১০৫)*। ‘অতঃপর তিনি পৃথিবীকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করবেন’ *(১০৬)*। ‘যেখানে তুমি কোনরূপ বক্রতা বা উচ্চতা (অর্থাৎ উঁচু-নীচু) দেখতে পাবে না’ *(ত্বোয়াহা ২০/১০৫-৭)*।

(১৫) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ- ‘অতঃপর সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে’ অর্থ نَزَلَتِ النَّازِلَةُ ‘যেদিন অবতীর্ণ হবে অবতরণকারী’। অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে *(ক্বাসেমী)*।

(১৬) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ- ‘সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হবে’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ- وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ- ‘যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে’ *(১)*। ‘এবং সে তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার কর্তব্য’ *(২)*। ‘যেদিন পৃথিবী প্রসারিত হবে’ *(৩)*। ‘এবং তার ভিতরকার সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে’ *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১-৪)*। তিনি আরও বলেন, فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ- ‘যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন ওটা (জ্বলন্ত) তেলের ন্যায় রক্ত গোলাপের রূপ ধারণ করবে’ *(রহমান ৫৫/৩৭)*।

فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ- ‘আকাশ সেদিন তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হবে’। يَوْمَئِذٍ একটি যৌগিক শব্দ। যা يَوْمٌ ও إِذْ দু’টি শব্দ মিলে তৈরী হয়েছে। إِذْ অর্থ حِيْنَئِذٍ ‘যখন’। يَوْمٌ অর্থ ‘দিন’। দু’টি শব্দকে সম্বন্ধযুক্ত করার সময় يَوْمٌ-এর ‘মীম’-এর উপর সর্বদা ‘যবর’ হবে এবং إِذْ-এর নীচে দু’যের তানভীন হবে। যেমন يَوْمَئِذٍ , حِينَئِذٍ , بَعْدَئِذٍ ইত্যাদি। وَهَى يَهِي وَهْيًا فَهُوَ وَاهٍ وَاهِيَةٌ অর্থ ‘একেবারেই তুচ্ছ, বাজে’ *(কুরতুবী)*।

(১৭) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ– ‘এসময় ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তসীমায় থাকবে এবং তাদের উপরে আটজন (ফেরেশতা) তোমার প্রভুর আরশ বহন করবে’। وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا অর্থ عَلَى أَرْجَآءِ السَّمَآءِ ‘আকাশের প্রান্তসীমায়’ *(ইবনু কাছীর)*।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ،-এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর বলেন, এটি الْعَرْشُ الْعَظِيمُ বা ‘মহান আরশ’ হ’তে পারে (যেখানে তিনি সমুন্নীত থাকেন)। অথবা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ যে বিচারাসনে বসবেন ও যেটি পরিবর্তিত পৃথিবীর উপর স্থাপন করা হবে, সেটিও হ’তে পারে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ– ‘যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে’ *(ইব্রাহীম ১৪/৪৮)*।

মাওলানা আকরম খাঁ ‘আরশ’-এর তাফসীরে বলেন, আল্লাহ নিরাকার। কোনো স্থানে, কালে বা দিকে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি আছমানে আছেন, কোনো আরশ বা সিংহাসনে অবস্থান করেন, কোনো কুর্সী বা চেয়ারে বসিয়া থাকেন, এরূপ ধারণা করা অন্যায়। কারণ সে অবস্থায় তাঁহাকে সাকার ও সসীম কল্পনা করিতে হয়’ *(তাফ্ছীর ৫/৫৯৪ পৃ.)*।

এটি অতি যুক্তিবাদী জাহমিয়া, মু‘আত্তিলা ও মু‘তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহের আক্বীদা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র আকার আছে, যা তাঁর মর্যাদার উপযোগী। যা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি নির্গুণ ও শূন্য সত্তা নহেন এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় *(ইখলাছ ১১২/৪)*। ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাগণ তাদের প্রতিপালকের দিকে দেখতে থাকবে *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। সেদিন মুমিনগণ এমন স্পষ্টভাবে তাদের প্রতিপালককে দেখবে, মেঘমুক্ত আকাশে যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ স্পষ্ট দেখা যায়।[৮১]

নিঃসন্দেহে আরশ ও কুরসী সত্য। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، ‘নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে সমুন্নীত হয়েছেন’ *(আ‘রাফ ৭/৫৪)*। তিনি বলেন, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى– ‘দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নীত’ *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। অতঃপর ‘কুরসী’ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ‘তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

---

৮১. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫ ‘আল্লাহ দর্শন’ অনুচ্ছেদ।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلاَةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ– 'কুরসীর তুলনায় সাত আসমানের পরিমাণ ময়দানে পতিত একটি আংটির ন্যায়। অতঃপর কুরসীর উপর আরশের বড়ত্ব আংটির উপর ময়দানের বড়ত্বের ন্যায়'। আলবানী (রহঃ) বলেন, কুরসীর বিষয়ে এটি ব্যতীত কোন ছহীহ মারফূ' হাদীছ নেই। এটি আরশের পরে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বস্তু। কোন কাল্পনিক বিষয় নয়' *(ছহীহাহ হা/১০৯)*।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, নাস্তিক্যবাদীগণ কুরসীকে আল্লাহ্র সাম্রাজ্যের ও তার সার্বভৌমত্বের বড়ত্ব বলে ব্যাখ্যা করেন। তারা আরশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং কুরসী কোন বস্তু নয় বলে থাকেন। অথচ হকপন্থীরা একে স্বীকার করেন। কেননা আল্লাহ্র কুদরত অসীম এবং তার উপরে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, কুরসী হ'ল আল্লাহ্র দু'পা রাখার স্থান। একইভাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হ'ল আরশের চেয়ার থেকে আল্লাহ্র দু'পা রাখার স্থান *(কুরতুবী, তাফসীর বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*।

فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ– 'তাদের উপরে আটজন (ফেরেশতা)'। অত্র আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ আটজন ফেরেশতা *(কাশশাফ, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। কিন্তু মুফাসসিরগণ আটজনের অর্থ আটজন নেতৃস্থানীয় ফেরেশতা, ফেরেশতাদের আটটি সারি, আট হাযার, অসংখ্য প্রভৃতি বলেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ অর্থ করেছেন 'অষ্ট দিক'। তিনি 'আটজন বাহক ফেরেশতা'র ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঐতিহ্যের বাহক ইত্যাদি *(তাফছীর ৫/৫৯৬)*। ইবনু কাছীর বিভিন্ন হাদীছের আলোকে বলেন, এখন আরশের বাহক চার জন ফেরেশতা এবং ক্বিয়ামতের দিন হবেন আট জন *(ইবনু কাছীর)*।

আমরা বলি, সেদিন 'আটজন ফেরেশতা' আল্লাহ্র আরশ বহন করবেন, কথাটি সুবিদিত। তার রূপ কেমন হবে, সেটি অবিদিত। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা শয়তানী খটকা মাত্র। অতএব আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের আক্বীদা মতে, গায়েবী বিষয়ে সব রকম কাল্পনিক ব্যাখ্যা ছেড়ে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে দৃঢ় থাকাটাই ঈমানের দাবী। আর ফেরেশতাদের আকৃতি সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(১৮) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ– 'সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্র সামনে) পেশ করা হবে এবং তোমাদের থেকে কোনকিছুই গোপন থাকবে না'।

تُعْرَضُونَ অর্থ تُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ لِلْحِسَابِ وَالْمُجَازَاةِ 'হিসাব ও প্রতিফল দানের জন্য তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে' *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– বলেন, 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহ তাদের সম্মুখেই উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*। তিনি আরও বলেন, يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ– 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়' *(৬)*। 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(৭)*। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৬-৮)*।

আলোচ্য আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসে মানুষের অবস্থা কেমন হবে, তা বর্ণিত হয়েছে। সেদিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، 'আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে সারিবদ্ধভাবে' *(কাহফ ১৮/৪৮)*। এর ব্যাখ্যায় অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً– فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ– وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ– وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ– أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ– فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ–

'আর সেসময় তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে' *(৭)*। 'অতঃপর ডান ভাগের লোকেরা। কতই না ভাগ্যবান ডান ভাগের লোকেরা!' *(৮)*। 'এবং বাম ভাগের লোকেরা। কতই না হতভাগা বাম ভাগের লোকেরা' *(৯)*। 'আর অগ্রভাগের লোকেরা। তারা তো অগ্রবর্তীই' *(১০)*। 'তারাই নৈকট্যশীল' *(১১)*। 'তারা থাকবে নে'মতপূর্ণ জান্নাত সমূহে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-১২)*।

لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ– 'তোমাদের থেকে কোনকিছুই গোপন থাকবে না'।

সেদিনের পৃথিবীর কোথাও কোন উঁচু-নীচু থাকবে না বা কেউ আল্লাহ্র দৃষ্টির বাইরে থাকবে না এবং কেউ হিসাবের বাইরে থাকবে না। আল্লাহ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবই ধরা পড়বে। এর মধ্যে দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের উৎস বর্ণিত হয়েছে।

(১৯) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ– 'অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ!'

‘আমলনামা ডান হাতে’ দেওয়াটা হ’ল তার মুক্তির দলীল। এতে সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে উঠবে, هَآؤُمُ اقْـرَءُوْا كِتَابِيَـهْ- ‘এসো পড়ে দেখ আমার আমলনামা’।

ইবনু যায়েদ বলেন هَآؤُمُ অর্থ تَعَـالَوْا ‘এসো’। এখানে وُمْ শব্দটি অতিরিক্ত। মূলে ছিল هَـاكُمْ ‘তোমরা এসো’। তখন وُمْ-এর হামযাটি ك-য়ে পরিবর্তিত হবে। সর্বোচ্চ খুশীর সময় কাউকে আহ্বানের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যেমন জনৈক বেদুঈনের উচ্চস্বরে আহ্বানের উত্তরে একই রূপ উচ্চস্বরে রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, هَـآؤُمْ ‘এসো’ *(তিরমিযী হা/৩৫৩৬)*। সেদিন আল্লাহ বান্দাকে তার আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন, اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْـكَ حَسِـيبًا- ‘তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪)*।

كِتَابِيَهْ অর্থ كِتَابِي ‘আমার আমলনামা’। ى-এর উপর যবরকে স্পষ্ট করার জন্য শেষে ه আনা হয়েছে। যা ওয়াক্বফের জন্য আসে। তবে অনেক বিদ্বানের মতে ওয়াক্বফ ও সংযুক্তি উভয় অবস্থায় এটি ব্যবহৃত হয়। আর সংযুক্তির অবস্থাতে ওয়াক্বফের নিয়তে এটি পড়তে হবে। যেমন এসেছে حِسَابِيَهْ، مالِيَـهْ، سُـلْطَانِيَهْ এবং সূরা ক্বারে‘আহ-তে مَاهِيَهْ শব্দে। এরূপ মোট সাতটি স্থান রয়েছে। বাকী দু’টি স্থান হ’ল, لَمْ يَتَسَنَّهْ *(বাক্বারাহ ২/২৫৯)* ও اِقْتَـدِهْ *(আন‘আম ৬/৯০)*। এগুলিকে হা সাক্ত (هَـاءُ السَّـكْتِ) বলা হয়। যেখানে ওয়াক্বফ করা যরূরী *(কুরতুবী)*।

যামাখশারী বলেন, এই সকল ‘হা’ অর্থাৎ كِتَابِيَهْ، حِسَابِيَهْ، مَالِيَهْ، سُلْطَانِيَهْ যেগুলিকে ‘হা সাক্ত’ বলা হয়, এগুলি সঠিক হবে ওয়াক্বফের সময় ঠিক রাখা এবং যুক্ত করার সময় বিলুপ্ত করা *(কাশশাফ)*। অথচ এই বক্তব্য একটি বিস্ময়কর ভ্রান্তি। কেননা এগুলি রাসূল (ছাঃ) থেকে সপ্ত ক্বিরাআতের মাধ্যমে অবিরত ধারায় বর্ণিত। এখানে থামতে হবে। এ বিষয়ে নতুনভাবে কিছু বলা হ’লে বিভ্রান্তির দরজা সমূহ খুলে যাবে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(২০) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ- ‘আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব’।

إِنِّي ظَنَنْتُ অর্থ إِنِّي أَيْقَنْتُ وَعَلِمْتُ ‘আমি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম ও জানতাম’ *(কুরতুবী)*। কুরআনে ظَنٌّ শব্দটি ‘ধারণা’ ও ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ দুই অর্থে এসেছে। যেমন ধারণা অর্থে, (১) إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ‘নিশ্চয়ই সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে

না' *(ইউনুস ১০/৩৬; নাজম ৫৩/২৮)*। (২) আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُونَ– 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। (৩) অন্য দিকে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা বলে, مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ– 'আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি? আমরা স্রেফ ধারণা করি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*।

অতঃপর 'দৃঢ় বিশ্বাস' অর্থে। কেননা কুরআন কেবল তাদেরই জন্য হেদায়াত গ্রন্থ, যারা এতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর কুরআন ও আখেরাত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ظَنٌّ সর্বদা يَقِينٌ তথা 'দৃঢ় বিশ্বাস' অর্থে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, (১) هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ– 'এটি (কুরআন) মানব জাতির জন্য জ্ঞানভাণ্ডার এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত' *(জাছিয়াহ ৪৫/২০)*। তিনি তাঁর বিনীত বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেন, (২) اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– 'যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রভুর সাথে মুলাক্বাত করবে এবং তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৪৬)*। (৩) হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى 'আমি আমার বান্দার দৃঢ় বিশ্বাসের নিকটে থাকি'।[৮২] হাদীছকে ظَنِّي বলা হয় 'দৃঢ় বিশ্বাস' অর্থে যদি তা ছহীহ হয়। কিন্তু স্বার্থবাদীরা এটিকে নিজেদের কপট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং মুমিনদের ধোঁকায় ফেলে। যাতে তারা হাদীছ ছেড়ে কেবল কুরআনের এবং তাদের রায়-এর অনুসারী হয়।

أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ، 'আমি অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হব'। مُلاَقٍ অর্থ مُقَابِلٌ 'সম্মুখীন'। لاَقَى يُلاَقِى مُلاَقٍ 'সাক্ষাৎ করা'। مُلاَقٍ আসলে ছিল مُلاَقِيٌ 'সাক্ষাৎকারী'। শেষ অক্ষরে 'ইয়া' বিলুপ্ত হওয়ার কারণে তার স্থলে দু'যের তানভীন হয়েছে।

আয়াতের মর্মার্থ হ'ল, 'আমি ক্বিয়ামতে অস্বীকারকারী ছিলাম না। বরং দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম যে, আমাকে অবশ্যই এদিন হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে' *(কুরতুবী)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আখেরাতে জবাবদিহিতার দায়িত্বানুভূতি ব্যতীত মানুষ দুনিয়াতে সফলতা লাভ করতে পারে না।

---

৮২. বুখারী হা/৭৫০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(২১) –فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ‘অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে’ অর্থ فِــي عَــيْشٍ يَرْضَاهُ لاَ مَكْــرُوهَ فِيــهِ ‘এমন সুখী জীবন, যা তাকে সন্তুষ্ট করবে এবং যেখানে কোন অপসন্দনীয় বস্তু থাকবে না’ *(কুরতুবী)*।

رَاضِيَةٍ অর্থ مَرْضِيَّةٍ হ'তে পারে। যেমন مَاءٌ دَافِقٌ অর্থ مَــآءٌ مَــدْفُوقٌ ‘সজোরে স্খলিত পানি’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَآأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً- ‘হে প্রশান্ত আত্মা’। ‘ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়’ *(ফজর ৮৯/২৭-২৮)*। আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ- لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ- ‘যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উৎফুল্ল’। ‘স্ব স্ব কর্মফলে সন্তুষ্ট’ *(গাশিয়াহ ৮৮/৮-৯)*। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِــيَةٍ- ‘অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারি হবে’। ‘সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে’ *(ক্বারে‘আহ ১০১/৬-৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ- ‘যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আনন্দে থাকবে। সে কষ্ট ভোগ করবে না। তার পোষাক জীর্ণ হবেনা এবং তার যৌবন নিঃশেষ হবে না।[৮৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَــدًا وَإِنَّ لَكُــمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَنُودُوآ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَــا كُنْــتُمْ تَعْمَلُــونَ- ‘জান্নাতবাসীদের উদ্দেশ্যে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন, তোমরা সুস্থ থকবে, কখনোই পীড়িত হবে না। তোমরা বেঁচে থাকবে, কখনোই মৃত্যুবরণ করবেনা। তোমরা যুবক থাকবে, কখনোই বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা সুখে থাকবে, কখনোই কষ্টে পতিত হবেনা। আর এ বিষয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌র বাণী, ‘এ সময় তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান হিসাবে তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে’ *(আ‘রাফ ৭/৪৩)*।[৮৪]

(২২) –فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ‘সুউচ্চ জান্নাতে’। عَالِيَةٍ অর্থ رَفِيعَةٍ ‘সুউচ্চ’।

---

৮৩. মুসলিম হা/২৮৩৬; মিশকাত হা/৫৬২১ ‘জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৮৪. মুসলিম হা/২৮৩৭ ‘জান্নাতবাসীদের জন্য চিরস্থায়ী নে‘মত’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ)।

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ– 'নিশ্চয় জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে। যা আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুই স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা কর। কেননা এটাই শ্রেষ্ঠ জান্নাত ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমাকে তার উপরে আল্লাহ্র আরশ দেখানো হয়েছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হয়েছে'।[৮৫]

(২৩) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ– 'যার ফলসমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে'।

قُطُوفُ একবচনে قِطْفٌ বা قَطْفٌ অর্থ مَا يُقْطَفُ مِنَ الثِّمَـــارِ 'সংগৃহীত ফল' *(কুরতুবী)*। دَانِيَةٌ অর্থ قَرِيبَةُ التَّنَاوُلِ 'নাগালের মধ্যে'। যা দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া সর্বাবস্থায় নাগালের মধ্যে থাকবে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَـــذْلِيلاً– 'বাগিচার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে' *(দাহ্র ৭৬/১৪)*।

(২৪) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ– '(বলা হবে) খুশীমনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদান হিসাবে'।

هَنِيئًا অর্থ كُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا 'তোমরা খাও খুশী মনে তৃপ্তি সহকারে'। هَنِئَ يَهْنَأُ هَنَأً هَنِيئًا 'খুশী হওয়া'। هَنِيئًا বাক্যে حال হয়েছে। যা অবস্থা বর্ণনার জন্য এসেছে।

أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ– অর্থ قَدَّمْتُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ فِي الدُّنْيَا– 'দুনিয়াতে বিগত জীবনে তোমরা যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে' *(কুরতুবী)*। এখানে সৎকর্মের বিনিময়ে বলে এর গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। নইলে শুধুমাত্র সৎকর্মে কেউ জান্নাত পাবে না, যদি না আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُّنَجِّىَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنَا، اِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَةٍ،

৮৫. বুখারী হা/২৭৯০; মুসলিম হা/১৮৮৪; মিশকাত হা/৩৭৮৭ 'জিহাদ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ঐ, তিরমিযী হা/২৫৩১; মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, রাবী উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ)।

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَىْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا– ‘তোমাদের কাউকে তার নেক আমল জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। যদি না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাকে বেষ্টন করে নেন। অতএব তোমরা সঠিকপথে চলো ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সকালে, সন্ধ্যায় ও শেষ রাত্রিতে কিছু আমল কর। সাবধান! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারবে’।[৮৬]

(২৫) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ– ‘পক্ষান্তরে যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ’ত!’

‘বাম হাতে আমলনামা’ দেওয়াটা হ’ল তার জাহান্নামের টিকেট। এটা পেয়েই সেদিন মানুষ হায় হায় করে উঠবে। কেননা তাদের ধারণা ছিল, মৃত্যুই শেষ। এরপরে আর পুনরুত্থান নেই। জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছু নেই। অন্যত্র এসেছে, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ– ‘অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে’ *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১০)*। এর অর্থ লোকেরা বাম হাতে আমলনামা নিতে চাইবে না। তারা বাম হাত পিছন দিকে লুকিয়ে রেখে ডান হাত বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু ফেরেশতা সেটা পিছন থেকে তার বাম হাতেই দিবে।

يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ– ‘হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ’ত!’ সেদিন পাপীদের অবস্থা আল্লাহ অন্যত্র বর্ণনা করেন, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا– ‘যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে অগ্রিম প্রেরণ করেছে এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম!!’ *(নাবা ৭৮/৪০)*।

لَيْتَ হুরূফুল মুশাব্বাহাহ বিল ফে‘ল তথা ক্রিয়ার সাদৃশ্যবোধক হরফ সমূহের অন্যতম। এগুলির সংখ্যা ৬টি : إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لكِنَّ، لَيْتَ، لَعَلَّ এগুলি ইসমকে যবর দেয় ও খবরকে পেশ দেয়। যেমন إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ‘নিশ্চয় যায়েদ দণ্ডায়মান’। لَيْتَ অসম্ভব বিষয়ের ‘কামনা’ অর্থে আসে। যেমন لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ ‘যদি যৌবন ফিরে আসত!’

---

৮৬. বুখারী হা/৬৪৬৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা’ অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬ ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘কর্মে মধ্যমপন্থা’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

আয়াতে يَا 'হরফে নেদা' বা সম্বোধন সূচক অব্যয়। لَيْتَ হরফুল মুশাব্বাহাহ বিল ফে'ল। نِيْ 'নূন' পার্থক্যকারী হরফ। যাকে 'নূনে বেক্বায়াহ' (نونُ وِقايَةٍ) বা 'পার্থক্য করার নূন' বলা হয়। يَالَيْتَنِي 'হায়! যদি আমি' 'ইসম'। لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ 'যদি আমাকে এ আমলনামা না দেওয়া হ'ত!' তার 'খবর'। يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ- বাক্যে لَيْتَ হরফ আনা হয়েছে একারণে যে, তাকে আমলনামা দেওয়া হবে না বিষয়টি তার জন্য অসম্ভব বিষয়ের কামনা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তাকে আমলনামা দেওয়া হবেই। যার কোন ব্যত্যয় নেই।

(২৬) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ- 'যদি আমি আমার হিসাব না জানতাম!' لَمْ أَدْرِ অর্থ لَمْ أَدْرِ أَيَّ شَيْءٍ حِسَابِي 'আমি না জানতাম আমার হিসাব কি?' *(শাওকানী)*। أَدْرِ আসলে ছিল أَدْرِى। কিন্তু পূর্বে জযম দানকারী হরফ لَمْ আসার কারণে শেষের 'ইয়া' বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার নমুনা স্বরূপ 'রা'-এর নীচে যের হয়েছে।

مَا حِسَابِيَهْ- 'আমার হিসাব কি?' এখানে مَا প্রশ্নবোধক হরফ। حِسَابِيَهْ আসলে ছিল حِسَابِي 'আমার হিসাব'। শেষের 'হা' অতিরিক্ত। যা পূর্বের আয়াতের সাথে অন্তঃমিল হিসাবে এসেছে। কুরআনে এরূপ ৭টি স্থানে এসেছে। যেমন لَمْ يَتَسَنَّهْ، اقْتَدِهْ، كِتَابِيَهْ، حِسَابِيَهْ، مَالِيَهْ، سُلْطَانِيَهْ، مَاهِيَهْ- এগুলিকে 'হা সাক্ত' বলা হয় *(আরবী ক্বায়েদা (৩য় ভাগ) ৫১ পৃ.)*। যেখানে ওয়াক্বফ করা ওয়াজিব।

(২৭) يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ- 'হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ পরিণতি হ'ত!!'

يَالَيْتَها অর্থ يَا لَيْتَ الْمَوْتَةَ الَّتِي مِتُّهَا فِي الدُّنْيَا 'হায় যে মৃত্যু আমার হয়েছে দুনিয়াতে' *(ত্বাবারী, ক্বাসেমী)*। الْقَاضِيَةَ বলতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যার মাধ্যমে জীবনের ফয়ছালা হয়ে যায়। قَاضِيَةَ অর্থ 'ফয়ছালাকারী'। যেমন মারিয়ামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন, يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- 'হায়! যদি আমি এর আগেই মৃত্যুবরণ করতাম এবং আমি লোকদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতাম' *(মারিয়াম ১৯/২৩)*।

لَيْتَ হুরূফুল মুশাব্বাহাহ বিল ফে'ল বা 'ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল অব্যয়' সমূহের অন্তর্ভুক্ত। هَا তার ইসম। كَانَتِ الْقَاضِيَةَ খবর। كَانَتِ আসলে ছিল كَانَتْ। পরবর্তী শব্দের

সুকূন যুক্ত ‘লাম’-এর সাথে মিলানোর জন্য ‘তা’-এর নীচে যের দেওয়া হয়েছে। কারণ আরবী ব্যাকরণের নিয়ম হ’ল, – اَلسَّاكِنُ إِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ ‘যখন সাকিনকে হরকত দেওয়া হবে, তখন সেখানে যের দিতে হবে’। যেমন আল্লাহ বলেন قُلِ الْعَفْوَ، *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ *(বাক্বারাহ ২/২৫৬, লোকমান ৩১/২২)*। অর্থাৎ কাফের চাইবে মৃত্যুর মাধ্যমে যদি সবকিছু শেষ হয়ে যেত এবং কোনরূপ হিসাব-নিকাশ না হ’ত!

(২৮) –مَآ أَغْنٰى عَنِّي مَالِيَهْ– ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না’।

যেমন আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, –مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ– ‘তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে’ *(লাহাব ১১১/২)*। মালের মূল মালিক আল্লাহ। তাঁর দেওয়া মাল তাঁর পথে ব্যয় না করলে মৃত্যুর পরে তা কোন কাজে আসবে না। এই মাল দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তির কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلآ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ– ‘অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে আকৃষ্ট না করে। আল্লাহ তো কেবল এটাই চান যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বিয়োগ হবে’ *(তওবা ৯/৫৫)*। ক্বাতাদাহ বলেন, ‘প্রথম শাস্তি হবে দুনিয়াবী জীবনে এবং পরের শাস্তি হবে আখেরাতে’ *(ইবনু কাছীর)*। আর মৃত্যুর পরেই আখেরাতের জীবন শুরু হয়। কবর হ’ল যার প্রথম মনযিল।

যারা তাদের মালে বান্দা ও আল্লাহ্র হক আদায় করেনি, তাদের পরিণতি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ}– ‘যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– ‘আল্লাহ

যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী হ'লেন আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন'।[৮৭]

مَالِيَهْ– আসলে ছিল مَـــالِيْ 'আমার মাল'। শেষে 'হা' সাকিন অতিরিক্ত। যা অন্তঃমিলের কারণে এসেছে।

(২৯) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ– 'আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে'।

سُلْطَانِيَهْ– অর্থ سُلْطَانِيْ 'আমার ক্ষমতা'। শেষে 'হা' সাকিন অতিরিক্ত। যা অন্তঃমিলের কারণে এসেছে এবং ৭টি হা- সাক্তের অন্যতম। এক্ষণে هَلَكَ عَنِّـــي سُـــلْطَانِيَهْ– অর্থ ذَهَبَ عَنِّي مُلْكِي وتَسَلُّطِي عَلَى النَّاسِ– 'মানুষের উপর আমার শাসন ও আধিপত্য শেষ হয়ে গেছে' *(সা'দী, ক্বাসেমী)*। যেমন ফেরাঊন যুগের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ক্বারূণের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِـــنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِـــبُّ الْفَرِحِينَ– وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَـــآ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِـــدِينَ– 'নিশ্চয় ক্বারূণ ছিল মূসা-এর সম্প্রদায়ভুক্ত। সে তাদের উপর সীমালংঘন করে। আর আমরা তাকে এমন ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার কওম (অর্থাৎ সৎলোকেরা) তাকে বলেছিল, খুশীতে দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না'। 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য (অপচয়হীন হালাল) অংশ নিতে ভুলো না। তুমি অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (ছাদাক্বা) কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তুমি জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬-৭৭)*। অর্থাৎ তিনি এর প্রতিশোধ নিবেন। কেননা তিনি سَرِيعُ الْعِقَـــابِ 'দ্রুত বদলা গ্রহণকারী' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

---

৮৭. আলে ইমরান ৩/১৮০; বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। টেকো মাথা বিশিষ্ট বলার মাধ্যমে সাপটির প্রচণ্ড বিষধর হওয়া বুঝানো হয়েছে। বিষের প্রভাবে এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে যার মাথা টেকো হয়ে গেছে *(মিরক্বাত)*।

উল্লেখ্য যে, ক্বারূণ ছিল মূসা (আঃ)-এর আপন চাচাতো ভাই *(ত্বাবারী)*। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে সে মূসাকে ছেড়ে ফেরাঊনের দলভুক্ত হয়। পরে সে ধ্বংস হয় মালের লোভে। যেমনভাবে ধ্বংস হয়েছিল ফেরাঊন বংশের সামেরী মূসার দলভুক্ত হয়ে নবুঅতের মর্যাদা পাওয়ার লোভে গোবৎস পূজা চালু করে *(কুরতুবী)*।

(৩০) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ– ‘(তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) শক্তভাবে ধরো ওকে। অতঃপর (হাত সহ) গলায় বেড়ী পরাও ওকে’। অর্থ خُذُوهُ بِالشِّدَّةِ وضُمُّوا يَدَيهِ إِلَى عُنُقِهِ ‘ওকে কঠিনভাবে বাঁধো এবং ওর দু’হাত ওর গলায় বেড়ীবদ্ধ করো’ *(ক্বাসেমী, কুরতুবী)*। غَلَّ يَغُلُّ، اُغْلُلْ فَهُوَ غَالٌّ অর্থ ‘বেড়ী পরানো’।

غَلَّ الأَسِيرَ أى وَضَعَ فِي يَدِهِ أَوْ عُنُقِهِ الغُلَّالُ ‘বন্দীর হাতে বা গলায় বেড়ী পরিয়েছে’। غُلٌّ ‘বেড়ী’ বহুবচনে أَغْلاَلٌ। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذِ الْأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ، يُسْحَبُوْنَ– فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ– ‘যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃংখল সমূহ পরিয়ে তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে’- ‘উত্তপ্ত জাহান্নামে। অতঃপর সেখানে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে’ *(মুমিন ৪০/৭১-৭২)*। এছাড়াও তিনি বলেন, وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً– ‘আর তুমি তোমার হাত গলায় বেড়ীবদ্ধ করে রেখ না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না) এবং তাকে একেবারে খুলে দিয়ো না (অর্থাৎ অপচয় করো না)। তাহ’লে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৯)*।

(৩১) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوْهُ– ‘অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করাও ওকে’ অর্থ أَدْخِلُوهُ فِيْ الْجَحِيمِ لِيَصْلَى فِيهَا ‘ওকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও, যাতে সেখানে ওকে দগ্ধ করা যায়’ *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّينَ– فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ– وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ– ‘কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়’ ‘তাহ’লে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে’ ‘এবং জাহান্নামে প্রবেশ দিয়ে’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৯২-৯৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ– وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ– يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ– ‘নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে’ ‘এবং পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে’। ‘তারা বিচার দিবসে তাতে প্রবেশ করবে’ *(ইনফিত্বার ৮২/১৩-১৫)*।

(৩২) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ– ‘অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে’।

سِلْسِلَةٍ অর্থ حَلْقَـــةٌ مُنْتَظَمَـــةٌ بِـــأُخْرَى ‘একটির সাথে আরেকটি বেড়ী সংযুক্ত শিকল’ *(ক্বাসেমী)*। ذَرْعُ অর্থ ‘দৈর্ঘ্য’। তার বিপরীত হ’ল عَـــرْضٌ ‘প্রস্থ’। যদিও কুরআনে এটির অর্থ ‘প্রশস্ত’ হিসাবে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُـــتَّقِينَ– ‘আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। একই মর্মে তিনি বলেন, سَابِقُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْـــأَرْضِ، ‘তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়’ *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

سَبْعُونَ ذِرَاعًـــا، ‘সত্তুর হাত লম্বা শিকলে’। আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামীদের শক্ত করে বাঁধার জন্য শিকলের দৈর্ঘ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আরবী ভাষায় সত্তুর বা একশ’ বলে ‘অগণিত’ বুঝানো হয়ে থাকে।

فَاسْلُكُوهُ– ‘পেঁচিয়ে বাঁধো ওকে’। سَلَكَ يَسْلُكُ سَلْكًا وسُلوكًا فَهُوَ سَالِكٌ অর্থ ‘প্রবেশ করা’। سَلَكَ فِي الْمَكَانِ أى دَخَلَهُ وَنَفَـــذَ فِيْـــهِ ‘কোন স্থানে প্রবেশ করা, বিদ্ধ করা’। এখানে শিকল দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধার কথাটি অলংকারময় ভাষায় বুঝানো হয়েছে।

(৩৩) إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ– ‘সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না’।

অত্র আয়াতে মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। এতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের কোন সৎকর্ম আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,–وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا ‘আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। তিনি আরও বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ– ‘যে ব্যক্তি

আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। অর্থাৎ তারা সৎকর্ম করলে দুনিয়ায় কিছু ফলাফল পেয়ে থাকে। যেমন লোকদের প্রশংসা বা পদমর্যাদা ইত্যাদি। কিন্তু আখেরাতে সে কিছুই পাবে না।

আবু জাহল-আবু লাহাবরা দুনিয়ায় মাল ও মর্যাদা পেয়েছিল। কিন্তু ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে আছে। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নির্যাতিত ছাহাবীগণ আখেরাতের মর্যাদা চেয়েছিলেন। ফলে তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে সমাদৃত ও সম্মানিত হয়েছেন। বস্তুতঃ দুনিয়াবী স্বার্থে কোন কাজই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে না। নবী-রাসূলগণ দুনিয়াবী কোন জাঁকজমকের কোন চিহ্ন রেখে যাননি। কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শ মানুষের জীবনকে যুগ যুগ ধরে সুপথ দেখিয়ে যাচ্ছে। এটাই হ'ল তাঁদের দুনিয়াবী পাওয়া। এছাড়া আখেরাতের চিরস্থায়ী পাওনা তো আছেই। তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারী মুমিন নর-নারীগণ একইভাবে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হবেন। কাফের-মুশরিকরা আল্লাহতে বিশ্বাসী না হওয়ায় এবং নবীগণের পথ অনুসরণ না করায় তারা জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে।

(৩৪) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ– 'তারা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না'। وَالْحَضُّ اى التَّحْرِيضُ وَالْحَثُّ অর্থ 'উৎসাহিত করা' *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ ঈমানদারগণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। একইভাবে তিনি অন্যত্র বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيرًا– إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شُكُورًا– 'তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে'। '(তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহ্‌র ৭৬/৮-৯)*।

পক্ষান্তরে ইয়াতীম-মিসকীনদের বঞ্চিত করা কাফেরদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ কুরায়েশ নেতা আবু জাহল প্রমুখ সম্পর্কে বলেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ– فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ– وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ– 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে?' *(১)* 'সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়' *(২)* 'এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মা'উন ১০৭/১-৩)*।

বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার কারণ হিসাবে অত্র ৩৩ ও ৩৪ আয়াতে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি বিশ্বাসগত এবং দ্বিতীয়টি কর্মগত। এতে ইঙ্গিত

রয়েছে যে, বিশ্বাসহীন কর্ম এবং কর্মহীন বিশ্বাসের কোন মূল্য দুনিয়াতেও নেই, আখেরাতেও নেই। প্রথম কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না'। এর অর্থ কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক তিনটিই হ'তে পারে। কাফিররা পুরাপুরি অবিশ্বাসী। মুশরিকরা আল্লাহতে বিশ্বাসী হ'লেও তাঁর সাথে অন্যান্যদের শরীক করে। আর মুনাফিকরা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। কিন্তু ভিতরে কুফরী লুকিয়ে রাখে। এদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। বরং মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নীচু স্তরে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

দ্বিতীয় বিষয়টি বলা হয়েছে, وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ– 'তারা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না'। এর মধ্যে সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধাদানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। সাথে সাথে এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুমিন কখনো কৃপণ হয় না। সে কখনো অভাবগ্রস্তকে বঞ্চিত করতে পারে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا– 'ঈমান ও কৃপণতা কখনোই একজন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হ'তে পারে না'।[৮৮] এখানে 'বান্দা' অর্থ 'মুসলিম'। যা অন্য বর্ণনায় এসেছে, فِى قَلْبِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ– 'কোন মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ে' *(নাসাঈ হা/৩১১৪)*।

ধনী-গরীব আল্লাহ্র সৃষ্টি। এর মধ্যে সমাজ পরিচালনার ও অগ্রযাত্রার ব্যাপারে আল্লাহ্র দূরদর্শী পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা অপরিহার্য। নইলে সমাজ অচল হয়ে পড়বে। পুঁজিবাদীরা তাদের পুঁজির স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অন্যকে দেয়, বাকী সবটুকু নিজেরা সঞ্চিত রাখে। সমাজবাদীরা ব্যক্তি মালিকানা হরণ করে সব পুঁজি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে। ফলে সমাজদেহ রক্তশূন্য হয়ে সব রক্ত মাথায় জমা হয়। তাতে সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। ইসলাম তার অনুসারীদের উপর সঞ্চিত ধনে আড়াই শতাংশ হারে যাকাত এবং উৎপন্ন ফসলে এক দশমাংশ হারে ওশর ফরয করেছে। সেই সাথে উত্তরাধিকার বণ্টন ও সর্বদা নফল ছাদাক্বা প্রদানে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছে। ফলে ইসলামী সমাজে পুঁজিবাদের কোন সুযোগ নেই। অধিকন্তু ইসলাম মূলনীতি হিসাবে বলে দিয়েছে, وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ–

৮৮. নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৭৬১৬।

‘ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে’ *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। অতএব অভাবগ্রস্তকে দান করা ধনীদের করুণা নয়। বরং এটা গরীবের অধিকার। এই হক তাদের না দিলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে সেটা আদায় করে নিবেন। অর্থাৎ তাদের নেকী থেকে কেটে নিয়ে হকদারদের দিয়ে দিবেন। এক পর্যায়ে দেখা যাবে যে, নেকীর পাহাড় নিয়ে হাযির হওয়া ঐ ধনী ব্যক্তি নেকীহীন নিঃস্ব (الْمُفْلِــس) অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৮৯]

(৩৫) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ- ‘অতএব আজকে এখানে তার কোন বন্ধু নেই’।

الْيَوْمَ ‘আজকে’ অর্থ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন’। এটি لَــيْسَ-এর ‘খবর’ হয়েছে *(কুরতুবী)*। حَمِيمٌ অর্থ قَرِيْــبٌ تَأخُــذُهُ الْحَمِيَّــةُ لَــهُ ‘নিকটজন, যার মধ্যে তার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়’ *(ক্বাসেমী)*। অথবা قَرِيبٌ يَرِقُّ لَهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ ‘নিকটজন, যে তার জন্য দয়ার্দ্যচিত্ত হয় এবং তার পক্ষে প্রতিরোধ করে’ *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَسْــأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا- ‘সেদিন কোন বন্ধু তার বন্ধুর খোঁজ নিবে না’ *(মা‘আরিজ ৭০/১০)*। তিনি বলেন, اَلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ- يَاعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ- ‘বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত’। ‘(আল্লাহ বলবেন) হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত হবে না’ *(যুখরুফ ৪৩/৬৭-৬৮)*।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ- এখানে لَهُ ‘খবর’ হয়েছে لَــيْسَ-এর এবং حَمِــيمٌ ‘ইসম’ হয়েছে। الْيَوْمَ ‘মাফঊল ফীহ যামান’ ও هَاهُنَا ‘মাফঊল ফীহ মাকান’। আসলে ছিল فَلَيْسَ حَمِيمٌ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَــا। لَــيْسَ-এর পূর্বে ‘ফা’ এসেছে ‘অতিরিক্ত’ ভাবে পূর্বের বাক্যের সাথে সংযোগকারী অব্যয় হিসাবে। যার কোন ‘আমল’ নেই।

উল্লেখ্য যে, لَيْسَ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) فعل ماضي جامــد অর্থাৎ কেবল অতীত ক্রিয়া অর্থে। যার মুযারে ও আমর তথা ভবিষ্যৎ বা আদেশসূচক ক্রিয়া হয়না। لَــيْس ‘ইসম’কে পেশ দেয় এবং ‘খবর’কে যবর দেয়। যেমন لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّــذِينَ آمَنُــوا، ‘শয়তানের কোন আধিপত্য নেই ঈমানদারগণের

৮৯. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭, ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

উপর' *(নাহল ১৬/৯৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَـــةِ 'শোনা খবর দেখার সমতুল্য নয়'।[৯০] (২) حَرْفُ نفي 'হরফে নফী' তথা مَا বা 'না সূচক' অব্যয় অর্থে, যার কোন আমল নেই। যেমন لَيْسَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ 'অদৃশ্যের খবর কেউ জানেনা আল্লাহ ব্যতীত'।

(৩৬) وَلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ– 'আর তার জন্য কোন খাদ্য নেই দেহ নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত ব্যতীত'।

غِسْلِيْنٍ অর্থ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ السَّائِلِ مِنْ جُـــرُوحِهِمْ 'জাহান্নামীদের পোড়া দেহ থেকে নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত' *(কুরতুবী)*। এটি غَسْلٌ বা غِسْلٌ থেকে فِعْلِيْنٌ-এর ওযনে এসেছে। এর পূর্বে مِنْ 'অতিরিক্ত' এসেছে আধিক্য বুঝানোর জন্য। ক্বাতাদাহ বলেন, هُوَ شَرُّ الطَّعَـــامِ وَأَبْشَعُهُ 'এটি হ'ল নিকৃষ্টতম ও বিস্বাদময় খাদ্য' *(কুরতুবী)*। এখানে اِلاَّ 'কেবলমাত্র' অর্থে নয়। বরং এটি অন্যতম নিকৃষ্ট খাদ্য। কেননা জাহান্নামীদের জন্য যাক্কুম, যরী' ইত্যাদি হীনকর খাদ্যও রয়েছে। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ– 'বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী' ঘাস ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য জুটবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ– 'তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫২)*। এতে বুঝা যায় যে, পাপীদের স্তরভেদ অনুযায়ী তাদের খাদ্যের স্তরভেদ থাকবে। কাউকে দুর্গন্ধময় পুঁজ-রক্ত, কাউকে ফুটন্ত পানি, কাউকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত যরী' ঘাস ও কাউকে 'যাক্কূম' বৃক্ষ খেতে দেওয়া হবে *(কুরতুবী, তাফসীর গাশিয়াহ ৬ আয়াত)*। তবে সেগুলি দুনিয়ার মত নয়, বরং জাহান্নামের মতই চূড়ান্ত হবে।

ইমাম রাযী (৫৪৫-৬০৬ হি./১১৫০-১২১০ খৃ.) বলেন, এটি পানীয় হ'লেও একে 'খাদ্য' বলা হয়েছে এ কারণে যে, এটিকেই জাহান্নামীদের জন্য প্রস্তুত করা হবে। ফলে তা খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে' *(ক্বাসেমী)*।

(৩৭) لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ– 'যা কেউ খাবে না পাপীরা ব্যতীত'।

الْخَـــاطِئُوْنَ অর্থ الْـــآثِمُونَ 'পাপীরা'। যা সব ধরনের পাপীকে শামিল করে। পাপের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হবে। যেমন মুমিন পাপীরা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পেয়ে ক্রমে ক্রমে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

---

৯০. আহমাদ হা/২৪৪৭; হাকেম হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৭৩৮, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

(৩৮) فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ- ‘অতঃপর আমি শপথ করছি ঐসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও’। এর দ্বারা দৃশ্যমান সকল বস্তুর শপথ করা হয়েছে। যা কুরআনে বর্ণিত ভূমণ্ডলীয় ২০টি শপথের অন্যতম।[৯১] فَلَآ أُقْسِمُ অর্থ أُقْسِمُ ‘আমি শপথ করছি’। অথবা لاَ এখানে মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ। অর্থাৎ তারা যে শেষনবী ও কুরআনকে অস্বীকার করত, সেটি ঠিক নয়। অথবা لاَ অতিরিক্ত এসেছে শপথকে যোরদার করার জন্য। আরবদের বাকরীতিতে এটি বহুল প্রচলিত। অথবা لاَ এসেছে শপথ না করার জন্য। অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে এ বিষয়ে শপথের প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় পরবর্তী ৪০ আয়াতটি হবে শপথের জবাব *(কুরতুবী)*।

(৩৯) وَمَا لاَ تُبْصِرُوْنَ- ‘এবং যা তোমরা দেখতে পাও না’। এর দ্বারা অদৃশ্য সকল বস্তুর শপথ করা হয়েছে। যা কুরআনে বর্ণিত নভোমণ্ডলীয় ২০টি শপথের অন্যতম।[৯২] এর মধ্যে কাফেরদের অপবাদ সমূহের প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা অলীদ বিন মুগীরাহ বলেছিল, মুহাম্মাদ জাদুকর। আবু জাহল বলেছিল, সে কবি। ওক্ববা বিন আবু মু‘আইত্ব বলেছিল, সে গণৎকার *(কুরতুবী)*। এর জবাবে আল্লাহ বলেন, فَلَآ أُقْسِمُ অর্থ أُقْسِمُ ‘কোনটাই ঠিক নয়, আমি কসম করছি’। ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুর কসম করা হয়েছে এজন্য যে, এ দুইয়ের বাইরে কিছু নেই। এটি অত্যন্ত বড় ধরনের শপথ, যার তুলনা নেই।

(৪০) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ- ‘ নিশ্চয়ই এ কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের পাঠ’। এটি পূর্ববর্তী ৩৮ ও ৩৯ আয়াতের শপথের জওয়াব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুর শপথ করে আমি আল্লাহ বলছি, ‘নিশ্চয়ই এ কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের পাঠ’।

لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ- ‘সম্মানিত রাসূলের পাঠ’। لَقَوْلُ অর্থ ‘পাঠ’ যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জিব্রীলের মাধ্যমে রাসূল মুহাম্মাদের নিকটে পাঠ করা হ’ত। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ- ‘তাড়াতাড়ি ‘অহি’ আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না’। ‘নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের’। ‘অতএব যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর’।

---

৯১. দ্র.তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) সূরা আছর ১ আয়াতের তাফসীর।
৯২. দ্র. তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) সূরা আছর ১ আয়াতের তাফসীর।

‘অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। এর দ্বারা কুরআন ও হাদীছ দু’টিই যে আল্লাহ্র অহি, সেটি প্রমাণিত হয়। ‘কুরআন’ অহিয়ে মাতলু। যা তেলাওয়াত করা হয় এবং ‘হাদীছ’ অহিয়ে গায়ের মাতলু, যা তেলাওয়াত করা হয়না। ‘রাসূল’ বা দূত তাকেই বলা হয় যিনি প্রেরকের কথাগুলি হুবহু এবং যথাযথভাবে পৌঁছে দেন’ *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*।

আলোচ্য আয়াতে ‘রাসূল’ বলতে رَسُولٌ مَلَكِيٌّ তথা ‘ফেরেশতা রাসূল’ জিব্রীল (আঃ) ও رَسُولٌ بَشَرِىٌّ তথা ‘মানুষ রাসূল’ মুহাম্মাদ (ছাঃ) দু’জনকেই বুঝানো হ’তে পারে। কেননা জিব্রীল আল্লাহ্র নিকট থেকে অহি বহন করে এনে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হৃদয়ে নিক্ষেপ করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ- ‘তুমি বল, যে ব্যক্তি জিব্রীলের শত্রু হয় এজন্য যে, সে আল্লাহ্র হুকুমে তোমার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করে থাকে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা মাত্র’ *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*। তবে এখানে ‘রাসূল’ বলতে ‘মানুষ রাসূল’ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটি মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদের জবাবে এসেছে। সেকারণ এর পরের বাক্যে বলা হয়েছে, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ... وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ‘এটি কোন কবির কথা নয় বা গণকের কথা নয়’ *(হা-ক্কাহ ৪১-৪২)* যেটি তোমরা ধারণা করেছ। যেমন অন্যত্র একই ভাষায় ‘ফেরেশতা রাসূল’ জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে। যা উক্ত আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্যে বুঝা যায় *(ইবনু কাছীর)*। কেননা সেখানে বলা হয়েছে,- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ- ‘নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী’ *(১৯)*। ‘যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান’ *(২০)*। ‘যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন’ *(তাকভীর ৮১/১৯-২১)*।

(৪১) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ- ‘এটা কোন কবির কথা নয়। কিন্তু তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক’।

قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ- ‘তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক’। এখানে قَلِيلاً যবরযুক্ত হয়েছে إِيْمَانًا উহ্য মওছূফের ছিফাত হিসাবে। অর্থাৎ تُؤْمِنُونَ إِيْمَانًا قَلِيلاً ‘তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক’। এখানে ‘কমই’ বলে ‘কিছুই না’ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আদৌ বিশ্বাস করো না। مَا تُؤْمِنُونَ ও مَا تَذَكَّرُونَ দু’টিতেই مَـا অতিরিক্ত হিসাবে এসেছে

'কিছুই না' বক্তব্যকে যোরদার করার জন্য *(ক্বাসেমী)*। কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ- أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيمُونَ- وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ- 'আর কবিগণ, যাদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণ' *(২২৪)*। 'তুমি কি দেখনা, তারা (কল্পনার জগতে) বিভিন্ন উপত্যকায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?' *(২২৫)*। 'আর তারা বলে যা তারা করে না' *(শো'আরা ২৬/২২৪-২২৬)*। বস্ত্ততঃ এটি মন্দ কবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইসলামের পক্ষের কবি হাসসান বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ) প্রমুখ নিঃসন্দেহে উক্ত আয়াতের মর্মের বিপরীত।

(৪২) وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ- 'এটা কোন গণৎকারের কথাও নয়। অথচ তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক'। মদীনার প্রখ্যাত ছাহাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় বলেন, আমি আমার ভাই উনায়েসকে, যে নিজেই একজন নামকরা কবি ছিল, তাকে মক্কায় পাঠাই। যাতে সে নবুঅতের দাবীদার ব্যক্তি সম্পর্কে সবকিছু খবর নিয়ে আসে। অতঃপর সে ফিরে এসে বলল, লোকেরা তাকে কবি, গণৎকার ও জাদুকর বলে। অথচ তাঁর কথা তাদের মত নয়। আল্লাহ্র কসম! তিনি সত্যবাদী। আর লোকেরা মিথ্যাবাদী।[৯৩] অত্র আয়াতে মুশরিকদের উপরোক্ত অপবাদ সমূহের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

(৪৩) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ- 'এটি বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ'।

تَنْزِيلٌ অর্থ هُوَ تَنْزِيلٌ 'এটি অবতীর্ণ কিতাব' অর্থাৎ কুরআন। এখানে মাছদার বলে ইসমে মাফঊল مُنَزَّلٌ 'অবতীর্ণ' বুঝানো হয়েছে। বারে বারে অবতীর্ণ হয়েছে বলেই تَنْزِيلٌ বলা হয়েছে। নইলে نُزُولٌ বলা হ'ত। যেমনটি অন্যান্য কিতাব সমূহ একবারে নাযিল হয়েছে। আর এটাই হ'ল পূর্ববর্তী বাক্য لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 'সম্মানিত রাসূলের পাঠ'। যা কুরআন রূপে নাযিল হয়েছে সময়ের ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বারে বারে এবং রাসূল (ছাঃ) সেটি মানুষের নিকট পাঠ করে শুনিয়েছেন বারে বারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً- 'আর আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি একের পর এক খণ্ড খণ্ডভাবে। যাতে তুমি তা লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করে শুনাতে পার। আর আমরা অবশ্যই তা যথার্থভাবে নাযিল করেছি' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১০৬)*।

৯৩. মুসলিম হা/২৪৭৩; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'বহিরাগতদের ইসলাম গ্রহণ' অনুচ্ছেদ, ৩য় মুদ্রণ ১৯৬ পৃ.।

(৪৪) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ– ‘আর যদি সে আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলত’।

تَقَوَّلَ অর্থ تَكَلَّفَ وَأَتَى بِقَوْلٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ‘ভান করা এবং নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে বলা’ *(কুরতুবী)*। تَقَوَّلَ يَتَقَوَّلُ تَقَوُّلاً فَهُوَ مُتَقَوِّلٌ ‘কথা বানিয়ে বলা’। تَقَوَّلَ عَلَيْهِ أَي قَالَ عَنْهُ كَلَامًا فِيهِ افْتِرَاءٌ وَكَذِبٌ– ‘অন্যের নামে এমন কথা বলা, যার মধ্যে অপবাদ ও মিথ্যা থাকে’।

الْأَقَاوِيلِ– শব্দটি اَقْوَالٌ-এর বহুবচন। যা বহুবচনের বহুবচন (جَمْعُ الْجَمْعِ)। যেমন أَنْعَامٌ-এর বহুবচন أَنَاعِيمُ *(ক্বাসেমী)*। এখানে এসেছে ‘হীনতা’ বুঝানোর জন্য। যেমন الْأَعَاجِيْبُ وَالْأَضَاحِيْكُ ‘আজব-আজব ও বিস্ময়কর কথাবার্তা সমূহ’ *(কাশশাফ)*। ‘সে’ বলতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি এসেছে বিরোধীদের অপপ্রচার ও অপবাদ সমূহের জওয়াব হিসাবে। তাদের অপবাদ সমূহের অন্যতম ছিল এই যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা রটনাকারী বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَآءُوا ظُلْمًا وَّزُورًا– ‘অবিশ্বাসীরা বলে এ কুরআন মিথ্যা। যা সে (মুহাম্মাদ) উদ্ভাবন করেছে এবং তাকে (সংকলনে) সাহায্য করেছে অন্যেরা। এর ফলে তারা অবশ্যই অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে’ *(ফুরক্বান ২৫/৪)*।[৯৪]

(৪৫) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ– ‘তাহ’লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম’। অর্থ لَانْتَقَمْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّهَا أَشَدُّ فِي الْبَطْشِ ‘অবশ্যই আমরা ডান হাত দিয়ে তার বদলা নিব। কেননা এটাই হ’ল কঠিনভাবে ধরা’ *(ইবনু কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ‘আল্লাহ্‌র দু’হাতই ডান হাত’।[৯৫]

لَأَخَذْنَا مِنْهُ، অর্থ لَأَخَذْنَاهُ ‘অবশ্যই আমরা তাকে ধরে ফেলতাম’। مِنْهُ ‘অতিরিক্ত’ এসেছে বাক্যকে যোরদার করার জন্য *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। بِالْيَمِينِ– ‘ডান হাত দিয়ে’ অর্থ ত্বাবারী, কাশশাফ, কুরতুবী, বায়যাভী, জালালায়েন সহ অধিকাংশ মুফাসসির লিখেছেন, بِالْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ ‘শক্তি ও ক্ষমতার সাথে’। মাওলানা আকরম খাঁ অর্থ করেছেন, ‘তাহা

৯৪. কাফের-মুশরিকরা মোট ১৬টি অপবাদ রটিয়েছিল। দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১৩-১১৪ পৃ.।
৯৫. মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

হইলে তাহাকে ধৃত করিতাম কঠিনভাবে'। এগুলি সরাসরি অর্থ নয়, বরং রূপক অর্থ। এর দ্বারা 'আল্লাহ্‌র ডান হাত' অর্থকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যা মু'তাযেলী আক্বীদার অনুরূপ। অথচ ডান হাত বলার মধ্যেই উক্ত অর্থ প্রকাশিত হয়। রূপক অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না *(ক্বাসেমী)*। এর দ্বারা বাম হাতের চেয়ে ডান হাতের ক্ষমতা বেশী সেটা বুঝানো হয়েছে *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। অথচ শক্তির বিচারে আল্লাহ্‌র দু'হাতই ডান হাত *(মুসলিম হা/১৮২৭)*। আল্লাহ বলেন, كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ– 'তারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল। ফলে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াওয়ের ন্যায়' *(ক্বামার ৫৪/৪২)*।

(৪৬) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ– 'অতঃপর আমরা তার গর্দানের প্রাণ শিরা কেটে দিতাম'। এখানে অর্থ لَأَهْلَكْنَاهُ 'আমরা তাকে ধ্বংস করে দিতাম' *(কুরতুবী)*। الْوَتِينَ– অর্থ نِيَاطُ الْقَلْبِ 'প্রাণশিরা, যা কেটে দিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়' *(কুরতুবী)*।

(৪৭) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ– 'আর তখন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত না, যে তার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিতে পারে'। এখানে أَحَدٍ একবচন হ'লেও তা বহুবচনের অর্থ দেয়। مِنْ 'অতিরিক্ত' *(কুরতুবী)*। যা এসেছে বাক্যকে যোরদার করার জন্য। حَاجِزِينَ– অর্থ مَانِعِينَ 'বাধাদানকারী' *(জালালায়েন)*। অর্থাৎ মুহাম্মাদ বা জিব্রীল যদি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলত, তাহ'লে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধা দেওয়ার মত কেউ তোমাদের মধ্যে থাকত না।

৪৪ থেকে ৪৭ পরপর চারটি আয়াতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কঠিন ধমকি দেওয়ার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের ধমক দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও হরফ আল্লাহ্‌র। এতে জিব্রীল বা মুহাম্মাদের কোনরূপ কমবেশী করার অধিকার বা সুযোগ নেই। সেই সাথে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহই কুরআন নাযিলকারী এবং তিনিই এর হেফাযতকারী। যেমনটি তিনি অন্যত্র বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। এটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্মৃতিতে ধারণ করানো হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যাও হাদীছের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে

বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ *(নাহল ১৬/৪৪)*। তিনি বলেন, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ– ‘আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত হিসাবে’ *(নাহল ১৬/৬৪)*। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا– ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ *(নিসা ৪/১০৫)*।

আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوحَى– ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না’। ‘সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। ফলে কুরআন ও হাদীছ দু’টিই আল্লাহ্র অহি এবং এর মাধ্যমেই আল্লাহ মানবজাতির জন্য প্রেরিত তার মনোনীত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামকে হেফাযত করেছেন এবং চিরস্থায়ীত্ব দান করেছেন। অথচ বিগত কোন ইলাহী কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। ফলে সেগুলি তাদের অনুসারীদের হাতেই বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ– ‘অতঃপর দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে আগত। যাতে তার বিনিময়ে সামান্য কিছু অর্থ রোজগার করতে পারে। অতএব দুর্ভোগ, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করে তার জন্য এবং দুর্ভোগ তাদের উপার্জনের জন্য’ *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

(৪৮) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ– ‘নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ’। অর্থাৎ কুরআন মাজীদ স্মরণিকা ও উপদেশ গ্রন্থ ঐসব মুমিনদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নিষেধ সমূহ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ এখানে মুত্তাক্বীদের খাছ করেছেন এজন্য যে, কেবল তারাই কুরআন থেকে উপকৃত হয় *(আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ– ‘নিশ্চয়ই এর

মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৭)*।

(৪৯) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ– 'আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারী আছে'।

مُكَذِّبِينَ– অর্থ مُكَذِّبِينَ بِالْقُرْآنِ 'কুরআনে মিথ্যারোপকারী' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَّشَإِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ– 'আর যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(আন'আম ৬/৩৯)*। তিনি বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহফ ১৮/২৯)*। বর্তমান যুগের জ্ঞান পূজারীরা উক্ত আয়াতগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি?

(৫০) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ– 'আর নিশ্চয়ই এটি অবিশ্বাসীদের জন্য আক্ষেপ'।

وَإِنَّهُ 'আর নিশ্চয়ই এটি' অর্থ 'কুরআন' *(কুরতুবী)*। حَسْرَةٌ অর্থ شِدَّةُ التَّلَهُّفِ وَالْحُزْنِ 'কঠিন আক্ষেপ ও দুঃখ' *(তায়সীরুত তাফসীর)*। বহুবচনে حَسَرَاتٌ و حَسْرَاتٌ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ– 'আর অনুসারীরা বলবে, যদি আমাদের (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেমন তারা (আজ) আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহকে তাদের জন্য অনুতাপ হিসাবে দেখাবেন। আর তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হ'তে পারবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬৭)*।

এখানে অর্থ 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন কাফেরদের জন্য আক্ষেপ হবে। যখন তারা কুরআনে বিশ্বাসীদের পুরস্কার প্রত্যক্ষ করবে'। অথবা এই আক্ষেপ দুনিয়াতেও হ'তে পারে, যখন তারা কুরআনের একটি আয়াতের বিপরীতে কোন আয়াত রচনায় ব্যর্থ হয় *(কুরতুবী)*।

عَلَى الْكَــافِرِينَ– 'অবিশ্বাসীদের জন্য'। এর দ্বারা কেবল অবিশ্বাসীদের বুঝানো হয়নি। বরং কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসীদেরও বুঝানো হয়েছে। যারা কুরআনের দাবীদার হয়েও কুরআনী বিধানকে অমান্য করে এবং নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। যেমন আল্লাহ মুশরিক কুরায়েশ নেতাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ– 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

এসব লোকদের ধমক দিয়ে আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إِنْ هُــمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَــبِيلاً– 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّــا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّــا مَعَكُــمْ إِنَّمَــا نَحْــنُ مُسْــتَهْزِئُونَ– 'তারা যখন ঈমানদারগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে নিরিবিলি হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে কেবল উপহাস করি মাত্র' *(বাক্বারাহ ২/১৪)*।

অতঃপর দুর্বল ঈমানদারদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُــمْ كَارِهُونَ– 'আর তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। আর তারা ছালাতে আসে অলস অবস্থায় এবং তারা অর্থ ব্যয় করে অনিচ্ছুক ভাবে' *(তওবা ৯/৫৪)*।

আলোচ্য আয়াতে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ক্বিয়ামতের দিনটি কাফের-মুশরিক, কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী সকল নামধারী মুসলমানের জন্য আক্ষেপ হবে। সেদিন তারা কারু সাহায্য পাবে না। তবে খালেছ অন্তরে ঈমান পোষণকারীরাই কেবল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِّنْ قَلْبِــهِ– 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আতের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে

খালেছ অন্তরে বলেছিল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।[৯৬] আর আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلاَّ بِإِذْنِــهِ؟ 'তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে?' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। অলি-আউলিয়াদের অসীলায় মুক্তি পাবেন বলে যারা ধারণা করেন, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করুন!

৪৮ ও ৫০ আয়াতে মুত্তাক্বী ও কাফিরদের নিকট কুরআনের দু'ধরনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। মুত্তাক্বীদের নিকট এটি উপদেশ গ্রন্থ এবং কাফিরদের নিকট এটি অনুতাপ গ্রন্থ। কেননা কাফিররা একে মানে না। অথচ এর বিপরীতে তারা কোন কিতাবও আনতে পারে না। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের অনুতাপ ছাড়া কিছুই করার থাকে না। দুনিয়াতে তারা কল্পনার অনুসারী হয়ে শয়তানের তাবেদার হয় এবং আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন হয়। স্রেফ কল্পনার ফানুস ব্যতীত তাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন মানদণ্ড থাকেনা। জীবনভর তারা কেবল সন্দেহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটায়।

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَــرَدَّدُونَ — 'তোমার নিকট অব্যাহতি চাইবে কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসে ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তরগুলি সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা তাদের সন্দেহের আবর্তে সদা ঘুরপাক খাচ্ছে' *(তওবা ৯/৪৫)*। অথচ মুসলমানের কাছে কুরআনই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড। আর এতেই তারা নিশ্চিন্ত। যেমন আল্লাহ বলেন,-ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*।

(৫১) -وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 'অথচ অবশ্যই এটি নিশ্চিতভাবে সত্য'।

وَإِنَّــهُ 'আর নিশ্চয়ই এটি' অর্থ 'কুরআন' *(কুরতুবী)*। আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সাথে সংযুক্ত (معطوف)। সূরার দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হিসাবে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, -وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 'অবশ্যই এটি নিশ্চিত সত্য'।

-لَحَقُّ الْيَقِينِ বাক্যে إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। অর্থাৎ حَقُّ-কে الْــيَقِينِ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অর্থ لَهُــوَ الْيَقِــيْنُ الْحَــقُّ 'অবশ্যই কুরআন নিশ্চিত সত্য'।

৯৬. বুখারী হা/৯৯ 'ইলম' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫৭৪ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

অথবা إِضَافَةُ الشَّيْئِ إِلَى نَفْسِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ اللَّفْظَيْنِ ‘বস্তুকে তার নিজের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে পৃথক শব্দের সাথে’। অর্থাৎ ‘সত্য যা কুরআন তাই’। যেমন حَبْلِ الْوَرِيدِ ‘প্রাণশিরা’। অর্থ ‘প্রাণশিরা যা জীবন তাই’ *(ত্বানত্বাভী)*। যেমন বলা হয়, لَعَيْنُ الْيَقِينِ وَمَحْضُ الْيَقِينِ ‘নিশ্চিত বিশ্বাস ও স্রেফ বিশ্বাস’ *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- ‘সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৭)*।

বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হ’ল, ‘হাক্কুল ইয়াক্বীন’ সত্য জ্ঞান। যে সত্য মানুষ মৃত্যুকালে উপলব্ধি করে। এর পরের স্তর হ’ল, ‘আয়নুল ইয়াক্বীন’ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যা মানুষ মালাকুল মউতকে দেখে বুঝতে পারে। এর পরের স্তর হ’ল, ‘ইলমুল ইয়াক্বীন’ নিশ্চিত জ্ঞান। যা সে সর্বদা বিশ্বাস করে *(আলূসী)*। কারণ মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী সেটা সবাই বিশ্বাস করে। তবে অন্যদের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য এই যে, তারা মৃত্যুর পরে বিচার দিবসে ও চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ- ‘প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অতএব কুরআন চির সত্য। এতে কোন মিথ্যা নেই।

(৫২) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ- ‘অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর (যিনি এই কুরআন নাযিল করেছেন)’। অর্থ نَزِّهِ اللهَ عَنِ الشِّرْكِ وَالنَّقَائِصِ ‘তুমি যাবতীয় শিরক ও ত্রুটি সমূহ থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর’। অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্র সাথে অসীলা হিসাবে যেসব নাম উচ্চারণ করে, সেসব নাম থেকে আল্লাহ্র নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ বল। আল্লাহ্র নামকে ঐসব বানোয়াট নাম সমূহ থেকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য অথবা তাঁর নে‘মত সমূহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য। যা তিনি অত্র সূরায় বর্ণনা করেছেন *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*।

যেমন ফেরাঊনের জাদুকররা বলেছিল, بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ- ‘ফেরাঊনের সম্মানের কসম! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব’ *(শো‘আরা ২৬/৪৪)*। মক্কার মুশরিকরা বলত,

بِاسْمِ اللاَّتِ وَالْعُزَّى ‘লাত ও উযযার নামে’ *(কাশশাফ, ত্বানত্বাভী তাফসীর বাক্বারাহ ১৭৩ আয়াত)*। অথবা بِحَقِّ اللاَّتِ وَالْعُزَّى ‘লাত ও উযযার সত্যতার অসীলায়’ *(সীরাতে ইবনু হিশাম ১/১৮২)*।

ওহোদ যুদ্ধ শেষে মাক্কী বাহিনী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ করে প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান ওহোদ পাহাড়ে উঠে উচ্চস্বরে ডেকে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি’? ‘আবু কুহাফার পুত্র (আবুবকর) আছে কি’? ‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আছে কি’? এভাবে তিনবার করে বলার পর জবাব না পেয়ে সে বলে উঠল, নিশ্চয়ই তারা নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে তারা জবাব দিত। তখন ওমর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি (উচ্চস্বরে) বললেন, ‘রে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন’। জবাবে আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, أُعْلُ هُبَلُ ‘হোবল দেবতার জয় হৌক’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ أَعْلَى وأَجَلُّ ‘আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানিত’। আবু সুফিয়ান বললেন, لَنَا عُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، ‘আমাদের জন্য ‘উযযা দেবী রয়েছে, তোমাদের ‘উযযা নেই’। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ ‘আল্লাহ আমাদের অভিভাবক। আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই’ *(বুখারী হা/৩০৩৯, ৪০৪৩)*।[৯৭]

অতএব আল্লাহকে ছেড়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ এবং জয়ধ্বনি করা নিষিদ্ধ। বদর, খন্দক, খায়বর, মক্কা বিজয় সহ কোন যুদ্ধ জয়ের পর রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা ব্যতীত অন্য কারু নামে প্রশংসা বা জয়ধ্বনি করেননি। যে মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত ও নফল ছালাত সমূহে অসংখ্যবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) বলে, সে মুসলমান অন্য কারো নামে শপথ বা জয়ধ্বনি করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল’।[৯৮]

আলোচ্য আয়াতে بِاسْمِ رَبِّكَ ‘তোমার প্রতিপালকের নামে’ বলে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। مُسَمَّى বা নামীয় সত্তাকে নয়। যেটি আশ‘আরী ও মু‘তাযেলীদের ভ্রান্ত

৯৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৭৬-৭৭ পৃ.।
৯৮. তিরমিযী হা/১৫৩৫; মিশকাত হা/৩৪১৯, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ); ছহীহাহ হা/২০৪২।

আক্বীদা। কেননা তারা আল্লাহ্র নাম ও তাঁর নামীয় সত্তাকে পৃথক ধারণা করেন এবং আল্লাহকে গুণহীন সত্তা বলেন।[৯৯]

জানা আবশ্যক যে, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র নামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামীয় সত্তা ধারণা করলে সৃষ্টিকর্তা অর্থে অমুসলিমদের কল্পিত বিভিন্ন নামকে স্বীকার করে নিতে হবে। যেমন ওঁ, ওম, হরি, ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি। এইসব নাম স্রেফ ধারণা প্রসূত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ- 'তোমরা আমার সাথে ঐসব নাম নিয়ে কেন বিতর্ক করছ, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা যেসবের নামকরণ করেছ, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি? অতএব তোমরা (শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি' *(আ'রাফ ৭/৭১)*।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ- 'অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর (যিনি এই কুরআন নাযিল করেছেন)' বলে রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের প্রতি হেদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক জীবনে কুরআনী বিধানের উপর দৃঢ় থাকার ও আল্লাহ নামের পবিত্রতা বর্ণনা করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

॥ সূরা হা-ক্বাহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الحاقة، فلله الحمد والمنة

৯৯. দ্র. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা 'সূরা রহমান' শেষ আয়াতের তাফসীর; লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' (১৯৯৬ খৃ.) ৯৯ পৃ.।

সূরা মা‘আরিজ (সিঁড়ি সমূহ)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা হা-ক্কাহ ৬৯/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৭০, রুকূ ২, আয়াত ৪৪, শব্দ ২১৭, বর্ণ ৯৪৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ١

(১) প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে।

لِّلۡكٰفِرِيۡنَ لَيۡسَ لَهٗ دَافِعٌ ٢

(২) অবিশ্বাসীদের জন্য যাকে বাধা দানকারী কেউ নেই-

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الۡمَعَارِجِ ٣

(৩) আল্লাহ থেকে; যিনি সিঁড়ি সমূহের মালিক।

تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوۡحُ اِلَيۡهِ فِىۡ يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِيۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ ٤

(৪) যে সিঁড়ি দিয়ে ফেরেশতাগণ ও জিব্রীল দৈনিক ঊর্ধ্বারোহন করে থাকে তার দিকে। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান।

فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِيۡلًا ٥

(৫) অতএব তুমি উত্তমভাবে ছবর কর।

اِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهٗ بَعِيۡدًا ٦

(৬) অবিশ্বাসীরা ঐদিনকে বহু দূরে মনে করে।

وَّنَرٰىهُ قَرِيۡبًا ٧

(৭) অথচ আমরা ঐদিনকে নিকটে মনে করি।

يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِ ٨

(৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত

وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ ٩

(৯) এবং পর্বতসমূহ হবে (ধুনিত) রঙিন পশমের মত।

وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيۡمٌ حَمِيۡمًا ١٠

(১০) সেদিন কোন বন্ধু তার বন্ধুর খোঁজ নিবে না।

يُّبَصَّرُوۡنَهُمۡ ؕ يَوَدُّ الۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِىۡ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذٍۢ بِبَنِيۡهِ ١١

(১১) তাদের পরস্পরকে ভালভাবে দেখানো হবে। অপরাধী ব্যক্তি সেদিনের শাস্তির বিনিময় হিসাবে দিতে চাইবে নিজের সন্তান-সন্ততিকে,

Contents

(১২) নিজের স্ত্রী ও ভাইকে;	وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيۡهِ ﴿۱۲﴾
(১৩) তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত;	وَفَصِيۡلَتِهِ الَّتِىۡ تُـْوِيۡهِ ﴿۱۳﴾
(১৪) এবং পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাইকে; অতঃপর তিনি যেন তাকে মুক্তি দেন।	وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا ۙ ثُمَّ يُنۡجِيۡهِ ﴿۱۴﴾
(১৫) কখনই না। এটাতো লেলিহান অগ্নি।	كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ﴿۱۵﴾
(১৬) যা চামড়া তুলে নিবে।	نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿۱۶﴾
(১৭) সে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (সত্য থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿۱۷﴾
(১৮) যে সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা পুঞ্জিভূত করে রেখেছিল।	وَجَمَعَ فَاَوۡعٰى ﴿۱۸﴾
(১৯) নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ভীরু রূপে।	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ﴿۱۹﴾
(২০) যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ﴿۲۰﴾
(২১) আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়।	وَاِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًا ﴿۲۱﴾
(২২) তবে মুছল্লীগণ ব্যতীত।-	اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَ ﴿۲۲﴾
(২৩) যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে (১)।	الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾
(২৪) যাদের ধন-সম্পদে হক নির্ধারিত থাকে (২)	وَالَّذِيۡنَ فِىۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُوۡمٌ ﴿۲۴﴾
(২৫) প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য।	لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ ﴿۲۵﴾
(২৬) যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে (৩)।	وَالَّذِيۡنَ يُصَدِّقُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿۲۶﴾

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে ভীত (৪)।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾

(২৮) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হ'তে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে (৫)।

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত। তারা এতে নিন্দিত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) যারা এদেরকে ছেড়ে অন্যদের কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) যারা তাদের আমানত সমূহ রক্ষা করে ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে (৬, ৭)।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) যারা তাদের সাক্ষ্য সমূহে অবিচল থাকে (৮)।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে (৯)।

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع

(৩৫) তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

(রুকূ ১)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) অতঃপর অবিশ্বাসীদের কি হয়েছে যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে?

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে?

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾

(৩৮) তাদের প্রত্যেকে কি আশা করে যে, তাকে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?

كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) কখনোই না। আমরা তাদেরকে কিসের থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰرِقِ وَٱلۡمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ۝٤٠

(৪০) অতঃপর আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের মালিকের। নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম-

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوقِينَ ۝٤١

(৪১) তাদের বদলে উত্তম লোকদের সৃষ্টি করতে। আর আমরা এতে আদৌ অপারগ নই।

فَذَرۡهُمۡ يَخُوضُواْ وَيَلۡعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوۡمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۝٤٢

(৪২) অতএব তুমি ওদের ছেড়ে দাও ওরা খেল-তামাশা করতে থাকুক, ওদের দেওয়া প্রতিশ্রুত দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত।

يَوۡمَ يَخۡرُجُونَ مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمۡ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝٤٣

(৪৩) সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছে।

خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌۚ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۝٤٤

(৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হ'ত। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১) سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ– 'প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল অবধারিত আযাব সম্পর্কে'।

سَآئِلٌ 'প্রশ্নকারী' বলে একবচন আনা হয়েছে সকলের পক্ষে একজন বুঝানোর জন্য অথবা প্রশ্নকারীদের একটি দলকে বুঝানোর জন্য। একদিন মাগরিবের পর উৎবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, অলীদ বিন মুগীরাহ, আবু জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া, 'আছ বিন ওয়ায়েল, উমাইয়া বিন খালাফ প্রমুখ মক্কার ১৫ জনের অধিক নেতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কা'বা চত্বরে বসে ৮টি উদ্ভট দাবী পেশ করে *(ইবনু হিশাম ১/২৯৫-২৯৮)*। তার মধ্যে ৬নং দাবীটি ছিল, আমরা তোমার উপর ঈমান আনিনি বিধায় তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের উপর আকাশকে টুকরা টুকরা করে গযব হিসাবে নামিয়ে দেন। যেমনটি তুমি ধারণা করে থাক। পরে প্রত্যেকটির জবাব মাক্কী সূরা বনু ইস্রাঈল ৯০-৯৩ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।[১০০] অত্র সূরার প্রথম আয়াতে উক্ত

১০০. দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১২১ পৃ.।

ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রতি যুগের অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীদের প্রশ্নের উত্তর আকারে নাযিল হয়েছে।

যামাখশারী, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী, জালালায়েন সবাই উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে নযর বিন হারেছের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং অধিকাংশ এর পক্ষে সূরা আনফালের ৩২ আয়াতটি এনেছেন। তবে বায়যাভী এটিকে নযর বিন হারেছের বক্তব্য ধারণা করে তার দলীল হিসাবে প্রথমে সূরা আনফাল ৩২ আয়াতটি এনেছেন। যা মাদানী সূরা। অতঃপর অথবা বলে এটি আবু জাহলের বক্তব্য ধারণা করে সূরা শো'আরা ১৮৭ আয়াতটি পেশ করেছেন। যা মাক্কী সূরা। অথচ শো'আরা ১৮৭ আয়াতটি এসেছে হযরত শু'আয়েব (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনার মধ্যে। সেখানে বলা হয়েছে যে, উক্ত দাবীটি তার কওমের নেতারা তাঁর কাছে করেছিল। এটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়কার ঘটনা নয়। যেখানে স্বয়ং আবু জাহল-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ– 'আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সত্য (নবী) হয়ে থাকে তোমার পক্ষ হ'তে, তাহ'লে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দাও' *(আনফাল ৮/৩২)*। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সূরা আনফাল মাদানী সূরা। যা বদর যুদ্ধ উপলক্ষে নাযিল হয়। অথচ বর্তমান সূরাটি মাক্কী। অতএব মক্কার কোন ঘটনা উপলক্ষেই অত্র আয়াত নাযিল হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া নযর বিন হারেছ ও ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্বকে বদর যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে হত্যা করা হয়।[১০১]

অতএব উপরে বর্ণিত কুরায়েশ নেতাদের উদ্ভট দাবীসমূহের প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়ে থাকতে পারে। তবে উপলক্ষ্য যাই হৌক, উপরোক্ত দাবী সকল যুগের সকল অবিশ্বাসী সমাজের। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ– 'তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান' *(হজ্জ ২২/৪৭)*। অর্থাৎ আজ হৌক কাল হৌক অবিশ্বাসী ও পাপীদের উপর আযাব আসবেই। দুনিয়াতে আসবে ছোট আযাব হিসাবে এবং আখেরাতে আসবে জাহান্নামের কঠোরতম আযাব হিসাবে *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

(২) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ– 'অবিশ্বাসীদের জন্য যাকে বাধা দানকারী কেউ নেই-'।

এখানে لِّلْكَافِرِينَ অর্থ 'কাফিরদের জন্য' বা 'কাফিরদের উপর' দু'টিই হ'তে পারে *(ক্বাসেমী)*। যাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কারু থাকবে না। 'কাফির' বলা হয়েছে

১০১. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩১৪ পৃ.।

‘অবিশ্বাসীদের সেরা’ হিসাবে। কিন্তু এর দ্বারা মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদেরকেও বুঝানো হয়েছে। যা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ– ‘যাকে বাধা দানকারী কেউ নেই’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ– مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ– ‘নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসবেই’। ‘তাকে প্রতিহত করার কেউ নেই’ *(তূর ৫২/৭-৮)*।

دَفَعَ يَدفَعُ دَفْعًا فهو دَافِعٌ والأمر منه اِدْفَعْ ‘বাধা দেওয়া’। যেমন আল্লাহ বলেন, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ– ‘তুমি মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিরোধ কর। তারা যেসব কথা বলে তা আমরা ভালভাবেই জানি’ *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ، إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ– ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

(৩) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ– ‘আল্লাহ থেকে; যিনি সিঁড়ি সমূহের মালিক’।

مِنَ اللهِ، অর্থ مِنْ عَذَابِ اللهِ ‘আল্লাহ্র শাস্তি থেকে’। যেমন জিনেরা কুরআন শুনে বলেছিল, وَمَنْ لاَّ يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ– ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহকে (প্রতিশোধ গ্রহণে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না’ *(আহক্বাফ ৪৬/৩২)*।

এখানে ذِي الْمَعَارِجِ অর্থ ذِي الدَّرَجَاتِ ‘সিঁড়ি সমূহের মালিক’। যার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে –خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا– ‘আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে’ *(নূহ ৭১/১৫)*। সিঁড়ি ও স্তর একই মর্ম বহন করে। অথবা এর দ্বারা মুমিনদের মর্যাদা অনুযায়ী জান্নাতের স্তর সমূহ বুঝানো হ’তে পারে *(ক্বাসেমী)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ– ‘জান্নাতের একশ’টি স্তর রয়েছে। প্রতি স্তরের মাঝে দূরত্ব হ’ল আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্বের ন্যায়। ফেরদাউস হ’ল সর্বোচ্চ জান্নাত। সেখান থেকে জান্নাতের চারটি নদী

প্রবাহিত। এর উপরে আছে আরশ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফেরদাঊস প্রার্থনা কর'।[১০২] অত্র আয়াতে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে যে, আকাশের উচ্চতা অপরিমেয় এবং সপ্ত আকাশের মধ্যে বহু স্তর রয়েছে, যেগুলিকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সিঁড়ি একটার পর একটা পার হ'তে হয়। প্রত্যেক আকাশ ও স্তর সমূহ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। প্রত্যেকটির রয়েছে ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ব্যবস্থাপনা। যেখানে দাররক্ষী নিযুক্ত আছে। যারা দরজা না খুললে কেউ উপরে উঠতে পারে না।[১০৩] এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সন্ধান রয়েছে।

(৪) تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ- 'যে সিঁড়ি দিয়ে ফেরেশতাগণ ও জিব্রীল দৈনিক ঊর্ধ্বারোহন করে থাকে তার দিকে। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান'।

অত্র আয়াতে الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوْحُ 'ফেরেশতাগণ' ও 'জিব্রীল'-কে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নেতা হিসাবে জিব্রীলের পৃথক মর্যাদা বুঝানোর জন্য *(কাশশাফ)*। إِلَيْهِ 'তার দিকে' অর্থ 'আল্লাহ্‌র দিকে'। জালালায়েন বলেছেন, إِلَى مَهْبِطِ أَمْرِه مِنَ السَّمَاء 'আসমান থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবতরণের স্থান' *(জালালায়েন)*। যামাখশারী বলেছেন, 'তাঁর আরশের দিকে এবং যেখানে তাঁর আদেশ সমূহ অবতীর্ণ হয় সেই স্থানের দিকে' *(কাশশাফ)*। কুরতুবীও একইরূপ অর্থ বলেছেন। তবে সঠিক অর্থ হবে 'আল্লাহ্‌র দিকে'।

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ- 'যে দিনের পরিমাণ তোমাদের পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান'। মুজাহিদ বলেন, نُزُولَ الْأَمْرِ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى الْأَرْضِ وَمِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ এর অর্থ 'হুকুম নাযিল হয় দুনিয়ার আসমান হ'তে যমীন পর্যন্ত এবং যমীন হ'তে আসমান পর্যন্ত এক দিনে। যার দূরত্বের পরিমাণ (দুনিয়ার হিসাবে) পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান' *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ- 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর সেগুলি তাঁর নিকট পৌঁছে এক দিনে, যার (দৈর্ঘের) পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান' *(সাজদাহ ৩২/৫)*। কোন কোন বিদ্বান বলেন, এর অর্থ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামত দিবস' *(কুরতুবী)*।

---

১০২. তিরমিযী হা/২৫৩১; বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, রাবী উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ)।
১০৩. বুখারী হা/৩২০৭; মুসলিম হা/১৬৪; মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।

(৫) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً– ‘অতএব তুমি উত্তমভাবে ছবর কর’। অর্থাৎ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের দেওয়া অপবাদ ও নানাবিধ কষ্টে উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ কর। সেখানে কোন অস্থিরতা থাকবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকটে কোন অভিযোগ থাকবে না *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً– ‘আর কাফির-মুশরিকরা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১০)*।

(৬) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا– ‘অবিশ্বাসীরা ঐদিনকে বহু দূরে মনে করে’।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ অর্থ إِنَّهُمْ يَظُنُّوْنَ الْقِيَامَةِ ‘তারা ক্বিয়ামতকে মনে করে’। بَعِيدًا– ‘বহু দূরে’ অর্থ غَيْرُ وَاقِعٍ ‘অনুষ্ঠিত হবে না’ *(জালালায়েন)*। এটি ছিল তাদের ধারণা। আল্লাহ বলেন, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّآنِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ، ‘আর যাতে তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদের, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের উপর রয়েছে মন্দের বেষ্টনী’ *(ফাৎহ ৪৮/৬)*। আর সেজন্যেই তারা কোন ব্যাপারে সঠিক ও উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

(৭) وَنَرَاهُ قَرِيبًا– ‘অথচ আমরা ঐ দিনকে নিকটে মনে করি’।

نَرَاهُ অর্থ نَعْلَمُهُ ‘আমরা জানি’। কারণ দেখার বিষয়টি অস্তিত্বের জগতের সঙ্গে যুক্ত *(কুরতুবী)*। অথচ ক্বিয়ামতের বিষয়টি তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দেখা যাবে না। ‘ঐ দিন’ অর্থ ‘ক্বিয়ামতের দিন’। আর মৃত্যুর পরেই ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়। যাকে ‘ছোট ক্বিয়ামত’ বলা হয়। অতএব সেটি অতীব নিকটে এবং তা যেকোন সময় ঘটতে পারে। যদিও অবিশ্বাসীরা এবং উদাসীন লোকেরা তাকে অনেক দূরে মনে করে। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ জানতে পারবে তার পরিণাম। তাই অত্র আয়াতে অবিশ্বাসীদের সাবধান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا– ‘লোকেরা তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দাও এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই আছে। কিভাবে তুমি জানবে যে, ক্বিয়ামত খুবই নিকটবর্তী?’ *(আহযাব ৩৩/৬৩)*।

(৮) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ– ‘সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত’। এখান থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা এসেছে।

يَوْمَ যবরযুক্ত হয়েছে এজন্য যে, এটি প্রথম আয়াতের শেষে বর্ণিত وَاقِعٌ শব্দ থেকে কর্মকারক (مفعول فيه) হয়েছে। অর্থাৎ وَاقِعٌ بِهِمُ الْعَذَابُ يَوْمَ 'তাদের উপর শাস্তি পতিত হবে, যেদিন ... *(কুরতুবী)*। সেদিনের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ এখানে বলেন, تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ- 'আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا- 'আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় (পুঁজ-রক্ত) দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল' *(কাহফ ১৮/২৯)*।

(৯) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ- 'এবং পর্বতসমূহ হবে (ধুনিত) রঙিন পশমের মত'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ- 'এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত' *(ক্বারে'আহ ১০১/৫)*।

(১০) وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً- 'সেদিন কোন বন্ধু তার বন্ধুর খোঁজ নিবে না'। অর্থ لاَ يَسْأَلُ قَرِيبٌ قَرِيبًا 'কোন নিকটজন তার নিকটজনের খোঁজ নিবে না' *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ- وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ- 'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে'। 'তার মা ও বাপ থেকে'। 'এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে'। 'প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে' *('আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*।

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، 'কোন বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। আর কোন গুরুভার বহনকারী যদি তার ভার বহনে কাউকে আহ্বান করে, তবে তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না। যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়' *(ফাত্বির ৩৫/১৮)*। অতঃপর পুরা মানবজাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا، إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ، فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ- 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয়

Contents

কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্র তার পিতার কোন কাজে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোকমান ৩১/৩৩)*। সেদিন বান্দাদের হা-হুতাশ সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, –فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ– وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ 'ফলে (আজ) আর আমাদের জন্য কোন সুফারিশকারী নেই'। 'কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই' *(শো'আরা ২৬/১০০-১০১)*।

(১১) يُبَصَّرُونَهُمْ، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ– 'তাদের পরস্পরকে ভালভাবে দেখানো হবে। অপরাধী ব্যক্তি সেদিনের শাস্তির বিনিময় হিসাবে দিতে চাইবে নিজের সন্তান-সন্ততিকে'।

يُبَصَّرُونَهُمْ অর্থ يُعْرَفُوْنَ أَقْرِبَاءَهُمْ 'তাদের নিকটাত্মীয়দেরকে চিনানো হবে' *(ক্বাসেমী)*। সেদিন মাযলূম তার যালেমকে এবং নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে *(কুরতুবী)*।

بَصَّرَ 'ভালভাবে দেখানো'। بَصَّرَ يُبَصِّرُ تَبْصِيْرًا وتَبْصِرَةً فَهُوَ مُبَصِّرٌ وَالْمَفْعُول مُبَصَّرٌ– بَصَّرَ الشَّيْءَ اي عَرَّفَهُ وَوَضَّحَهُ অর্থ 'কাউকে কোন বস্তু চিনানো ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা'। باب تفعيل-এর خاصية مبالغة বা আধিক্য বোধক বৈশিষ্ট্য হ'ল, কোন বস্তু ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করা। যেমন قَطَعَ অর্থ 'সে কেটেছে'। সেখান থেকে باب تفعيل-এর ওযনে قَطَّعَ অর্থ 'সে টুকরা টুকরা করে কেটেছে'। তেমনিভাবে بَصُرَ অর্থ 'সে দেখেছে'। সেখান থেকে باب تفعيل-এর ওযনে بَصَّرَ অর্থ 'সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালভাবে দেখেছে'। ক্বিয়ামতের দিন সকলের দৃষ্টি প্রখর হবে এবং পরস্পরকে স্পষ্টভাবে দেখানো হবে। ভাল-মন্দ সবকিছুই সকলের দৃষ্টিগোচর হবে।

আল্লাহ বলেন, –يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে' *(ইব্রাহীম ১৪/৪৮)*। بَرَزَ অর্থ ظَهَرَ بَعْدَ خَفَاءٍ 'গোপন থেকে প্রকাশিত হওয়া'। بَرَزَ يَبْرُزُ بُرُوْزًا فَهُوَ بَارِزٌ؛ بَرَزَ لِلَّهِ أى خَرَجَ وظَهَرَ ووَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ– অর্থ 'বের হওয়া, প্রকাশিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া'।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، অর্থ يُحِبُّ الَّذِيْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 'যার উপরে শাস্তি অবধারিত হয়েছে, সে চাইবে' *(সা'দী)*। لَوْ يَفْتَدِيْ، 'যদি সে শাস্তির বিনিময় হিসাবে দিতে পারত' অর্থ 'সে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান ব্যক্তিকে বদলা দিতে চাইবে। কিন্তু সে পারবে না' *(মাওয়ার্দী, কুরতুবী)*।

اِفْتَدَى يَفْتَدِي اِفْتَدِ اِفْتِدَاءً فَهُوَ مُفْتَدٍ؛ اِفْتَدَى الأَسِيرُ أى قَدَّمَ الفِدْيَةَ عَنْ نَفْسِهِ– 'বন্দী তার প্রাণের বিনিময়ে ফিদইয়া পেশ করল'। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ– 'নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কারু কাছ থেকে যমীন ভর্তি স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদি তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিনিময়ে তা দিতে চায়। ওদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং ওদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৩/৯১)*।

(১২) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ– 'নিজের স্ত্রী ও ভাইকে'। صَاحِبَتِهِ অর্থ زَوْجَتِهِ 'তার স্ত্রী' *(কুরতুবী)*।

(১৩) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ– 'তার আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত'।

فَصِيلَتِهِ অর্থ عَشِيرَتِهِ 'তার আত্মীয়-স্বজন'। আবু ওবায়দাহ বলেন, الْفَصِيلَةُ دُونَ الْقَبِيلَةِ 'যারা নিজ গোত্রের বাইরের স্বজন'। অর্থাৎ দল বা সংগঠন। تُؤْوِيهِ– অর্থ تَنْصُرُهُ 'যারা তাকে সাহায্য করে' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ– 'সেদিন আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদের সাহায্য করবে। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তার বাঁচার কোন পথ থাকে না' *(শূরা ৪২/৪৬)*। অথবা এর অর্থ تَضُمُّهُ وَتُؤَمِّنُهُ مِنْ خَوْفٍ إِنْ كَانَ بِهِ 'তাকে কাছে টেনে নেয় ও তার মধ্যে ভয় থাকলে তা থেকে তাকে নিরাপত্তা দেয়' অর্থাৎ তাকে আশ্রয় দেয় *(কুরতুবী)*।

যেমন কাফের সম্রাটের ভয়ে গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী আছহাবে কাহফের ঈমানদার যুবকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا–... وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا– 'যখন কয়েকজন

যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিল। অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে নিজের পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দাও!'... 'অতএব যখন তোমরা পৃথক হ'লে তাদের থেকে ও যাদেরকে তারা উপাসনা করে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের থেকে, তখন তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর গিরিগুহায়, যেখানে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তার অনুগ্রহ প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন' *(কাহফ ১৮/১০, ১৬)*।

(১৪) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ– 'এবং পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাইকে; যেন তিনি তাকে মুক্তি দেন'। يُنْجِيهِ– অর্থ يُخَلِّصُهُ ذٰلِكَ الْفِدَاءُ 'ঐ বিনিময় তাকে মুক্তি দিবে' *(কুরতুবী)*। ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, اَلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ– 'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*।

(১৫) كَلَّآ إِنَّهَا لَظٰى– 'কখনই না। এটাতো লেলিহান অগ্নি'। এখানে إِنَّهَا لَظٰى অর্থ حَقًّا إِنَّهَا لَظَى الَّتِى تَتَلَظَّى نِيْرَانُهَا 'নিশ্চিতভাবেই ওটা 'লাযা' জাহান্নাম। যার আগুন কালিমাহীন স্ফুলিঙ্গময়' *(কুরতুবী)*।

(১৬) نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى– 'যা চামড়া তুলে নিবে'। نَزَّاعَةً অর্থ ক্বাতাদাহ বলেন, 'তার হাড্ডি থেকে গোশত ও চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না' *(শাওকানী)*। لِلشَّوٰى অর্থ ظَاهِرُ الْجِلْدِ أو جِلْدَةُ الرَّأسِ 'দেহের চামড়া অথবা মাথার চামড়া'। شَوًى বহুবচনে شَوَاةٌ।

(১৭) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى– 'সে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (সত্য থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল'। অর্থ تَدْعُو لَظَى مَنْ أَدْبَرَ فِي الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَتَوَلَّى عَنِ الْإِيْمَانِ 'লাযা' জাহান্নাম ঐসব লোকদের ডাকবে, যারা দুনিয়াতে আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল' *(কুরতুবী)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, জাহান্নাম সেদিন কাফির-মুনাফিকদের ডাকবে ও জমা করবে। আল্লাহ তার মধ্যে কথা বলার ক্ষমতা দান করবেন, যেমনভাবে তিনি দান করবেন দেহচর্ম ও ত্বক এবং তাদের হাত ও পা-কে।

যেমনটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বৃক্ষটির মধ্যে, যখন তিনি মূসার সাথে কথা বলেন (كَمَا خَلَقَهُ فِي الشَّجَرَةِ حِيْنَ كَلَّمَ مُوْسَى)। এর দ্বারা যামাখশারী স্বীয় মু'তাযেলী আক্বীদা মতে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ বৃক্ষের মধ্যে কথা বলার ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে মূসার সাথে কথা বলেছিলেন। এই ব্যাখ্যা মারাত্মক ভুল। এর দ্বারা আল্লাহ্র সরাসরি কথা বলার গুণকে অস্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতের নিকট এর ব্যাখ্যা হ'ল, আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন মূসার সাথে স্বীয় সনাতন সত্তার মাধ্যমে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের দেহ-চর্ম কথা বলবে, তার সঙ্গে দুনিয়াতে মূসার সঙ্গে আল্লাহ্র কথা বলাকে তুলনা করা ফাসেদ ক্বিয়াস মাত্র। কেননা কুরআনে পরিষ্কারভাবে এসেছে যে, وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا– 'আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন করেছেন' *(নিসা ৪/১৬৪)*। আর এটি ছিল অন্যান্য নবীদের থেকে মূসার পৃথক বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَّآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، 'উক্ত রাসূলগণ, আমরা তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদা দান করেছি। তাদের কারু সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারু মর্যাদা উচ্চতর করেছেন। আর আমরা মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) দ্বারা শক্তিদান করেছি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৩)*।

'লাযা' হ'ল জাহান্নামের অন্যতম নাম। পবিত্র কুরআনে জাহান্নামের নয়টি নাম এসেছে। যথা : (১) 'নার' *(বাক্বারাহ ২/২৪; এটিই জাহান্নামের সাধারণ নাম)*। (২) জাহীম *(বাক্বারাহ ২/১১৯)*। (৩) জাহান্নাম *(বাক্বারাহ ২/২০৬; এটিই সর্বাধিক পরিচিত নাম)*। (৪) সা'ঈর *(হজ্জ ২২/৪৭)*। (৫) সাক্বার *(ক্বামার ৫৪/৪৮)*। (৬) লাযা *(মা'আরিজ ৭০/১৫)*। (৭) হা-ফেরাহ *(নাযে'আ-ত ৭৯/১০)*। (৮) হা-ভিয়াহ *(ক্বারে'আহ ১০১/৯)*। (৯) হুত্বামাহ *(হুমাযাহ ১০৪/৪)*। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ জাহান্নামকে বিশুদ্ধভাবে কথা বলার ক্ষমতা দিবেন, যা আহূত ব্যক্তিরা বুঝবে। অথবা এর দ্বারা জাহান্নামের রক্ষীদের বুঝানো হ'তে পারে। যাদের আহ্বানকে জাহান্নামের আহ্বান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(১৮) وَجَمَعَ فَأَوْعَى– 'সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা পুঞ্জিভূত করে রেখেছিল (অর্থাৎ কৃপণতা করেছিল)'।

এখানে জাহান্নামীদের বড় পাপটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হ'ল তাদের কৃপণতা। তারা সম্পদ জমা করে ও সঞ্চয় করে। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না। কৃপণতার নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য এখানে কেবল বড় পাপটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও জাহান্নামীদের আরও অনেক পাপ থাকতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী হ'লেন আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*। তিনি বলেন, وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯; তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

(১৯) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا– 'নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ভীরু রূপে'।

পরপর তিনটি আয়াতে মানুষের স্বভাবধর্ম বর্ণিত হয়েছে। সে দারুণ ভীরু। তাই আনন্দে ও বিষাদে কোনটাতেই সে ধৈর্য রাখতে পারে না। الْهَلَعُ অর্থ أَشَدُّ الْحِرْصِ وَأَسْوَأُ الْجَزَعِ وَأَفْحَشُهُ الذى لاَ يَصْبِرُ عَلَى خَيْرٍ وَلاَ شَرٍّ 'দারুণ লোভী ও চরম পর্যায়ের অস্থিরমতি। যে ভাল বা মন্দ কোনটাতেই ধৈর্যধারণ করতে পারে না' *(কুরতুবী)*।

الْإِنْسَانُ 'মানুষ' বলে এখানে 'কাফের' বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। কেননা মুমিন কখনো ধৈর্য হারায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ– 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ যে স্বভাব, তা হ'ল তার কঠিন কৃপণতা ও নিকৃষ্টতম ভীরুতা'।[১০৪] هَلِعَ يَهْلَعُ هَلَعًا وهُلُوعًا فَهُوَ هَلِعٌ وَهَلُوْعٌ؛ أَصَابَهُ الْهَلَعُ أَىِ الْجَزَعُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ 'অস্থিরতা ও কঠিন ভয় তাকে গ্রাস করেছে'।

(২০) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا– 'যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে'।

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، 'যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি

---

১০৪. আবুদাঊদ হা/২৫১১; আহমাদ হা/৭৯৯৭; ছহীহাহ হা/৫৬০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

নিজের পক্ষ থেকে তাকে অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে তার কষ্টের কথা ভুলে যায়, যার জন্য সে ইতিপূর্বে তাঁকে ডেকেছিল। আর সে তখন আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে, যাতে সে অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে' *(যুমার ৩৯/৮)*। কিছু মানুষ তার বিপদমুক্তিকে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ফল হিসাবে বড়াই করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ– 'বস্তুতঃ যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাদের ডাকে। অতঃপর যখন আমরা তাকে আমাদের পক্ষ হ'তে অনুগ্রহ প্রদান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমাকে আমার জ্ঞানের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে। বরং এটি তার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানেনা' *(যুমার ৩৯/৪৯)*। যেমন ধনকুবের ক্বারূণ দম্ভভরে বলেছিল, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ– 'এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধন-সম্পদে ছিল অধিক প্রাচুর্যময়। বস্তুতঃ অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*।

جَزِعَ يَجْزَعُ جَزَعًا وجُزُوعًا فَهُوَ جَازِعٌ وجَزِعٌ؛ جَزِعَ عَلَيْهِ أى أَشْفَقَ عَلَيْهِ وَخَافَ 'উদ্বিগ্ন হয়েছে ও ভয় পেয়েছে'।

(২১) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا– 'আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়'। যেমন ফাসেকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ– 'আর তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। আর তারা ছালাতে আসে অলস অবস্থায় এবং তারা অর্থ ব্যয় করে অনিচ্ছুক ভাবে' *(তওবা ৯/৫৪)*। উপরের আয়াতগুলিতে মানুষের একটি স্বভাবগত দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

مَنَعَ يَمْنَعُ مَنْعًا فَهُوَ مَانِعٌ وَالْمَفْعُوْلُ مَمْنُوْعٌ 'নিষেধ করা'। مَنَعَ اللهُ الْخَمْرَ أى حَرَّمَهَا 'আল্লাহ মদকে নিষিদ্ধ করেছেন'। مَنَعَ فُلاَنٌ النَّاسَ أى انْقَطَعَ خَيْرُهُ عَنْهُمْ بُخلاً وتَقْتِيْرًا 'অমুক ব্যক্তি মানুষকে বঞ্চিত করেছে'। অর্থ তাদের থেকে তার কল্যাণ বিচ্যুত হয়েছে কৃপণতা ও সংকীর্ণতার কারণে।

(২২) إِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ– ‘তবে মুছল্লীগণ ব্যতীত’। এখান থেকে পরপর ১৪টি আয়াতে ‘মুছল্লী’দের ৯টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা মুমিনূনে সফলকাম মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। সবগুলি পরস্পরে পরিপূরক।

‘ছালাত’ অর্থ صلَّى يُصلِّي صَلِّ تصليةً فهو مُصلٍّ والمفعول مُصلًّى؛ ‘নরম করা’। যেমন صَلَّى الْعَصَا عَلَى النَّارِ أى لَوَّحَهَا وَلَيَّنَهَا وَقَوَّمَهَا بِهَا ‘সে আগুনের উপরে লাঠিকে ঝলসিয়েছে। অর্থ তাকে নরম করেছে ও তা দিয়ে সোজা করেছে’। যেভাবে আগুনের উত্তাপে কঞ্চি নরম করে ছিপ সোজা করা হয়। সেখান থেকে ‘ছালাত পড়া’। কারণ ছালাতে মুছল্লীর হৃদয় নরম হয়। ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হি.) বলেন, اَلصَّلاَةُ أي الدُّعَاءُ والرَّحْمَةُ والاسْتِغْفَارُ ‘ছালাত’ অর্থ দো‘আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ, وَهِيَ عِبَادَةٌ فِيْهَا رُكُوْعٌ وسُجُوْدٌ ‘সেই ইবাদত যার মধ্যে রুকূ ও সিজদা রয়েছে’।[১০৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ‘ছালাতের চাবি হ’ল পবিত্রতা। আর ‘তাহরীম’ হ’ল শুরুতে ‘আল্লাহু আকবার’ বলা এবং ‘তাহলীল’ হ’ল (শেষে) সালাম বলা’।[১০৬] অর্থাৎ ‘শরী‘আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ‘ছালাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়’ *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ২৯ পৃ.)*।

হৃদয় পরিশুদ্ধ হওয়ার যুক্তিতে যারা আনুষ্ঠানিক ছালাত পড়েন না, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছেন। কেননা ছালাতের কেবল আভিধানিক অর্থই যথেষ্ট নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে ছালাত আদায় করেছেন, সেটাই ফরয। তিনি বলেছেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّىْ ‘তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’...।[১০৭] আল্লাহ্র হুকুমে এই ছালাতই জিব্রীল তাঁকে শিখিয়েছেন।[১০৮] অত্র আয়াতে ‘মুছল্লী’ বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা শারঈ তরীকায় পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত ও নফল ছালাত সমূহ আদায় করেন *(মুমিনূন ২৩/৯; মা‘আরেজ ৭০/৩৪)*।

---

১০৫. আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত : ৮ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) ১৩০৩-০৪ পৃ.।
১০৬. আবুদাঊদ হা/৬১; তিরমিযী হা/৩; দারেমী হা/৬৮৭; মিশকাত হা/৩১২ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, রাবী আলী (রাঃ)।
১০৭. বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত হা/৬৮৩, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৬, রাবী মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রাঃ)।
১০৮. আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩ ‘ছালাত’ অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

(২৩) اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ– 'যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ১ম গুণ। دَآئِمُونَ– অর্থ যারা কোন কাজ নিয়মিতভাবে করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ– 'আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর আমল হ'ল নিয়মিত করা, যদিও তা কম হয়'।[১০৯] ইবনু মাসঊদ, মাসরূক্ব ও নাখাঈ বলেন, এখানে অর্থ حَافِظُونَ عَلَى أَوْقَاتِهَا وَوَاجِبَاتِهَا 'যারা ছালাতের সময় ও ওয়াজিব সমূহের হেফাযতকারী এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে আমলকারী' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। دَامَ يَدُوْمُ دُمْ دَوْمًا وَدَوَامًا وَدَيْمُوْمَةً فَهُوَ دَائِمٌ؛ دَامَ عَلَى حَالِهِ أى اِسْتَمَرَّ وَ ثَبَتَ 'অবিরতভাবে করা, দৃঢ় থাকা'। মেশিন চালু না থাকলে যেমন তাতে মরিচা ধরে যায়, ইবাদত নিয়মিত না করলে তেমনি হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে ওযূ করে ও স্রেফ ছালাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র নিকটে একটি করে নেকী হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় ও একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি ছালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে ও বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ কর'। 'তুমি তার উপরে অনুগ্রহ কর'। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর' 'তুমি তার তওবা কবুল কর'।[১১০]

(২৪-২৫) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ– لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ– 'যাদের সম্পদে হক নির্ধারিত থাকে'। 'প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ২য় গুণ।

حَقٌّ مَّعْلُومٌ– 'নির্ধারিত হক'-এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ ও ইবনু সীরীন বলেন, এর দ্বারা الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ বা 'ফরয যাকাত' বুঝানো হয়েছে। কারণ যাকাতের নিছাব নির্ধারিত। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ যাকাত ব্যতীত অন্যান্য 'নফল ছাদাক্বা' অর্থ নিয়েছেন। কারণ মাক্কী জীবনে যাকাত ফরয হয়নি বা নিছাব নির্ধারিত হয়নি। বরং সেটি হয়েছে ২য় হিজরীতে মাদানী জীবনে বার্ষিক সঞ্চয়ের[১১১] আড়াই শতাংশ হিসাবে।[১১২]

---

১০৯. মুসলিম হা/৭৮৩; বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২, রাবী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)।

১১০. মুসলিম হা/৬৫৪ (২৫৭); মিশকাত হা/১০৭২, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

১১১. لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ– ('ঐ সঞ্চিত মালে যাকাত নেই, যার উপরে এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি') আবুদাঊদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৭৮৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)।

ছাহাবী ও তাবেঈগণের উপরোক্ত মতভেদের সূত্র ধরে মুফাসসিরগণের মধ্যেও মতভেদ হয়েছে। যেমন একই শব্দের সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী ফরয যাকাতের দিকে ঝুঁকেছেন। অতঃপর একই শব্দের সূরা মা'আরিজ ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ বা 'ফরয যাকাত' বলেছেন। যামাখশারী সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু বলেননি। কিন্তু সূরা মা'আরিজ ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ ফরয যাকাত অথবা নফল ছাদাক্বা, যা ব্যক্তি নিজের উপর নির্ধারিত করে নেয়। জালালায়েন সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু বলেননি। তবে সূরা মা'আরিজ ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'এটি হ'ল যাকাত'। শাওকানী যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'নির্ধারিত নফল ছাদাক্বা'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতঃপর মা'আরিজ ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'ফরয যাকাত'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

বায়যাভী সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াতের অর্থ নিয়েছেন 'নির্ধারিত নফল ছাদাক্বা'। কিন্তু মা'আরিজ ২৪ আয়াতের অর্থ নিয়েছেন 'নির্ধারিত যাকাত ও ছাদাক্বা সমূহ'। সা'দী উভয় স্থানে অর্থ নিয়েছেন 'ফরয যাকাত ও মুস্তাহাব ছাদাক্বা'। অথচ যারিয়াত ও মা'আরিজ দু'টি সূরাই মাক্কী এবং দুই স্থানে একই বাক্যের একই অর্থ হওয়া উচিৎ। তবে অন্য মাক্কী সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াতে এসেছে, وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে তাদের জন্য, যারা বলেন মক্কায় যাকাত ফরয করা হয়। যদিও নেছাব ফরয হয় হিজরতের পর *(ইবনু কাছীর)*।

বায়যাভী (মৃ. ৬৮৫ হি.) যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, نَصِيْبٌ يَسْتَوْجِبُونَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ وَإِشْفَاقاً عَلَى النَّاسِ 'সম্পদের যে অংশ তারা নিজেদের উপর ওয়াজিব করে নেয় আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য এবং মানুষের উপর অনুগ্রহ বশে' *(বায়যাভী)*। ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, جُزْءٌ مَقْسُومٌ قَدْ أَفْرَزُوهُ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 'বণ্টিত অংশ যা তারা প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য ভাগ করে রাখে'। একইভাবে মা'আরিজ ২৪-২৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, نَصِيبٌ مُقَرَّرٌ لِذَوِي الْحَاجَاتِ 'অভাবগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত অংশ' *(ইবনু কাছীর)*। শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫ হি.) যারিয়াত ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, يَجْعَلُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَقًّا لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ عَزَّ

---

১১২. مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ('প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম') আবুদাঊদ হা/১৫৭৪; তিরমিযী হা/৬২০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯০; মিশকাত হা/১৭৯৯, রাবী আলী (রাঃ)।

وَجَلَّ 'তারা তাদের সম্পদের মধ্যে নিজেদের উপরে হক হিসাবে নির্ধারণ করে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে'। তিনি বলেন, সূরাটি মাক্কী। আর মাদানী জীবনের পূর্বে যাকাত ফরয হয়নি *(শাওকানী, সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াত)*।

আমরা মনে করি এটাই সঠিক। কেননা অত্র আয়াতে নির্দিষ্টভাবে কাউকে ফরয যাকাতদাতা বা কাউকে নির্ধারিত হারে নফল ছাদাক্বাদাতা হিসাবে গণ্য করার উপায় নেই। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সকল মুসলমানের উপরে সর্বাবস্থায় স্বীয় মাল থেকে নির্ধারিত হারে ছাদাক্বা দান করা অপরিহার্য। কেননা যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময় সম্পদহীন অবস্থার সম্মুখীন হ'তে পারে এবং দানের হকদার হ'তে পারে। এজন্য মুসলমানদের বায়তুল মালে সর্বদা প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার থাকে। একইভাবে প্রত্যেক মুসলমানের নিজস্ব সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে। কেননা সম্পদহীনকে দিয়েই আল্লাহ সম্পদশালীকে পরীক্ষা করেন।

মানুষ এমনকি পশু-পক্ষীর ক্ষেত্রেও এটা হ'তে পারে। যেমন রাজধানী দামেশক থেকে মক্কা সফরকালে রাস্তায় খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (৯৯-১০১ হি.) নিকট একটি কুকুর এসে দাঁড়ায়। তিনি তার দিকে একটা বকরীর রান ছুঁড়ে দেন এবং বলেন, লোকেরা বলে 'সে বঞ্চিত' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ চতুস্পদ জন্তু হ'লেও মানুষের সম্পদে তাদেরও হক রয়েছে। প্রকৃত অর্থে সে বঞ্চিত নয়।

حَقٌّ অর্থ 'অধিকার'। এটা কোন 'করুণা' নয়। কেননা আল্লাহ তার এক বান্দার মাধ্যমে অন্য বান্দাকে সাহায্য করেন। সে হিসাবে এই 'হক' অর্থ 'ছাদাক্বা'। ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ অর্থ কি যাকাত? তিনি বললেন, إِنَّ عَلَيْكَ حُقُوْقًا سِوَى ذَٰلِكَ 'ওটা ছাড়াও তোমার উপরে বহু হক রয়েছে। ইবনু আব্বাস ও শা'বী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে' *(ত্বাবারী, ক্বাসেমী)*। কেননা বান্দার মাল তার নিজস্ব নয়, বরং আল্লাহ্র। বান্দা হ'ল তাঁর প্রতিনিধি। সে আল্লাহ্র দেওয়া বিধি মোতাবেক মালের ব্যবহারকারী মাত্র। অতএব মনিবের বিধি-বিধান মেনে কাজ করাই অধীনের কর্তব্য। এতে ব্যত্যয় ঘটালে সে অবশ্যই মনিবের কাছে দায়ী হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ– 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'পা তার প্রভুর সম্মুখ থেকে নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে : (ক) তার জীবন সে কিভাবে শেষ করেছে, (খ) যৌবন কিসে জীর্ণ করেছে (গ) সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে এবং (ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং (ঙ) ইলম অনুযায়ী সে আমল করেছে কি-না?'।[১১৩]

১১৩. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ); ছহীহাহ হা/৯৪৬।

‘হক’ বা ‘ছাদাক্বা’ দু’ধরনের : একটি ফরয ছাদাক্বা। যা মুমিনের বার্ষিক সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ। যাকে ‘যাকাত’ বলা হয়। আরেকটি রয়েছে ফসলের যাকাত। যাকে ‘ওশর’ বলা হয়। যা উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগ বা ২০ ভাগের এক ভাগ।[১১৪] এটি ফসল কাটার সাথে সাথে দিতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‘তোমরা ফসলের হক আদায় কর তা কাটার দিন’ *(আন‘আম ৬/১৪১)*। অন্যটি হ’ল ‘নফল ছাদাক্বা’। যা বছরের সবসময় দিতে হয়। যেমন আল্লাহ মুত্তাক্বীদের গুণ বর্ণনায় বলেন, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– ‘আর আমরা তাদেরকে যে রূযী দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে’ *(বাক্বারাহ ২/৩)*।

পবিত্র কুরআনে যেখানেই ছালাতের কথা এসেছে, প্রায় সবখানেই তার পিছে পিছে যাকাতের কথা এসেছে। অতএব মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনেই যাকাত অপরিহার্য ছিল। মাক্কী জীবনে এটির কোন নিছাব নির্ধারিত ছিল না। মাদানী জীবনে এটির নিছাব নির্ধারিত হয় মাত্র। যা ফরয ও নফল হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ– ‘প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য’ অর্থ السَّائِلُ أي الَّذِي يَسْأَلُهُ مِنْ مَالِهِ، وَالْمَحْرُومِ الَّذِي قَدْ حُرِمَ الْغِنَى، فَهُوَ فَقِيرٌ لاَ يَسْأَلُ ‘প্রার্থী’ সেই ব্যক্তি, যে অন্যের নিকট তার সম্পদ থেকে প্রার্থনা করে। ‘বঞ্চিত’ সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন পূরণ হ’তে বঞ্চিত। এ ব্যক্তি ফকীর, কিন্তু কারু কাছে চায় না’ *(ত্বাবারী)*। অথবা ‘বঞ্চিত’ অর্থ ‘সম্পদহীন’ অথবা ‘যার সম্পদ ছিল, কিন্তু কোন বিপদের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কারু কাছে চায় না। কিন্তু পুরা পরিবার তার উপর নির্ভরশীল’ *(ক্বাসেমী)*। সেকারণ আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ– ‘অতঃপর সাহায্যপ্রার্থীকে তুমি ধমকাবে না’ *(যোহা ৯৩/১০)*। রাতের বেলা আল্লাহ্র গযবে সদ্য সম্পদহারা বাগান মালিকদের আক্ষেপ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ– ‘বরং আমরা বঞ্চিত’ *(ক্বলম ৬৮/২৭)*।

ক্বাতাদাহ বলেন, هٰذَانِ فَقِيْرَا أَهْلِ الْإِسْلاَمِ : سَائِلٌ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَفَقِيْرٌ مُتَعَفِّفٌ وَلِكِلَيْهِمَا عَلَيْكَ حَقٌّ يَا ابْنَ آدَمَ! ‘ফকীর ও মিসকীন এ দু’জন হ’ল মুসলমানদের মুখাপেক্ষী ব্যক্তি। যাদের একজন হাত পেতে প্রার্থনা করে। অন্যজন সেটা করে না। অথচ

---

১১৪. فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‘যাতে আকাশ অথবা প্রবাহমান কূপ পানি দান করে অথবা যা নালা দ্বারা সিক্ত হয় তাতে ওশর (অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ ওশর (অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ)’ *বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭ ‘যাতে যাকাত ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ।*

দু'জনের উপরেই তোমার দায়িত্ব রয়েছে হে আদম সন্তান! *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ বলেন, لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ– 'তোমরা ব্যয় কর ঐসব অভাবীদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণে সক্ষম নয়। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে চায় না। আর তোমরা উত্তম সম্পদ হ'তে যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ– 'বৈষয়িক প্রাচুর্য কোন প্রাচুর্য নয়, বরং হৃদয়ের প্রাচুর্যই হ'ল প্রকৃত প্রাচুর্য'।[১১৫] তিনি নিজের পরিবারের জন্য দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا– 'হে আল্লাহ! তুমি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিমাণকে মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য রিযিক নির্ধারণ কর'।[১১৬]

(২৬) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ– 'যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ৩য় গুণ।

يُصَدِّقُونَ অর্থ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ مِنَ الْجَزَاءِ وَالْبَعْثِ 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেসব খবর দিয়েছেন আল্লাহ এবং তার রাসূলগণ প্রতিফল ও ক্বিয়ামত প্রভৃতি বিষয়ে' *(সা'দী)*। অর্থাৎ যারা তাদের কথা ও কর্মে প্রমাণ করে যে, তারা আখেরাতে কর্মফল লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী' *(বায়যাভী, শাওকানী, ত্বানত্বাভী)*। صَدَّقَ يُصَدِّقُ تَصْدِيْقًا وَتَصْدَاقًا فَهُوَ مُصَدِّقٌ؛ صَدَّقَ أَقْوَالَهُ أى اِعْتَبَرَهَا صَحِيْحَةً مُطَابِقَةً لِلْحَقِيْقَةِ– 'বাস্তবতা অনুযায়ী কথা সত্য প্রমাণ করা'।

يَوْمِ الدِّينِ، অর্থ بِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 'প্রতিফলের দিন। আর সেটি হ'ল ক্বিয়ামতের দিন' *(কুরতুবী)*।

(২৭) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ– 'যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে ভীত'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ৪র্থ গুণ।

---

১১৫. বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১১৬. বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; মিশকাত হা/৫১৬৪ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ অর্থ خَائِفُونَ 'ভীত' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, 'মুত্তাক্বী তারাই যারা না দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং ক্বিয়ামতের ভয়ে ভীত থাকে' *(আম্বিয়া ২১/৪৯)*। أَشْفَقَ يُشْفِقُ إِشْفَاقًا فَهُوَ مُشْفِقٌ؛ خَائِفٌ مِنْهُ خَوْفًا– 'দারুন ভীত'।

(২৮) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ– 'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হ'তে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই'।

غَيْرُ مَأْمُونٍ– অর্থ غَيْرُ مُطْمَئِنٍّ بِنُزُولِهِ 'আল্লাহ্র আযাব নাযিল হ'তে সে নিশ্চিন্ত থাকে না'। যেমন আল্লাহ কাফের-মুনাফিকদের ধিক্কার দিয়ে বলেন, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُونَ– أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ– أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ– 'জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না?' *(৯৭)*। 'অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, দিনের বেলা খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না?' *(৯৮)*। 'তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৭/৯৭-৯৯)*।

(২৯) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ– 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ৫ম গুণ।

আল্লাহ মুমিন নর-নারীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যত্র বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ– وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত'। 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ

زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ– 'আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত আছে, সে অবশ্যই তা করবে। যেমন দুই চোখ, তাদের যেনা হ'ল- দেখা। দুই কান, তাদের যেনা হ'ল- শোনা। জিহ্বা, তার যেনা হ'ল- কথা বলা। হাত, তার যেনা হ'ল- ধরা। পা, তার যেনা হ'ল- চলা এবং মন, তার যেনা হ'ল চাওয়া ও কামনা করা। সবশেষে গুপ্তাঙ্গ সেটিকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[১১৭] ছহীহ মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 'আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছে ব্যতীত কোথাও 'লামাম' (اللَّمَمُ) শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাইনি *(মুসলিম হা/২৬৫৭ (২০)*। 'লামাম' অর্থ ছোট-খাট গুনাহ।

আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوآ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى– 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোট-খাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভে ছিলে ভ্রূণ রূপে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

(৩০) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ– 'তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত। তারা এতে নিন্দিত হবে না'।

এখানে পুরুষের উদ্দেশ্যে বলা হ'লেও এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ স্ত্রীরা পরপুরুষের সাথে এবং দাসীরা অন্য ক্রীতদাসের সাথে যেনা করবে না।

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ– 'তারা এতে নিন্দিত হবে না'। لاَمَ يَلُوْمُ لَمْ لَوْمًا فَهُوَ لاَئِمٌ والمفعول مَلُوْمٌ ومَلِيمٌ ومُلِيمٌ– 'নিন্দা করা'। আল্লাহ বলেন, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ– 'ফলে আমরা ফেরাউনকে ও তার সেনাদলকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এভাবে সে নিন্দিত হ'ল' *(যারিয়াত ৫১/৪০)*। ইউনুস

১১৭. মুসলিম হা/২৬৫৭ (২১); মিশকাত হা/৮৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ– ‘তখন (সাগরে নিক্ষিপ্ত হলে) একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিন্দিত’ *(ছাফফাত ৩৭/১৪২)*।

(৩১) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ– ‘যারা এদেরকে ছেড়ে অন্যদের কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী’। এর মাধ্যমে ব্যভিচার, হস্তমৈথুন, পায়ুমৈথুন, সমকামিতা, ঠিকা বিবাহ সবকিছুকে হারাম করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(৩২) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ– ‘যারা তাদের আমানত সমূহ রক্ষা করে ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে’। এটি হ’ল মুছল্লীদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গুণ।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না’ *(আ'রাফ ৭/২৭)*। তিনি বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً، ‘আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৪)*। তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– ‘যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয় তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে’ *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

(৩৩) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَآئِمُونَ– ‘যারা তাদের সাক্ষ্য সমূহে অবিচল থাকে’। এটি হ’ল মুছল্লীদের ৮ম গুণ।

قَآئِمُونَ অর্থ ‘যারা সত্য সাক্ষ্য দানে দৃঢ় থাকে। স্বার্থে বা ভয়ে সত্য লুকায়না বা পরিবর্তন করেনা এবং আপন-পর ভেদাভেদ করেনা’ *(শাওকানী)*। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, هِيَ الشَّهَادَاتُ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَقُومُونَ بِهَا بِالْحَقِّ وَلاَ يَكْتُمُونَهَا، ‘এটি ঐ সাক্ষ্য সমূহ, যা আদালতে প্রদান করা হয়। যেখানে তারা সত্য সাক্ষ্য দানে দৃঢ় থাকে এবং তা লুকায়না’ *(নিশাপুরী)*। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلاَّ تَعْدِلُوا، إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার

বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

(৩৪) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ- 'যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে'। এটি হ'ল মুছল্লীদের ৯ম গুণ।

অর্থাৎ ছালাতের রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'ঊদ ও অন্যান্য নিয়ম-পদ্ধতি যথাযথভাবে আদায় করা *(কুরতুবী)*। অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুছল্লী উদাসীন। একই শব্দে অন্যত্র এসেছে, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ- 'এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযতকারী' *(মুমিনূন ২৩/৯)*।

ক্বাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, অত্র সূরার প্রথমে ও শেষে ২৩ ও ৩৪ আয়াতে ছালাত ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বারবার বলার উদ্দেশ্য হ'ল, ছালাতের ফযীলত ও অন্যান্য ইবাদতের উপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করা *(ক্বাসেমী)*। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে চার ধরণের মুছল্লীর কথা বলা হয়েছে। (ক) سَاهُونَ বা উদাসীন *(মাঊন ১০৭/৫)* (খ) كُسَالَى বা অলস *(নিসা ৪/১৪২)* (গ) خَاشِعُونَ বা মনোযোগী *(মুমিনূন ২৩/২)*। (ঘ) يُرَآؤُوْنَ 'যারা লোক দেখানো মুছল্লী' *(নিসা ১৪২; মাঊন ৬)*। এরা সবাই জাহান্নামী হবে خَاشِعُونَ অর্থাৎ 'মনোযোগী মুছল্লী' ব্যতীত।

(৩৫) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ- 'তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত'। অর্থাৎ তারা জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ দ্বারা সম্মানিত হবে। যেমন প্রথমেই আল্লাহ সরাসরি তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন ও সালাম দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ- 'অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। অন্যত্র এসেছে, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَمًا- 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দান করা হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَّأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ؛ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু প্রস্তুত রেখেছি, কোন চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনেনি এবং

মানুষের হৃদয় যা কল্পনা করেনি'। অতঃপর (রাবী বলেন,) তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার 'কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[১১৮] তাদেরকে সবচেয়ে বড় সম্মান দেওয়া হবে এই যে, স্বয়ং আল্লাহ নিজস্ব আকৃতিতে তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللهِ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلاَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، 'যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নূরের পর্দা উন্মোচন করে দিবেন। তখন তারা আল্লাহ্র চেহারার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে তাদের প্রতিপালককে চাক্ষুষ দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু তাদেরকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তেলাওয়াত করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ، 'যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের প্রতিদান হ'ল জান্নাত এবং তার চাইতে অতিরিক্ত কিছু' *(ইউনুস ১০/২৬)*।[১১৯] আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

(৩৬) فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ- 'অতঃপর অবিশ্বাসীদের কি হয়েছে যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে?'

এখানে মক্কার কাফের নেতাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা রাসূল (ছাঃ)-কে কা'বা চত্বরে বা অন্যত্র পেলেই এসে ঘিরে ধরত এবং তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন বানে জর্জরিত করত। তারা কুরআন শুনত। কিন্তু মানত না। বরং সেখানে দোষ-ত্রুটি সন্ধান করত ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের লোকদের ফিরিয়ে রাখত এবং বলত, এরা জান্নাতের কথা বলে। অথচ আমরাই তাদের আগে জান্নাতে যাব *(কুরতুবী)*।

---

১১৮. বুখারী হা/৩২৪৪, ৭৪৯৮; মুসলিম হা/২৮২৪-২৫; মিশকাত হা/৫৬১২ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১১৯. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬, রাবী ছোহায়েব (রাঃ); বঙ্গানুবাদ হা/৫৪৯৩ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ।

هَطَعَ يَهْطَعُ هُطُوعاً، وأَهْطَعَ أى مُسْرِعِينَ অর্থ 'দ্রুত আগমনকারী' *(ক্বাসেমী)*। مُهْطِعِينَ أَقْبَلَ عَلَى الشَّيْءِ بِبَصَرِهِ 'মাথা নীচু করে এগিয়ে যাওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ- مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ- 'তুমি অবশ্যই একথা ভেবো না যে, যালেমরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে'। 'যেদিন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ভীত-বিহ্বল চিত্তে তারা দৌড়াতে থাকবে। নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার অবকাশ তাদের হবে না। যেদিন ভয়ে তাদের হৃদয় সমূহ শূন্য হয়ে যাবে' *(ইব্রাহীম ১৪/৪২-৪৩)*।

(৩৭) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ- 'ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে?'

عِزِينَ- অর্থ مُتَفَرِّقِينَ جَمَاعَةً جَمَاعَةً 'বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে' *(ক্বাসেমী)*। একবচনে عِزَةٌ 'দল'। এটি مُهْطِعِينَ থেকে حال হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ. قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا. فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ- 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে এলেন। সে সময় মুছল্লীরা মসজিদের বিভিন্ন স্থানে দল বেঁধে বসেছিল। এটা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এভাবে দল বেঁধে বসে আছ। তোমরা কি সেভাবে কাতারবন্দী হ'তে পারো না, যেভাবে ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ায়? মুছল্লীরা বলল, ফেরেশতারা কিভাবে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে পরস্পরে দৃঢ়ভাবে মিলিয়ে দাঁড়ায়'।[১২০]

এর মাধ্যমে জামা'আতে ছালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামাজিক জীবনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দলে দলে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রবৃত্তি পূজারী লোকদের সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ، مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ- 'এরা আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধী, আল্লাহ্র কিতাবে মতভেদকারী এবং আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ' *(ইবনু কাছীর)*। عَزَا يَعْزُو اُعْزُ عَزْوًا فَهُوَ عَازٍ، عَزَا لَهُ أَوْ إِلَيْهِ أى نَسَبَهَا إِلَيْهِ 'কারু প্রতি সম্বন্ধ করা'।

---

১২০. মুসলিম হা/৪৩০; মিশকাত হা/১০৯১ 'ছালাত' অধ্যায়।

(৩৮) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ؟ 'তাদের প্রত্যেকে কি আশা করে যে, তাকে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে?' মুফাসসিরগণ বলেন, মক্কার মুশরিক নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর চারপাশে জমা হয়ে কুরআন শুনত আর ঠাট্টা করে বলত, যদি এইসব লোকেরা জান্নাতে যায়, তবে আমরা অবশ্যই তাদের আগে যাব এবং ওদের চাইতে আমাদের সেখানে বেশী নে'মত দেওয়া হবে। সে প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয় *(কুরতুবী)*। এতে বুঝা যায় যে, কাফির-মুশরিকরাও জান্নাত কামনা করে। কেউই জাহান্নামে যেতে চায় না।

(৩৯) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ- 'কখনোই না। আমরা তাদেরকে কিসের থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে'। কাফিরদের প্রতি তাচ্ছিল্যের জন্য এটা বলা হয়েছে। কেননা তারা ভালভাবেই জানে যে, নিকৃষ্ট পানিবিন্দু থেকে তাদের জন্ম হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ- 'আমরা কি তোমাদের নিকৃষ্ট পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?' *(মুরসালাত ৭৭/২০; সাজদাহ ৩২/৮)*। তিনি বলেন, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ- يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ- 'অতএব মানুষের দেখা উচিত সে কোন্ বস্তু হ'তে সৃষ্ট হয়েছে'। 'সে সৃষ্ট হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হ'তে'। 'যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থল হ'তে' *(তারেক ৮৬/৫-৭)*।[১২১] কাফির-মুমিন সবাই একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মুমিনরা অহংকার করেনা। অথচ কাফেররা অহংকার দেখায় বলেই তাদেরকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(৪০-৪১) فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ- عَلَى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ- 'অতঃপর আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের মালিকের। নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম-'। 'তাদের বদলে উত্তম লোকদের সৃষ্টি করতে। আর আমরা এতে আদৌ অপারগ নই'।

لَآ أُقْسِمُ অর্থ أُقْسِمُ 'আমি শপথ করছি'। فَلَآ أُقْسِمُ-এর শুরুতে لَا আনা হয়েছে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের মিথ্যা দাবীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য *(ইবনু কাছীর)*। অথবা لَا অতিরিক্ত এসেছে বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অথবা কথাকে যোরদার করার জন্য' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ তোমরা যা বল তা ঠিক নয়, বরং আমি নিজেই কসম করে বলছি।

بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، 'উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের পালনকর্তার'। এর দ্বারা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময়কালের পার্থক্য বুঝানো হয়েছে। যেমন গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে

---

১২১. মানব সৃষ্টির কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা ৩য় মুদ্রণ ২০১৩ সূরা 'আবাসা ১৮-১৯ আয়াতের তাফসীর।

উদয়াচল ও অস্তাচলের পার্থক্য হয়ে থাকে। একইভাবে এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি এবং পৃথিবী যে গোলাকার, তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ চ্যাপটা হ'লে পৃথিবীর এক প্রান্তে গিয়ে মানুষ ছিটকে পড়ে যেত। কিন্তু গোল বলেই মানুষ পৃথিবীর প্রান্ত খুঁজে পায় না। ছাদের উপর দাঁড়ালে চারদিকের আকাশকে নিম্নগামী দেখা যায়। এতেই স্পষ্ট যে, আমরা একটি গোলাকার ভূপৃষ্ঠে পদচারণা করছি। অথচ শূন্যে ছিটকে পড়ছি না মাটির প্রতি মাটির মানুষের অদৃশ্য আকর্ষণের কারণে। একইভাবে অন্য সকল বস্তু। এই চৌম্বিক আকর্ষণ ও অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার মালিক যিনি, তিনিই আল্লাহ। সূর্য ও পৃথিবী উভয়ে স্ব স্ব অক্ষের উপর স্ব স্ব কক্ষপথে তীব্র গতিতে ঘুরছে এবং পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। আর পৃথিবী ঘুরছে বলেই তার যে অংশ যখন সূর্যের সামনে আসছে, তখন সে অংশে দিন হচ্ছে এবং যে অংশ যখন সূর্যের আড়ালে যাচ্ছে, সে অংশে রাত হচ্ছে। এতে পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্তের সময়ে সর্বদা পার্থক্য হচ্ছে। ফলে সর্বত্র ছালাতের সময়ে এবং ইফতার ও সাহারীর সময়ে পার্থক্য ঘটছে। সেকারণ পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদের দাবী হাস্যকর।

অত্র আয়াতে সৌর বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বর্ণিত হয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে মরু আরবের একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে মানুষ কিভাবে এ অমূল্য তথ্য জানতে পারল? এটিই তাঁর নবুঅতের বড় দলীল। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উম্মী নবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। কুরআনে কোন নবীকে আল্লাহ উম্মী বলেননি। তাই মুহাম্মাদকে উম্মী বলার মধ্যেই রয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার বড় প্রমাণ। পৃথিবীর কেউই তাঁকে ছাত্র বা শিষ্য বলে দাবী করতে পারবে না। তাঁর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন সরাসরি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন। তাই তাঁর যবান ও কর্ম দিয়ে কখনোই কোন মিথ্যা বের হয়নি। অতএব হে চিন্তাশীল মানুষ! বিশ্বাস স্থাপন কর কুরআন ও ইসলামের উপরে। বিশ্বাস স্থাপন কর ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে।

অন্যত্র একবচনে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، 'যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৯)* ও দ্বিবচনে –رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ 'তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক' *(রহমান ৫৫/১৭)* বলা হয়েছে। 'একবচন' দ্বারা সাধারণভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বুঝানো হয়েছে। 'দ্বিবচন' দ্বারা গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের কথা বলা হয়েছে। যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আর বহুবচন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদয়াচল ও অস্তাচল বুঝানো হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহ সৃষ্টি করেন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সুব্যবস্থা করেন, তিনি অবশ্যই তোমাদের জন্ম-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখেন। প্রতিদিন ঘুমিয়ে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার মধ্যে কি

পুনরুত্থানের দলীল নেই? অতএব 'পুনরুত্থান হবে না' বলে তোমাদের অযৌক্তিক ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কথাটি দৃঢ়ভাবে উপস্থাপনের জন্য উদয়াচল ও অস্তাচলের শপথ করা হয়েছে। সেই সাথে উক্ত দুই মহা সৃষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এর তুলনায় মানুষের তুচ্ছতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। যাতে অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা ছেড়ে নমনীয় হয় ও আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়।

إِنَّا لَقَادِرُونَ– 'নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম' অর্থ نَقْدِرُ عَلَى إِهْلاَكِهِمْ وَالذَّهَابِ بِهِمْ وَالْمَجِيءِ بِخَيْرٍ مِنْهُمْ فِي الْفَضْلِ وَالطَّوْعِ وَالْمَالِ– 'আমরা সক্ষম তাদের ধ্বংস করার জন্য ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং তাদের চাইতে মর্যাদা, আনুগত্য ও সম্পদে উন্নত লোকদের আনয়নের জন্য' *(কুরতুবী)*।

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ– 'তাদের থেকে উত্তম লোকদের সৃষ্টি করতে। আর আমরা এতে আদৌ অপারগ নই'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ– عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ– 'আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করি এবং আমরা মোটেই অক্ষম নই'- 'এ ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের মত অন্যদের পরিবর্তন করে আনি। আর তোমাদের সৃষ্টি করি এমনভাবে, যে বিষয়ে তোমরা জানো না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬০-৬১)*।

(৪৩) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُّوفِضُونَ– 'সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছে'।

مِنَ الْأَجْدَاثِ، অর্থ مِنَ الْقُبُورِ 'কবর সমূহ থেকে' *(কুরতুবী)*। একবচনে جَدَثٌ অর্থ 'কবর'। মৃত্যুর পর মানুষের রূহ যেখানে থাকে, সেটাই তার কবর। যাকে বারযাখী জীবন বলা হয় *(মির'আত ১/২১৭)*। سِرَاعًا 'দ্রুতবেগে'। سَرُعَ يَسْرُعُ سَرْعً سُرْعَةً فَهُوَ سَرِيْعٌ وَالْجَمْعُ : سِرَاعٌ। আলোচ্য আয়াতে سِرَاعًا 'অবস্থা' বুঝানোর জন্য এসেছে। আর সেটি হ'ল হাশরের দিন সকল মানুষ কবর থেকে উঠে স্ব স্ব দেহে যুক্ত হয়ে দ্রুত বেগে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হবে।

كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُّوفِضُونَ– 'যেন তারা কোন এক লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছে'। একথার মধ্যে ছবি-মূর্তি ও কবরপূজারীদের শিরকী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। দুনিয়াতে তারা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি ও কবরের দিকে ছুটত। অথচ আজ তাদেরকে ছুটতে হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে। দুনিয়াতে তাদের পূজিত মূর্তি ও কবর আখেরাতে কোন কাজে আসেনি।

نَصْبٌ نُصْبٌ نُصُبٌ সবটাই একবচন এবং একই অর্থ বহন করে। বহুবচনে أَنْصَابٌ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ غَايَةٌ تَنْصِبُ إِلَيْهَا بَصَرُكَ 'ঐ লক্ষ্যবস্তু যার দিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে' *(কুরতুবী)*। যেমন রাস্তা দেখানোর নিদর্শন সমূহ। এখানে نُصُبٌ অর্থ مَنْصُوبٌ لِلْعِبَادَةِ 'পূজার বেদী' *(ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، 'আর যেসব পশুকে পূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয়' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

يُوفِضُونَ অর্থ يُسْرِعُونَ 'দ্রুতবেগে ধাবিত হয়' *(কুরতুবী)*। وَفَضَ يَفِضُ وَفْضًا، وَفَضًا أى أَسْرَعَ 'দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ- 'আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫১)*। তিনি আরও বলেন, خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ- مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ- 'যেদিন তারা অবনত দৃষ্টিতে কবরসমূহ থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত'। 'আর ছুটতে থাকবে আহ্বানকারীর দিকে। সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আজকে বড়ই কঠিন দিন' *(ক্বামার ৫৪/৭-৮)*।

(৪৪) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ- 'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হ'ত'।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، 'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত'। বাক্যে 'হাল' অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা বুঝানোর জন্য এসেছে।

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، 'হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে'। رَهِقَ يَرْهَقُ رَهَقًا ورُهُوقًا فَهُوَ رَاهِقٌ، رَهِقَهُ : غَشِيَهُ ولَحِقه 'আচ্ছন্ন করা, গ্রাস করা'। যেমন ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ- 'তাদের চেহারা হবে কালিমালিপ্ত' *('আবাসা ৮০/৪১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- 'পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তাদের মন্দের পরিণাম তদ্রূপই হবে। অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদের

বাঁচাবার কেউ নেই। যেন তাদের চেহারা সমূহকে ঘোর অমানিশার টুকরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। এরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(ইউনুস ১০/২৭)*।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ– 'সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হ'ত'। অর্থ يُوعَدُونَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّهُمْ مُلاَقُوهُ لاَ مَحَالَةَ– 'তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা এদিনের সাক্ষাৎ লাভ করবে নিশ্চিতভাবে' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ– مَآ أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ– 'অতঃপর যে (শাস্তির) বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হ'ত, তা তাদের নিকটে এসে পড়ে'। 'তখন তাদের ভোগ-উপকরণ তাদের কোনই কাজে আসবে না' *(শো'আরা ২৬/২০৬-৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا– 'বল, যারা ভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দিবেন, যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। চাই সেটা (নগদ দুনিয়াবী) শাস্তি হৌক বা ক্বিয়ামত হৌক। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে সেনাবলে দুর্বল' *(মারিয়াম ১৯/৭৫)*। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তোমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য দান কর- আমীন!

॥ সূরা মা'আরিজ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المعارج، فلله الحمد والمنة

সূরা নূহ [নবী নূহ (‘আলাইহিস সালাম)]

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা নাহ্‌ল ১৬/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৭১, রুকূ ২, আয়াত ২৮, শব্দ ২২৭, বর্ণ ৯৪৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট (এই নির্দেশ দিয়ে) প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার কওমকে সতর্ক কর তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগেই।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①

(২) সে বলল, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

(৩) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③

(৪) তাহ’লে তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন ও নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আর অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা এটা জানতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

(৫) নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑤

(৬) কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا ⑥

(৭) আমি যতবারই তাদের আহ্বান করেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যিদ করেছে এবং চূড়ান্ত অহংকার দেখিয়েছে।

وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑦

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾

(৮) অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি উঁচু স্বরে।

ثُمَّ اِنِّيْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ﴿٩﴾

(৯) তারপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

(১০) অতঃপর আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল।

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

(১১) তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বারি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿١٢﴾

(১২) তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

(১৩) তোমাদের কি হ'ল যে তোমরা আল্লাহ্র ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছ না?

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٤﴾

(১৪) অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

(১৫) তোমরা কি দেখো না কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

(১৬) আর সেগুলির মধ্যে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতি রূপে ও সূর্যকে প্রদীপ রূপে।

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

(১৭) আল্লাহ তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন যথার্থরূপে।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

(১৮) অতঃপর তোমাদের সেখানে ফিরিয়ে নিবেন এবং সেখান থেকে বের করে নিবেন যথাযথভাবে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝١٩

(১৯) আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢٠

(২০) যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথ সমূহে চলাচল করতে পার। **(রুকূ ১)**

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۝٢١

(২১) নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন সব লোকের অনুসরণ করছে, যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝٢٢

(২২) আর তারা মারাত্মক চক্রান্ত করছে।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝٢٣

(২৩) তারা (লোকদের) বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করোনা এবং পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরকে।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝٢٤

(২৪) বস্তুতঃ এইসব নেতারা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তুমি যালেমদের কেবল ভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দাও!

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝٢٥

(২৫) তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কাউকে তাদের জন্য সাহায্যকারী পায়নি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝٢٦

(২৬) আর নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফির গৃহবাসীদের একজনকেও ছেড়োনা।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝٢٧

(২৭) কেননা তুমি যদি ওদের ছাড়, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে। আর ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না কেবল পাপিষ্ঠ কাফির ব্যতীত।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

(২৮) হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে, আর যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা কর। আর তুমি যালেমদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করোনা। **(রুকূ ২)**

[পারার অর্ধাংশ সমাপ্ত]

তাফসীর :

(১) إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ - ‘আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম (এই আদেশ দিয়ে) যে, তুমি তোমার কওমকে সতর্ক কর তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগেই’।

মক্কাতে সূরা নূহ নাযিল হওয়ার কারণ ছিল সম্ভবতঃ এই যে, নূহের কওম ছিল পৃথিবীর প্রথম মুশরিক ও মূর্তিপূজারী সম্প্রদায়। আর তারাই ছিল পৃথিবীতে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির মধ্যে প্রথম। অতএব কুরায়েশ নেতারা যেন নূহের অবাধ্য কওমের ধ্বংসের অবস্থা শুনে নিজেরা সাবধান হয় এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা না করে। কিন্তু তারা সাবধান হয়নি। বরং তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো‘আ কার্যকর হয় এবং বদরের যুদ্ধে তাদের ১১ জন নেতা নিহত হয়। বাকীরা পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হয় অথবা ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। এতে সতর্কবাণী রয়েছে যে, যতবড় শক্তিশালী হৌক, নবীদের বিরোধিতা করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অত্র সূরায় নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্র পথের নিঃস্বার্থ দাঈদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। নূহ (আঃ) ছিলেন মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত প্রথম রাসূল।[১২২] তিনি আদি পিতা আদম (আঃ)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। তাঁর সময়ে মানুষ কুফর ও শিরকে ডুবে ছিল। নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ’ বছর জীবন পেয়েছিলেন *(আনকাবূত ২৯/১৪)*। নবুঅত লাভের পর থেকে আমৃত্যু তিনি মানুষকে কুফর ও শিরকের অনাচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর তাওহীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহ্র গযবে সর্বব্যাপী প্লাবনে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল মুষ্টিমেয় ঈমানদারগণ বেঁচে যায়। যারা তার নৌকায় ওঠার সুযোগ পায়। যাদের সংখ্যা ছিল অতীব নগণ্য *(হূদ ১১/৪০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা ছিলেন নূহ

১২২. মুসলিম হা/১৯৩ ‘ঈমান’ অধ্যায়; বুখারী হা/৬৫৬৫, রাবী আনাস (রাঃ)।

(আঃ) ও তার তিন ছেলে হাম, সাম ও ইয়াফেছ সহ আশি জন মুমিন পুরুষ ও তাদের পরিবারবর্গ। যাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শ' জন *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর)*। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মাওছেল (الْمَوْصِلُ) বা মূছেল (الْمُوْصِلُ) নগরীর জূদী (الْجُودِيُّ) পাহাড়ের পাদদেশে যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' (ثَمَانُونَ) বা আশি নামে (قَرْيَةُ الثَّمَانِينَ) খ্যাত হয়ে যায়।[১২৩]

পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নূহের (পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিছের) বংশধর। যেমন আল্লাহ বলেন, –وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ 'এবং তার বংশধরগণকেই আমরা কেবল অবশিষ্ট রেখেছিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৭৭)*। আরবরা ছিল সামের বংশধর। তাদের মধ্যেই আসেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সে সময় আরবদের অবস্থাও ছিল নূহ (আঃ)-এর কওমের ন্যায় কুফর ও শিরকে পূর্ণ। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। ফলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ অত্র সূরা নাযিল করেন। যাতে দুনিয়ার প্রথম রাসূলের জীবনী থেকে শেষ রাসূল ও তাঁর উম্মত উপদেশ হাছিল করেন এবং শত বিপদেও তারা আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকেন। সেই সাথে বিরোধীরাও আল্লাহ্র গযবের ভয়ে ভীত হয়।

উল্লেখ্য যে, কওমে নূহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১২৪] বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত না হ'লে এ বিষয়ে জানার অন্য কোন উৎস মানুষের কাছে ছিল না।

أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ، আসলে ছিল بِأَنْ أَنْذِرْ 'হরফে জার' বিলুপ্ত করে পূর্বের ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ أَرْسَلْنَاهُ بِالْأَمْرِ بِالْإِنْذَارِ 'আমরা তাকে প্রেরণ করেছিলাম তার জাতিকে সতর্ক করার আদেশ দিয়ে' *(কাশশাফ)*। –مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে'। অর্থ 'প্লাবনের গযব আসার পূর্বে'। যেটি আল্লাহ্র ইলমে ছিল। কিন্তু কাফেররা তা বিশ্বাস করত না।

(২) –قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 'সে বলল, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'।

–إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী' অর্থ مُخَوِّفٌ لَكُمْ بِلِسَانِكُمُ –الَّذِي تَعْرِفُونَهُ 'আমি তোমাদের ভাষায় তোমাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী *(কুরতুবী)*।

১২৩. দ্র. নবীদের কাহিনী ১/৬৯-৭০ পৃ.; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হূদ ৪০ আয়াত।
১২৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী-১ নূহ (আঃ) অধ্যায়।

এতে বুঝা যায় যে, সকল নবীকেই আল্লাহ স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– 'আমরা স্বজাতির ভাষাভাষী ব্যতীত কোন রাসূলকে পাঠাইনি, যাতে তারা তাদের কাছে (আমার দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(ইব্রাহীম ১৪/৪)*। অতঃপর শেষনবীর ভাষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– 'আমরা উক্ত কিতাব নাযিল করেছি আরবী কুরআন হিসাবে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। তিনি বলেন, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ– 'নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বপালকের পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(১৯২)*। 'জিব্রীল একে নিয়ে অবতরণ করেছে' *(১৯৩)*। 'তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পার' *(১৯৪)*। 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়' *(শো'আরা ২৬/১৯২-১৯৫)*।

স্বজাতির ভাষায় নাযিলের কারণ হিসাবে আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তারা যেন চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। তিনি আরও বলেন, وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ– 'আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত হিসাবে' *(নাহল ১৬/৬৪)*।

উপরোক্ত স্পষ্ট আয়াত সমূহ থাকা সত্ত্বেও কুরআনের অনুসারী বহু খতীব জুম'আর খুৎবায় স্বজাতির ভাষায় কুরআন ব্যাখ্যা করেন না। বরং এটাকে বিদ'আত মনে করে খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে পৃথকভাবে মাতৃভাষায় 'বয়ান' দিয়ে থাকেন। অথচ ঐ সময় মসজিদে আগত মুছল্লীদের নফল ছালাত আদায়ের সময়। তাদেরকে ছালাতে বাধা দেওয়ার অধিকার খতীবের নেই। অতএব 'বয়ানে'র নামে তৃতীয় একটি খুৎবা চালু করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(৩) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ– 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'।

أَنْ পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এটি হ'ল أَنْ مُفَسِّرَةٌ অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারী অব্যয়। ১ম আয়াতে বর্ণিত أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ 'তুমি তোমার কওমকে সতর্ক কর' বাক্যের ব্যাখ্যা হিসাবে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর' *(কুরতুবী)*। اعْبُدُوا اللهَ 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর' অর্থ اعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ غَيْرَهُ 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করো না'। وَاتَّقُوهُ 'তোমরা তাঁকে ভয় কর' অর্থ اجْتَنِبوا مَا يُوقِعُكم فِي عَذابِهِ 'তোমরা বিরত থাক ঐসব বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে তাঁর আযাবে নিক্ষেপ করে'। وَأَطِيعُونِ 'এবং আমার আনুগত্য কর' অর্থ فِيمَا آمُرُكُمْ بِهِ– 'যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেই' *(শাওকানী)*।

বস্তুতঃ সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ এজন্যেই পাঠিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ، 'আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এজন্যে যে, তার আনুগত্য করা হবে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে' *(নিসা ৪/৬৪)*। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

(৪) يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন ও নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আর অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা এটা জানতে!'

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، বাক্যে مِنْ অর্থ عَنْ অর্থাৎ أَنْ يَّصْفَحَ لَكُمْ عَنْ ذُنُوبِكُمْ 'যাতে তিনি তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করেন'। অথবা مِنْ 'অতিরিক্ত' *(ইবনু কাছীর)*।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، 'নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন'-এর অর্থ 'তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দিবেন'। কোন গযব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আর অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা এটা জানতে!'-এর অর্থ হ'ল স্বাভাবিক মৃত্যু হৌক বা অন্যভাবে মৃত্যু হৌক

সবটাই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত। যার কোন আগপিছ হয় না এবং যা বান্দা জানে না। যেমন আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ ছিল এভাবে যে, তারা যদি ঈমান আনে ও সৎকর্মশীল হয়, তাহ'লে তারা ১০০ বছর বাঁচবে। কিন্তু কুফরী করায় ও সীমালংঘন করায় বা অন্য কোন কারণে তিনি তাদেরকে আগেই মৃত্যু দান করলেন। যা কেবল আল্লাহ জানতেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই তা কার্যকর হয়। যেমনটি হয়েছিল নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য কওমের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্লাবনে একসাথে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে। অথচ ঈমানদারগণ নূহ (আঃ)-এর কিশতীতে উঠে বেঁচে গিয়েছিল এবং পরে তাদের মাধ্যমেই পৃথিবী আবাদ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا- '(হে মানব জাতি!) তোমরা তো তাদের সন্তান, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা' *(ইসরা ১৭/৩)*।

সম্ভবতঃ একারণেই বলা হয়েছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ اِلاَّ الْبِرُّ- 'দো'আয় তাক্বদীর পরিবর্তন হয় এবং সৎকর্মে আয়ু বৃদ্ধি পায়'।[১২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ 'আত্মীয়তা রক্ষায় বয়স বৃদ্ধি হয়'।[১২৬] এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে পরিবার ও সমাজকে বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর প্রতি এবং যেকোন মূল্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রতি। যাতে মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেও আল্লাহ মানুষকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারি, এক্সিডেন্ট ইত্যাদি কারণে এবং সেটাও তার তাক্বদীরে পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকে।

উপরোক্ত ১-৪ আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথমে স্বীয় কওমকে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র গযবের ভয় প্রদর্শন করতে হবে। (২) তাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ সমূহ মেনে চলার দাওয়াত দিতে হবে। (৩) অতঃপর আল্লাহ্র পথ জানার জন্য নবীর আনুগত্য করতে হবে। (৪) আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর আনুগত্যের সুফল হবে সামাজিক শান্তি ও কল্যাণ লাভ। তাতে মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করবে এবং আপোষে খুন-খারাবী ও আল্লাহ্র গযব হ'তে মানুষ বেঁচে যাবে।

(৫) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَّنَهَاراً- 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি'।

لَيْلاً وَّنَهَاراً- 'রাত-দিন' বলে এখানে সর্বদা বুঝানো হয়েছে। তার কওম তাকে 'পথভ্রষ্ট' বললে তার জওয়াবে তিনি বলেন, قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ

১২৫. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩, রাবী সালমান আল-ফারেসী (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৫৪।
১২৬. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬০।

الْعَالَمِيْنَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ (الأعراف ٦١-٦٢)- 'হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আমি তোমাদের নিকটে আমার প্রতিপালকের রিসালাত পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না' *(আ'রাফ ৭/৬১-৬২)*।

নেতৃত্ব ও সম্পদ লাভের আশায় নূহ (আঃ) লোকদের নিকটে দাওয়াত দিচ্ছেন মর্মে নেতাদের আপত্তির জবাবে তিনি স্পষ্টভাষায় বলে দেন, وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'হে আমার কওম! এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন মাল চাই না। আমার পুরস্কার তো কেবল বিশ্বপালক আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯; শো'আরা ২৬/১০৯; ইউনুস ১০/৭২)*। সকল যুগের সমাজ সংস্কারক দাঈদের উক্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিৎ।

(৬) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِي إِلاَّ فِراراً- 'কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে'। এর দ্বারা তাদের ঈমান গ্রহণ থেকে পলায়নকে বুঝানো হয়েছে। বস্তুতঃ সত্য গ্রহণ থেকে পালিয়ে যাওয়াই মানুষের বদ স্বভাব। অথচ সত্য চিরদিন সত্যই থাকে। মিথ্যা তাকে গ্রাস করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ- 'বস্তুতঃ যদি সত্য তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ'ত, তাহ'লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) দিয়েছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

(৭) وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوآ أَصابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً- 'আমি যতবারই তাদের আহ্বান করেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যিদ করেছে এবং চূড়ান্ত অহংকার দেখিয়েছে'। এর দ্বারা তাদের ঈমান গ্রহণে অনীহা ও হঠকারিতা বুঝানো হয়েছে।

(৮-৯) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً- 'অতঃপর আমি তাদের ডেকেছি উঁচু স্বরে'। 'তারপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে ও গোপনে'। এর দ্বারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে দাওয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আয়াতগুলিতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের বাস্তব বাণীচিত্র অংকিত হয়েছে। যা প্রায় প্রত্যেক নবীর জীবনে দেখা গিয়েছে। তবে নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল দীর্ঘ নয় শত বছরের উপর। যা আদম (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবীর ছিল না। নিজ কওমের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে এত দীর্ঘ দিন ধৈর্য্যের সাথে দাওয়াতী কাজ করা ও যাবতীয় দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে আল্লাহ্‌র পথে ধরে রাখা নিঃসন্দেহে অকল্পনীয় ব্যাপার।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াত যাতে লোকেরা শুনতে না পায়, সেজন্য কুরায়েশ নেতারা তাদের লোকদের দিয়ে শোরগোল ও হৈ চৈ করাতো। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ- 'কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর তেলাওয়াতের সময় হৈ চৈ কর। যাতে তোমরা বিজয়ী হ'তে পার' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/২৬)*। যেজন্য তিনি দুঃখে-বেদনায় মুষড়ে পড়তেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا- 'তারা যদি এই বাণীতে (কুরআনে) বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহ'লে তাদের পিছনে ঘুরে ঘুরে মনে হয় তুমি দুঃখে তোমার জীবন শেষ করে ফেলবে' *(কাহফ ১৮/৬)*। ইউনুস (আঃ) স্বীয় কওমের অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ শেষনবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُومٌ- 'অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালা (ইউনুসের) মত হয়ো না, যখন সে বিপর্যস্ত অবস্থায় (আল্লাহকে) আহ্বান করেছিল' *(ক্বলম ৬৮/৪৮)*। বস্তুতঃ নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের মধ্যে যুগে যুগে সমাজ সংস্কারক মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে।

(১০) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- 'অতঃপর আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। অর্থ তোমরা দ্রুত তওবা কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তার নবীর আনুগত্য কর। তাহ'লে তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন ও তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন *(ইবনু কাছীর)*। অত্র আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত বান্দা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হবেনা।

(১১) يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বারি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন'। مِدْرَارًا অর্থ مُتَوَاصِلَةَ الْأَمْطَارِ 'অবিরাম বৃষ্টি' *(ইবনু কাছীর)*। الْمِدْرَارُ الْكَثِيرُ الدَّرُورُ 'অধিকহারে বৃষ্টি' *(কাশশাফ)*।

(১২) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন'। অর্থাৎ যখন তোমরা তওবা করবে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করবে এবং তাঁর বিধান সমূহ মান্য করে চলবে, তখন তিনি তোমাদের মাল-সম্পদে বরকত দান করবেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করবেন ও নদী সমূহ প্রবহমান করে দিবেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। অত্র আয়াতে ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ইস্তিস্ক্বার ছালাতে সূরা নূহ পাঠ করা মুস্তাহাব এই আয়াতের কারণে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য অত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন ও বলতেন, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল' *(ইবনু কাছীর; ইরওয়া হা/৬৭৩, সনদ মুরসাল)*। এমনকি কেউ অভাবের তাড়নায়, কেউ সন্তান কামনায়, কেউ বাগানে ফল না হওয়ার অভিযোগ করলে সালাফগণ তাদেরকে অত্র আয়াত পাঠের পরামর্শ দিতেন *(কুরতুবী)*।

(১৩) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا- 'তোমাদের কি হ'ল যে তোমরা আল্লাহ্র ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছ না?' পূর্বের আয়াতে ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করার পর বর্তমান আয়াতে মিথ্যাবাদীদের ধমকানো হচ্ছে।

لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا- অর্থ لَا تَخَافُونَ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ 'তোমাদের বদলা নেবার ব্যাপারে তোমরা কেন আল্লাহ্র ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছ না?' *(কুরতুবী)*। الرَّجَاءُ অর্থ 'আশা'। কিন্তু এখানে অর্থ الْخَوْفُ 'ভয়'। الْوَقَارُ অর্থ 'মর্যাদা'। এখানে অর্থ قُدْرَةً عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْعُقُوبَةِ 'তোমাদের কারু উপর বদলা নেওয়ার ক্ষমতা' *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مالكم لَا تَخْشَوْنَ لِلّٰهِ عِقَابًا وَتَرْجُونَ مِنْهُ ثَوَابًا- 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র বদলা গ্রহণকে ভয় পাও না এবং তাঁর থেকে ছওয়াব আশা

করো না?' *(কুরতুবী)*। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে দাবানল, তুষারপাত, ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ এমনকি ভূগর্ভের পানি শুকিয়ে যাওয়া, সেই সাথে নিত্য-নতুন মরণঘাতি ভাইরাসের যে একের পর এক আক্রমণ চলছে, তাতে উক্ত আয়াতের ধমকানি অবিশ্বাসী মানুষকে সাবধান করার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

(১৪) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا– 'অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِينٍ– ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ– 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি'। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই মাংস দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা'! *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*।

অর্থাৎ প্রথমে শুক্রবিন্দু, অতঃপর রক্তবিন্দু, অতঃপর গোশতপিণ্ড এভাবেই পর্যায়ক্রমে তোমাদের মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকার পর্দার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন *(যুমার ৩৯/৬)*। এ সৃষ্টি কৌশল তিনি একাই করেছেন। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর একত্বের প্রমাণ, তথা তাওহীদে রুবূবিয়াত। সেকারণ অবিশ্বাসীদের প্রতি ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً– 'তাহ'লে কি তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রাণু থেকে। অতঃপর তোমাকে সুঠামদেহী করেছেন মানুষের আকৃতিতে?' *(কাহফ ১৮/৩৭)*।

অতঃপর তিনি মানব জীবনের উত্থান-পতনের চিত্র অংকন করে বলেন, اَللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَّخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ– 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫৪)*।[১২৭]

১২৭. 'মানব সৃষ্টির রহস্য' বিষয়ে পাঠ করুন, নবীদের কাহিনী-১ পৃ. ২২-২৫; দ্রষ্টব্য : তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা 'আবাসা ১৮-২০ আয়াত।

(১৫) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا– 'তোমরা কি দেখো না কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে'।[১২৮]

অত্র আয়াতে সৌরমণ্ডল ও মহাশূন্য গবেষণায় মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বান্দার জন্য অজানিত জ্ঞান ও অগণিত কল্যাণের উৎস। রয়েছে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণসমূহ।

(১৬) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا– 'আর সেগুলির মধ্যে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতি রূপে ও সূর্যকে প্রদীপ রূপে'। এতে বিজ্ঞানের বড় উৎস লুকিয়ে রয়েছে যে, চন্দ্র বা পৃথিবীর নিজস্ব কোন আলো নেই। এরা সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। অত্র আয়াতে চন্দ্র ও সূর্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টি কৌশল বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

এখানে সূর্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে سِرَاجًا বা প্রদীপ রূপে। অন্যত্র এসেছে, سِرَاجًا وَّهَّاجًا– 'জ্বলন্ত প্রদীপ' *(নাবা ৭৮/১৩)*। যার আলোর ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে ضِيَآءً বা কিরণ রূপে *(ইউনুস ১০/৫)*। যা দেহে জ্বালা ধরায়। পক্ষান্তরে চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে نُورًا বা জ্যোতি রূপে। যাতে রয়েছে পেলব পরশ। যাতে কোন জ্বালা নেই।[১২৯] একারণে জ্বলন্ত সূর্য থেকে চন্দ্রকে ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯২ হাযার ৩৭৮ কি.মি. বা ৯ কোটি ১১ লক্ষ ৫০ হাযার ৪১৭ মাইল দূরে স্থাপন করা হয়েছে। যাতে সে সূর্যের কিরণে ভস্মীভূত না হয়ে যায়। আবার তার উপরে প্রতিফলিত সূর্যের কিরণ নরম আলোয় পরিণত হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কি.মি. (৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৬০ হাযার মাইল) এবং পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০০ কি.মি. (২ লক্ষ ৩৮ হাযার ৮৫৫ মাইল)।

আলোচ্য আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রকে খাছ করা হয়েছে এজন্য যে, এ দু'টির সঙ্গে বান্দা সবচেয়ে পরিচিত। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবী সূর্যের গ্রহ, অন্য কোন নক্ষত্রের নয়। তাছাড়া এরা কারু উপাস্য নয় এবং এরা কোনরূপ মঙ্গলামঙ্গলের ক্ষমতা রাখেনা। বরং এগুলি সবই অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় আল্লাহ্র অন্যতম সৃষ্টি। যা বান্দার মঙ্গলে নিয়োজিত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা করো না, বরং আল্লাহকে সিজদা করো। যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*।

---

১২৮. এ বিষয়ে তাফসীর দ্রষ্টব্য : সূরা মুল্ক ৩ আয়াত।
১২৯. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা নাবা ১৩ আয়াত।

উল্লেখ্য যে, মহাকাশে যেসব বস্তু জ্যোতি বিকিরণ করে, তাদেরকে বলে জ্যোতিষ্ক। যা দু'ভাগে বিভক্ত। যার নিজস্ব আলো আছে, সেগুলিকে বলে নক্ষত্র। যেমন সূর্য। আর যেগুলির নিজস্ব আলো নেই, কিন্তু সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়, তাদেরকে বলে গ্রহ। এযাবৎ আবিষ্কৃত সূর্যের গ্রহ সংখ্যা ৯টি। সূর্য থেকে দূরত্বের হিসাবে যেগুলি হ'ল যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এদের একত্রিশটি উপগ্রহ, বহু সংখ্যক গ্রহপুঞ্জ, উল্কা ও ধূমকেতু নিয়ে গঠিত যে পরিবার, তাকে বলা হয় সৌরজগৎ বা সৌরমণ্ডল। সূর্য তার পরিবার নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১২শ মাইল বেগে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে। উপগ্রহগুলি গ্রহের চারদিকে ঘোরে এবং রাত্রিতে আলো দেয়। এছাড়াও রয়েছে ধূমকেতু ও উল্কা। যা রাত্রির আকাশে দেখা যায়।

সূর্য একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। যার উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৬শ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূর্য থেকে উত্তাপ ও আলো সূর্য রশ্মির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রহ ও উপগ্রহ সমূহ সে আলো ও উত্তাপ গ্রহণ করে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে বলে বছরের সব সময় উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব এক থাকেনা। তবে গড়ে এই দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের প্রায় ২০০ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে আসে। আর সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৮ মিনিট সময় লাগে' *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১২২ পৃ.)*। পৃথিবীর বুকে যা কিছু বেঁচে আছে, তা সবই এই উত্তাপ পেয়েই বেঁচে আছে ও বেঁচে থাকে। এই উত্তাপই মহাশূন্যে মেঘের ঘনঘটা গড়ে তোলার কাজ করে। সমুদ্র থেকে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়। অতঃপর সেখানেই তা জমে মেঘের সৃষ্টি করে। যা থেকে ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাত হয়। আলো ও উত্তাপ একই সাথে সূর্য থেকে পাওয়া যায় বলেই পবিত্র কুরআনে সূর্যকে 'সিরাজ' বা প্রদীপ বলা হয়েছে *(নূহ ৭১/১৪; সৃষ্টিতত্ত্ব ১৬১-৬২ পৃ.)*।

চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং সবচেয়ে নিকটে। যার আয়তন পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব ২ লক্ষ ৩৮ হাযার ৩শ মাইল। যা সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ঐ সময় সে নিজের অক্ষের উপর একবার আবর্তন করে।[১৩০] পৃথিবী থেকে সব সময় চাঁদের একটি পার্শ্বই দেখা যায়। চাঁদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এর দৃশ্যমান পার্শ্ব বিভিন্নভাবে সূর্য দ্বারা আলোকিত হয়। এই আলোকিত অংশের পরিমাণ ০% (অমাবস্যা) থেকে ১০০% (পূর্ণিমা) পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে الْقَمَرَ-এর ال জাতি (Species) বোধক। যার দ্বারা 'বহু' বুঝানো হয়। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য একটা করে নয়, বরং অসংখ্য। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, গ্রহ-তারকা সমূহের চারপাশে অসংখ্য চন্দ্র রয়েছে। যেমন মঙ্গল গ্রহের ২টি, বৃহস্পতি-র ১২টি, শনি-র ৯টি, ইউরেনাস-এর ৫টি, নেপচুন-এর ২টি এবং পৃথিবীর

১৩০. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩) ১২১-২২ পৃ.।

মাত্র ১টি। ফলে সৌর সমষ্টিতে আমাদের চন্দ্র ছাড়াও অসংখ্য চন্দ্র রয়েছে। এমনিভাবে মহাবিশ্বে রয়েছে শত কোটি চন্দ্র *(সৃষ্টিতত্ত্ব ২৪১-৪২ পৃ.)*। একই অবস্থা সূর্যের। যে ছায়াপথে আমাদের এই সৌরলোক অবস্থিত, তাতে প্রায় ৩শ' কোটি সূর্য রয়েছে। তন্মধ্যে নিকটতর সূর্য পৃথিবী থেকে এতখানি দূরে অবস্থিত যে, তার আলো এখানে পৌঁছতে ৪ বছর সময় লাগে। আর আমাদের এই ছায়াপথই সমগ্র বিশ্বলোক নয়। বরং বর্তমান বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে, এটি ২০ লক্ষ নীহারিকা পুঞ্জের (Nebula) মধ্যে মাত্র একটি। তন্মধ্যে নিকটবর্তী নীহারিকাটি আমাদের থেকে এত বেশী দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো ১০ লক্ষ বছরে আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১৭৭ পৃ.)*।

পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় আমাদের এই সূর্য *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১২২ পৃ.)* তার ছায়াপথের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। ...ছায়াপথ যেন একটি বিরাট থালা। যার উপর অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে লাটিমের মত নিরবচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হচ্ছে। ...আমাদের সৌরলোক যে ছায়াপথের মধ্যে অবস্থিত, তার আবর্তন এমনভাবে চলছে যে, ২০ কোটি বছরে তার একবারের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। খগোলবিদদের ধারণা মতে, সমগ্র বিশ্বলোকের ৫শ' মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ছায়াপথ রয়েছে। আর প্রতিটি ছায়াপথের মধ্যে এক লক্ষ মিলিয়ন বা তার কিছু কম বা বেশী নক্ষত্র রয়েছে *(মহাসত্যের সন্ধানে ৯৬ পৃ.)*। মহাকাশে দ্রুতগতিতে সদা সন্তরণশীল এইসব অবয়ব সমূহের পরস্পরের মধ্যে যাতে কোন সংঘর্ষ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ এসবগুলিকে ক্ষুদ্রকায় মাধ্যাকর্ষের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। যার ফলে এগুলি পরস্পরের দূরত্ব বজায় রেখে আবর্তিত হচ্ছে *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১৭৭ পৃ.)*। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন, وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ– 'আকাশকে আল্লাহ উঁচু করেছেন এবং সেখানে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন' *(রহমান ৫৫/৭)*।

আকাশের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র অভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী। সবগুলির মৌল সম্পূর্ণরূপে এক। সবই একই মাধ্যাকর্ষ ব্যবস্থার অধীন। আর সবেরই সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন। আর তিনি হ'লেন আল্লাহ। যার প্রদত্ত দৃঢ় নিয়ম পূর্ণ কর্তৃত্ব সহকারে সর্বত্র কার্যকর। এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই। যা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় *(সৃষ্টিতত্ত্ব ২০৫-০৬ পৃ.)*। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً– 'বস্তুতঃ তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির কোন ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। তিনি বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ– 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ মহা পবিত্র' *(আম্বিয়া ২১/২২)*। *সুবহানাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম!*

(১৭) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا– ‘আল্লাহ তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন যথার্থরূপে’।

অত্র দুই আয়াতে মাটি থেকে উদ্ভিদের জন্ম ও পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষের জন্ম ও পুনরুত্থানের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যদিও মানুষ উদ্ভিদরাজির ন্যায় সরাসরি মাটি থেকে উদ্গত হয় না। তবে মাটির নির্যাস থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে *(মুমিনূন ২৩/১২)*।

نَبَاتًا– অর্থ ঐ জীবন্ত উদ্ভিদ, যা মাটি, বায়ু, পানি বা বৃক্ষ থেকে উদ্গত হয় এবং যা স্বীয় জড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। উদ্ভিদ বলতে নানাবিধ সবজি, ঘাস ইত্যাদিকে বুঝানো হয়, যা কাঁচা খেতে হয়।

أَنْبَتَكُمْ অর্থ خَلَقَكُمْ ‘তোমাদের সৃষ্টি করেছেন’। অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে *(জালালায়েন)*। অত্র আয়াতে أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ، ‘তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন’ বলে পিতা আদমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্ট *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ– ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ– ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ– ‘যিনি সকল বস্তু সুন্দর রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি হ’তে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন’ *(৭)*। ‘অতঃপর তিনি তার (আদমের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে’ *(৮)*। ‘অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন ও তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়সমূহ। কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক’ *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

(১৮) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا– ‘অতঃপর তোমাদের সেখানে ফিরিয়ে নিবেন এবং সেখান থেকে বের করে নিবেন যথাযথভাবে’।

অত্র আয়াতে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى– ‘মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর তা থেকেই আমরা তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব’ *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)*।

(১৯) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا– ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، ‘যিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২)*। অন্যত্র এসেছে, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا– ‘আমরা কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ করিনি?’ *(নাবা ৭৮/৬)*। যাতে মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে বলে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। নইলে পৃথিবী মূলতঃ গোলাকার। আর সেকারণেই তীব্র গতির রকেট পৃথিবীর প্রান্ত শেষে ছিটকে পড়ে যায় না বরং তাকে পরিভ্রমণ করে। তবে তার বিস্তৃতি এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে, আকারে গোল হ'লেও ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীরা কেউ পৃথিবী থেকে বাইরে পতিত হয় না। গোলাকার হাঁড়ির গায়ে পিঁপড়া যেভাবে ছুটে বেড়ায়, গোলাকার ভূপৃষ্ঠে তেমনি মানুষ ও প্রাণীকুল স্বাচ্ছন্দ্যে ছুটে বেড়ায়। পৃথিবী তার চৌম্বিক আকর্ষণে তার সৃষ্টিকুলকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখে ও সর্বদা আগলে রাখে। আর এদিকে ইঙ্গিত করেই পৃথিবীকে مِهَادًا 'বিছানাস্বরূপ' বলা হয়েছে *(নাবা ৭৮/৬)*। যার উপরে বাচ্চা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যায়।

(২০) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا– 'যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথ সমূহে চলাচল করতে পার'।

এখানে রাস্তা বলতে নদীপথ, সড়কপথ, আকাশপথ সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। অত্র আয়াতে জনস্বার্থে রাস্তার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।[১৩১] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করেছেন তোমাদের জন্য রাস্তা সমূহ। যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পার' *(যুখরুফ ৪৩/১০)*।

سُبُلاً فِجَاجًا– অর্থ طُرُقًا وَاسِعَةً 'প্রশস্ত রাস্তা সমূহ' *(জালালায়েন)*। অতএব হরতাল, ধর্মঘট বা অন্য কোন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইস্যুতে সড়কপথ, নদীপথ ও আকাশপথ বন্ধ করা মানবতা বিরোধী অপরাধ। এজন্যে হাদীছে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হিসাবে বলা হয়েছে, إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ– 'রাস্তা থেকে কষ্ট দূর করা' *(মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫)*। এমনকি রাস্তার কষ্ট দূর করাকে হাদীছে 'ছাদাক্বা' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে *(বুখারী হা/২৪)*।

(২১) قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا– 'নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন সব লোকের অনুসরণ করছে, যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না'। অত্র আয়াতে অবাধ্য কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلاَّ خَسَارًا– 'যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না' বলে তাদের অনুসরণীয় সমাজ নেতাদের বুঝানো হয়েছে। যারা

---

১৩১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা নাবা ৬ আয়াতের তাফসীর।

তাদেরকে আখেরাত থেকে উদাসীন করে স্রেফ দুনিয়া পূজারী করে রেখেছে। যারা মূর্তিপূজাকে উৎসাহিত করে ধর্মের নামে ব্যবসা করেছে। যা তাদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে থাকে। অথচ তারা তা বুঝে না। ধর্মের নামে এটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ধোঁকা। যুগ যুগ ধরে যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।

অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেতা ও কর্মী নিয়েই সমাজ। এককভাবে কেউ সমাজে চলতে পারে না। আর কুফরী সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিণত করাই ছিল যুগে যুগে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য। ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারীদের এটাই হ'ল প্রধান কর্তব্য। যাতে সমাজে সর্বদা মানবতা বিজয়ী থাকে এবং পশুত্ব পরাভূত হয়।

(২২) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا– 'তারা মারাত্মক চক্রান্ত করছে' كُبَّارًا অর্থ كَبِيرًا 'ভয়ানক'। আরবরা বিস্ময়কর কোন বস্তুকে এভাবে প্রকাশ করত। যেমন عَجِيْب-কে عُجَاب ও عُجَّاب, حَسَن-কে حُسَان ও حُسَّان, جَمِيْل-কে جُمَال ও جُمَّال বলত। নেতারা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের অনুসারীদের ধোঁকা দিয়ে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। তারা সর্বদা বলত, আমরাই সত্য ও হেদায়াতের উপর আছি। ফলে এটাকেই আল্লাহ مَكْرًا كُبَّارًا– 'ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ– 'আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদের শীর্ষ পাপীদের অনুমতি দেই যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না *(আন'আম ৬/১২৩)*। অতএব হে ঈমানদারগণ! আয়াতগুলি সামনে রাখুন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কথিত ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের চক্রান্ত সমূহ থেকে সাবধান হৌন।

(২৩) وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا– 'তারা (লোকদের) বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করোনা এবং পরিত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব ও নাস্রকে'।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল মূর্তিপূজার শিরক। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, অত্র আয়াতে বর্ণিত পাঁচজন উপাস্য ছিল আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কওমের সবচেয়ে সৎলোক বলে প্রসিদ্ধ। এদের মৃত্যুর পর শয়তান এদের অনুসারীদের মধ্যে মূর্তি গড়ার প্ররোচনা দেয় এই বলে যে, এইসব সৎলোকের মূর্তি সামনে রাখলে আল্লাহ্র ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তাদের ভক্তরা তাই করল। কিন্তু পরবর্তীকালে মূর্তিই হ'ল মুখ্য এবং আল্লাহ হ'লেন গৌণ। মানুষ প্রকৃত উপাস্য আল্লাহকে পরিত্যাগ করল এবং মূর্তিপূজায় মেতে উঠল।

এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজা শুরু হয় এবং প্রথম মূর্তি গড়া হয় ওয়াদ-এর। পরে লোকেরা অন্যান্য মূর্তি সমূহ তৈরী করতে থাকে। যা আজও চলছে স্থানপূজা, বৃক্ষপূজা, ছবি-ভাষ্কর্য-প্রতিকৃতিপূজা, কবরপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে। এইসব জড় পদার্থগুলিই বুদ্ধিমান মানুষের পূজা পাচ্ছে। অথচ তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে *(কুরতুবী; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী ১/৫৪-৫৫)*। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের ধনিক শ্রেণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ শিরক ও বিদ'আতের অনুসারী হয়। তারাই এগুলি তাদের হীন স্বার্থে লালন করে ও কথিত ধর্মনেতাদের সাহায্য করে। তারা সর্বদা নবী-রাসূল ও যুগে যুগে তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী প্রকৃত ধর্ম সংস্কারকদের বিরোধিতা করে ও তাদের উপর নির্যাতন করে।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'শয়তান মূর্তিপূজারীদের প্রথম ধোঁকায় ফেলে কবরপূজা ও ছবিপূজার মাধ্যমে। যাতে তারা এর দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করতে পারে। শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করে এবং এক এক সম্প্রদায় এক একভাবে তাদের জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী মৃতদের সম্মান দেখায়। সেকারণ আমাদের রাসূল (ছাঃ) কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ও বাতিদান কারীদের লা'নত করেছেন। তিনি লোকদের কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সেই সাথে তাঁর কবর যেন পূজার স্থান ও তীর্থক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সেজন্য উম্মতকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ও আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেছেন, اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُّعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না। আল্লাহ্র গযব কঠোরতর হয় ঐজাতির উপরে, যারা তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।[১৩২] তিনি কবর সমান করে দেওয়ার ও মূর্তি নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ মুশরিকরা তাঁর উক্ত নিষেধ সমূহের প্রত্যেকটি অমান্য করেছে মূর্খতা বশে অথবা তাওহীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বশে। অথচ এতে তাওহীদবাদীদের কোনই ক্ষতি হয়নি' *(ক্বাসেমী)*।[১৩৩]

আবু হাইয়াজ আল-আসাদী বলেন যে, খলীফা আলী (রাঃ) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন এক কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আর তা হ'ল, أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ–

---

১৩২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৭৫০।

১৩৩. হাফেয শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ দামেশক্বী (৬৯১-৭৫১ হি.) ইগাছাতুল লাহফান মিন মাছাইদিশ শায়ত্বান, তাহকীক : মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফাক্বী (রিয়াদ : মাকতাবা মা'আরেফ, তাবি) ২/২২২ পৃ.।

‘তুমি এমন কোন মূর্তি ছাড়বে না, যাকে নিশ্চিহ্ন না করবে এবং এমন কোন উঁচু কবর দেখবে না, যাকে সমান না করে দিবে’।[১৩৪]

(২৪) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَّلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا– ‘বস্তুতঃ এইসব নেতারা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তুমি যালেমদের কেবল ভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দাও!’

এটি যুগে যুগে হয়েছে ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে। সেকারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করেছিলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ– رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ...‘হে আমার পালনকর্তা, এই শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’। ‘হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলি বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইব্রাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا ضَلَالًا– ‘অতএব তুমি যালেমদের কেবল ভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দাও!’

নবী তাদের জন্য কিভাবে পথভ্রষ্টতার দো‘আ করলেন? যাতে ওরা সত্বর আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেছেন, الضَّلَالُ বা পথভ্রষ্টতা অর্থ مَنْعُ الْأَلْطَافِ অনুগ্রহ বঞ্চিত করা; কুফরীর প্রতি তাদের যিদের কারণে এবং ঈমানের ব্যাপারে তাদের থেকে নিরাশ হওয়ার কারণে’। এ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তাঁর মু‘তাযেলী আক্বীদার অনুসরণে। কেননা তাদের ধারণা মতে আল্লাহ বান্দার প্রতি মন্দ কামনা করতে পারেন না বা তার কোন মন্দ করতে পারেন না। এর জওয়াব এই যে, নবী তাদের উপর বদ দো‘আ করেছিলেন আল্লাহ তাঁকে একথা জানিয়ে দেওয়ার পর যে, তারা ঈমান আনবে না *(হূদ ১১/৩৬)*। তাছাড়া বান্দার অন্তরে ভ্রষ্টতা সৃষ্টির ন্যায় আল্লাহ বান্দাকে মন্দ কাজের অনুমতিও দিতে পারেন। কেননা তাঁর কোন কাজই হিকমত শূন্য নয়’ *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। যেমন খিযির (আঃ) কর্তৃক নিষ্পাপ শিশু হত্যা। মূসা (আঃ) যার প্রতিবাদ করেন *(কাহফ ১৮/৭৪)*। অতএব যদি বান্দার মন্দ এরাদা ও মন্দ কাজকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা হয়, তাহ’লে আল্লাহ কেবল ভাল-র স্রষ্টা হবেন। মন্দের সৃষ্টিকর্তা অন্য কাউকে মানতে হবে, যা স্পষ্ট শিরক। অথচ মু‘তাযেলীদের আক্বীদা সেটাই। যা তাওহীদের বিরোধী এবং কুরআন-হাদীছের নির্দেশনার বিপরীত।

---

১৩৪. মুসলিম হা/৯৬৯; ঐ, মিশকাত হা/১৬৯৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, ‘মৃতের দাফন’ অনুচ্ছেদ-৬, রাবী আবু হাইয়াজ আল-আসাদী খলীফা আলী (রাঃ)-এর পুলিশ প্রধান ছিলেন। তাঁর পূর্বের খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর আমলেও এ নির্দেশ জারি ছিল *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ ৯২ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩৩ পৃ.)*।

Contents

(২৫) مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا، فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا– 'তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাউকে তাদের জন্য সাহায্যকারী পায়নি'।

ফার্রা বলেন, এর অর্থ مِنْ أَجْلِ خَطَايَاهُمْ 'তাদের পাপরাশির কারণে'। مَا এসেছে صِلَةٌ مُؤَكِّدَةٌ তথা বদলার বিষয়টির তাকীদ বুঝানোর জন্য *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ নূহের কওমের পাপকর্ম সমূহের কঠিন বদলা হিসাবে তাদেরকে প্লাবনে ডুবিয়ে মারা হয়।

فَأُدْخِلُوْا نَارًا، 'অতঃপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়'। কুশায়রী বলেন, আয়াতটি কবর আযাবকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অন্যতম দলীল। তবে এর অর্থ আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নামে প্রবেশের নিশ্চয়তা ঘোষণা হ'তে পারে। কেননা নিশ্চিত বিষয়ে এরূপ আগাম বলাটা সাধারণ বাকরীতির অন্তর্ভুক্ত *(কুরতুবী)*। যামাখশারী বলেন, فَأُدْخِلُوْا نَارًا-এর অন্যতম অর্থ 'কবর আযাব' হ'তে পারে। কেননা কেউ পানিতে ডুবে মরুক, আগুনে পুড়ে মরুক বা হিংস্র প্রাণী তাকে খেয়ে ফেলুক, সাধারণ অবস্থায় কবরবাসী যা পায়, সেও তাই পাবে' *(কাশশাফ)*।

জাহান্নামীদের আগাম শাস্তি কবর থেকেই শুরু হয়। ক্বিয়ামতের দিন চূড়ান্ত বিচারে যা স্থায়ী রূপ লাভ করবে। এখানে نَارًا، অর্থ فِي النَّارِ 'আগুনে'। এই আগুন হ'ল কবরের শাস্তির আগুন। মাওলানা আকরম খাঁ অনুবাদ করেছেন, 'সেমতে জাহান্নামে দাখিল করিয়া দেওয়া হইল তাহাদিগকে'। মুহিউদ্দীন খান ও মুজিবুর রহমান একইরূপ অনুবাদ করেছেন। এটি ঠিক নয়। কেননা জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হবে ক্বিয়ামতের পরে। যেমন ফেরাউনের কওমের উপর আপতিত শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْٓا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ– 'সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফেরাঊন সম্প্রদায়কে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও' *(মুমিন/গাফির ৪০/৪৬)*। বস্তুতঃ অত্র আয়াতগুলি কবর আযাবের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত।[১৩৫]

فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا– 'অতঃপর তারা আল্লাহ্র মুকাবিলায় কাউকে তাদের জন্য সাহায্যকারী পায়নি' বলে তাদের পূজিত মৃত ব্যক্তিদের ও উপাস্যদের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*।

যেমন নূহ (আঃ) ও তাঁর অবাধ্য পুত্র কেন'আনের সর্বশেষ কথোপকথন উদ্ধৃত করে আল্লাহ বলেন, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَّا

১৩৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'মৃত্যুকে স্মরণ' বই, কবর আযাবের দলীল সমূহ' অনুচ্ছেদ।

بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ- قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ- 'আর নৌকাটি তাদের নিয়ে চলতে লাগল পর্বতসম উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে ডেকে বলল, সে তখন দূরে ছিল, হে আমার পুত্র! তুমি আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে থেকো না'। 'সে বলল, আমি এখুনি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে বলল, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচাবার কেউ আজকে নেই কেবল যাকে তিনি দয়া করবেন। অতঃপর তাদের উভয়ের মাঝে একটা ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(হূদ ১১/৪২-৪৩)*।

এর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে যে, কোনরূপ 'অসীলা' আল্লাহ্র গযব থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا، 'তবে কি আমরা ব্যতীত তাদের অন্য উপাস্যরা রয়েছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে?' *(আম্বিয়া ২১/৪৩)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে কাফেরদের শিশু সন্তানদের জন্য কেন বদদো'আ করা হ'ল এবং কোন অপরাধে তাদের ডুবিয়ে মারা হ'ল? এর জবাব এই যে, তাদের ঔরসজাত সন্তানেরা যে ঈমান আনবেনা, সে কথা আল্লাহ তার নবী নূহকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন *(হূদ ১১/৩৬)*। দ্বিতীয় জবাব এই যে, আল্লাহ যা কিছু করেন, বান্দার কল্যাণের জন্য করেন। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র এই গযবের সিদ্ধান্তে বান্দার কিছুই বলার নেই। কারণ তিনি বলেন, لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ- 'তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/২৩)*।

যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব রীতিতে বলেন, যদি তুমি বল, শিশুরা কি দোষ করেছিল নিমজ্জিত হবার সময়? আমি বলব, তারা শাস্তি ভোগের জন্য নিমজ্জিত হয়নি। বরং তারা নিমজ্জিত হয়েছিল, যেভাবে বিভিন্ন কারণে মানুষ মরে থাকে। যেমন অনেকে মারা যায় পানিতে ডুবে বা আগুনে পুড়ে। তাছাড়া এটা যেন তাদের পিতা-মাতাদের জন্য শাস্তির অতিরিক্ত, যখন তারা তাদের সন্তানদের ডুবে মরতে দেখেছে' *(কাশশাফ)*।

তাঁর উক্ত জবাব মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী হয়েছে। কেননা তাদের মতে কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আল্লাহ্র নেই' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এর বিপরীতে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই এবং তাঁর কাজের কৈফিয়ত নেবারও কেউ নেই। আল্লাহ ব্যতীত বান্দার অধিক কল্যাণকামী আর কে আছে? তিনি যা চান তাই করেন *(বুরূজ ৮৫/১৬ প্রভৃতি)*। তিনি বান্দার উপর যুলুমকারী নন *(আলে ইমরান ৩/১৮২ প্রভৃতি)*।

(২৬) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا– ‘আর নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফির গৃহবাসীদের একজনকেও ছেড়োনা’।

অত্র আয়াতে স্বীয় অবিশ্বাসী কওমের বিরুদ্ধে নূহ (আঃ)-এর বদদো‘আ বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দেন যে, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ– ‘আর নূহের প্রতি অহি করা হ’ল এই মর্মে যে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে, তাতে তুমি মোটেও দুঃখ করো না’ *(হূদ ১১/৩৬)*। এতে তিনি তাদের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে জেনে নেন। অতঃপর তাদের জন্য ধ্বংসের দো‘আ করেন এবং আল্লাহ মহা প্লাবন পাঠিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন।

অনুরূপভাবে মূসা (আঃ) ফেরাঊন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করেছিলেন, وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَّأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ– ‘মূসা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গকে পার্থিব জীবনের জাঁকজমক ও সম্পদরাজি দান করেছ, হে আমাদের প্রতিপালক! যা দিয়ে তারা লোকদেরকে তোমার রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি ওদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও এবং ওদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও। যাতে ওরা ঈমান আনতে না পারে, যতক্ষণ না ওরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে’ *(ইউনুস ১০/৮৮)*। ফলে তারা সাগরডুবির গযবে সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।[১৩৬] আল্লাহ নূহ ও মূসা দুই মহান নবীর দো‘আ কবুল করেছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর)*। তেমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ওৎবা, শায়বা, আবু জাহল প্রমুখ কুরায়েশ নেতাদের নাম ধরে ধরে বদদো‘আ করেছিলেন এবং তাদের অধিকাংশ বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।[১৩৭]

(২৭) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوآ إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا– ‘কেননা তুমি যদি ওদের ছাড়, তাহ’লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে। আর ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না কেবল পাপিষ্ঠ কাফির ব্যতীত’।

---

১৩৬. বাক্বারাহ ২/৫০; আ‘রাফ ৭/১৩৬; ইউনুস ১০/৯০; শো‘আরা ২৬/৬০-৬৬। বিস্তারিত দ্র : নবীদের কাহিনী-২ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

১৩৭. বুখারী হা/২৯৩৪; মুসলিম হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮৪৭, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ, ১২৭-২৮ পৃ.।

وَلاَ يَلِدُوا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا– ‘ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না কেবল পাপিষ্ঠ কাফির ব্যতীত’ অর্থ لاَ يَلِدُوا اِلاَّ مَنْ سَيَفْجُرُ وَيَكْفُرُ ‘ওরা জন্ম দিবেনা এমন সন্তান ব্যতীত, যারা অবশ্যই দুষ্কৃতিকারী ও কাফের হবে’ *(আবুস সঊদ, কাশশাফ)*। এটি দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা হয়ে থাকতে পারে। যেমনটি আরবীয় বাকরীতিতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ– ‘যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, সে তার পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের মালিক হবে’।[১৩৮] এর অর্থ যদি সে নিহত হয় *(কাশশাফ)*।

(২৮) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا– ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে, আর যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা কর। আর তুমি যালেমদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করো না’।

এতে বুঝা যায় যে, নূহ (আঃ)-এর পিতা-মাতা মুমিন ছিলেন *(কুরতুবী)*। কেননা কোন নবীর পক্ষে মুশরিকের জন্য দো‘আ করা জায়েয নয়। وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، ‘আর যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছে’ অর্থ ‘আমার দ্বীনে প্রবেশ করেছে’ *(কুরতুবী)*। وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের’ অর্থ যাহহাক বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন নর-নারীর জন্য তিনি মাগফেরাতের দো‘আ করেছেন *(কুরতুবী)*।

وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا– ‘আর তুমি যালেমদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করো না’।

تَبَارًا অর্থ هَلاَكًا ‘ধ্বংস’ *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। এখানে ‘যালেমদের’ অর্থ ‘কাফের-মুশরিকদের’ *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা নূহ (আঃ) তাঁর যুগের ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের দো‘আ করেছেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। কেননা যুগে ও সময়ে পৃথক হ’লেও কাফের-মুশরিকরা আক্বীদা ও আমলে চিরকাল একই। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের ফিৎনা হ’তে নিরাপদ রাখো- আমীন!

॥ সূরা নূহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة نوح، فلله الحمد والمنة

১৩৮. বুখারী হা/৪৩২১; মুসলিম হা/১৭৫১; মিশকাত হা/৩৯৮৬, রাবী আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ)।

সূরা জিন (জিন জাতি)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা আ'রাফ ৭/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৭২, রুকূ ২, আয়াত ২৮, শব্দ ২৮৬, বর্ণ ১০৮৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল! আমার প্রতি অহি করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং বলেছে যে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।

قُلۡ اُوۡحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الۡجِنِّ فَقَالُوۡۤا اِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا ۙ۱

(২) যা সুপথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনোই আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না।

یَّهۡدِیۡۤ اِلَی الرُّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنۡ نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۙ۲

(৩) আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সবার উপরে। তিনি কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না।

وَّاَنَّهُ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ۳

(৪) আর আমাদের নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ভাবে মিথ্যা বলত।

وَّاَنَّهُ كَانَ یَقُوۡلُ سَفِیۡهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ۙ۴

(৫) অথচ আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না।

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنۡ لَّنۡ تَقُوۡلَ الۡاِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ۙ۵

(৬) বস্তুতঃ কিছু মানুষ কিছু জিনের কাছে আশ্রয় চাইত। তাতে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা আরও বাড়িয়ে দিত।

وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الۡاِنۡسِ یَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الۡجِنِّ فَزَادُوۡهُمۡ رَهَقًا ۙ۶

(৭) আর মানুষেরা ধারণা করত যেমন তোমরা ধারণা করো যে, আল্লাহ কখনোই কাউকে (রাসূল হিসাবে) পাঠাবেন না।

وَّاَنَّهُمۡ ظَنُّوۡا كَمَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ یَّبۡعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ۷

(৮) আর আমরা নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর সেটিকে পেয়েছি কঠোর প্রহরা ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পূর্ণ।

وَّاَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِیۡدًا وَّشُهُبًا ۙ۸

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

(৯) পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে (আল্লাহ্‌র অহি চুরি করে) শোনার জন্য (ওঁৎ পেতে) বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ তা শুনতে গেলে সে লক্ষ্যভেদী উল্কার সম্মুখীন হয়।

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

(১০) আমরা জানিনা জগদ্বাসীর প্রতি কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের পালনকর্তা তাদের কোন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেছেন।

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

(১১) আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মশীল। আর কতক রয়েছে এর বিপরীত। আমরা তো বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

(১২) আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ পৃথিবীতে আমরা কখনোই আল্লাহকে অপারগ করতে পারব না এবং কখনোই তাঁর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব না।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

(১৩) আমরা যখনই হেদায়াতের বাণী শুনলাম, তখনই তাতে ঈমান আনলাম। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের আশংকা করে না।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

(১৪) আর (কুরআন শোনার পরেও) আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছি মুসলমান ও কিছু রয়েছি কাফের। তবে যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, সে ব্যক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

(১৫) পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

(১৬) (আল্লাহ বলেন,) যদি তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহ'লে আমরা তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণে সিক্ত করতাম।

لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

(১৭) যাতে আমরা তাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাবেন।

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾

(১৮) নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

(১৯) আর যখন আল্লাহ্‌র বান্দা (মুহাম্মাদ) আল্লাহকে ডাকার জন্য (ছালাতে) দাঁড়ায়, তখন তারা তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। **(রুকূ ১)**

قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

(২০) তুমি বল, আমি তো কেবল আমার পালনকর্তাকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

(২১) বল, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার বা সুপথে আনার ক্ষমতা রাখি না।

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

(২২) বল, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোথাও আমি আশ্রয় পাবো না।

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

(২৩) কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে তাঁর বাণী ও রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই আমি বাঁচতে পারি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

(২৪) অবশেষে যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত বিষয় দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে সাহায্যকারী হিসাবে কে দুর্বল ও কারা সংখ্যায় কম।

Contents

قُلۡ اِنۡ اَدۡرِیۡۤ اَقَرِیۡبٌ مَّا تُوۡعَدُوۡنَ اَمۡ یَجۡعَلُ لَهٗ رَبِّیۡۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾

(২৫) তুমি বল, আমি জানিনা যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা আসন্ন, নাকি তার জন্য আমার প্রভু কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন?

عٰلِمُ الۡغَیۡبِ فَلَا یُظۡهِرُ عَلٰی غَیۡبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

(২৬) তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না-

اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰی مِنۡ رَّسُوۡلٍ فَاِنَّهٗ یَسۡلُكُ مِنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾

(২৭) তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। আর সেকারণ তিনি তার আগে-পিছে প্রহরী নিযুক্ত করেন।

لِّیَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمۡ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیۡهِمۡ وَ اَحۡصٰی كُلَّ شَیۡءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

(২৮) যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রিসালাত (অহি) পৌঁছে দিয়েছে। আর রাসূলদের নিকট যা আছে, তা সবই আল্লাহ্র গোচরীভূত। তিনি সবকিছু গুণে গুণে হিসাব রাখেন। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا– ‘বল! আমার প্রতি অহি করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং বলেছে যে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি’।

(২) يَهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا– ‘যা সুপথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনোই আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না’।

অত্র সূরায় জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তাদের কুরআন শ্রবণের বিষয়টি অত্র সূরার মাধ্যমে প্রথমে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দেন। সাথে সাথে খবরটি মক্কার অহংকারী নেতাদের শুনিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের নিকট সূরাটি পাঠ করার আদেশ দেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) ওকায বাজারের দিকে যাওয়ার সময় নাখলায় রাত্রি যাপন শেষে ফজরের ছালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন। তখন জিনেরা সেই কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করে।

‘নাছীবীন’ (نَصِيبِيْنَ) এলাকার নেতৃস্থানীয় জিনদের ৭ বা ৯ জনের উক্ত অনুসন্ধানী দলটি তাদের সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, সেখানে বক্তব্যের শুরুতে তারা কুরআনের অলৌকিকত্বের কথা বলে। যেমন إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً- ‘আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি’। ‘যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর আমরা তার উপরে ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কখনোই কাউকে শরীক করব না’ *(জিন ৭২/১-২)*। অতঃপর তারা বলে, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا- ‘আমরা নিশ্চিত যে, এ পৃথিবীতে আমরা কখনোই আল্লাহকে অপারগ করতে পারব না এবং কখনোই তাঁর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব না’ *(জিন ৭২/১২)*। সুহায়লী তাফসীরবিদগণের বরাতে বলেন, এই জিনগুলি ইহূদী ছিল। অতঃপর মুসলমান হয়’। এদের বক্তব্য এসেছে সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে’।[১৩৯]

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নবী ছিলেন। বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ- ‘আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে’।[১৪০] অন্য হাদীছে সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ- ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন’।[১৪১]

অত্র সূরায় শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং অন্য নবীদের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে যে, (১) তিনি কেবল মানবজাতির নবী ছিলেন না, বরং জিন জাতিরও নবী ছিলেন। (২) এর মাধ্যমে কুরআনের মু‘জেযা প্রমাণিত হয়েছে। যা শুনে জিনেরা পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেছে। (৩) এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মত জিনেরাও ইসলামী শরী‘আত মানতে বাধ্য। (৪) তাদের মধ্যে মানুষের মত মুমিন ও কাফের রয়েছে। (৫) মানুষের মত তারাও বিভিন্ন ফের্কায় ও তরীকায় বিভক্ত *(কুরতুবী)*। মুমিন জিনেরা অন্য জিনদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকে। (৬) জিনেরা মানুষের সব ভাষা বুঝে। যেমন তারা আরবী ভাষায় কুরআন বুঝেছিল *(রাযী, ক্বাসেমী)*।

---

১৩৯. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আহক্বাফ ২৯ আয়াত, হা/৫৫০৪-০৫; ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত; মুসলিম হা/৪৪৯; ইবনু হিশাম ১/৪২২; সুহায়লী (৫০৮-৫৮১ হি.), আর-রউযুল উনুফ ১/৩৫৪।
১৪০. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৪১. দারেমী হা/৪৬; মিশকাত হা/৫৭৭৩, সনদ ছহীহ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

জিনদের ইসলাম গ্রহণ (إسلام الجن) :

জিনেরা দু'বার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসে। প্রথমবার ত্বায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে নাখলায় ফজরের ছালাতে তারা কুরআন শ্রবণ করে। অতঃপর তাদের জাতির কাছে ফিরে গিয়ে বলে, হে আমাদের জাতি! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا- يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে অন্যকে শরীক করব না' *(জিন ৭২/১-২)*।[১৪২]

দ্বিতীয় বারের বিষয়ে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। রাতটি ছিল আমাদের জন্য খুবই 'মন্দ রাত্রি' (شَرُّ لَيْلَةٍ)। সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের নমুনা ও তাদের আগুনের চিহ্নসমূহ দেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলি তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য' *(মুসলিম হা/৪৫০)*। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ কর্তৃক আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছে কয়লার কথাও বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে সূরা 'রহমান' পাঠ করলেন। পরে তিনি বললেন, তোমরা কেমন যে, চুপ থাকলে? অথচ জিনেরা এই সূরা শুনে সুন্দরভাবে জবাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল, لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ- 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন একটি নে'মতকেও আমরা অস্বীকার করি না। অতঃপর তোমার জন্যই সকল প্রশংসা'।[১৪৩] এতে বুঝা যায় যে, এটি ছিল মক্কার ঘটনা। যা তিনি মদীনায় গিয়ে ছালাতে পাঠ করেন। কারণ জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব (রাঃ) ছিলেন আনছার ছাহাবী এবং বায়'আতে ঊলার অন্যতম সাথী *(আল-ইস্তী'আব)*। এছাড়াও আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) সর্বপ্রথম মক্কায় কাফেরদের সম্মুখে প্রকাশ্যে সূরা 'রহমান' পাঠ করেন এবং দৈহিকভাবে নির্যাতিত হন।[১৪৪]

১৪২. ইবনু হিশাম ১/৪২১-২২; বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৯২১; মুসলিম হা/৪৪৯; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৯০ পৃ.।

১৪৩. তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০।

১৪৪. ইবনু হিশাম ১/৩১৪-১৫; আছার ছহীহ *(তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৩)*।

বস্তুতঃ 'নাখলা' উপত্যকায় জিনদের প্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে। যা সূরা আহক্বাফ ২৯, ৩০ ও ৩১ আয়াতে এবং সূরা জিন ১-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তবে জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের কথা তিনি তখনই জানতে পারেননি। বরং পরে সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন। অতঃপর সূরা আহক্বাফ ৩২ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাকে নিশ্চিত করেন যে, কোন শক্তিই তার দাওয়াতকে স্তব্ধ করতে পারবে না। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءُ أُولَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না, সে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে সাহায্যকারীও পাবে না। বস্তুতঃ তারাই হ'ল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত' *(আহক্বাফ ৪৬/৩২)*। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মনের মধ্যে আরও শক্তি অনুভব করেন।

তবে রাসূল (ছাঃ) কোনবারই তাদের দেখেননি। মক্কায় তিনি তাদের অদৃশ্য সত্তার সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের ডাকে তাদের সমাবেশে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন ও কুরআন শুনিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আকরম খাঁ জিন জাতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন, 'দেখিতে হইবে জেন প্রসঙ্গে তাফছীর ও হাদীছের কেতাবে যেসব রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। রেওয়ায়ত ও দেরায়তের দিক দিয়া, সেগুলিকে রাছুলে কারীমের 'হাদীছ' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইবে কি-না? তিনি প্রথম আয়াতের অনুবাদ লিখেছেন, 'জেনদিগের একদল লোক'। অতঃপর তাফ্ছীরে লিখেছেন, কোরআনের বর্ণনা মতে, 'জেন বলিতে এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝাইতেছে' *(৫/৬২২ পৃ.)*। অতঃপর তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অত্র আয়াতে 'মানুষেরই দল বা সমাজ বিশেষকে বুঝান হইতেছে' *(৫/৬২৪)*। সবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুরা জেন ও ছুরা আহকাফে যে জেনদিগের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয় মানুষই ছিল' *(৫/৬২৬)*। তিনি ৬ আয়াতে বর্ণিত بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ অর্থ করেছেন, 'জেন সমাজের কতিপয় মানুষের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে' *(৫/৬১৮, ৬২৭)*।

আমরা এসবে দ্বিমত পোষণ করি এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। আল্লাহ বলেন, –وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। সূরা সাবা ২৮ আয়াতে বর্ণিত وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ 'আমরা তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য প্রেরণ করেছি'-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের জন্য প্রেরণ করেন'।[১৪৫] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ– 'আসমান ও যমীনের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জানে না যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। কেবল জিন ও ইনসানের পাপীরা ব্যতীত' *(দারেমী হা/১৮; ছহীহাহ হা/১৭১৮)*। উপরের আয়াত ও হাদীছগুলিতে জিন ও ইনসানকে দু'টি পৃথক সৃষ্টি রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব জিন জাতিকে '...এক শ্রেণীর মানুষকেই বুঝাইতেছে' *(৫/৬২২ পৃ.)* বলা কুরআন ও হাদীছের বিপরীত মন্তব্য হিসাবে গণ্য হবে।

(৩) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا– 'আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সবার উপরে। তিনি কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন না'।

এখানে وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا 'আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সবার উপরে' অর্থ تَعَالَى عَظَمَةُ رَبِّنَا 'আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সর্বোচ্চ'। যেমন হাদীছে এসেছে, اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ– 'হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা রোধ করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত'।[১৪৬]

৩ থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত ১২টি আয়াতের শুরুতে মোট ১২ বার أَنَّ হরফটি এসেছে معطوف হিসাবে। অর্থাৎ পূর্বের বাক্যের সাথে সংযোগকারী অব্যয় হিসাবে। কেননা প্রথম আয়াতে قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ বাক্যে أَنَّهُ শব্দটি এসেছে কর্তার স্থলাভিষিক্ত (نائب فاعل) হিসাবে। এর পরবর্তী ১৫ আয়াত পর্যন্ত সবই জিনদের বক্তব্য। সেকারণ সেগুলির শুরুতে পরস্পরে সংযোগকারী অব্যয় হিসাবে أَنَّ হরফ ব্যবহার করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। যা ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল (الحروف المشبهة بالفعل)।

আয়াতের অর্থ হ'ল, 'কোন স্ত্রী, সন্তান ও সমকক্ষ গ্রহণ করা ও তাদের সাথে বসবাস ও তাদের নিকট প্রয়োজন পেশ করা থেকে আমাদের পালনকর্তার প্রতিপত্তি বহু উচ্চে' *(কুরতুবী)*। একই মর্মে আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ– اَللهُ الصَّمَدُ– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ–

---

১৪৫. দারেমী হা/৪৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৭৭৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।
১৪৬. বুখারী হা/৬৩৩০; মুসলিম হা/৫৯৩ (১৩৭); মিশকাত হা/৯৬২, রাবী মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ)।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ– ‘বল, তিনি আল্লাহ এক’ *(১)*। ‘আল্লাহ অমুখাপেক্ষী’ *(২)*। ‘তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন’ *(৩)*। ‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই’ *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*।

(৪) وَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا– ‘আর আমাদের নির্বোধেরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ভাবে মিথ্যা বলত’। কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে বলল, আমাদের বোকারা মিথ্যা বলত যে, আল্লাহ স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করেন। شَطَطًا অর্থ جَوْرًا وزُوْرًا ‘অতিরঞ্জিত করে, মিথ্যা বলে’ *(ইবনু কাছীর)*।

(৫) وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا– ‘অথচ আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না’। অর্থাৎ আমরা আগে ধারণা করতাম যে, আল্লাহ্র স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে জিন ও ইনসান কখনো মিথ্যা বলবে না। কিন্তু কুরআন শোনার পর আমরা বুঝেছি যে, এসব ছিল তাদের মিথ্যা দাবী মাত্র।

(৬) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا– ‘বস্তুতঃ কিছু মানুষ কিছু জিনের কাছে আশ্রয় চাইত। তাতে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা আরও বাড়িয়ে দিত’।

আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষের উপর আমাদের প্রাধান্য আছে। কেননা তারা আমাদের নিকটে আশ্রয় চাইত। যখন তারা কোন নির্জন মরুভূমিতে বা জঙ্গলে যেত অথবা কোন পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করত, তখন সেই এলাকার জিনদের সরদারের কাছে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করত। যেন তাদের কোন ক্ষতি না হয়। এতে তারা তাদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।

মাওলানা আকরম খাঁ অত্র আয়াতের অনুবাদ করেছেন, ‘অবস্থা এই যে, ইন্ছান সমাজের কতিপয় মানুষ জেন সমাজের কতিপয় মানুষের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহার ফলে জেনদের ‘নিব্বুদ্ধিতা ও অভিমান’ আরও বাড়িয়া গিয়াছে’ *(তাফ্ছীর ৫/৬১৮)*। এর মাধ্যমে তিনি জিন জাতিকে পৃথক সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করতে চাননি। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষকে জিনে ধরা, জিনে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, কয়েকদিন যাবৎ নিখোঁজ থাকা প্রভৃতি দুষ্ট জিনদের উৎপাতের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। তাঁর বক্তব্য মতে, যদি এরা ‘মানুষেরই দল বা সমাজ বিশেষ’ *(৫/৬২৪)* হ’ত, তাহ’লে তাদেরকে স্পষ্ট দেখা যেত।

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا– অর্থ মুজাহিদ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَ زَادُوا الْجِنَّ طُغْيَانًا بِهٰذَا التَّعَوُّذِ– ‘এই আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষেরা জিনদের সীমালংঘন আরও বাড়িয়ে দিত। ফলে জিনেরা বলত, আমরা জিন ও ইনসানের উপর নেতৃত্ব দিয়ে থাকি *(কুরতুবী)*।

(৭) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللهُ أَحَدًا– ‘আর মানুষেরা ধারণা করত যেমন তোমরা ধারণা করো যে, আল্লাহ কখনোই কাউকে (রাসূল হিসাবে) পাঠাবেন না’। অথচ তাদের এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ– ‘ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত’ *(ইউনুস ১০/৩৬)*। বরং এটাই আল্লাহ্র রীতি যে, তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। যেমন মানব সৃষ্টির শুরুতে আদমকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় তিনি বলেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– ‘আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

(৮) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا– ‘আর আমরা নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর সেটিকে পেয়েছি কঠোর প্রহরা ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পূর্ণ’।

জিনেরা বলল, নবুঅতের সত্যতা আমরা বুঝতে পেরেছি এভাবে যে, কুরআন নাযিলের সময় আকাশের সর্বত্র শয়তানের ঘাঁটিসমূহে ব্যাপক পাহারা বসানো হয়েছে এবং লক্ষ্যভেদী উল্কাসমূহ দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। যাতে আমরা ‘অহি’ চুরি করতে না পারি। অথচ ইতিপূর্বে কখনো আমরা এরূপ দেখিনি। যখনই আমাদের মধ্যকার শয়তানদের কেউ কুরআনের কোন ‘অহি’ চুরি করতে গিয়েছে, তখনই তার প্রতি জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে মারা হয়েছে।

(৯) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا– ‘পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে (আল্লাহ্র অহি চুরি করে) শোনার জন্য (ওঁৎ পেতে) বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ তা শুনতে গেলে সে লক্ষ্যভেদী উল্কার সম্মুখীন হয়’।

ক্বাতাদাহ বলেন, তারকারাজি তিন প্রকারের। (১) শয়তান মারার জন্য। যেমন স্ফুলিঙ্গ সমূহ। (২) জ্যোতি বিকীরণের জন্য, যা দেখে মানুষ পথ খুঁজে পায় (যেমন ধ্রুবতারা)। (৩) নিম্ন আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য *(কুরতুবী, ছাফফাত ৬ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

আল্লাহ তার অহিকে শয়তানদের চুরি থেকে হেফাযত করার জন্য ফেরেশতাদের মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন নিয়েছেন, তেমনি তাদের শাস্তির জন্য জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ- لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ- اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ- ‘তাকে নিরাপদ করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হ’তে’ *(৭)*। ‘ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শুনতে পারে না। আর চার দিক থেকে তাদের প্রতি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হয়’ *(৮)*। ‘ওদেরকে তাড়ানোর জন্য। আর ওদের জন্য রয়েছে বিরতিহীন শাস্তি’ *(৯)*। ‘তবে কেউ ঢু মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার পশ্চাদ্ধাবন করে’ *(ছাফফাত ৩৭/৭-১০; মুল্ক ৬৭/৫)*। কেবল ‘অহি’ চুরি করার জন্য শাস্তি নয়, এরা মানুষকে পৃথিবী থেকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিত। কেননা তাদেরকে হটিয়ে আল্লাহ এখানে মানুষকে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। কা‘ব আল-আহবার বলেন, যদি আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের পাহারার ব্যবস্থা না করতেন, তাহ’লে শয়তান জিনেরা তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যেত’ *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা রা‘দ ১১ আয়াত)*।

(১০) وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا- ‘আমরা জানিনা জগদ্বাসীর প্রতি কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের পালনকর্তা তাদের কোন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেছেন’। অর্থাৎ শেষনবী আগমনের পর তাঁর প্রতি লোকেরা ঈমান না আনলে আল্লাহ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি-না। যেমন ইতিপূর্বে নবীদের উপর মিথ্যারোপকারীদের ধ্বংস করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(১১) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا- ‘আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মশীল। আর কতক রয়েছে এর বিপরীত। আমরা তো বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত’।

طَرَآئِقَ قِدَدًا- অর্থ طَرَآئِقَ مُتَعَدِّدَةً مُخْتَلِفَةً وَآرَاءَ مُتفَرِّقَةً ‘বিভিন্ন পথের ও বিভিন্ন মতের’ *(ইবনু কাছীর)*। সুদ্দী বলেন, فِرَقًا شَتَّى ‘নানা দলের’। যাহহাক বলেন, أَدْيَانًا مُخْتَلِفَةً ‘নানা ধর্মের’। ক্বাতাদাহ বলেন, أَهْوَاءً مُتَبَايِنَةً ‘পরস্পর বিরোধী মত সমূহে’ বিভক্ত। قِدَداً এসেছে طَرَآئِقَ-এর তাকীদ হিসাবে। একবচনে قِدَّةٌ ‘টুকরা’ *(কুরতুবী)*। এতে বুঝা যায় যে, জিনদের সবাই কাফের নয় এবং সবাই দুষ্ট নয়। বরং তাদের মধ্যে মুমিন ও ফাসিক সব ধরনের জিন রয়েছে। সুদ্দী বলেন, জিনদের মধ্যে তোমাদের মত ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া, খারেজী, রাফেযী, শী‘আ ও সুন্নী রয়েছে *(কুরতুবী)*।

এতে পরিষ্কার যে, মানুষ মানুষের নিকট যখন দ্বীনের দাওয়াত দেয়, সেখানে জিনদের মধ্য থেকেও বহু শ্রোতা থাকে। যার ফলে তাদের মধ্যেও বহু জিন হেদায়াত লাভ করে। অতএব ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের মধ্যেও অনুসারী দল সৃষ্টি করা আবশ্যক। যাতে তারা অলক্ষ্যে থেকে হাদীছপন্থী মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র হুকুমে সাহায্য করতে পারে। যেভাবে ফেরেশতারা করে থাকে।

(১২) وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا- ‘আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ পৃথিবীতে আমরা কখনোই আল্লাহকে অপারগ করতে পারব না এবং কখনোই তাঁর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারব না’।

এখানে ظَنَنَّا অর্থ أَيْقَنَّا ‘দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি’। এখানে ظَنٌّ এসেছে يَقِيْنٌ ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ অর্থে। অথচ ৫ ও ৭ আয়াতে ظَنٌّ এসেছে اَلْخَمْنُ اَوِ الْوَهْمُ ‘ধারণা ও অনুমান’ অর্থে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ কুরআন শোনার পর এখন আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে কোনভাবেই অপারগ করতে পারব না এবং আমরাও তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারব না।

(১৩) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اٰمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا- ‘আমরা যখনই হেদায়াতের বাণী শুনলাম, তখনই তাতে ঈমান আনলাম। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের আশংকা করে না’। অত্র আয়াতে জিনদের কুরআন শ্রবণের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে যে, যখনই তারা কুরআন শুনেছে, তখনই তারা তার উপরে ঈমান এনেছে।

এখানে سَمِعْنَا الْهُدٰى ‘হেদায়াতের বাণী শুনলাম’ অর্থ سَمِعْنَا الْقُرْآنَ ‘কুরআন শুনলাম’। এখানে ‘গুণ’ বলে ‘গুণযুক্ত বস্তু’কে বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআনের মাধ্যমেই হেদায়াত পাওয়া যায়। যার প্রধান গুণ হ’ল হেদায়াত বা সুপথ প্রদর্শন। যেমন অন্য আয়াতে কুরআনকে ‘হেদায়াত’ বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، ‘রামাযান হ’ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

اٰمَنَّا بِهِ অর্থ اٰمَنَّا بِالْقُرْآنِ وَصَدَّقْنَا بِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ‘আমরা কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও তাকে সত্য জেনেছি এই মর্মে যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য হিসাবে প্রেরিত’ *(ক্বাসেমী)*।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَّلاَ رَهَقًا– ‘অতঃপর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের আশংকা করে না’। অর্থাৎ আল্লাহ ন্যায়বিচার করবেন। সৎকর্মশীল ব্যক্তি পূর্ণ নেকী পাবে এবং অসৎকর্মী তার যথার্থ বদলা পাবে। কেননা দুনিয়াতে অনেকে অন্যায়ভাবে যুলুমের শিকার হয় এবং ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্র নিকটে তা হবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَّلاَ هَضْمًا– ‘যে ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি ঐদিন কোনরূপ অবিচার বা ক্ষতির আশংকা করবে না’ *(ত্বোয়াহা ২০/১১২)*। তিনি বলেন, وَمَآ أَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– ‘আর আমি আমার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নই’ *(ক্বা-ফ ৫০/২৯; আনফাল ৮/৫১)*।

(১৪) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا– ‘আর (কুরআন শোনার পরেও) আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছি মুসলমান ও কিছু রয়েছি কাফের। তবে যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, সে ব্যক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে’। الْقَاسِطُونَ অর্থ الْكَافِرُونَ الْجَائِرُونَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ‘কাফের, যারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত *(কাশশাফ, কুরতুবী)*।

বস্তুতঃ যারা হঠকারী হয়, তারা হেদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ‘কসাই’ বলে খ্যাত এবং হাদীছের ভাষায় مُبِيرًا বা ‘ধ্বংসকারী ঘাতক’ বলে চিহ্নিত[১৪৭]

ইরাকের উমাইয়া গবর্ণর (৭৫-৯৫ হি.) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী (৪১-৯৫ হি.) যখন খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (৪৬-৯৫ হি.)-কে হত্যা করার সংকল্প করেন, তখন তাকে দরবারে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন, আমার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বলেন, قَاسِطٌ عَادِلٌ ‘সুবিচারক ও ন্যায়নিষ্ঠ’। তখন উপস্থিত সকলে বলে উঠল, مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ‘কতই না সুন্দর কথা উনি বলেছেন’। এতে হাজ্জাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, يَا جَهَلَةُ، إِنَّهُ سَمَّانِي ظَالِمًا مُشْرِكًا ‘রে মূর্খরা! উনি আমাকে যালেম ও মুশরিক বলেছেন’। অতঃপর হাজ্জাজ তার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে অত্র আয়াতটি থেকে وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ (‘পক্ষান্তরে যারা কাফের’) এবং সূরা আন‘আমের ১ম আয়াত থেকে ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ– (‘এরপরেও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের

১৪৭. মুসলিম হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৯৯৪ ‘মানাক্বিব’ অধ্যায়।

সাথে অন্যকে সমতুল্য গণ্য করে') অংশটি পাঠ করেন *(কাশশাফ)*। অতঃপর তাকে যবেহ করার জন্য যখন মাটিতে ফেলা হয়, তখন সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ 'যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা' *(বাক্বারাহ ২/১১৫; কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

এইভাবে যালেমরা যুগে যুগে হকপন্থী আলেমদের বিরুদ্ধে কুরআনকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে। হকপন্থীগণ তাতে আত্মসমর্পণ করেননি। বরং কুরআন দিয়েই তাদের জবাব দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। অথচ হাজ্জাজ দৈনিক রাতে সিকি কুরআন তেলাওয়াত করতেন *(কুরতুবী, তাফসীরের ভূমিকা)*। কিন্তু দাম্ভিক ও হঠকারী হওয়ায় কুরআনের আলো তার হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। ফলে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আখেরী যামানায়ও ধর্মের মুখোশধারী ইসলামী রাজনীতিক ও শাসকরা বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচারক ও অনুসারীদেরকে ইসলামের নামেই জেল-যুলুম ও হত্যাকাণ্ড চালাবে এবং তাতে তারা নেকীর আশা করবে। যেভাবে বর্তমানে জঙ্গীবাদীরা ও তাদের পৃষ্ঠপোষক সরকারগুলি করে চলেছে। আল্লাহ হকপন্থীদের রক্ষা করুন- আমীন!

(১৫) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا– 'পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন'। অন্যত্র বলা হয়েছে, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 'জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সেখানে বর্ণিত 'মানুষ'-এর ব্যাখ্যা অত্র আয়াতে এসেছে যে, জাহান্নামের ইন্ধন মানুষ অর্থ অত্যাচারী মানুষ। সে যদি কাফের হয়, তবে জাহান্নামে চিরকাল জ্বলবে। আর যদি খালেছ অন্তরে ঈমান এনে থাকে তাহ'লে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে এক সময় সে মুক্তি পাবে ও জান্নাতে ফিরে আসবে।[১৪৮]

উপরোক্ত দুই আয়াতে জিনেরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে কুরআনের দাওয়াত দিলে তার ফলাফল কি হয়েছিল, সেটি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মুমিন ও কাফের দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা তাদের সদ্য লব্ধ কুরআনী বিশ্বাসের আলোকে তাদের কওমকে বলে দিল যে, যারা ইসলাম কবুল করে, তারা সঠিক পথ লাভ করে। আর যারা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা পথভ্রষ্ট ও অত্যাচারী হয় এবং তারা পরকালে জাহান্নামের ইন্ধন হয়। আলোচ্য ১৫ আয়াতেই জিনদের বক্তব্য শেষ হয়েছে।

(১৬) وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا– '(আল্লাহ বলেন,) যদি তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহ'লে আমরা তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণে সিক্ত করতাম'। অত্র আয়াত থেকে আল্লাহ্র বক্তব্য শুরু হয়েছে।

১৪৮. বুখারী হা/৭৫১০, ৬৫৭০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪, রাবী আনাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)।

عَلَى الطَّرِيقَةِ، অর্থ মুজাহিদ বলেন, عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْلاَمِ ‘ইসলামী তরীকার উপর’ *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর)*। ইবনু জারীর বলেন, عَلَى طَرِيْقَةِ الْحَقِّ وَالْإِسْتِقَامَةِ ‘সত্যের ও দৃঢ়তার রীতির উপর থাকা’ *(ত্বাবারী)*। অর্থাৎ যালেমরা যদি তাদের অন্যায় পথ ছেড়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে তথা ইসলামের শান্তিময় পথে ফিরে আসত, তাহ’লে আমি তাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে প্রশস্ত রূযী দান করতাম। এখানে ইসলামের তরীকাকেই শ্রেষ্ঠ তরীকা বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র এসেছে, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ‘আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হ’ল ইসলাম’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ‘শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ’ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত’।[১৪৯] এর বাইরে সবই ভ্রান্ত পথ এবং প্রত্যেক পথের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে শয়তান। সে সর্বদা মানুষকে তার দিকে ডাকে। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ- ثُمَّ قَالَ : هٰذِهِ سُبُلٌ- قَالَ يَزِيدُ : مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدْعُو إِلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ : وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ- ‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট একটি সোজা দাগ টেনে বললেন, এটি আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর তার ডাইনে ও বামে কয়েকটি দাগ টেনে বললেন, এগুলি হ’ল পৃথক পৃথক রাস্তা। প্রত্যেকটির মাথায় রয়েছে শয়তান। সে তার দিকে লোকদের আহ্বান করে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, ‘আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে’ *(আন‘আম ৬/১৫৩)*।[১৫০]

বিগত আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী না হয়ে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছিল। সেকারণ তারা ‘অভিশপ্ত’ ও ‘পথভ্রষ্ট’ বলে অভিহিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*।

ইবনু আবী হাতেম বলেন যে, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমি জানি না’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ইহূদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিশপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাছারারা তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে এবং শেষনবী (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করে ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যা সূরা ফাতিহায় প্রতি রাক‘আতে পাঠ করা হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ

১৪৯. ইবনু মাজাহ হা/৪৫; আহমাদ হা/১৫০২৬; মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১, রাবী জাবের (রাঃ)।
১৫০. আহমাদ হা/৪১৪২; দারেমী হা/২০২; হাকেম হা/৩২৪১; মিশকাত হা/১৬৬, রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَّكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ– 'আর যদি তারা তাওরাত ও ইনজীলের উপর যথাযথভাবে আমল করত এবং যা তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) তার উপর, তাহ'লে তারা উপর থেকে ও তাদের পায়ের নীচ থেকে রিযিক পেত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে সৎকর্মী। কিন্তু বহু লোক রয়েছে, যারা মন্দ কর্ম করে থাকে' *(মায়েদাহ ৫/৬৬)*। একদল সৎকর্মী যেমন নাজাশী, সালমান ফারেসী, আব্দুল্লাহ বিন সালাম প্রমুখ।

لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآءً غَدَقًا– 'তাহ'লে আমরা তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণে সিক্ত করতাম'। আলোচ্য আয়াতে مَآءً غَدَقًا অর্থ وَاسِعًا كَثِيرًا 'প্রচুর বারিবর্ষণ' বলে প্রচুর কল্যাণ বুঝানো হয়েছে। কেননা কল্যাণের মূল উৎস হ'ল বৃষ্টি। সেকারণ সেটাই বলা হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদের পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। আল্লাহ্র এই স্নেহময় আহ্বান শোনার মত বান্দা আছে কি?

অত্র আয়াতের عَلَى الطَّرِيقَةِ অর্থ হ'তে পারে عَلَى طَرِيقَةِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ 'কুফর ও ভ্রষ্টতার রীতির উপর' *(মাযহারী, ইবনু কাছীর)*। যেমন বিভিন্ন যুগের জাতীয় ও বিজাতীয় মতবাদ সমূহ। আল্লাহ তখনও তাদের প্রশস্ত রূযী দিবেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তখন এটি হবে তাদের জন্য اِسْتِدْرَاجٌ বা অবকাশ দান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ– 'যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমনভাবে যে তারা বুঝতেও পারবে না'। 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতীব মযবুত' *(আ'রাফ ৭/১৮২-৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*।

বস্তুবাদী শক্তিগুলি অর্থ ও অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়ে এই পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। তারা বিশ্বের সর্বত্র ছড়ি ঘুরাচ্ছে। অথচ যুলুমের কারণে তাদের প্রতি কারু কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী পরাজয়। আর আখেরাতে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা তো আছেই।

অবশ্য আলোচ্য আয়াতের প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ اَلطَّرِيقَةُ অর্থ اَلطَّرِيقَةُ الْمُثْلَى 'উত্তম তরীকা' বা طَرِيقَةُ الْهُدَى 'হেদায়াতের তরীকা'। আর সেটি হ'ল ইসলাম। কেননা الإِسْتِقَامَةُ শব্দটি হেদায়াতের সাথেই সংশ্লিষ্ট *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!' *(ফাতিহা ১/৬)*। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতাগণ নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ অর্থাৎ *(কুরতুবী)*। 'প্রচুর বারিপাত' مَآءً كَثِيْرًا অর্থ مَآءً غَدَقًا– 'আমরা তাদের উপর রিযিক প্রশস্ত করে দিতাম' *(ক্বাসেমী)*।

(১৭) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا– 'যাতে আমরা তাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাবেন'।

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، অর্থ لِنَبْتَلِيَهُمْ بِهِ 'এর মাধ্যমে যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি' *(ইবনু কাছীর)*। অথবা لِنَخْتَبِرَهُمْ كَيْفَ شُكْرُهُمْ فِيهِ عَلَى تِلْكَ النِّعَمِ 'যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি ঐসব নে'মতের উপর তারা কিভাবে শুকরিয়া আদায় করে' *(কুরতুবী)*। এটি পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ইসলামের পথে থাকার বিনিময়ে আমরা তাদের যে প্রশস্ত রূযী দেব, সেটাও হবে আমাদের পক্ষ হ'তে ঈমানদারগণের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারা কৃতজ্ঞ হয়, না অকৃতজ্ঞ হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ওমর (রাঃ) অত্র আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, أَيْنَمَا كَانَ الْمَاءُ كَانَ الْمَالُ، وَأَيْنَمَا كَانَ الْمَالُ كَانَتِ الْفِتْنَةُ– 'যেখানেই বৃষ্টি, সেখানেই সম্পদ। আর যেখানেই সম্পদ, সেখানেই ফিৎনা *(কুরতুবী)*। অতঃপর হঠাৎ তিনি পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিবেন। যেমন বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ– 'অতঃপর যখন তারা ঐসব উপদেশ ভুলে গেল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন

আমরা তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর (সচ্ছলতার) দুয়ার সমূহ খুলে দিলাম। এভাবে তারা যখন নে'মত সমূহ পেয়ে খুশীতে মত্ত হয়ে গেল, তখন তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*। তিনি আরও বলেন, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِينَ- نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ- 'তারা কি ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে'। 'এবং (এর দ্বারা) তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং ওরা বোঝে না' *(মুমিনূন ২৩/৫৫-৫৬)*। এই শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে দু'জায়গাতেই হ'তে পারে।

উক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ- 'আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দরিদ্রতাকে আমি ভয় পাইনা। বরং আমি ভয় পাই তোমাদের দুনিয়াবী প্রাচুর্যকে; যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলির উপরে হয়েছিল। তোমরা উক্ত প্রাচুর্য কামনা করবে, যেমন তারা কামনা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল'।[১৫১]

وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا- 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাবেন'। এখানে عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ 'তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে' অর্থ عَنِ الْقُرْآنِ 'কুরআন থেকে'। কেননা অন্যত্র 'যিকর' অর্থ 'কুরআন' এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ- 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। এক্ষণে يُعْرِضْ-এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। এক- إِعْرَاضُهُ عَنِ الْقَبُولِ 'কুরআন কবুল করা হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া'। এটি অবিশ্বাসী কাফেররা করে থাকে। দুই- إِعْرَاضُهُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ 'কুরআনের উপর আমল করা হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া' *(কুরতুবী)*। এটি মুনাফিক ও ফাসেক মুসলিমরা করে থাকে।

يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا- অর্থ يُدْخِلْهُ عَذَابًا شَدِيدًا شَاقًّا 'তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন ও অসহনীয় শাস্তির মধ্যে' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। صَعِدَ صَعَدًا وَصُعُودًا অর্থ 'আরোহণ করা'।

---

১৫১. বুখারী হা/৩১৫৮, ৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩, রাবী আমর বিন 'আওফ (রাঃ)।

এখানে অর্থ عَذابًا يَعْلُوهُ وَيَغْلِبُهُ 'এমন শাস্তি যা তাকে অতিক্রম করে যাবে এবং তাকে পরাভূত করবে' *(কাশশাফ)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا– 'সত্বর তাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৭)*।

উক্ত শাস্তির কিছু অংশ দুনিয়াতেও হ'তে পারে। যেভাবে পূর্ববর্তীদের উপর হয়েছে। বর্তমান যুগের যালেমদের উপরেও হচ্ছে। যাকে ঠেকানোর ক্ষমতা তাদের নেই। যেমন নানাবিধ আসমানী ও যমীনী গযব। যার অধিকাংশ নিজেদের কৃতকর্মের ফল। এছাড়া জাহান্নামের আগুনের শাস্তিকে ঠেকানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। দুনিয়াতে আযাব দানের মধ্যে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মঙ্গল উদ্দেশ্য রয়েছে, যাতে তারা শয়তানের পথ ছেড়ে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। অতএব বিশ্বাসে ও কর্মে উভয় দিক দিয়ে কুরআনের উপর আমলকারী হওয়াটাই বিচক্ষণতার পরিচয়।

(১৮) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا– 'নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না'। মক্কার মুশরিকরা কা'বাগৃহে ও ইহূদী-নাছারারা তাদের উপাসনালয়ে ইবাদতের সময় আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কল্পিত উপাস্যদের আহ্বান করত। অত্র আয়াতে তাদেরকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে *(কুরতুবী)*। বাক্যটি সূরার শুরুর বাক্য قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ 'তুমি বল, আমার নিকট 'অহি' করা হয়েছে যে, সিজদার স্থানসমূহ আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত' *(কুরতুবী)*। মানুষের সিজদা আল্লাহ ব্যতীত কেউ পাবে না। তার উন্নত মস্তক অন্য কোথাও অবনত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، 'আমার জন্য সমস্ত যমীনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি যমীনের যে স্থানে পৌঁছবে, সেখানেই ছালাত আদায় করবে'।[১৫২] অথচ ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের জন্য যমীন সংকুচিত করে দিয়েছে। তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে ছালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছে। এমনকি মুসলমানদের দেশেও অফিসে-আদালতে ছালাতের জন্য যথাযথ সময় দিতে কার্পণ্য করা হয়।

---

১৫২. বুখারী হা/৪৩৮; মিশকাত হা/৫৭৪৭, রাবী জাবের (রাঃ)।

মক্কায় যখন অত্র আয়াত নাযিল হয়, তখন পৃথিবীতে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল আক্বছা ব্যতীত কোন মসজিদ ছিল না *(ইবনু কাছীর)*। সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, এ সময় জিনেরা এসে বলল, আমরা কিভাবে আপনার সাথে ছালাত আদায় করব। অথচ আমরা থাকি বহু দূরে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয়, পৃথিবীর যেকোন স্থানে ছালাতের স্থান নির্ধারণ করা হৌক, সেটা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই হবে। অন্য কারু জন্য নয়' *(কুরতুবী)*।

এখানে 'মাসাজিদ' একবচনে 'মাসজাদ' হ'তে পারে। যার অর্থ সিজদা *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। অর্থাৎ কোন সিজদাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু উদ্দেশ্যে হবে না। আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের প্রতি তিরষ্কার (تَعْرِيض) হিসাবে নাযিল হ'তে পারে। যারা বায়তুল্লাহকে মূর্তি দিয়ে ভরে দিয়েছিল ও তাদের অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করত *(যুমার ৩৯/৩)*। একই অবস্থা ছিল ইহূদী-নাছারাদের *(ক্বাসেমী)*। তারা তাদের ইবাদতখানাগুলিতে আল্লাহ্র সাথে অন্যদের পূজা করত *(ইবনু কাছীর)*।

এখান থেকেই হাম্বলীগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে মসজিদ ও কবর একত্রিত হবে না। যখনই একটির উপর অপরটি বিজয়ী হবে, তখনই একটিকে মিটিয়ে দিতে হবে' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ হয় সেখানে মসজিদ থাকবে, নয় কবর থাকবে। দু'টি একত্রে থাকবে না। এ যুগে পীর-আউলিয়াদের কথিত মাযারের সাথেই মসজিদ করা হচ্ছে। যা শিরক ও তওহীদের জগাখিচুড়ী মাত্র। অমনিভাবে মসজিদ সমূহে ক্বিবলার দিকে এবং চার দেওয়ালে 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লিখিত টাইল্স লাগানো হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন গাড়ীর মাথায় অনুরূপ লেখা হচ্ছে অথবা অনুরূপ লেখা ঝুলানো হচ্ছে। অনেকে কেবল আরবীতে আল্লাহ লেখেন বা স্টিকার লাগান। অনেকের বাড়ীতে দেওয়ালে বা টেবিলে এগুলির শো-বক্স শোভা পায়। আক্বীদা এটাই যে, এগুলি থাকলে বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকা যাবে এবং বরকত হবে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরকী আক্বীদা। অতএব এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। বাড়ী-গাড়ী ও মসজিদ থেকে এরূপ লেখাগুলি হটিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ, মুহাম্মাদ কোন সাইনবোর্ডের নাম নয়, যা ভেঙ্গে যায় ও পুনরায় তৈরী করা হয়। বরং এগুলি বিশ্বাসের নাম, যার সাক্ষ্য দিতে হয় অন্তর থেকে ও যার বিধান মান্য করতে হয় কর্মে ও আচরণে।

(১৯) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا– 'আর যখন আল্লাহ্র বান্দা (মুহাম্মাদ) আল্লাহকে ডাকার জন্য (ছালাতে) দাঁড়ায়, তখন তারা তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে'।

এখানে 'আল্লাহ্র বান্দা' বলে নবী 'মুহাম্মাদ'-কে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি নাম না বলে 'আল্লাহ্র বান্দা' বলার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ

يَدْعُوهُ অর্থ لَمَّا قَامَ لِيَعْبُدَ رَبَّهُ ‘যখন সে তার প্রতিপালকের ইবাদত করার জন্য দাঁড়ায়’ *(ক্বাসেমী)*।

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا– ‘তখন তারা তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে’ অর্থ اِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ اِزْدِحَامًا حِينَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ ‘জিনেরা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা ভিড় জমায় ও তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে’ *(কুরতুবী)*।

আয়াতটির তিনটি অর্থ হ’তে পারে।- (১) নাখলা উপত্যকায় ফজরের ছালাত আদায়ের দৃশ্য দেখে এবং কুরআন শুনে জিনেরা বিস্মিত হয় ও সেখানে ভিড় জমায়। এ ব্যাখ্যাটি হযরত যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ)-এর। (২) জিনেরা তাঁর সঙ্গে রুকূ ও সিজদা করে। এ ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইবনু জুবায়ের-এর। (৩) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষকে শিরক ত্যাগ করে খালেছ তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন সমস্ত আরব জাতি তাঁর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁর এই দাওয়াতকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। এ ব্যাখ্যাটি হাসান বাছরী, ইবনু যায়েদ, ক্বাতাদাহ প্রমুখের। ইবনু জারীর এ ব্যাখ্যাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর)*। কারণ পরের আয়াতটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কা‘বা চত্বরে ছালাতে দাঁড়ান, তখন আবু জাহল, উক্ববা বিন আবু মু‘আইত্ব প্রমুখ নরাধমরা তাঁর মাথায় ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে এবং পা দিয়ে তাঁর গর্দান মাড়িয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল *(বুঃ মুঃ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১২৭ পৃ.)*।

বর্ণনা হিসাবে আয়াতটি সূরার প্রথম দিকে আনার কথা। কিন্তু এরূপ আগপিছ কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন সূরা বাক্বারাহ ৭২ আয়াতে ঘটনার বর্ণনা শুরু হ’লেও গাভী কুরবানীর মূল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার আগেই ৬৭-৭১ আয়াত সমূহে। যাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাহিনী বর্ণনাই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরাই আসল উদ্দেশ্য।

لِبَدًا অর্থ মুজাহিদ বলেন, جَمَاعَاتٌ ‘দলে দলে’। এটি চারভাবে পড়া যায় *(কুরতুবী)*। (১) لِبَدًا একবচনে لِبْدَةٌ যেমন قِرَبٌ একবচনে قِرْبَةٌ। যেমন মু‘আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবু সুলমা (৫২০-৬০৯ খৃ.) বলেন, لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السِّلَاحِ مُقَذَّفٍ + لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ ‘নিজের ভাই হারাম বিন যামযামের হত্যাকারী বনু ‘আবস গোত্রের জনৈক ‘আবসী মেহমানকে হত্যা করে বদলা নিয়েছেন বনু যুবিয়ান গোত্রের নেতা হুছায়েন বিন যামযাম। উক্ত নেতার প্রশংসায় কবি বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ড এমন এক নেতার হাতে হয়েছে, যিনি এমন সিংহের ন্যায়, যে পুরা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধে

লিপ্ত। যার ঘন কেশর রয়েছে এবং যার নখরসমূহ কর্তিত নয়' *(মু'আল্লাক্বা যুহায়ের, চরণ ক্রমিক ৩৮)*। এখানে সিংহের কেশরকে لِبَدٌ বলা হয়েছে।

(২) لُبَدًا যেমন আল্লাহ বলেন, يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا– 'সে বলে আমি বহু সম্পদ নষ্ট করেছি' *(বালাদ ৯০/৬)*। (৩) لُبُدًا একবচনে لَبْدٌ যেমন سُقُفٌ একবচনে سَقْفٌ (৪) لُبَّدًا একবচনে لاَبِدٌ যেমন رُكَّعٌ একবচনে رَاكِعٌ *(কুরতুবী)*।

(২০) قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا– 'তুমি বল, আমি তো কেবল আমার পালনকর্তাকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনা'।

এখানে বিরোধীদের জবাব দানের জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি ওদের পরিষ্কারভাবে বলে দাও, আমি স্রেফ আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। এখানে হ্যাঁ ও না দু'টি এক সাথে বলে দেওয়া হয়েছে। যেন বিরোধীদের মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে। একই মর্মে এসেছে সূরা কাফিরূনে। এতে বুঝা যায় যে, শিরক এবং শিরকী আক্বীদা ও আমলের সাথে কোন অবস্থায় আপোষ করা যাবে না। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে।

(২১) قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَدًا– 'বল, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার বা সুপথে আনার ক্ষমতা রাখি না' অর্থ 'আমি তোমাদের থেকে কোন অনিষ্টের প্রতিরোধ করতে পারি না এবং তোমাদের জন্য কোন কল্যাণ ডেকে আনতে পারি না' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

এতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, জীবিত মানুষ হৌক বা মৃত মানুষ হৌক বা অন্য কোন বস্তু হৌক কেউ কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। জীবিত মানুষের কাছে আরেকজন জীবিত মানুষ বৈধ কাজে সাহায্য চাইতে পারে। এই সাহায্য করার হুকুম রয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৩)* এবং এতে নেকী রয়েছে *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*। কিন্তু মৃত মানুষের কাছে বা কোন জড় বস্তুর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক। কেননা এতে ধারণা করা হয় যে, মৃতের বা জড়বস্তুর কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি

স্রেফ মিথ্যা ধারণা মাত্র। অথচ মুশরিকরা এটিই করে থাকে। অত্র আয়াতে মুশরিক নেতাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অত্র আয়াতে এটারও স্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, হেদায়াত ও ভ্রষ্টতার মালিক আল্লাহ। তিনিই এটা সৃষ্টি করেন, অন্য কেউ নয়। হেদায়াতের ফল দাঁড়ায় 'কল্যাণ' (النَّفْعُ) এবং ভ্রষ্টতার ফল দাঁড়ায় 'ক্ষতি' (الضَّرُّ)। কিন্তু মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী আল্লাহ মন্দ সৃষ্টি করেন না। সেকারণ অত্র আয়াতের তাফসীরে আল্লামা যামাখশারী বলেছেন, ضَرًّا অর্থ غَيًّا 'পথভ্রষ্টতা' এবং رَشَدًا অর্থ نَفْعًا 'কল্যাণ' *(কাশশাফ)*। অথচ আল্লাহ ভাল ও মন্দ দু'টিরই সৃষ্টিকর্তা, বান্দা হ'ল তার বাস্তবায়নকারী ও ফল অর্জনকারী। যামাখশারী এখানে ফলাফলটি বলেছেন। কিন্তু কারণটি অর্থাৎ কুফরী ও হেদায়াতের কথাটি বলেননি। যার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আর তিনিই হ'লেন, مُسَبِّبُ الْأَسْبَاب 'কারণ সমূহের সৃষ্টিকর্তা'। আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا- 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহ্‌র ৭৬/৩)*।

আর اِنَّ اللهَ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا هَيَّأَ لَهُ الْاَسْبَابَ 'আল্লাহ যখন কোন কাজ করার এরাদা করেন, তখন তার জন্য কারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন'। যেমন অত্র সূরায় বলা হয়েছে, وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا- 'আমরা জানিনা জগদ্বাসীর প্রতি কোন অনিষ্ট সাধনের এরাদা করা হয়েছে, না তাদের পালনকর্তা তাদের কোন কল্যাণ সাধনের এরাদা করেছেন' *(জিন ৭২/১০)*। এখানে জগদ্বাসীর প্রতি মন্দ এরাদার বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। তাতে পরিষ্কার যে, ভাল বা মন্দ দু'টিরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। নইলে কেবল ভাল-র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বললে মন্দের সৃষ্টিকর্তা অন্য কাউকে বলতে হবে। যা শিরক হবে।

(২২) قُلْ إِنِّي لَنْ يُّجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا- 'বল, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোথাও আমি আশ্রয় পাবো না' অর্থ لَنْ يَّدْفَعَ عَنِّي عَذَابَ اللهِ أَحَدٌ 'আমার থেকে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে প্রতিহত করার কেউ নেই'।

مُلْتَحَدًا- অর্থ مَلْجَأً وَ مَذْهَبًا 'আশ্রয় বা বাঁচার রাস্তা'। আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- سَيَقُوْلُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُوْنَ- بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ- 'জিজ্ঞেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার

হাতে? যিনি আশ্রয় দেন ও যার উপরে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জানো' *(৮৮)*। 'সত্বর তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তাহলে কিভাবে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?' *(৮৯)*। 'বরং তাদের কাছে আমরা সত্য পৌঁছে দিয়েছি। আর তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' *(মুমিনূন ২৩/৮৮-৯০)*।

(২৩) إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ؛ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا– 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বাণী ও রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই আমি বাঁচতে পারি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে'।

إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ، অর্থ لاَ يُجِيرُنِي مِنْهُ وَيُخَلِّصُنِي اِلاَّ إِبْلاَغِي الرِّسَالَةَ 'রিসালাত পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত আমাকে আল্লাহ থেকে কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না এবং বাঁচাতে পারবে না'। অথবা এর অর্থ لاَ أَمْلِكُ اِلاَّ التَّبْلِيغَ وَالرِّسَالاَتِ 'রিসালাত পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত আমি কোন কিছুর মালিক নই' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা পৌঁছে দাও'।[১৫৩]

এর মধ্যে কুরআন ও হাদীছ দু'টিই শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ– 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট থেকে হাদীছ শুনেছে, অতঃপর তার হেফাযত করেছে ও অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা জ্ঞানের অনেক বাহক রয়েছে, যারা তার চাইতে উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। আর জ্ঞানের অনেক বাহক রয়েছে, যারা নিজেরা জ্ঞানী নয়'।[১৫৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ– 'যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত কিছুই বের হয়না'।[১৫৫]

وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে'। এর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি

---

১৫৩. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।
১৫৪. আবুদাঊদ হা/৩৬৬০; শাফেঈ, বায়হাক্বী-মাদখাল, মিশকাত হা/২২৮; ছহীহাহ হা/৪০৪।
১৫৫. আহমাদ হা/৬৫১০, ৬৮০২; দারেমী হা/৪৮৪; হাকেম হা/৩৫৯।

জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) নিজের এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, فَقَالُوا : الدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– ‘ফেরেশতাগণ বললেন, গৃহটি হ’ল ‘জান্নাত’। আর সেদিকের আহ্বায়ক হ’লেন ‘মুহাম্মাদ’। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ’লেন মানুষের মধ্যে (ঈমান ও কুফরের) পার্থক্যকারী’।[১৫৬]

خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا– ‘সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’। এর অর্থ কাফের বা মুশরিকগণ। যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْـــرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَـــآءُ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন’ *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তবে যারা তওবা করে এবং যারা ফাসেক মুসলিম, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُـــونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا– يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا– إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَـــدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا– ‘যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেনা এবং যারা ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে’ *(৬৮)*। ‘ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তারা সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে’ *(৬৯)*। ‘তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা ব্যতীত। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*। তাছাড়া যাদেরকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) শাফা‘আত করবেন, তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন। যেমন তিনি বলেন, –شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ‘আমার শাফা‘আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহগারদের জন্য’।[১৫৭] তিনি আরও বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ

---

১৫৬. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।
১৫৭. তিরমিযী হা/২৪৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮ ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ, রাবী আনাস (রাঃ)।

لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ– : 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সুফারিশ প্রাপ্ত সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে বিশুদ্ধ অন্তরে বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)'।[১৫৮]

সেদিন চতুর্থ বার শাফা'আতের সময় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে বলবেন, يَا رَبِّ! ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ– 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সুফারিশ করার অনুমতি দিন, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে। আল্লাহ বলবেন, এটি তোমার কাজ নয়। বরং আমার ইযযত, আমার প্রতাপ, আমার অহংকার ও বড়ত্বের কসম! অবশ্যই আমি জাহান্নাম থেকে বের করে নেব, যে বলেছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১৫৯] অতএব কাফের-মুশরিকরা চিরকাল জাহান্নামে থাকলেও খালেছ অন্তরে কালেমা শাহাদাত পাঠকারী ফাসেক মুসলমানরা সবশেষে আল্লাহ্র ক্ষমা পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর মুসলমান ব্যতীত কারু পক্ষে জান্নাতে প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। যেমন রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে ঘোষণা প্রচার করে দিতে বলেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ (ثَلاَثًا)، 'হে ইবনুল খাত্ত্বাব! যাও লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না (৩ বার)'।[১৬০] উল্লেখ্য যে, খারেজী ও মু'তাযেলীগণ শাফা'আতে বিশ্বাসী নন।[১৬১]

(২৪) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا– 'অবশেষে যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত বিষয় দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে সাহায্যকারী হিসাবে কে দুর্বল ও কারা সংখ্যায় কম'। এখানে حَتَّى 'মুবতাদা' দিয়ে বাক্য শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ 'অবশেষে তারা দেখতে পাবে'। এখানে 'প্রতিশ্রুত বিষয়' অর্থ আখেরাতের আযাব অথবা দুনিয়াবী আযাব দু'টিই হ'তে পারে। যা বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে তারা চাক্ষুষ দেখেছিল *(কুরতুবী)*।

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا– 'তখন তারা জানতে পারবে সাহায্যকারী হিসাবে কে দুর্বল ও কারা সংখ্যায় কম'। অর্থাৎ মুশরিকরা সেদিন কোন সাহায্যকারী পাবে না। আর দুনিয়াবী সংখ্যাগরিষ্ঠতার দম্ভ তাদের সেদিন চূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ

১৫৮. বুখারী হা/৯৯, ৬৫৭০; মিশকাত হা/৫৫৭৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫৯. বুখারী হা/৭৫১০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭৩ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, রাবী আনাস (রাঃ)।
১৬০. মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৪০৩৪ 'জিহাদ' অধ্যায় 'গণীমত বণ্টন' অনুচ্ছেদ, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)।
১৬১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস 'আক্বীদা' অধ্যায় পৃ. ১০৪-০৫।

সেদিন তাদের কোন বন্ধু থাকবে না। অথচ মুমিনদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহর সেনাবাহিনী তথা ফেরেশতাদের সংখ্যা থাকবে অগণিত *(ইবনু কাছীর)*।

বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যে বর্ণিত حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ‘অবশেষে যখন তারা তাদের প্রতিশ্রুত বিষয় দেখতে পাবে’ শর্ত-এর জওয়াব হিসাবে এসেছে। যখন তারা দুনিয়ার বা আখেরাতের আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে পারবে *(আবুস সঊদ)*।

একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বা চত্বরে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল সেখানে গিয়ে তিনবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟ ‘আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি’? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দিলেন। তখন আবু জাহল বলল, أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِى نَادِيًا ‘তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ? অথচ আল্লাহ্‌র কসম! এই উপত্যকায় আমার মজলিস তথা আমার দলই সবচেয়ে বড়’। তখন আয়াত নাযিল হয়, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ- ‘অতএব, ডাকুক সে তার মজলিসকে’। ‘আমরাও অচিরে ডাকবো আযাবের ফেরেশতাদের’ *(‘আলাক্ব ৯৬/১৭-১৮)*।[১৬২] অতএব দলগর্বী যালেমরা সাবধান হও!

(২৫) قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا- ‘তুমি বল, আমি জানিনা যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা আসন্ন, নাকি তার জন্য আমার প্রভু কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন?’

এখানে إِنْ অর্থ مَا ‘না’ অর্থাৎ আমি জানিনা। تُوعَدُونَ ‘যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে’। এখানে مَا অর্থ اَلَّذِي ‘যার’। অর্থাৎ ‘ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিশ্রুতি’ *(কুরতুবী)*।

أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا- ‘নাকি তার জন্য আমার প্রভু কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন?’ أَمَداً ও أَمْداً দু’টিই পড়া যায়। অর্থ غَايَةً وَأَجَلاً ‘সময়সীমা ও মেয়াদ’। কেননা এটি অদৃশ্য বিষয়। যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ- ‘অবিশ্বাসীরা বলে, ক্বিয়ামতের এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। ‘বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই’ *(মুল্ক ৬৭/২৫-২৬)*।

১৬২. তিরমিযী হা/৩৩৪৯; হাকেম হা/৩৮০৯; নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৮৪; ছহীহাহ হা/২৭৫; ইবনু জারীর; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ১৩৩-১৩৪ পৃ.।

(২৬) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا– ‘তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না’।

عَالِمُ الْغَيْبِ، ‘অদৃশ্যের জ্ঞানী’ বিশেষণ হয়েছে পূর্বের আয়াতের رَبِّي ‘আমার রব’-এর *(কুরতুবী)*। ‘গায়েব’ অর্থ যা মানুষের লৌকিক জ্ঞানের বাইরে। যা তিন প্রকার : (ক) ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান। যা সকল প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ প্রদান করেছেন। (খ) অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান। এটাও সকল প্রাণীর মধ্যে অল্প-বিস্তর রয়েছে। (গ) অর্জিত জ্ঞান। এটি প্রধানতঃ মানুষের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যার কমবেশী হয়ে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা এর অন্তর্ভুক্ত। এসবের বাইরে রয়েছে অদৃশ্যের জ্ঞান। যা অহি-র মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় নবীগণের নিকট প্রেরণ করে থাকেন। যা অভ্রান্ত ও শাশ্বত।

আল্লাহ মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দ দু’টিই ‘ইলহাম’ করে থাকেন *(শাম্স ৯১/৮)*। আভিধানিক অর্থে ‘অহি’ অনেক সময় ‘ইলহাম’ অর্থে আসে। যেমন মূসার মা, খিযির, ঈসার মা ও নানী প্রমুখ নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি আল্লাহ অহি করেছেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[১৬৩] কিন্তু তা নবুঅতের অহি ছিলনা। অনুরূপভাবে জিন বা মানুষরূপী শয়তান যখন পরস্পরকে চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে পথভ্রষ্ট করে, ওটাকেও কুরআনে ‘অহি’ বলা হয়েছে *(আন‘আম ৬/১১২)* আভিধানিক অর্থে। তবে পারিভাষিক অর্থে ‘অহি’ বলতে কেবল তাকেই বলা হয়, যা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবীগণের নিকট ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/৯৭; নাজম ৫৩/৩-৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইলহাম ও অহি এক নয়। প্রথমটি যেকোন ব্যক্তির মধ্যে হ’তে পারে। কিন্তু অহি কেবল নবী-রাসূলদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। নবী হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিকতা শর্ত নয়। বরং আল্লাহ্র মনোনয়ন শর্ত। যদিও নবীগণ আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ নমুনা হয়ে থাকেন। অন্যদের আধ্যাত্মিকতায় শয়তানী খোশ-খেয়াল সম্পৃক্ত হ’তে পারে। যেমন বহু কাফের-মুশরিক যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা যায়।[১৬৪]

ইলহাম ও অহি দু’টিই গায়েবী বিষয়। আর গায়েবের চাবিকাঠি কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটে। যেমন তিনি বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ‘আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর নিকটেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা’ *(আন‘আম ৬/৫৯)*।

---

১৬৩. মূসার মা, ক্বাছাছ ২৮/৭; খিযির, কাহফ ১৮/৬৫, ৮২; মারিয়াম (আঃ), সূরা মারিয়াম ১৯/২৪; মারিয়ামের মা ইমরানের স্ত্রী, আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৬।
১৬৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৮৬-৮৭ পৃ. ‘অহি ও ইলহাম’ অনুচ্ছেদ।

এছাড়া রয়েছে ‘কারামাত’। যা ছাহাবী ও তাবেঈ সহ উম্মতে মুহাম্মাদীর বহু নেককার ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যাকে ‘কারামাতে আউলিয়া’ বলা হয়। ইলহাম ও কারামাত দু’টিই স্বীকৃত। কিন্তু এগুলি শরী‘আতের কোন দলীল নয়। দলীল কেবল নবীগণের ‘অহি’। যা আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ‘আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। এখানে ‘যা দেন’ অর্থ যা আদেশ দেন। কারণ এরপরেই এসেছে ‘যা নিষেধ করেন’। মাহদাভী (মৃ. ৪৩০ হি.) বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সকল আদেশ ও নিষেধ *(কুরতুবী)*।

কারামাতের বিরুদ্ধে যামাখশারী :

আল্লামা যামাখশারী এখানে তাঁর মু‘তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী তাফসীর করেছেন যে,

وَفِي هٰذَا إِبْطَالٌ لِلْكَرَامَاتِ، لِأَنَّ الَّذِينَ تُضَافُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَوْلِيَاءَ مُرْتَضَيْنَ فَلَيْسُوا بِرُسُلٍ، وَقَدْ خَصَّ اللهُ الرُّسُلَ مِنْ بَيْنِ الْمُرْتَضَيْنَ بِالاطِّلاَعِ عَلَى الْغَيْبِ وَإِبْطَالِ الْكِهَانَةِ وَالتَّنْجِيمِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَهُمَا أَبْعَدُ شَيْءٍ مِنَ الِارْتِضَاءِ وَأَدْخَلَهُ فِي السَّخَطِ-

‘এর মধ্যে কারামাতে আউলিয়া বাতিল হওয়ার দলীল রয়েছে। কারণ এদিকে যাদের সম্বন্ধ করা হয় যদিও তারা আল্লাহর সন্তোষভাজন বন্ধু, কিন্তু তারা রাসূল নন। অথচ আল্লাহ সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই রাসূলদের খাছ করেছেন, তাদের নিকট অদৃশ্য জ্ঞানের খবর প্রকাশ করার মাধ্যমে। এর মধ্যে আরও দলীল রয়েছে ভাগ্যগণনা বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে। কেননা এরা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া থেকে অনেক দূরে। আল্লাহ এদেরকে স্বীয় ক্রোধের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন’ *(কাশশাফ)*।

তাঁর উক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে ‘কারামাতে আউলিয়া’ বাতিল হওয়ার দাবীটি ভুল। কেননা আল্লাহ যখন যাকে খুশী তাকে কারামাত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন। যেমন ছাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্যদের থেকে বহু কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার ব্যাখ্যার শেষের অংশটি সঠিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্যোতিষী ও গণৎকারদের কাছে যেতে ও তাদের কথা বিশ্বাস করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- ‘যে ব্যক্তি কোন গণৎকার বা জ্যোতিষীর নিকট এল, অতঃপর তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবেনা’।[১৬৫]

---

১৬৫. মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫, রাবী হাফছা (রাঃ); আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; আহমাদ হা/৯৫৩২; মিশকাত হা/৪৫৯৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তবে পূর্ববর্তী ২৪ আয়াতের জওয়াব হিসাবে নিলে এর অর্থ হয়, مَا تُوعَدُونَ مِنْ وَقْتِ السَّاعَةِ 'তোমাদের যে ক্বিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে' গায়েবের সেই খবরটি আল্লাহ কাউকে জানাবেন না। অত্র আয়াতে জ্যোতিষী, গণৎকার ও নক্ষত্র পূজারীদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মারেফতীদের কাশফ ও অলৌকিক খবরাদি সবকিছুকে বাতিল করা হয়েছে।

(২৭) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا– 'তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। আর সেকারণ তিনি তার আগে-পিছে প্রহরী নিযুক্ত করেন'।

اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ، 'তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত'। অর্থ 'আল্লাহ তাঁর ইলম থেকে কাউকে কিছু জানান না। কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু তিনি তাকে জানাতে চান' *(ইবনু কাছীর)*।

এখানে 'রাসূল' বলতে رَسُولٌ مَلَكِيٌّ أَوْ بَشَرِيٌّ 'ফেরেশতা রাসূল যেমন জিব্রীল এবং মানুষ রাসূল যেমন নবী, উভয়কে বুঝানো হ'তে পারে' *(ইবনু কাছীর)*। নবীদের মাধ্যমে যেটা জানানো হয়, সেটা 'অহি' এবং সেটা নিঃসন্দেহে মু'জেযা। যেটি শরী'আতের অভ্রান্ত দলীল।

আয়াতটি পূর্বের ২৪-২৬ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করলে এর অর্থ হবে ক্বিয়ামতের অদৃশ্য খবর তিনি প্রকাশ করবেন তাঁর মনোনীত ফেরেশতার নিকট ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে, তার আগে নয় *(ক্বাসেমী)*। ঐ ফেরেশতা হবেন শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী ফেরেশতা। উল্লেখ্য যে, ফুঁক দানকারী ফেরেশতার নাম 'ইস্রাফীল' হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সনদ কেউ ছহীহ, কেউ যঈফ বলেছেন।[১৬৬] সে হিসাবে উক্ত ফেরেশতার নাম 'মালাকুছ ছূর' বলা উচিৎ। যেমনভাবে রূহ কবযকারী ফেরেশতাকে 'আযরাঈল' না বলে 'মালাকুল মঊত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা বলা হয় *(সাজদাহ ৩২/১১)*।

পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতটিকে পৃথক বাক্য ধরলে অর্থ হবে আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল। নিঃসন্দেহে তিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার নিকটে আল্লাহ অহি প্রেরণ করতেন।

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا– 'সেকারণ তিনি তার আগে-পিছে প্রহরী নিযুক্ত করেন' অর্থ 'আর সেকারণে আল্লাহ তার আগে-পিছে বিশেষ ফেরেশতা দল নিযুক্ত করেন'। যাতে শয়তান অহি চুরি করতে না পারে এবং তা গণৎকারদের নিকট পৌঁছাতে না পারে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, সা'দী)*। رَصَدًا অর্থ 'প্রহরী ফেরেশতাগণ, যারা নবীকে জিন ও শয়তান থেকে হেফাযত করেন' *(কুরতুবী)*।

১৬৬. হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূত্বী, জামে'উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২।

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন ও হাদীছ-এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌র। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ- 'তাড়াতাড়ি 'অহি' আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না' *(১৬)*। 'নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের' *(১৭)*। 'অতএব যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর' *(১৮)*। 'অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। আর কুরআনের ব্যাখ্যাই হ'ল 'হাদীছ'। যে ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) অহি-র মাধ্যমে দিয়ে থাকেন *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিন বা মানুষরূপী কোন শয়তানের পক্ষে 'অহি' চুরি করা, এতে কিছু যোগ-বিয়োগ করা বা একে বিকৃত করার উপায় নেই। করতে চাইলেও সে ধরা পড়বে ও ব্যর্থ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ- فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ- وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ- 'আর যদি সে আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলত' *(৪৪)*। 'তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে পাকড়াও করতাম' *(৪৫)*। 'অতঃপর আমরা তার গর্দানের প্রাণশিরা কেটে দিতাম' *(৪৬)*। 'আর তখন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত না, যে তার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিতে পারে' *(৪৭)*। 'নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রন্থ' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৮)*। কুরআন হেফাযত করার সাথে সাথে আল্লাহ ছহীহ হাদীছ গুলিকে হেফাযত করেছেন। ফলে জাল-যঈফ সব পৃথক হয়ে গেছে।

অনেকে রাসূল (ছাঃ)-কে 'আলেমুল গায়েব' দাবী করেন। অথচ তিনি কেবল অতটুকু জানতেন, যতটুকু তাঁকে 'অহি' করা হ'ত। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের খবর রাখতেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ- 'তুমি বল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

অনেকে এই আয়াত দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.)-এর নবুঅত প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাদের ধারণা গোলাম আহমাদ আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল। সেকারণ তার নিকটে আল্লাহ্‌র অহি আসে। অনেকে তাদের অনুসরণীয় পীর-ফকীরদের কাছে আল্লাহ গায়েবী খবর পাঠান বলে দাবী করে থাকেন। অথচ এসব স্রেফ কল্পনাবিলাস মাত্র।

বাতেনী সাম্রাজ্য : বিদ'আতী ছূফীরা তাদের কল্পিত বাতেনী সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহ্র পক্ষে পাঁচটি স্তরে একদল আউলিয়া নির্ধারণ করেছেন। যারা গায়েব জানেন এবং তাদের নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না *(২২৯ পৃ.)*। এমনকি তারা জান্নাতে তাদের স্থান সমূহ জানেন। তাদের কোন ভয় নেই বা চিন্তা নেই *(২২৫ পৃ.)*। তাদের কল্পনা মতে প্রধান আউলিয়ার নাম 'গাউছ'। যিনি প্রতি যামানায় এক জন করে থাকেন। তার নীচে থাকেন ৪ জন 'আওতাদ', যারা পৃথিবীর হেফাযত করেন। ৭ জন 'কুতুব', যারা সপ্ত যমীনের দায়িত্বশীল। ৪০ জন 'আবদাল', যারা পৃথিবীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত। তাদের একজন মারা গেলেই তার বদলে আল্লাহ আরেকজনকে নিযুক্ত করেন। ৩০০ জন 'নুজাবা', যারা সৃষ্টি জগতের অবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব পালন করেন (মোট ৩৫২ জন)। এমনকি তাদের ধারণা মতে, এইসব আউলিয়ারা বিশ্ব পরিচালনায় এমন ক্ষমতাশালী যে, তারা কোন বিষয়ে 'হও' বললেই তা হয়ে যায় *(২২৩ পৃ.)*।[১৬৭]

অন্য এক হিসাবে আল্লাহ্র উক্ত পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ৪৪১ জন। যেমন তাদের অনেকের আক্বীদা হ'ল, পৃথিবীবাসী আউলিয়াদের নিকট তাদের প্রয়োজন সমূহ পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় প্রথমে ৩১৯ জন 'নুজাবা'-এর কাছে। অতঃপর সেটি চলে যায় ৭০ জন 'নুক্বাবা'-এর কাছে। সেখান থেকে চলে যায় ৪০ জন 'আবদাল'-এর কছে। সেখান থেকে চলে যায় ৭ জন 'কুতুব'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় ৪ জন 'আওতাদ'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় 'গাউছ'-এর কাছে। যিনি থাকেন মক্কায় (মোট ৪৪১ জন)।[১৬৮]

অথচ আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ– 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

সম্ভবতঃ এ কারণেই ছূফীবাদীরা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে বলেন, আউলিয়ারা মরেন না'। বাক্যটি তারা তাদের কথিত মাযারে লিখে রাখেন কুরআনের আয়াতসহ। যাতে

---

১৬৭. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক : আল-ফিকরুছ ছূফী, মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ, কুয়েত ২য় সংস্করণ, তাবি।
১৬৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/৯৭ পৃ.; ১১/৪৩৩, ৪৩৮। অথচ ঢাকাতে 'গাউছুল আযম কমপ্লেক্স' দেখা যায়। জানিনা তিনি এখানে বসবাস করেন কি-না। ওদিকে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারে 'গওছুল আযম স্কুল' খুলেছেন বলে প্রচার করা হয়।

মুরীদগণ সহজে তাদের প্রতারণার শিকার হন। আয়াতটি হ’ল, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– ‘মনে রেখ আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’ *(ইউনুস ১০/৬২)*। অথচ এইসব আউলিয়ারা তাদের জীবদ্দশায় নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যের শরণাপন্ন হ’তেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে তারাই সারা পৃথিবীর মানুষের সমস্যার সমাধান করেন। বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ এদের কথিত মাযারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন ও লাখো টাকা ঢালছেন। অলী কারা, সে বিষয়ে পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ– ‘যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে’ *(ইউনুস ১০/৬৩)*।

আর আল্লাহ কাদের অভিভাবক, সে বিষয়ে তিনি বলেন,

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوآ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ–

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

এক্ষণে যারা তাদের ধারণা মতে বিশেষ বিশেষ লোকদের ‘আউলিয়া’ বলেন এবং তারা স্ব স্ব কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে জীবিত থাকেন বলে বিশ্বাস করেন। তারা ভক্তদের প্রার্থনা শোনেন ও তাদের চাহিদা সমূহ পূর্ণ করেন বলে ধারণা করেন, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, না শয়তান তাদের অভিভাবক, সেটা ভেবে দেখা কর্তব্য। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَهُوَ كَاذِبٌ ضَالٌّ مُشْرِكٌ ‘এইরূপ ধারণাকারী ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ও মুশরিক’ *(মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১১/৪৩৮)*।

সম্ভবতঃ আউলিয়াদের বরকত লাভের ধারণা থেকেই ভোটপ্রার্থী নেতাদের প্রায় সকলে দেশের কোন না কোন পীরের মাযার থেকে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। অতঃপর আউলিয়াদের সংখ্যার অনুসরণে বাংলাদেশের এমপি, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের বিশাল বহর সৃষ্টি করেন। যা স্রেফ দল পোষণ ও দেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় বোঝা মাত্র। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যাদের মধ্যে বিচারপতি

লতিফুর রহমানের প্রায় দেড় বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল (১৫ই জুলাই ২০০১-১০ই অক্টোবর ২০০১) সর্বাধিক সফল ও সর্বাধিক জনপ্রিয়।[১৬৯]

বস্তুতঃ আল্লাহকে ডাকার জন্য কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। বরং তাঁকে সরাসরি আহ্বান করতে হয়। যেমন তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ– ‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি বান্দাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,–ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ– ‘তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৬০)*। অত্র আয়াতে عَنْ عِبَادَتِي ‘আমার ইবাদত থেকে’ অর্থ عَنْ دُعَائِي وَتَوْحِيدِي ‘আমার নিকট দো‘আ ও আমার একত্ববাদ থেকে’ *(ইবনু কাছীর)*। ‘ইবাদত’ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র দাসত্বের মাধ্যমে দো‘আ কবুল হয়, অবাধ্যতা ও শিরক-বিদ‘আতের মাধ্যমে নয়। অতএব এইসব লোকদের শিরক ও কুফরের অন্ধকার থেকে তওবা করে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র আলোকোজ্জ্বল রাজপথে ফিরে আসা উচিৎ।

এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ‘দো‘আ হ’ল ইবাদত’ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৩০)*। অতএব সুন্নাতী তরীকায় আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে হবে,

---

১৬৯. ঝিনাইদহ যেলার মহেশপুর উপযেলায় ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার ‘কায়েদে আজম কলেজ’ (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) ও পরে ‘জগন্নাথ কলেজে’ প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৬০ সাল থেকে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইন পেশা শুরু করেন। তিনি শুরুতেই এম.এইচ. খন্দকারের নিকট শিক্ষানবিশ ছিলেন। জনাব খন্দকার বাংলাদেশের প্রথম এটর্নি জেনারেল ছিলেন। ১৯৭৯ সালে লতিফুর রহমান সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৮১ সালে তার বিচারকের চাকুরী স্থায়ী হয়। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯১ তিনি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ অবসর প্রাপ্ত বিচাপতি হিসাবে তিনি ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের ৩০ মিনিটের মধ্যে তিনি ১৩ জন সচিবকে ওএসডি করে। ৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১লা অক্টোবর ২০০১ সালে এবং লতিফুর রহমান ১০ই অক্টোবর নতুন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তাঁর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

বিদ‘আতী তরীকায় নয়। এজন্য সর্বোত্তম পন্থা হ’ল একাকী প্রাণ খুলে দো‘আ করা। দলবদ্ধভাবে বা আখেরী মুনাজাতের ঢল নামিয়ে দো‘আ করার প্রচলিত বিদ‘আতী প্রথা হ’তে বিরত থাকা আবশ্যক।

(২৮) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا-

‘যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রিসালাত (অহি) পৌঁছে দিয়েছে। আর রাসূলদের নিকট যা আছে, তা সবই আল্লাহ্র গোচরীভূত। তিনি সবকিছু গুণে গুণে হিসাব রাখেন’।

এর তিনটি অর্থ হ’তে পারে : (১) لِيَعْلَمَ الرَّسُوْلُ যাতে রাসূল জানতে পারেন যে, তাঁর পূর্বেকার নবীরাও তাঁর মত রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তখনও শয়তানদের চুরি থেকে অহি-কে হেফাযত করা হয়েছিল। (২) لِيَعْلَمَ أَهْلُ الشِّرْكِ ‘যাতে মুশরিকরা জানতে পারে যে, রাসূলগণ তাদের রিসালাত অবশ্যই পৌঁছে দিবেন। (৩) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ‘যাতে আল্লাহ জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের রিসালাত সমূহ পৌঁছে দিয়েছে’। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ- ‘অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?’ *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। বলা হয়েছে, وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ- ‘আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যিকার অর্থে ঈমান এনেছে এবং জেনে নিবেন কারা কপট বিশ্বাসী’ *(আনকাবূত ২৯/১১)*। এখানে ‘জেনে নেন’ অর্থ প্রমাণসহ জেনে নেন। কেননা অদৃশ্য জ্ঞানে আল্লাহ আগে থেকে সবই জানেন *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী)*।

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের স্ব স্ব আমলনামা অনুযায়ী বিচার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورًا- اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا- ‘প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে’। ‘(সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট’ *(ইসরা ১৭/১৩-১৪)*। সেদিন ছোট-বড় কোন কিছুই হিসাব থেকে বাদ যাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا

يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– ‘অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা, যা ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না’ *(কাহফ ১৮/৪৯)*। যদি না সে সুস্থ ও স্বজ্ঞানে তওবা করে মারা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوآ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত’ *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، ‘আর রাসূলদের নিকট যা আছে, তা সবই আল্লাহ্র গোচরীভূত’ অর্থ لِيَعْلَمَ الرُّسُلُ أَنَّ رَبَّهُمْ قَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِمَا عِنْدَهُمْ ‘যাতে রাসূলগণ জেনে নেন যে, তাদের প্রতিপালক তাদের নিকট ও ফেরেশতাদের নিকট যা আছে সবই জানেন’ *(কুরতুবী)*।

وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا– ‘তিনি সবকিছু গুণে গুণে হিসাব রাখেন’ অর্থ ضَبْطُ كُلِّ شَيْءٍ مَعْدُودًا مَحْصُورًا ‘প্রত্যেক বস্তু গণে গণে লিখে রাখা’ *(কাশশাফ)*। عَدَدًا বাক্যে حال হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا– ‘আর আমরা তাদের সকল কর্ম গণে গণে লিপিবদ্ধ করেছি’ *(নাবা ৭৮/২৯; ইয়াসীন ৩৬/১২)*।

২০ থেকে ২৮ পর্যন্ত ৯টি আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা কারু নেই। তিনি ব্যতীত বান্দার আশ্রয়দাতা কেউ নেই। রাসূলগণের দায়িত্ব কেবল মানুষের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেওয়া। যারা তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। ক্বিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর অদৃশ্য জ্ঞানের খবর তিনি কাউকে প্রকাশ করেন না তার মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত। ‘অহি’ প্রেরণের সময় তার হেফাযতের জন্য তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। যাতে ইবলীসের বাহিনী সেখান থেকে কোন কিছু চুরি করতে না পারে। আর যাতে রাসূল জানতে পারেন যে, তার পূর্বেকার রাসূলগণও তাদের প্রতিপালকের রিসালাত সমূহ

সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় যথাযথভাবে স্ব স্ব উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আর তারা এটাও জেনে নেন যে, তাদের সকল কাজকর্ম আল্লাহ্র গোচরে আছে এবং তিনি সবকিছুর যথাযথ হিসাব রাখেন।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে পড়তে শুনলাম –اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ‘হে আল্লাহ তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর’। সালাম ফিরানোর পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ ‘সহজ হিসাব কি’? তিনি বললেন, قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ– ‘বান্দার আমলনামা দেখা হবে। অতঃপর তা উপেক্ষা করা হবে। কেননা হে আয়েশা! ঐদিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবে’।[১৭০]

হে আল্লাহ! তুমি পরকালে আমাদের হিসাব সহজ করে নিয়ো- আমীন!

॥ সূরা জিন সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الجن، فلله الحمد والمنة

---

১৭০. আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২ ‘হিসাব ও মীযান’ অনুচ্ছেদ; ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছ ছহীহ।

১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরার পথে নাখলা উপত্যকায় যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন, তখন একদল জিন ঐপথে যাবার সময় কুরআন শুনে দাঁড়িয়ে যায় এবং মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তারা নিজ কওমের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়। সূরা জিন-এর নিম্নের আয়াতগুলিতে তারই বর্ণনা রয়েছে।-

(১৩) আমরা যখনই হেদায়াতের বাণী শুনলাম, তখনই তাতে ঈমান আনলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের আশংকা করে না। (১৪) আর (কুরআন শোনার পরেও) আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছি মুসলমান ও কিছু রয়েছি কাফের। তবে যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে, সে ব্যক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। (১৫) পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, (১) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেবল মানবজাতির নবী ছিলেন না, বরং জিন জাতিরও নবী ছিলেন। (২) এর মাধ্যমে কুরআনের মু'জেযা প্রমাণিত হয়েছে। যা শুনে জিনেরা পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেছে। (৩) এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মত জিনেরাও ইসলামী শরী'আত মানতে বাধ্য। (৪) তাদের মধ্যে মানুষের মত মুমিন ও কাফের রয়েছে। (৫) মানুষের মত তারাও বিভিন্ন ফের্কায় বিভক্ত *(কুরতুবী)*। মুমিন জিনেরা অন্য জিনদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকে। (৬) জিনেরা মানুষের সব ভাষা বুঝে। যেমন তারা আরবী ভাষায় কুরআন বুঝেছিল *(রাযী, ক্বাসেমী)*।

সূরা মুযযাম্মিল (চাদরাবৃত)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা ক্বলম ৬৮/মাক্কী-এর পরে (সূরা মুদ্দাছছির প্রথম ৫ আয়াত নাযিলের দু'একদিন পর অত্র সূরার প্রথমাংশ নাযিল হয়) ॥

পারা ২৯, সূরা ৭৩, রুকূ ২, আয়াত ২০, শব্দ ২০০, বর্ণ ৮৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে চাদরাবৃত!	يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١
(২) ওঠ (ছালাতে) রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।	قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢
(৩) অর্ধরাত্রি বা তার চাইতে কিছু কম।	نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣
(৪) অথবা কিছু বেশী। আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে-সুস্থে সুন্দরভাবে।	اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤
(৫) আমরা সত্বর তোমার উপর নাযিল করব ভারী কিছু বিষয়।	اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥
(৬) নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং বিশুদ্ধ পাঠের সর্বাধিক উপযোগী।	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦
(৭) নিশ্চয় দিনের বেলায় তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।	اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧
(৮) সুতরাং তুমি (রাত্রিতে) তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে রত হও।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨
(৯) যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি তাঁকেই কর্মবিধায়ক হিসাবে গ্রহণ কর।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝٩
(১০) আর তারা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল।	وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١٠

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾

(১১) আর তুমি ছেড়ে দাও আমাকে ও বিত্তবান মিথ্যারোপকারীদেরকে এবং ওদের কিছুদিন অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾

(১২) নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে বেড়ীসমূহ এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٣﴾

(১৩) রয়েছে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾

(১৪) যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশির ন্যায় হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

(১৫) আমরা তোমাদের নিকট একজন রাসূলকে পাঠিয়েছি তোমাদের উপর সাক্ষী স্বরূপ, যেমন ফেরাঊনের নিকট একজন রাসূলকে পাঠিয়েছিলাম।

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾

(১৬) কিন্তু ফেরাঊন সেই রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আমরা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾

(১৭) অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে সেদিন তোমরা কিভাবে বাঁচতে পারবে, যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে ফেলবে?

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾

(১৮) যেদিনের ভয়াবহতায় আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ ع

(১৯) নিশ্চয় এটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। **(রুকূ ১)**

اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَىِ الَّيۡلِ وَنِصۡفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآٮِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ‌ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ‌ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ‌ؕ

(২০) তোমার পালনকর্তা জানেন যে, তুমি (তাহাজ্জুদে) রাত্রি জাগরণ করে থাক কমপক্ষে রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথীদেরও একটি দল। আল্লাহ রাত্রি ও দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন তোমরা রাত্রির উক্ত পরিমাণের হিসাব ঠিক রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর।

عَلِمَ اَنۡ سَيَكُوۡنُ مِنۡكُمۡ مَّرۡضٰى‌ۙ وَاٰخَرُوۡنَ يَضۡرِبُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ يَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ‌ۙ وَاٰخَرُوۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ ۖ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ‌ ۙ وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقۡرِضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا‌ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِكُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ تَجِدُوۡهُ عِنۡدَ اللّٰهِ هُوَ خَيۡرًا وَّاَعۡظَمَ اَجۡرًا‌ ؕ وَاسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۲۰﴾

তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণে বের হবে, কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত হবে; অতএব যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর। আর তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও মহান পুরস্কার। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১) يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ– ‘হে চাদরাবৃত!’

২১শে রামাযান মোতাবেক ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সোমবারের ক্বদর রাতে হেরা গুহায় সূরা ‘আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর রামাযান শেষে হেরা গুহা থেকে বাড়ী ফেরার পথে মহাশূন্যে জিব্রীলকে ছয়শো ডানা বিশিষ্ট তার নিজস্ব রূপে দেখে ভীত-বিহ্বল নবী দ্রুত বাড়ীতে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। তখন সূরা মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এর পরপরই রাত্রির ছালাতের নির্দেশনা দিয়ে সূরা মুযযাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হয়।[১৭১]

الْمُزَّمِّلُ আসলে ছিল الْمُتَزَمِّلُ -‘তা’-কে ‘ঝা’-এর সাথে মিলিয়ে مُزَّمِّلٌ করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। مُزَّمِّلٌ ইসমে فَاعِلٌ হয়েছে إِزَّمَّلَ থেকে। অর্থ مُتَزَمِّلًا بِقَطِيفَةٍ ‘চাদর দ্বারা আবৃত’। যা দিয়ে পুরা দেহ ঢাকা হয়, তাকে زُمِّلَ وَدُثِّرَ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয় *(কুরতুবী)*। অতএব ‘মুযযাম্মিল’ অর্থ ‘বস্ত্রাবৃত’ করা ঠিক নয়। কেননা ঐসময় বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তিনি বাড়ীতে এসেছিলেন। তার উপর তাঁকে অতিরিক্তভাবে চাদর মুড়ি দেওয়া হয়। সেকারণ ‘চাদরাবৃত’ অনুবাদটাই সঠিক হবে। ঐ সময় ছিল আগষ্ট মাস। গ্রীষ্মের মওসুম। তাই অর্থ লেপ-কাঁথা না হয়ে চাদর হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।[১৭২]

مُزَّمِّلٌ-এর ‘ঝা’-কে তাশদীদ বিহীন এবং ‘মীম’কে তাশদীদযুক্ত করে উভয়টিতে যবর বা যের দিয়ে দু’ভাবে পড়া যায়। অর্থাৎ مُزَمِّلٌ (মুযাম্মিল) ও مُزَمَّلٌ (মুযাম্মাল)। একইভাবে مُدَثَّرٌ ও مُدَثِّرٌ *(কুরতুবী)*। প্রথমটি ইসমে ফা‘এল বা কর্তৃকারক হিসাবে অর্থ হবে, ‘নিজেই নিজেকে চাদর দিয়ে আবৃতকারী’। দ্বিতীয়টি ইসমে মাফ‘উল বা কর্মকারক হিসাবে অর্থ হবে, ‘অন্যের মাধ্যমে নিজেকে চাদরাবৃতকারী’ *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। অর্থাৎ স্ত্রী খাদীজার মাধ্যমে।

এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে স্নেহ মিশ্রিত স্বরে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (হে চাদরাবৃত) বলা হয়েছে *(মুদ্দাছছির ৭৪/১)*। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদাকে আরও উন্নীত করা হয়েছে। সাথে সাথে উম্মতকেও শিখানো হয়েছে যে, মর্যাদাবান ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান দিয়ে আহ্বান করাই হ’ল ইসলামী শিষ্টাচার। যেমন রাসূল (ছাঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে পত্র লেখেন, عَظِيْمُ الرُّوْمِ ‘রোম সম্রাট’ বলে

১৭১. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘অহি-র বিরতিকাল’ অনুচ্ছেদ ৮৫ পৃ.।
১৭২. ‘বস্ত্রাবৃত’ অনুবাদ করেছেন মাওলানা আকরম খাঁ, ইফাবা, মুহিউদ্দীন খান ও ড. মুজীবুর রহমান।

(বুখারী হা/৭)। একই ভাষায় তিনি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয-কে লিখেন, عَظِيمِ فَارِسَ 'পারস্য সম্রাট' বলে সম্বোধন করে *(আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৫৬ পৃ., সনদ হাসান)*।[১৭৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَنُودِيَ بِمَا يُهَجِّنُ إِلَيْهِ الْحَالَةَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنَ التَّزَمُّلِ فِي قَطِيفَتِهِ وَاسْتِعْدَادِهِ لِلإِسْتِثْقَالِ فِي النَّوْمِ– 'তাকে উক্ত মর্মে আহ্বান করা হ'ল এজন্য যে, তিনি রাত্রিতে ঘুমিয়েছিলেন চাদর মুড়ি দিয়ে বেহাল অবস্থায়, গভীর ঘুমের কারণে যেমনটি হয়ে থাকে'। অতঃপর তিনি এর পক্ষে কবি যুর-রিম্মাহ্র এক লাইন কবিতা উদ্ধৃত করেছেন *(কাশশাফ)*।

যামাখশারীর উক্ত ব্যাখ্যা ভুল এবং রাসূলের শানে বেআদবী। কারণ বিদ্বানগণ বলেন, আল্লাহপাক অন্যান্য রাসূলদের বিপরীতে শেষনবী (ছাঃ)-কে কখনো নাম ধরে ডাকেননি, তাঁর সম্মানের কারণে। কোথায় শেষনবী (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা, আর কোথায় জাহেলী আরবের মেষ পালকদের নিন্দায় লিখিত কবি যুর-রিম্মাহ্র কবিতা? অতঃপর তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ مِرْطاً طُولُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً... 'ঐ রাতে ১৪ হাত লম্বা একটি চাদর ছিল। যার অর্ধেক মুড়ি দিয়ে আমি ঘুমিয়েছিলাম। বাকী অর্ধেক তাঁর উপরে ছিল। এমতাবস্থায় তিনি ছালাতে রত ছিলেন'। তাঁর এই ব্যাখ্যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন। কারণ ঘটনাটি কুরআন নাযিলের প্রথম দিককার। যখন আয়েশার জন্মই হয়নি। আর তাঁর সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসর হয়েছে মদীনায়। অথচ সূরাটি হ'ল মাক্কী। ফলে 'এটাই সঠিক যে, এটি ছিল খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহে। যা বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

অতঃপর যামাখশারী বলেছেন, وَقِيْلَ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، وَقَدْ جَئِثَ فِرَقًا 'বলা হয়েছে যে, তিনি খাদীজার নিকটে আসেন ভয়ে কম্পিত অবস্থায়' *(কাশশাফ)*। নিঃসন্দেহে এটাই সত্য এবং এটাই ছহীহ হাদীছ ও ইতিহাস সম্মত। অথচ সেটাকেই তিনি এনেছেন পরে এবং 'বলা হয়েছে' (قِيْلَ) দুর্বল ক্রিয়াপদে। যামাখশারীর অনুকরণে বায়যাভীও কাছাকাছি একইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন *(বায়যাভী)*। যা অগ্রহণযোগ্য। কুরতুবী আয়েশা বিষয়ে উল্লেখ করার পর সেটির প্রতিবাদ করেছেন যে, এটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) উক্ত ঘটনাটি তাকে বলেছিলেন মদীনাতে। যা ঘটেছিল মক্কায় *(কুরতুবী)*।

(২-৪) قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيلاً– نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً– أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً–

'ওঠ (ছালাতে) রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত' *(২)*। 'অর্ধরাত্রি বা তার চাইতে

---

১৭৩. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'রোম সম্রাট ক্বায়ছার হেরাক্লিয়াসের নিকটে পত্র' ও ' পারস্য সম্রাট কিসরার নিকটে পত্র' অনুচ্ছেদ ৪৬৮ ও ৪৭১ পৃ.।

কিছু কম' *(৩)*। 'অথবা কিছু বেশী। আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে-সুস্থে সুন্দরভাবে' *(৪)*।

অত্র আয়াতগুলিতে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ ও তার সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে কুরআন তেলাওয়াতের আদব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা হ'ল থেমে থেমে স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন তেলাওয়াতের তারতীল, তাহক্বীক্ব, হাদ্‌র ও তাদভীর চারটি নিয়মের মধ্যে 'তারতীল' হ'ল সর্বোত্তম।[১৭৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি হরফ যথার্থ রূপে স্পষ্টভাবে পড়তেন।[১৭৫] তিনি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন।[১৭৬] ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে, তুমি তারতীল সহ পড়, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা তোমার মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হ'ল তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াতের নিকটে'।[১৭৭]

রাত্রি জাগরণের এই নির্দেশ সকল মুসলমানের জন্য হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এটি ছিল খাছ। যা তিনি নিয়মিত করতেন। এটি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، 'আর রাত্রির কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় কর। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*।

(৫) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً- 'আমরা সত্বর তোমার উপর নাযিল করব ভারী কিছু বিষয়'।

قَوْلاً ثَقِيلاً 'ভারী কিছু বিষয়' অর্থ পূর্ণ কুরআন ও ইসলাম *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, ثَقِيلٌ وَاللهِ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ 'আল্লাহ্‌র কসম! ভারী হ'ল এর ফরয সমূহ এবং দণ্ডবিধি সমূহ'। মুজাহিদ বলেন, حَلاَلُهُ وَحَرَامُهُ 'এর হালাল ও হারাম সমূহ'। মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, ثَقِيلاً عَلَى الْمُنَافِقِينَ 'মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য ভারী' *(কুরতুবী)*। তবে ঈমানদারগণের জন্য ইসলামের বিধান সমূহ পালন করা কখনোই ভারী নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ- 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন, বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ،

---

১৭৪. দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত আরবী ক্বায়েদা ৩য় ভাগ 'তাজবীদ শিক্ষা' বই, সবক-৭, ৩৩ পৃ.।
১৭৫. বুখারী হা/৫০৪৬; মিশকাত হা/২১৯১, রাবী ক্বাতাদাহ (রাঃ)।
১৭৬. তিরমিযী হা/২৯২৭; আবুদাঊদ হা/৪০০১; মিশকাত হা/২২০৫, রাবী উম্মে সালামা (রাঃ)।
১৭৭. আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৪; আহমাদ হা/৬৭৯৯; মিশকাত হা/২১৩৪, রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।

وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا– ‘নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা আরোপ করবে, এটি তাকে পরাভূত করবে। অতএব তোমরা সঠিক পথে থাক এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর ও মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর’।[১৭৮] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ছালাত ও ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতাকে আগেই প্রস্তুত করে নিতে হয়। এগুলি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ‘ট্রেনিং কোর্স’ নয়।[১৭৯] যেমনটি আধুনিক কালের অনেক রাজনৈতিক মুফাসসির ধারণা করে থাকেন। বরং ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, ইসলামী ইবাদত সমূহ সর্বাবস্থায় ফরয। আর ‘ট্রেনিং কোর্স’ হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

অত্র আয়াত ইসলামের সূচনাকালে মক্কায় নাযিল হয়েছে। অতঃপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে গিয়ে মদীনায় ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বড় বোঝা বহন করার জন্য বড় মাপের দৃঢ়চিত্ত মানুষ আবশ্যক। আর সেজন্য সর্বাগ্রে নিশুতি রাতে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল হওয়া ও আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীছে ছালাতকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং ইসলামের খুঁটি (عَمُودُهُ الصَّلاَةُ) বলা হয়েছে।[১৮০]

সমাজের পুঞ্জিভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দুর্বলচিত্ত ও সুবিধাবাদী লোকদের মাধ্যমে কখনো সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইসলাম হ’ল আল্লাহ প্রেরিত ‘স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দ্বীন’ (بَيْضَاءَ نَقِيَّةً)।[১৮১] একে বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছ হৃদয়ের মুমিন আবশ্যক। যে সাহসের সাথে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারে। নইলে সে ধ্বংস হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي اِلاَّ هَالِكٌ– ‘আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ’ল দিনের মত। আমার পরে এ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ধ্বংস হবে’।[১৮২]

বস্তুবাদী লোকেরা এই স্পষ্ট দ্বীনকে যুক্তিবাদের ধূম্রজালে ঢেকে দিতে চায়। যুগে যুগে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। এভাবে তারাই ছিলেন সর্বদা যুগ সংস্কারক। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় মানুষ পুনরায় অন্ধকার পথে হেঁটেছে। আবারও সংস্কারক এসেছেন। ভাগ্যবানরা তাদের সাথী হয়েছে। হতভাগারা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের উপর নানাবিধ অপবাদ দিয়েছে ও নির্যাতন করেছে।

---

১৭৮. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৭৯. আবুল আ’লা মওদূদী, খুত্ববাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭ খৃ.) ৩২০ পৃ.।
১৮০. তিরমিযী হা/২৬১৬; আহমাদ হা/২২০৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; মিশকাত হা/২৯; ছহীহাহ হা/১১২২।
১৮১. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়া হা/১৫৮৯।
১৮২. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; হাকেম হা/৩৩১; আহমাদ হা/১৭১৮২; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

কিন্তু হক-এর জ্যোতি কখনো নিভে যায়নি। আলোচ্য আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে আহ্বানের মাধ্যমে যুগে যুগে সংস্কারক মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, হে চাদরাবৃত মুমিন! আলস্যের চাদর ছেড়ে উঠে পড়। ভোগবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সতর্ক কর। তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহিতার ভয় দেখাও। পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে অন্ধকার সমাজকে আলোকিত কর ও পরিচ্ছন্ন কর।

ইতিপূর্বে সূরা মুদ্দাছছিরের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে জাতিকে সতর্ক করা হয় এবং তাদেরকে শিরক হ'তে পবিত্র থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাত্রি জেগে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সাথে বলে দেওয়া হয় যে, আমরা সত্বর তোমার উপর 'ভারী কিছু বিষয়' নাযিল করব। এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যা দীর্ঘ তেইশ বছরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিদায় হজ্জের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় আরাফাতের ময়দানে যে বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

(৬) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيلاً– 'নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং বিশুদ্ধ পাঠের সর্বাধিক উপযোগী'।

نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، অর্থ قِيَامُ اللَّيْلِ 'রাত্রি জাগরণ'। এর মধ্যে দিনের বেলার ইবাদতের উপরে রাত্রিকালীন ইবাদতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'ফরয ছালাতের পর শ্রেষ্ঠ ছালাত হ'ল রাত্রির ছালাত'।[১৮৩]

أَشَدُّ وَطْئًا، -এর অর্থ কালবী বলেন, أَشَدُّ نَشَاطًا 'সর্বাধিক প্রফুল্লতা' *(কুরতুবী)*। যেটা টয়লেট সেরে মিসওয়াক সহ ভালভাবে ওযূ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। এর অর্থ أَشَدُّ مُوَافَقَةً 'অধিক সহায়ক' হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ، 'যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলির। অতঃপর তারা হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসগুলিকে' *(তওবা ৯/৩৭)*।

১৮৩. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'ছওম' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

وَطْئًا، أَشَدُّ-এর অর্থ أَشَدُّ اَذًى ‘কঠিন শাস্তি’ হ’তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করেন, اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ‘হে আল্লাহ তুমি মুযার গোত্রের উপর তোমার শাস্তিকে কঠোর কর’।[১৮৪] আলোচ্য আয়াতে রাত্রি জাগরণের কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ– ‘অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও’ *(ইনশিরাহ ৯৪/৭)*।

أَقْوَمُ قِيْلاً– অর্থ أَصْوَبُ لِلْقِرَاءَةِ ‘বিশুদ্ধ পাঠের জন্য সবচেয়ে উপযোগী’। কেননা নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে একমনে ছালাত ও তেলাওয়াত সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সঠিক হয়ে থাকে। قَوْلاً وقَالاً وقِيْلاً মাছদার হয়েছে قَالَ ক্রিয়ার।

(৭) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً– ‘নিশ্চয় দিনের বেলায় তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা’।

سَبْحًا طَوِيلاً– অর্থ اِشْتِغَالاً كَثِيْرًا ‘বহু কর্মব্যস্ততা’। السَّبْحُ أَيْ الْجَرْيُ ‘প্রবাহিত হওয়া’। فَرَسٌ سَابِحٌ ‘তেজস্বী ঘোড়া’। কারণ সে তার চার হাত-পা ছুটিয়ে দৌড়ায় *(কুরতুবী)*।

(৮) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً– ‘সুতরাং তুমি (রাত্রিতে) তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে রত হও’ অর্থ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ وَانْقَطِعْ إِلَيْهِ ‘তুমি বেশী বেশী তাঁর নাম স্মরণ কর এবং তাঁর দিকে রত হও’ *(ইবনু কাছীর)*। এখানে নাম বলে নামীয় সত্তা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র নাম ও আল্লাহ্‌র সত্তা পৃথক নয়। যেমনটি মু‘তাযিলাগণ ধারণা করেন।[১৮৫]

হাদীছে কুদ্‌সীতে আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ– ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ’লে আমি তোমার বক্ষকে সচ্ছলতা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি তা না হও, তাহ’লে আমি তোমার দু’হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না’।[১৮৬]

---

১৮৪. বুখারী হা/২৯৩২; মুসলিম হা/৬৭৫; মিশকাত হা/১২৮৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৮৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা, সূরা রহমান শেষ আয়াত।
১৮৬. তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৩৫৯; ইবনু কাছীর।

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً– অর্থ أَخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ ‘তার জন্য ইবাদতকে খালেছ কর’ *(ইবনু কাছীর)*। اَلتَّبَتُّلُ اَيِ الْإِنْقِطَاعُ إِلَى الْعِبَادَةِ وَتَرْكُ التَّزَوُّجِ– অর্থ ‘জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতে রত হওয়া ও বিবাহ ত্যাগ করা’ *(ইবনু কাছীর)*। মারিয়ামকে بَتُولٌ বলা হয়েছে এজন্য যে, তিনি কুমারী অবস্থায় নির্জনে একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকতেন *(কুরতুবী)*। আল্লাহ্র ইবাদত ব্যতীত অন্য সময় এটি নিষিদ্ধ। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন থেকে নিষেধ করেছেন’।[১৮৭]

(৯) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً– ‘যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি তাঁকেই কর্মবিধায়ক হিসাবে গ্রহণ কর’।

এখানে উত্তর ও দক্ষিণ বলা হয়নি এজন্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম বললে উত্তর-দক্ষিণ আপনা থেকেই এসে যায়। যা সর্বদা আল্লাহ্র হুকুমে আবর্তিত হচ্ছে। যখন পৃথিবী সূর্যের মুখোমুখি হয়, তখন হয় পূর্ব এবং পিছনে হয় পশ্চিম। আর পশ্চিমমুখী হ’লে তার ডাইনে হয় উত্তর এবং বামে হয় দক্ষিণ। অত্র আয়াতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রমাণ রয়েছে।

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، ‘যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের কেউ উপাস্য নয়, আল্লাহ ব্যতীত। তিনিই সবকিছুর একক সৃষ্টিকর্তা। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– ‘তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক’ *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*।

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً– অর্থ فَاتَّخِذْهُ قَائِمًا بِأُمُورِكَ وَكَفِيلاً بِمَا وَعَدَكَ ‘অতএব তুমি তাকে গ্রহণ কর তোমার কর্মবিধায়করূপে এবং তোমাকে যেসবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেসবের তত্ত্বাবধায়করূপে’ *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ– ‘অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর। আর তোমরা যা কিছু কর, তোমার পালনকর্তা সে বিষয়ে উদাসীন নন’ *(হূদ ১১/১২৩)*।

১৮৭. নাসাঈ হা/৩২১৩; তিরমিযী হা/১০৮২; আহমাদ হা/২৪৯৮৭, রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৬৮৬৭।

(১০) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً– ‘আর তারা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল’।

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ‘আর তারা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর কর’। অর্থ তারা যেসব গালি, বিদ্রুপ ও কষ্ট দেয়, তাতে তুমি ছবর কর। এটি মাক্কী জীবনের কথা। যখন জিহাদের হুকুম নাযিল হয়নি *(কুরতুবী)*। বরং এটাই সঠিক যে, এ আয়াত মুসলমানের জীবনে সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য। একজন হকপন্থী মুসলমানের জীবনে সর্বদা মাক্কী ও মাদানী জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে থাকে। অতএব যখন মুসলমান কোন সমাজে দুর্বল অবস্থায় থাকবে, তখন এই আয়াত তার জন্য প্রযোজ্য হবে। মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ১৫ রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। যা তাঁকে দারুণভাবে কষ্ট দিত। তার জওয়াবে আল্লাহ বলেন, اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً– ‘দেখ ওরা কিভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমা সমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮; ফুরক্বান ২৫/৯)*। কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এটাই হ’ল সর্বোত্তম জবাব।[১৮৮]

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً– অর্থ وَأَتْرُكْهُمْ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ مُكَافَأَتِهِمْ بِالْمِثْلِ ‘ওদের বদলা নেওয়া থেকে এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ওদেরকে পরিত্যাগ কর’ *(ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا– ‘যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়। তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে’ *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। আল্লাহ বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ– إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ– ‘অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর’। ‘বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট’ *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*।

বস্তুতঃ মুযযাম্মিল ও ফুরক্বান দু’টিই মাক্কী সূরা। কিন্তু এর উপদেশ মুমিন জীবনে ক্ষেত্র বিশেষে সর্বদা প্রয়োজনীয়।

(১১) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً– ‘আর তুমি ছেড়ে দাও আমাকে ও বিত্তবান মিথ্যারোপকারীদেরকে এবং ওদের কিছুদিন অবকাশ দাও’।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، ‘তুমি ছেড়ে দাও আমাকে ও বিত্তবান মিথ্যারোপকারীদেরকে’। অর্থ ‘তুমি আমাকে ও ওদেরকে ছেড়ে দাও। ওদের নিয়ে কোন

---

১৮৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১৩-১৪ পৃ.।

চিন্তা করো না। তাদের বিষয়ে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি ওদের থেকে বদলা নেব' *(শাওকানী)*। এখানে 'বিত্তবান' বলে অর্থশালী ও প্রভাবশালী উভয় শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। এদেরকে খাছ করার উদ্দেশ্য এই যে, মূলতঃ তারাই সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের মধ্যকার দুশ্চরিত্র লোকগুলি সমাজ নষ্টের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। অত্র আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর ধমকি রয়েছে।

وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً– 'এবং ওদের কিছুদিন অবকাশ দাও'। একথা বলার মধ্যে অসহায় মুমিনদের পক্ষে আল্লাহ্ই যে প্রতিশোধ নিবেন, সেকথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ– 'আমরা তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগ বিলাসের সুযোগ দেব। অতঃপর (ক্বিয়ামতের দিন) তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগে বাধ্য করব' *(লোকমান ৩১/২৪)*। দুনিয়াতে এই শাস্তি আল্লাহ মুমিনদের মাধ্যমে দিবেন বা অন্যদের মাধ্যমে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ– 'বস্তুতঃ যদি আল্লাহ একদলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীদের প্রতি একান্তভাবে দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

এটি ছিল মাক্কী জীবনের উপদেশ। অতঃপর ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে কাফেরদের কঠিন বদলা নেওয়া হয় এবং মূল ষড়যন্ত্রকারী মক্কার ১৪ জন নেতার মধ্যে ১১ জনই সেদিন নিহত হয়। আল্লাহ মুমিনের পক্ষে সর্বদা এভাবেই বদলা নিয়ে থাকেন।

(১২) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَّجَحِيمًا– 'নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে বেড়ীসমূহ এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড'। أَنْكَالاً অর্থ قُيُودًا 'বেড়ী সমূহ'। একবচনে نَكْلٌ যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى– 'ফলে আল্লাহ তাকে (ফেরাউনকে) পাকড়াও করলেন পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বারা' *(নাযে'আত ৭৯/২৫)*।

جَحِيمًا অর্থ نَارًا شَدِيدَةَ الْحَرِّ وَالِاتِّقَادِ 'অত্যন্ত উত্তপ্ত ও দাহিকাশক্তি সম্পন্ন অগ্নিকুণ্ড' *(ক্বাসেমী)*। 'জাহীম' হ'ল জাহান্নামের অন্যতম নাম *(ইবনু কাছীর)*।

(১৩) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا– 'রয়েছে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। অর্থ 'এমন খাদ্য যা সহজে গলাধঃকরণ হয়না। যা গলায় আটকে যায় এবং যা নীচেও নামে না, বেরও হয় না' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ– لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ– 'বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী'

ঘাস ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য জুটবে না’। ‘যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না’ *(গাশিয়াহ ৮৮/৬-৭)*।

(১৪) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً- ‘যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশির ন্যায় হবে’।

يَوْمَ تَرْجُفُ অর্থ يَوْمَ تَتَحَرَّكُ ‘যেদিন প্রকম্পিত হবে’। এখানে ‘পর্বতমালা’ বলার কারণ এটাই যে, পর্বতমালা হ’ল পৃথিবীর সবচেয়ে মযবূত ও ভারি বস্তু, যা পৃথিবীর পেরেক স্বরূপ। وَكَانَتِ অর্থ فَتَكُونُ ‘যেদিন হবে’। ভবিষ্যতের কোন নিশ্চিত বিষয় অতীত কালের ক্রিয়া দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর দ্বারা ক্বিয়ামত যে সুনিশ্চিত, সেটা বুঝানো হয়েছে।

كَثِيبًا مَّهِيلاً- অর্থ رَمْلاً مُجْتَمِعًا سَائِلاً، يَمُرُّ تَحْتَ الرِّجْلِ ‘বালুর ঢিবি, যা প্রবহমান। যা পায়ের তলা থেকে সরে যায়’ *(কুরতুবী)*। এর মাধ্যমে ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

(১৫) إِنَّآ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً- ‘আমরা তোমাদের নিকট একজন রাসূলকে পাঠিয়েছি তোমাদের উপর সাক্ষী স্বরূপ, যেমন ফেরাঊনের নিকট একজন রাসূলকে পাঠিয়েছিলাম’।

অত্র আয়াতে আল্লাহ কুরায়েশ নেতাদের তথা সকল যুগের অবিশ্বাসী নেতাদের নিকট মূসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, ফেরাঊনের ঘরে মূসা লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও এবং তার সততা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে মূসার উপরে ঈমান আনেনি। অনুরূপভাবে কুরায়েশ বংশে জন্ম নিয়ে ও তাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) হিসাবে প্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনেনি। পরিণতিতে ফেরাঊন যেমন ধ্বংস হয়েছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংস হবে বলে কুরায়েশ নেতাদের সতর্ক করা হয়েছে।

(১৬) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَّبِيلاً- ‘কিন্তু ফেরাঊন সেই রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আমরা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম’।

এখানে فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ অর্থাৎ ‘রাসূল (মূসা) ফেরাঊনের অবাধ্যতা করল’ পড়লে কঠিনভাবে গোনাহগার হ’তে হবে। অতএব ক্বিরাআতের সময় সাবধানে তেলাওয়াত করতে হবে। আর ভুল পড়ে ফেললে তওবা করতে হবে। তবে এজন্য সহো সিজদা লাগবে না।

فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَّبِيلاً– ‘ফলে আমরা তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলাম’। অর্থ أَخْذًا شَدِيْدًا ‘কঠিন পাকড়াও’ *(কুরতুবী)*। আর সেটি হচ্ছে ফেরাঊনকে সদলবলে সাগরে ডুবিয়ে মারার কঠোর শাস্তি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ– كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ– ‘আর ফেরাঊন সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিল সতর্কবাণী সমূহ’। ‘তারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল। ফলে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াওয়ের ন্যায়’ *(ক্বামার ৫৪/৪১-৪২)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ– ‘আর (স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম। অতঃপর তোমাদের মুক্ত করেছিলাম ও ফেরাঊন বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম, যা তোমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলে’ *(বাক্বারাহ ২/৫০)*।[১৮৯]

(১৭) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا– ‘অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে সেদিন তোমরা কিভাবে বাঁচতে পারবে, যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে ফেলবে?’

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ অর্থ كَيْفَ تَقُونَ أَنْفُسَكُمْ إِنْ بَقِيتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ؟ ‘কিভাবে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাবে, যদি তোমরা কুফরীর উপরে টিকে থাক?’ *(শাওকানী, ক্বাসেমী)*।

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا– ‘যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে ফেলবে?’ আয়াতে বক্তব্যের আগপিছ হয়েছে। আসলে হবে, كَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا إِنْ كَفَرْتُمْ؟ ‘কিভাবে তোমরা সেদিন বাঁচবে, যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে ফেলবে, যদি তোমরা কুফরী কর?’ *(কুরতুবী)*। ‘যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে ফেলবে’ বলার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ কাফেররা সেদিন ভয়ে বৃদ্ধের ন্যায় শক্তিহীন ও বিবর্ণ হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে জান্নাতী নারী-পুরুষের সবাই ৩০ অথবা ৩৩ বছরের আনন্দোচ্ছ্বল যুবকে পরিণত হবে।[১৯০] যেমন ঐ দিনের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ– ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ– وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ– تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ– أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ– ‘অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল’ *(৩৮)*। ‘সহাস্য ও প্রফুল্ল’ *(৩৯)*। ‘অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত’ *(৪০)*। ‘কালিমালিপ্ত’ *(৪১)*। ‘তারা হ’ল অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ’ *(‘আবাসা ৮০/৩৮-৪২)*।

১৮৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত নবীদের কাহিনী-২ ‘মূসা ও হারূণ’ অধ্যায়।
১৯০. তিরমিযী হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৬৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০৭২; ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৩৫-৩৬; ছহীহাহ হা/২৯৮৭।

(১৮) اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً– ‘যেদিনের ভয়াবহতায় আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে’। এর মধ্যে ক্বিয়ামতের নিশ্চয়তা এবং ভয়াবহতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্যত্র এসেছে, إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ– وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ– ‘যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে’। ‘যেদিন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে’ *(ইনফিত্বার ৮২/১-২)*। ক্বিয়ামত যে আসবেই সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ– ‘তোমাদের নিকট (ক্বিয়ামতের) যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষমকারী নও’ *(আন‘আম ৬/১৩৪)*। তিনি অবিশ্বাসীদের ধমক দিয়ে বলেন, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ– ‘অতএব তুমি ওদের ছেড়ে দাও ওরা বিতর্ক করুক ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকুক যতদিন না ওরা সাক্ষাৎ পায় সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি ওদের দেওয়া হয়েছে’ *(যুখরুফ ৪৩/৮৩)*।

(১৯) إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘নিশ্চয় এটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক’। অর্থ ‘এই সূরা অথবা ধমকির আয়াত সমূহ উপদেশ স্বরূপ তাদের জন্য, যারা এ থেকে শিক্ষা নেয় ও উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ক্বাসেমী, কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ– فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ– ‘কখনই না। এটা তো উপদেশবাণী মাত্র’। ‘অতএব যে চায় তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক’ *(‘আবাসা ৮০/১১-১২)*।

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– ‘আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক’ *(দাহ্র ৭৬/৩)*। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী মুরজিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে।

‘অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক’ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপথে চলার জন্য নিজের ইচ্ছা থাকার সাথে সাথে আল্লাহ্র ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। যেমন তিনি বলেন, وَمَا تَشَآءُونَ اِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا– ‘আর তোমরা (আল্লাহ্র পথের) ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ *(দাহ্র ৭৬/৩০; তাকভীর ৮১/২৯)*। এর মধ্যে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে।

(২০) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، ‘তোমার পালনকর্তা জানেন যে, তুমি (তাহাজ্জুদে) রাত্রি জাগরণ করে থাক কমপক্ষে রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথীদেরও একটি দল’। অত্র আয়াতাংশে তাহাজ্জুদ ছালাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، ‘আর তোমার সাথীদের একটি দল’ বলে ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। طَآئِفَةٌ অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ আনার মাধ্যমে তাহাজ্জুদগুযার ছাহাবীদের ও পরবর্তী যুগের একনিষ্ঠ মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যারা ছাহাবীদের গালি দেয়, সেইসব শী‘আদের ও বিদ‘আতীদের প্রতি স্পষ্ট ধমকি রয়েছে।

وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ‘আল্লাহ রাত্রি ও দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন’ বক্তব্যের মধ্যে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস নিহিত রয়েছে। সেই সাথে রাত্রি ও দিন যে আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন, সেকথাও বলে দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে নাস্তিক ও প্রকৃতিপূজারীদের প্রতিবাদ রয়েছে।

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে এবং বিভিন্ন সময়ে রাত্রি ও দিনের কমবেশী হয়ে থাকে। তাছাড়া ঋতুর আবর্তন-বিবর্তন কোনটাই সূর্যের ইচ্ছায় হয় না। বরং আল্লাহ্র নির্দেশে হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ؟ ‘তুমি বল তোমরা ভেবে দেখছ কি, যদি আল্লাহ রাত্রিকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তাহ’লে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের নিকট সূর্যকিরণ এনে দিবে? এরপরেও কি তোমরা কথা শুনবে না?’ *(৭১)*। ‘বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিবসকে তোমাদের উপর ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তাহ’লে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি এনে দিবে, যার মধ্যে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার? এর পরেও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭২)*।

রাত্রি ও দিনের আবর্তন-বিবর্তন ঘটে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপরে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল গতিবেগে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এটাই হ’ল তার ‘আহ্নিক গতি’। যেমন ঘূর্ণায়মান লাটিম নিজ দণ্ডের উপর ঘুরে থাকে। এই আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে পড়ে সেই অংশে দিন হয় ও অপরাংশে রাত হয়। যেমন বাংলাদেশে যখন রাত হয়, আমেরিকায় তখন দিন হয়। অনুরূপভাবে

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে লাগে কাছাকাছি ৩৬৫ দিন। একে তার ‘বার্ষিক গতি’ বলে। এই গতিবেগের কোন কম-বেশী হয় না। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির মধ্যে রয়েছে জীবজগতের লালন-পালনের এক নিখুঁত পরিকল্পনা। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র রুবূবিয়াতের ও রহমানিয়াতের অর্থাৎ পালনগুণ ও দয়াগুণ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালকের জন্য, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।[১৯১]

عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ، ‘তিনি জানেন তোমরা রাত্রির উক্ত পরিমাণের হিসাব ঠিক রাখতে পারো না’। অর্থ ‘রাত্রি জাগরণের পরিমাণ তোমরা হিসাব করতে পারবে না, সেটা আল্লাহ জানেন’ *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। এর অর্থ এটাও হ’তে পারে যে, لَنْ تُطِيقُوا مَعْرِفَةَ حَقَائِقَ ذٰلِكَ وَالْقِيَامَ بِهِ– ‘সময় কমবেশী হওয়ার সূক্ষ্ম কারণ ও সে অনুযায়ী রাত্রি জাগরণের হিসাব করতে তোমরা কখনোই সক্ষম হবে না’ *(কুরতুবী)*। দেড় হাযার বছর পূর্বে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরক্ষর নবীর মুখ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এটাই তাঁর নবুঅতের যথার্থতা এবং কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا– ‘যাঁর হাতে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই। যিনি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমিতি দান করেছেন’ *(ফুরক্বান ২৫/২)*। আল্লাহ্‌র এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কেউ দেখতে পাবেনা। যেমন তিনি বলেন, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً– ‘বস্তুতঃ তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতির কোন ব্যতিক্রম পাবে না’ *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। সেযুগে ইরাকের অবিশ্বাসী সম্রাট নমরূদকে চ্যালেঞ্জ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক প্রসঙ্গে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– ‘তুমি কি ঐ ব্যক্তির কথা শোনোনি, যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল? কারণ আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তখন সে বলল, আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি।

১৯১. দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, তাফসীর সূরা নাযে‘আত ২৯ আয়াত।

ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি ওটাকে পশ্চিম থেকে উদিত কর। একথায় কাফের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। এ যুগের অবিশ্বাসীরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে কি?

فَتَابَ عَلَيْكُمْ، 'তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন' অর্থ فَعَادَ عَلَيْكُمْ بِالْعَفْوِ 'ফলে তিনি তোমাদের দিকে ফিরে গেলেন মার্জনা করার মাধ্যমে'। অর্থাৎ তাহাজ্জুদে নিয়মিত উঠতে সক্ষম হওয়া বা না হওয়া কিংবা সেটি পুরাপুরি আদায় করতে পারার বা না পারার ত্রুটিগুলি মার্জনা করলেন *(কুরতুবী)*।

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، 'অতএব তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর' অর্থ قُومُوا مِنَ اللَّيْلِ مَا تَيَسَّرَ 'তোমরা রাত্রি জাগরণ কর, যতটুকু সহজ হয়'। এখানে ক্বিরাআত দ্বারা ছালাত বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، 'তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে'...। অত্র আয়াতাংশে বান্দার প্রতি রাত্রি জাগরণের সময়সীমা শিথিল করার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পীড়িত, ব্যবসায়িক সফরকারী ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর জন্য দীর্ঘ সময় রাত্রি জাগরণ সম্ভব নয়। সেকারণ তারা যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু জাগরণ করবে। এখানে ব্যবসায়িক সফর বলার মাধ্যমে ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুয়ূত্বী বলেন, অত্র আয়াতটি হ'ল ব্যবসায়ের মূল দলীল। এরপরেই এসেছে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের কথা। অথচ তখন জিহাদ ফরয হয়নি। সেকারণ হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, 'এটি ছিল নবুঅতের বড় প্রমাণ সমূহের অন্যতম এজন্য যে, এর মধ্যে ভবিষ্যৎ জিহাদের সংবাদ রয়েছে। আর একারণেই বলা হয়েছে, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، অর্থ قُومُوا بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ 'রাত্রির যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু ছালাতে দণ্ডায়মান থাকো' *(ইবনু কাছীর)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি আমার উপর মৃত্যু আসা পসন্দ করি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় অথবা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যবসারত অবস্থায়। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতাংশটি তেলাওয়াত করেন *(ক্বাসেমী)*। এর দ্বারা তাহাজ্জুদের ছালাতকে ফরযের অতিরিক্ত গণ্য করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،-এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। (১) 'তোমরা কুরআনের যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর'। এই অর্থ নিয়েছেন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ। তাঁরা ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয বলেন না। বরং কুরআনের যেকোন সূরা এমনকি একটি আয়াত পড়লেই ছালাত হয়ে যাবে বলেন। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে শিখানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ 'অতঃপর তুমি কুরআন থেকে

পাঠ কর যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয়'।[১৯২] এখানে কোন সূরাকে খাছ করা হয়নি। (২) فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ 'যতটুকু তোমাদের পক্ষে সহজ হয় ততটুকু পরিমাণ ছালাত আদায় কর' *(ইবনু কাছীর; ক্বাসেমী)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) হাদীছের আলোকে এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় 'কুরআন' অর্থ 'ছালাত' বলেছেন। তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু ছালাতের মূল অংশ, সেহেতু এখানে 'কুরআন' বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً- 'তুমি তোমার (ছালাতের) ক্বিরাআতে স্বর অধিক উঁচু করো না বা একেবারে নীচু করো না। বরং দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর' *(ইসরা ১৭/১১০)*। তিনি বলেন, إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا- 'নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন অর্থাৎ ফজরের ছালাত (দিবস ও রাত্রির বদলী ফেরেশতাদের) একত্রিত হওয়ার সময়' *(ইসরা ১৭/৭৮)*। তাছাড়া আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল রাত্রি জাগরণের পরিমাণ নিয়ে, কুরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ নিয়ে নয়। ইবনুল 'আরাবী বলেন, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ (الأَصَحُّ)। কেননা আয়াতে ছালাত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সেদিকেই এটির সম্পর্ক *(কুরতুবী)*।

জমহূর বিদ্বানগণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জওয়াবে বলেন যে, উপরোক্ত হাদীছে সূরা ফাতিহাকে খাছ করা না হ'লেও ছহীহ হাদীছ সমূহে একে খাছ করা হয়েছে। যেমন (১) হযরত ওবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল না'।[১৯৩] (২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَّمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ، فَقِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ : اِقْرَأْ بِهَا فِى نَفْسِكَ- 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, যাতে সে সূরা ফাতেহা পড়ল না, উক্ত ছালাত হ'ল 'খিদাজ' অর্থাৎ বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ। বলা হ'ল যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি, (তখন কিভাবে পড়ব?) আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, 'তুমি ওটা মনে মনে পড়'।[১৯৪] (৩) লা ছালাতা-এর ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَّ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- 'ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না'। জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে এটি কিভাবে পড়ব, এমন প্রশ্নের উত্তরে রাবী আবু হুরায়রা

---

১৯২. বুখারী হা/৬২৫১; মুসলিম হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৭৯০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৯৩. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।
১৯৪. আবুদাঊদ হা/৮২১; মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩।

(রাঃ) প্রশ্নকারী আবুস সায়েব-এর হাত টেনে ধরে বলেন, !اِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ 'হে ফারেসী! ওটা তুমি মনে মনে পড়বে'।[১৯৫]

বড় কথা হ'ল, ঐ সময় কুরআনের খুবই কম সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়েছিল। যা দিয়ে দীর্ঘ রাত্রি ছালাত আদায় করা সম্ভব ছিল না বারবার একই আয়াত পাঠ করা ব্যতীত।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، 'আর তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর'-এর অর্থ ঐ সময় যতটুকু ছালাত ওয়াজিব ছিল, ততটুকু। অর্থাৎ ফজরে ও আছরে। আর 'যাকাত আদায় কর' অর্থ নফল ছাদাক্বা *(কুরতুবী)*। কেননা যাকাতের নেছাব ফরয হয়েছে মদীনায় ২য় হিজরীতে। অথবা এর দ্বারা মক্কায় যাকাত ফরয করা হয়। যদিও নেছাব ফরয হয় হিজরতের পর *(ইবনু কাছীর)*।

উল্লেখ্য যে, নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, –وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা জ্ঞাপন কর সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে'। অর্থাৎ আছরে ও ফজরে।[১৯৬] হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে দু' দু' রাক'আত করে ছিল।[১৯৭] এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'অতিরিক্ত' (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।[১৯৮] মি'রাজের রাত্রিতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়।[১৯৯] আর মি'রাজ হয়েছিল হিজরতের কয়েক মাস পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের কোন এক রাতে *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১১ পৃ.)*।

وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، 'এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও'-এর অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর। যা পবিত্র মাল থেকে দিতে হবে এবং দ্রুত যথাযথ হকদারকে প্রদান করতে হবে কোনরূপ রিয়া, শ্রুতি ও খোটা দান ছাড়াই। এখানে কর্যের সঙ্গে 'হাসান' বা 'উত্তম' শব্দ যোগ করার উদ্দেশ্যই হ'ল এটা যে, উক্ত ঋণের কোন বিনিময় কামনা করা হবে না *(ক্বাসেমী)*। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে

১৯৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০; দারাকুৎনী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১২১২, সনদ ছহীহ।
১৯৬. গাফির/মুমিন ৪০/৫৫; মির'আত ২/২৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়, শিরোনামের আলোচনা।
১৯৭. মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাঊদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১।
১৯৮. মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী।
১৯৯. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।

উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহু গুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। তিনি আরও বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তিনি গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*। 'উত্তম ঋণ' দ্বারা খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল সৎকর্মকে বুঝানো হয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) খেজুর ও দুধমিশ্রিত মূল্যবান 'হাইস' (الْحَيْسُ) খাদ্য ভক্ষণের জন্য হাতে নিলেন। এমন সময় একজন মিসকীন এলে তিনি সেটি তাকে দিয়ে দিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, ঐ মিসকীন তো এ খাদ্যের মর্যাদাই বুঝে না? তখন ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন, لَكِنَّ رَبَّ المسكينِ يَدْرِي مَا هُوَ– 'কিন্তু মিসকীনের প্রতিপালক জানেন ওটা কি?' *(কুরতুবী)*।

وَأَعْظَمَ أَجْرًا অর্থ 'মহান পুরস্কার'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এর অর্থ 'জান্নাত' *(কুরতুবী)*। অথবা দুনিয়াতেই কোন নগদ পুরস্কার হ'তে পারে *(ক্বাসেমী)*। অথবা দু'টিই হ'তে পারে। বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই হ'ল বড় পাওয়া।

وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ 'তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর' অর্থ سَلُوهُ الْمَغْفِرَةَ لِـــذُنُوبِكُمْ 'তোমরা তোমাদের পাপসমূহের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও' *(কুরতুবী)*। আর তোমরা তোমাদের সকল কাজে বারবার আল্লাহকে স্মরণ কর ও তার নে'মতের শুকরিয়া আদায় কর। কারণ আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ– 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদের বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– 'নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' অর্থ غَفُورٌ لِمَنْ تَـــابَ إِلَيْـــهِ وَأَنَابَ، ورَحِيمٌ بِهِ 'তিনি তওবাকারী ও অনুগত ব্যক্তির জন্য ক্ষমাশীল এবং তার প্রতি দয়াবান' *(ইবনু কাছীর, জালালায়েন)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সকল গোনাহ হ'তে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করার তাওফীক দাও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর- আমীন!

॥ সূরা মুযযাম্মিল সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المزمل، فلله الحمد والمنة

(৫) আমরা সত্বর তোমার উপর নাযিল করব ভারী কিছু বিষয় (মুযযাম্মিল ৫)। قَوْلاً ثَقِيلاً 'ভারী কিছু বিষয়' অর্থ পূর্ণ কুরআন ও ইসলাম *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, ইসলামের ফরয সমূহ এবং দণ্ডবিধি সমূহ'। মুজাহিদ বলেন, 'এর হালাল ও হারাম সমূহ'। মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, 'যা মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য ভারী' *(কুরতুবী)*। তবে ঈমানদারগণের জন্য ইসলামের বিধান পালন করা কখনোই ভারী নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন, বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ছালাত ও ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতাকে আগেই প্রস্তুত করে নিতে হয়। এগুলি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' নয়। যেমনটি আধুনিক কালের অনেক রাজনৈতিক মুফাসসির ধারণা করে থাকেন। বরং ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, ইসলামী ইবাদত সমূহ সর্বাবস্থায় ফরয। আর 'ট্রেনিং কোর্স' হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

সূরা মুদ্দাছছির (চাদরাবৃত)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা মুযযাম্মিল ৭৩/মাক্কী-এর পরে (প্রথম ৫টি আয়াত ব্যতীত) ॥

পারা ২৯, সূরা ৭৪, রুকূ ২, আয়াত ৫৬, শব্দ ২৫৬, বর্ণ ১০১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে চাদরাবৃত!	يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۟
(২) ওঠ! সতর্ক কর	قُمْ فَاَنْذِرْ ۟
(৩) আর তোমার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۟
(৪) তোমার পোশাক পবিত্র কর	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۟
(৫) নাপাকী বর্জন কর।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۟
(৬) অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করো না।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۟
(৭) আর তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ছবর কর।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۟ؕ
(৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে।	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۟
(৯) সেদিন হবে খুবই কঠিন দিন।	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۟
(১০) যা কাফিরদের উপর সহজ হবে না।	عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۟
(১১) ছেড়ে দাও আমাকে এবং (ঐ অভাগাকে) যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়।	ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۟
(১২) অতঃপর তাকে আমি দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۟
(১৩) এবং সদা সঙ্গী পুত্রবর্গ	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۟
(১৪) আর তাকে দিয়েছি বিপুল জীবনোপকরণ।	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۟
(১৫) এরপরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই।	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۟

(১৬) কখনই না। সে আমার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী।	كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيۡدًا ﴿۱۶﴾
(১৭) অচিরেই আমি তাকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবো।	سَاُرۡهِقُهٗ صَعُوۡدًا ﴿۱۷﴾
(১৮) সে চিন্তা করল ও সিদ্ধান্ত নিল।	اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿۱۸﴾
(১৯) ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?	فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ﴿۱۹﴾
(২০) পুনরায় ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?	ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّرَ ﴿۲۰﴾
(২১) পুনরায় সে দেখল।	ثُمَّ نَظَرَ ﴿۲۱﴾
(২২) ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿۲۲﴾
(২৩) অতঃপর সে পিছনে ফিরল ও দম্ভ করল	ثُمَّ اَدۡبَرَ وَاسۡتَكۡبَرَ ﴿۲۳﴾
(২৪) এবং বলল, এতো অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জাদু ব্যতীত নয়।	فَقَالَ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ يُّؤۡثَرُ ﴿۲۴﴾
(২৫) এতো মানুষের উক্তি ব্যতীত নয়।	اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا قَوۡلُ الۡبَشَرِ ؕ ﴿۲۵﴾
(২৬) সত্বর আমি তাকে ‘সাক্বারে’ প্রবেশ করাবো।	سَاُصۡلِيۡهِ سَقَرَ ﴿۲۶﴾
(২৭) তুমি কি জানো ‘সাক্বার’ কি?	وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿۲۷﴾
(২৮) যা তাদেরকে জীবিত রাখবে না, আবার মৃতও ছাড়বে না।	لَا تُبۡقِيۡ وَلَا تَذَرُ ﴿۲۸﴾
(২৯) যা মানুষকে দগ্ধকারী।	لَوَّاحَةٌ لِّلۡبَشَرِ ﴿۲۹﴾
(৩০) তার উপরে রয়েছে ১৯ জন প্রহরী।	عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ؕ ﴿۳۰﴾
(৩১) আমরা জাহান্নামের প্রহরীদের ফেরেশতা ব্যতীত করিনি। আর আমরা তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য। যাতে আহলে কিতাবদের	وَمَا جَعَلۡنَاۤ اَصۡحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۪ وَّمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ اِلَّا فِتۡنَةً لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۙ لِيَسۡتَيۡقِنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَيَزۡدَادَ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١

বিশ্বাস দৃঢ় হয় ও ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আহলে কিতাব ও মুমিনগণ সন্দেহে পতিত না হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা যেন বলে যে, আল্লাহ এইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে কি বুঝাতে চান? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানেনা তিনি ব্যতীত। আর (জাহান্নামের) এই বর্ণনা মানুষের জন্য কেবল সতর্কতা মাত্র। **(রুকূ ১)**

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝٣٢

(৩২) কখনোই নয়। শপথ চন্দ্রের।

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝٣٣

(৩৩) শপথ রাত্রির, যখন সে গত হয়।

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝٣٤

(৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকিত হয়।

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝٣٥

(৩৫) নিশ্চয়ই এটি ভয়ংকর বিষয়গুলির অন্যতম।

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝٣٦

(৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝٣٧

(৩৭) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে (সত্য গ্রহণে) এগিয়ে আসতে চায় অথবা পিছিয়ে যেতে চায়।

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝٣٨

(৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ।

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝٣٩

(৩৯) ডান পাশের লোকেরা ব্যতীত।

فِيْ جَنّٰتٍ ؕ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝٤٠

(৪০) তারা থাকবে জান্নাতে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে-

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٤١

(৪১) অপরাধীদেরকে।

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝٤٢

(৪২) কোন্ বস্তু তোমাদেরকে ‘সাক্বারে’ প্রবেশ করালো?

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝٤٣

(৪৩) তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ الۡمِسۡكِيۡنَ ﴿۴۴﴾

(৪৪) আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য প্রদান করতাম না।

وَكُنَّا نَخُوۡضُ مَعَ الۡخَآئِضِيۡنَ ﴿۴۵﴾

(৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় লিপ্ত থাকতাম।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿۴۶﴾

(৪৬) আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম।

حَتّٰۤى اَتٰٮنَا الۡيَقِيۡنُ ﴿۴۷﴾

(৪৭) অবশেষে আমাদের নিকট এসে গেল নিশ্চিত বিষয়টি।

فَمَا تَنۡفَعُهُمۡ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيۡنَ ﴿۴۸﴾

(৪৮) অতঃপর সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন কাজে আসল না।

فَمَا لَهُمۡ عَنِ التَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِيۡنَ ﴿۴۹﴾

(৪৯) আর তাদের কি হ'ল যে, তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল?

كَاَنَّهُمۡ حُمُرٌ مُّسۡتَنۡفِرَةٌ ﴿۵۰﴾

(৫০) তারা যেন পলায়নপর বন্য গাধা।

فَرَّتۡ مِنۡ قَسۡوَرَةٍ ﴿۵۱﴾

(৫১) যে হিংস্র সিংহ দেখে পালায়।

بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِئٍ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّؤۡتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿۵۲﴾

(৫২) বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তাকে (আযাব থেকে মুক্তির) একটা উন্মুক্ত কিতাব দেওয়া হৌক।

كَلَّا ؕ بَلۡ لَّا يَخَافُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ ﴿۵۳﴾

(৫৩) কখনোই না। বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না।

كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذۡكِرَةٌ ﴿۵۴﴾

(৫৪) কখনোই না। এটি সতর্কবাণী মাত্র।

فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿۵۵﴾

(৫৫) অতএব যে চায় এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক!

وَمَا يَذۡكُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهۡلُ التَّقۡوٰى وَاَهۡلُ الۡمَغۡفِرَةِ ﴿۵۶﴾

(৫৬) বস্তুতঃ আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। তিনিই মাত্র ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই মাত্র ক্ষমা করার মালিক। (রুকূ ২)

[পারার তিন চতুর্থাংশ সমাপ্ত]

তাফসীর :

(১) يَآ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ– ‘হে চাদরাবৃত!’ সূরা ‘আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের পর অহি-র সাময়িক বিরতিকাল শেষে অত্র সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত প্রথমে নাযিল হয়।

اَلْمُدَّثِّرُ الَّذِي قَدْ تَدَثَّرَ بِثِيَابِهِ ‘মুদ্দাছ্ছির ঐ ব্যক্তি যিনি কাপড় মুড়ি দিয়ে থাকেন’। আসলে ছিল الْمُتَدَثِّرُ পরে ‘তা’-কে বিলুপ্ত করে ‘দাল’-এর সাথে মিলানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

মুক্বাতিল বলেন, এ সূরার অধিকাংশ ধনকুবের কুরায়েশ নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ ১১ থেকে ২৬ পর্যন্ত ১৬টি আয়াতে তার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে যুগে যুগে হঠকারী ধনিক শ্রেণীর আচরণ ইসলামের বিরুদ্ধে কেমন হ’তে পারে, তার একটা বাণীচিত্র অংকিত হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ব্যাপারে মুমিনদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি-র বিরতিকাল (فَتْرَةُ الْوَحْيِ) সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। এ সময় তিনি বলেন, আমি (হেরা গুহায় ই‘তিকাফ শেষে) পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছিলাম। এমন সময় আমাকে আহ্বান করে একটি ডাক শুনলাম। কিন্তু আমি সামনে-পিছনে, ডাইনে-বামে কাউকে দেখলাম না। পুনরায় ডাক শুনলাম। পুনরায় দেখলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। পুনরায় ডাক শুনলাম। তখন উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেই ফেরেশতা, যিনি (নুযূলে অহি-র সময়) হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীন ব্যাপী একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ’লাম। এরপর আমি দ্রুত খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে চাদর মুড়ি দাও (৩ বার)। তখন তারা আমাকে চাদর মুড়ি দিল এবং মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢাললো। এমন সময় আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, يَآأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ– قُمْ فَأَنْذِرْ– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ– وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ– ‘হে চাদরাবৃত!’ *(১)* ‘ওঠ! সতর্ক কর’ *(২)* ‘তোমার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর’ *(৩)* ‘তোমার পোষাক পবিত্র কর’ *(৪)* ‘নাপাকী বর্জন কর’ *(৫)*।[২০০] এ সময় জিব্রীল তার ছয়শো ডানাবিশিষ্ট নিজস্ব রূপে ছিলেন।[২০১] যাতে পুরা দিগন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল *(বুখারী হা/৩২৩৪)*। জিব্রীলকে তিনি আরেকবার তার স্বরূপে দেখেছিলেন মে‘রাজের সফরে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।[২০২] যা ছিল এই ঘটনার প্রায় ১৩ বছর পরে হিজরতের কয়েক মাস পূর্বে।

---

২০০. মুসলিম হা/১৬১; বুখারী হা/৪৯২২, ৪৯২৪; মিশকাত হা/৫৮৫১ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।
২০১. বুখারী হা/৩২৩২; মুসলিম হা/১৭৪; মিশকাত হা/৫৬৬২, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
২০২. নাজম ৫৩/১৩-১৪; তিরমিযী হা/৩২৮৩; বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪, ১৭৮; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬ ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

'মুদ্দাছছির' কর্তৃকারক হয়েছে دِثَارٌ হ'তে। যার অর্থ দেহাবরণ, কম্বল ইত্যাদি। এখানে কম্বল বা বড় চাদর অর্থে এসেছে। কারণ তিনি দেহাবরণ তথা বস্ত্র পরেই বাড়ীতে এসেছিলেন। তার উপরে তাঁকে অতিরিক্তভাবে চাদর মুড়ি দেওয়া হয়। সেকারণ 'বস্ত্রাবৃত' অনুবাদ যথার্থ নয়। বরং 'চাদরাবৃত' অনুবাদই সঠিক।[২০৩]

উল্লেখ্য যে, কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯- বাকরুদ্ধ ১৯৪১, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.) লিখিত 'আমার প্রিয় হযরত নবী কামলিওয়ালা' কবিতাটি নূরে মুহাম্মাদীর শিরকী আক্বীদায় পূর্ণ। যেখানে তিনি বলেছেন,

'আমার প্রিয় হযরত নবী কামলিওয়ালা' * 'যাঁহার রওশনীতে দ্বীন- দুনিয়া উজালা'।
'যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ তারা' * 'ঈদের চাঁদে যাঁহার নামের ইশারা,
'বাগিচায় গোলাব গুল গাঁথে যাঁর মালা' * 'আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম,
'খোদার নামের পরে জপে অবিরাম'।...

এভাবে নজরুলের আরও বহু কবিতায় শিরকী আক্বীদা রয়েছে। অতএব ভক্তরা সাবধান!

বিদ'আতী ছূফীরা বলে থাকেন, আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। তারা বলেন, আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা, আহমাদ আহাদ হ'লে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন'। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও আহমাদের মধ্যে একটা 'মীম' ছাড়া কোন পার্থক্য দেখেন না। তারা সর্বত্র মুহাম্মাদের নূর দেখেন।

তারা বাচ্চাদের জন্য আরবী ক্বায়েদা লিখেন। অথচ নাম দেন 'নূরানী ক্বায়েদা'। তাদের মক্তবের নাম দেন 'নূরানী মক্তব'। এমনকি 'গরীব নেওয়ায' বলে পরিচিত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (৫৩৭-৬৩৩ হি./১১৩৮-১২৩৫ খৃ. রাজস্থান, ভারত)-কেও তারা 'নূর' বানিয়েছেন। তাদের প্রচারিত 'হুলিয়া নামা'য় 'খাজা বাবার ৯৯ নাম' শিরোনামে তারা আল্লাহ্র ৯৯ নামের ১৫টির সাথে 'মইনউদ্দীন' নাম যোগ করেছেন। যেমন শুরুতেই 'গফফার মইনউদ্দীন'। অতঃপর ছাত্তার, ওয়াহিদ, করিম, রহিম, ছমি, বছির, আলিম, আওয়াল, আখের, জাহির, বাতেন, নাজের, দায়েম, কায়েম, সহ মোট ১৫টি আল্লাহ্র নাম সহ খাজার নামের পূর্বে বহু অতিরঞ্জিত বিশেষণ যোগ করে শেষে বলা হয়েছে, আসছালাওয়াতু ওয়া ছালামু আলা রুহে পাক মইনউদ্দীন *(দ্র. হুলিয়ানামা, সায়িদী আর্ট প্রেস, সাতক্ষীরা ১৯৭৬ খৃ.)*।

২০৩. ইফাবা মুযযাম্মিল ও মুদ্দাছছির দু'টিরই অর্থ করেছে 'বস্ত্রাবৃত'।

তারা উর্দূতে বলে থাকে,

حقیقت میں دیکھے تو خواجہ خدا ہے + اسی کے در پہ سجدہ روا ہے

‘যথার্থভাবে দেখলে খাজাই খোদা + তারই পায়ে সিজদা বৈধ’।

তারা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বানিয়েছে। এরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একই সত্তা মনে করেন। যাকে ‘অদ্বৈতবাদ’ বলা হয়। যেমন তারা বলেন, ‘যেখানেতেই দেখ মোরে সবই মোর নাম + মক্কায় রহীম আমি মথুরাতে রাম’। ভেদাভেদ নাহি কর কৃষ্ণ ও করীম + দুই নয় একই জন রাম ও রহীম’।[২০৪]

এভাবে তারা বিশ্বব্যাপী সর্বত্র কেবল মুহাম্মাদের নূর দেখে এবং আল্লাহ ও মুহাম্মাদকে এক মনে করে। অথচ আল্লাহ হ’লেন সৃষ্টিকর্তা এবং মুহাম্মাদ হ’লেন সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا- ‘তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই। আমার নিকটে অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(কাহফ ১৮/১১০)*।

(২) قُمْ فَأَنْذِرْ- ‘ওঠ! সতর্ক কর’। অর্থ قُمْ مِنْ مَضْجَعِكَ فَأَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنَ الْعَذَابِ ‘বিছানা ছেড়ে ওঠ! অতঃপর তোমার জাতিকে জাহান্নামের আযাব থেকে সতর্ক কর’ *(ক্বাসেমী)*।

‘ওঠ! সতর্ক কর’ কথাটি স্বীয় রাসূলের প্রতি আল্লাহ্র স্নেহমিশ্রিত আহ্বান। সরাসরি নাম ধরে না বলে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় বাকরীতিতে বহুল প্রচলিত। সেকারণ আল্লাহ এখানে ‘মুহাম্মাদ’ না বলে ‘মুদ্দাছ্ছির’ (‘চাদরাবৃত’) উপনামে সম্বোধন করেছেন। যেমন জামাতা আলী যখন ফাতেমার সাথে রাগ করে মসজিদে এসে ঘুমিয়ে যান এবং চাদরের একাংশ পড়ে গেলে দেহ ধূলি ধূসরিত হয়, তখন রাসূল (ছাঃ) তার দেহের ধূলা মুছে দেন ও তাকে স্নেহের স্বরে ডেকে বলেন, قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ ‘ওঠ হে মাটিওয়ালা’ ‘ওঠ হে মাটিওয়ালা’ *(বুখারী হা/৪৪১)*। অমনিভাবে খন্দক যুদ্ধের শেষে গোপনে বিরোধী পক্ষের পলাতক অবস্থার খবর এনে দেওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর চাদরের অতিরিক্ত অংশ গায়ে দিয়ে

২০৪. লেখক : ড. ওসমান গণি, প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুরআনের অনুবাদক, কবিতা : কাবা ও কাশী; গৃহীত : ছাদুল হক ফারুক, পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম ৫৩ পৃ.।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ঘুমিয়ে গেলে ফজরের পর রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, قُمْ يَا نَوْمَانُ ‘ওঠ হে ঘুমকাতর’! *(মুসলিম হা/১৭৮৮; কুরতুবী)*। আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে ‘আবু হুরায়রা’ (ছোট বিড়ালের বাপ), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে ‘যুল-উযনাইন’ (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে ‘সাফীনাহ’ (নৌকা) এবং সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ায় আব্দুল্লাহ বিন ওছমান বিন আবু কুহাফাকে তিনি তার উপনামে ‘আবুবকর’ বলে ডাকতেন।[২০৫]

(৩) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ– ‘আর তোমার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর’। অর্থ عَظِّمْ بِعِبَادَةِ اللهِ دُونَ غَيْرِهِ ‘অন্যকে ছেড়ে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে তার বড়ত্ব ঘোষণা কর’ *(ইবনু জারীর, ক্বাসেমী)*। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا– ‘আর তুমি বল, সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই জন্য। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং যার রাজত্বে কোন শরীক নেই। তার জন্য দুর্দশায় কোন সাহায্যকারী নেই (কেননা তিনি দুর্দশায় পড়েন না)। আর তুমি তাঁর সর্বোচ্চ বড়ত্ব ঘোষণা কর’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১১১)*। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে জয়ধ্বনি করা স্পষ্টভাবে শিরকে আকবর। মুসলমান আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহ্র জয়ধ্বনি করে, অন্যের নামে জয়ধ্বনি নয়।

ক্বিয়ামতের দিন মুশরিকদের অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ ‘আর স্মরণ কর, যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক ধারণা করতে তারা আজ কোথায়?’ *(আন‘আম ৬/২২)*। অতএব হে মূর্তিপূজারী ও কবরপূজারী সাবধান হও!

(৪) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ– ‘তোমার পোষাক পবিত্র কর’। এর প্রকাশ্য অর্থ হ’ল, اِغْسِلْهَا بِالْمَاءِ ‘তোমার পোষাক পানি দ্বারা ধৌত কর’ *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু যায়েদ বলেন, মুশরিকরা গোসল করত না। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে পোষাক ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে নির্দেশ দেন’। ইবনু জারীর এটাকেই পসন্দ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। তাছাড়া পোষাক পবিত্র না হ’লে তাতে ছালাত হয় না।

---

২০৫. ‘আবু হুরায়রা’ *(তিরমিযী হা/৩৮৪০)*; ‘আবু তোরাব’ *(বুখারী হা/৬২০৪)*; ‘নাওমান’ *(মুসলিম হা/১৭৮৮ (৯৯))*; ‘যুল-উযনাইন’ *(আবুদাঊদ হা/৫০০২; তিরমিযী হা/১৯৯২; মিশকাত হা/৪৮৮৭)*; ‘সাফীনাহ’ *(আহমাদ হা/২১৯৭৮, সনদ হাসান; হাদীছের প্রথমাংশ মিশকাত হা/৫৩৯৫)*। ‘আবুবকর’; ‘ছিদ্দীক’ *(হাকেম হা/৪৪০৭; ছহীহাহ হা/৩০৬)*। উল্লেখ্য যে, ‘বকর’ অর্থ নর উট। যা শক্তি ও গুণে সেরা। ‘আবুবকর’ বলতে সর্ব গুণ সম্পন্ন একজন পুরুষকে বুঝানো হয়। মুসলমানরা উক্ত উপনাম রাখে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম ছাহাবী হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মহব্বতে।

ইবনুল আছীর আল-কাতেব[২০৬] বলেন, জেনে রেখ যে, শব্দার্থের মূলনীতি হ'ল শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা। যিনি এটার তাবীল করবেন, অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থ থেকে গৌণ অর্থ নিবেন, তার জন্য দলীলের প্রয়োজন হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ– 'তোমার পোষাক পবিত্র কর'। এখানে প্রকাশ্য অর্থ হ'ল পোষাক। যা পরিধান করা হয়। এক্ষণে এর অর্থ যিনি 'হৃদয়' করবেন, তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে' *(আল-মাছালুস সায়ের ১/৪৯ পৃ.; ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، 'যদি তোমরা নাপাক হও, তাহ'লে গোসল কর' *(মায়েদাহ ৫/৬; কুরতুবী)*। 'তোমার হৃদয়কে পবিত্র কর'। 'তোমার আমলকে সংশোধন কর' ইত্যাদি নয়। কুরতুবী এরূপ ৮টি অর্থ বলেছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণও কাছাকাছি অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। যেমনটি ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর ও ক্বাসেমী করেছেন। অর্থাৎ 'তোমার পোষাক পবিত্র কর'।

(৫) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ– 'নাপাকী বর্জন কর'।

اَلرُّجْزَ অর্থ الرِّجْسَ 'নাপাকী'। যাকে মূর্তিপূজার সঙ্গে খাছ করা হয়ে থাকে *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ– 'তোমরা মূর্তিপূজার নাপাকী থেকে বিরত হও' *(হজ্জ ২২/৩০)*। এজন্য কুরতুবী ব্যাখ্যা করেছেন, وَالْأَوْثَانَ فَاتْرُكْ 'মূর্তিপূজা বর্জন কর' *(কুরতুবী)*। اَلرُّجْزَ-এর 'রা' পেশযুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে 'মূর্তি'। যেরযুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে 'আযাব' এবং যবরযুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে 'ধমকি' *(কুরতুবী)*। الرُّجْزَ অর্থ 'মূর্তি' বলা হয়েছে এজন্য যে, এর কারণেই আযাব নেমে আসে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ 'তাদের সীমালংঘনের কারণে আমরা তাদের উপর আকাশ থেকে আযাব প্রেরণ করলাম' *(আ'রাফ ৭/১৬২)*।

সর্বপ্রথম সূরা 'আলাক্ব-এর পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাওহীদের জ্ঞান লাভের কয়েকদিন পর সূরা মুদ্দাছছিরের উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়ে বলা হয় (১) ওঠ! ভোগবাদী মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধান কর

২০৬. ইরাকের আবুল ফাৎহ যিয়াউদ্দীন নাছরুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইবনুল আছীর আল-কাতেব (৫৫৮-৬৩৭ হি.) একজন বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল, আল-মাছালুস সায়ের ফী আদাবিল কাতেব ওয়াশ শা'এর। তিনি ৫৮৭ হিজরীতে মিসরে গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.)-এর মন্ত্রী হন। তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন ও মাক্বাবিরু কুরায়েশ-য়ে সমাহিত হন। তাঁর বড় ভাই ইবনুল আছীর আল-জাযারী (৫৫৫-৬৩০ হি.) উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ' নামক ছাহাবীগণের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থের লেখক। তিনি ইরাকের 'মওছেল' নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(২) সর্বত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দাও। (৩) শিরকী জাহেলিয়াতের কলুষময় পোষাক ঝেড়ে ফেল (৪) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল অপবিত্রতা হ'তে মুক্ত হও (৫) মানুষের মনোজগতে ও কর্মজগতে আমূল সংস্কারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে হে চাদরাবৃত উঠে দাঁড়াও!

দুনিয়া পূজারী অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধারের যে পথ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তালাশ করছিলেন, তিনি তা পেয়ে গেলেন আল্লাহ্র অহি-র মাধ্যমে। এর কয়দিন পরেই নাযিল হয় সূরা মুযযাম্মিল। সেখানে তাহাজ্জুদ ছালাতের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً– 'আমরা সত্বর তোমার উপর ভারী কিছু বিষয় নাযিল করব' অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত প্রেরণ করব। যা বহন করার জন্য প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন। যা লাভ হবে রাত্রির নফল ছালাত আদায়ের মাধ্যমে। এভাবে সসীম জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অসীম জ্ঞানের সন্ধান পাওয়াই ছিল নুযূলে অহি-র মুখ্য অবদান।

উল্লেখ্য যে, ৪ আয়াতে বর্ণিত 'তোমার পোষাক পবিত্র কর' এবং ৫ আয়াতে বর্ণিত 'নাপাকী বর্জন কর' বক্তব্যগুলি রাসূল (ছাঃ)-কে বলা অর্থ তাঁর মূর্তিপূজারী কওমকে বলা। যারা ইব্রাহীমী তাওহীদের দাবীদার হয়েও মূর্তিপূজার শিরকে নিমজ্জিত ছিল। সেই সাথে তারা দৈনিক গোসল না করায় অপবিত্র পোষাকে অভ্যস্ত ছিল। সর্বযুগের মুশরিকদের প্রতি অত্র নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

অত্র আয়াতগুলিতে যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে কতগুলি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যান্য আয়াতেও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন মাক্কী জীবনে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেছেন, (১) وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। অনুরূপভাবে (২) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَّتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُونَ– 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। (৩) فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا– 'অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের মাধ্যমে কঠোর সংগ্রাম কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫২)*। (৪) فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ– وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ– 'অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না' *(৮)*। 'তারা চায় যদি

তুমি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে' *(ক্বলম ৬৮/৮-৯)*। (৫) كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَـــرِبْ– 'কখনোই না। তুমি তার কথা মানবে না। তুমি সিজদা কর এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশ কর' *('আলাক্ব ৯৬/১৯)*। (৬) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًـــا أَوْ كَفُـــورًا– 'অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপাচারী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করো না' *(দাহ্‌র ৭৬/২৪)*।

মাদানী জীবনেও রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন (১) يَآ أَيُّهَا النَّبِــيُّ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا– 'হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মান্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(আহযাব ৩৩/১, ৪৮)*। (২) يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করে, তাদের ও কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৫/৫৭)*। (৩) لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। (৪) يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)*। এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْفِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ، وَأَذْهَبَ الرِّفْقَ عَنْهُمْ– 'মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে আদেশ করেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যবান দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। আর বলেছেন, তুমি তাদের থেকে অনুকম্পা উঠিয়ে নাও' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৩ আয়াত)*। চরমপন্থীরা এই

আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ফাসেক মুসলিম নেতা বা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ফরয বলে এবং মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ঘটায়।

বস্তুতঃ এ সকল আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ অনুসারী যুগে যুগে সকল মুমিনের প্রতি। যদিও অধিকাংশ মুমিন শিরক ও বিদ‘আতের সাথে এবং কুফর ও নিফাক্বের সাথে আপোষ করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে তাদের রাজনৈতিক জীবনে পরোক্ষ পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদের হিংস্র আগ্রাসন যেন ভাগ্যের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বদ্ধ শৃংখল ভেঙ্গে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে সাহসী পদক্ষেপ রাখার মত সংগঠনের বড়ই অভাব।

(৬) وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ– ‘অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করো না’। অর্থ لاَ تُعْطِ شَيْئًا لِتُعْطِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ ‘অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দিয়ো না’ *(ক্বাসেমী)*।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিদ্বানের ১১টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যার প্রায় সবই কাছাকাছি মর্মের। উদাহরণস্বরূপ : তুমি যে নবুঅতের গুরুভার বহন করছ, সেজন্য তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট কিছু কামনা করো না’। ‘নবুঅত ও কুরআনের মাধ্যমে তুমি লোকদের নিকট থেকে কোনরূপ বিনিময় আশা করো না’। ‘লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম করো না’ ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। কারণ এটি উন্নত চরিত্রের বরখেলাফ।

বস্তুতঃ নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীই বলেছেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ– ‘আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে’ *(শো‘আরা ২৬/১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)*। এমনকি দীর্ঘ সাড়ে ৯শ‘ বছর ব্যাপী দাওয়াত দানকারী একমাত্র নবী ও বিশ্বের প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেন, وَيَاقَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ، ‘হে আমার কওম! এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ-সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে’ *(হূদ ১১/২৯)*। অতএব দাওয়াত পাওয়ার পরেও ক্বিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের কোন অজুহাত ধোপে টিকবে না।

অবশ্য আল্লাহ্র জন্য দান করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট বেশী চাওয়ায় দোষ নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৫, ২৬১)*।

(৭) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ– 'আর তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ছবর কর' অর্থ اِجْعَلْ صَبْرَكَ عَلَى أَذَاهُمْ لِوَجْهِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ 'মুশরিকদের নির্যাতনে তোমার ধৈর্যধারণকে তোমার প্রতিপালকের চেহারা কামনার স্বার্থে গ্রহণ কর' *(ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ বলেন, –وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَرِيرًا 'দুনিয়াতে ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ সেদিন তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' *(দাহ্‌র ৭৬/১২)*। তিনি বলেন, –أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَمًا 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাদের সালাম জানাবেন। যেমন এসেছে, –سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ 'অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তাদেরকে সম্ভাষণ জানানো হবে 'সালাম' বলে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*।

(৮) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ– 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে'।

النَّقْرُ অর্থ الصَّوْتُ 'শব্দ'। সেখান থেকে فَاعُولٌ-এর ওযনে نَاقُورٌ হয়েছে *(কুরতুবী)*। যার অর্থ কানফাটা শব্দ যা ঐদিন শিঙ্গায় ফুঁকদানের মাধ্যমে করা হবে। এখানে صفت বলে موصوف তথা শব্দ বলে শব্দযন্ত্র তথা শিঙ্গা অর্থ নেওয়া হয়েছে। যার ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে, –وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ 'আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সেটা হবে প্রতিশ্রুত দিন' *(ক্বা-ফ ৫০/২০)*।

(৯) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيرٌ– 'সেদিন হবে খুবই কঠিন দিন'।

একই মর্মে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَآءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ– 'আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন। আর সবাই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়' *(নমল ২৭/৮৭)*।

জ্যেষ্ঠ তাবেঈ যুরারাহ বিন আওফা (মৃ. ৯৩ হি.), যিনি বছরার বিচারপতি ছিলেন, তাঁর বিষয়ে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদিন ফজরের জামা'আতে ইমামতি করছিলেন। যেখানে তিনি অত্র সূরা পাঠ করেন। কিন্তু এই আয়াতে পৌঁছে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[২০৭] এতে বুঝা যায় তাদের আল্লাহভীতি কত গভীর ছিল।

২০৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ক্রমিক ২০৯, ৪/৫১৫ পৃ.; যুরারাহ বিশ্বস্ত তাবেঈ ছিলেন এবং আছারটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। দেখুন : আত-তাহযীব; মুহাক্কিক কুরতুবী।

(১০) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ– 'যা কাফিরদের উপর সহজ হবে না'। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, –يَقُولُ الْكَافِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ 'সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আজকে বড়ই কঠিন দিন' *(ক্বামার ৫৪/৮)*। উপরোক্ত ৮-১০ তিন আয়াতে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

ক্বিয়ামতের দিনটি কাফেরদের জন্য কঠিন হ'লেও মুমিনদের জন্য কঠিন হবে না। সেদিন আল্লাহ্‌র রহমতে দিনটিকে তাদের জন্য সহজ করা হবে। যতক্ষণ না তারা জান্নাতে প্রবেশ করেন *(কুরতুবী)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ يُهَوَّنُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ– 'মানুষ সেদিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবে। যে দিনটি হবে ৫০ হাযার বছরের অর্ধেকের সমান। যা মুমিনদের উপর সহজ করা হবে এমনভাবে, যেমন অস্তায়মান সূর্য অস্ত যায়'।[২০৮]

ক্বিয়ামতের দিন হিসাব শেষে প্রত্যেক মানুষকে জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলছিরাত পার হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا– ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا– 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত'। 'অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের নাজাত দেব এবং সীমালংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*। সেদিন জান্নাতীগণ চোখের পলকে পার হয়ে যাবেন ও সেখানে চিরকাল থাকবেন। কিন্তু জাহান্নামীরা তাতে পতিত হবে। সেখানে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা চিরকাল থাকবে। কিন্তু মুমিন পাপীরা তাদের খালেছ ঈমানের কারণে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুফারিশক্রমে এবং সবশেষে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২০৯]

(১১) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا– 'ছেড়ে দাও আমাকে এবং (ঐ অভাগাকে) যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়'।

ذَرْنِي অর্থ دَعْنِي 'ছেড়ে দাও আমাকে'। وَهِيَ كَلِمَةُ وَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ 'এটি দুঃসংবাদ ও ধমকি মূলক শব্দ'। وَحِيدًا– 'একাকী'। এটি বাক্যে উহ্য (خَلَقْتُهُ) কর্মের حال হয়েছে।

২০৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩৩৩; মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৬০২৫; ছহীহাহ হা/২৮১৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা সূরা মুত্বাফফেফীন ৮৩/৬ আয়াত।

২০৯. হজ্জ ২২/৫৬-৫৭, নিসা ৪/১৪০, ১৪৫; বুখারী হা/৭৪৪০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ; দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মৃত্যুকে স্মরণ' বই ১৩ পৃ.।

Contents

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, আমি তাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম। যখন তার কোন মাল-সম্পদ ছিলনা। পরে আমি তাকে সবকিছু দিয়েছি *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে সে পিতৃহীন জারজ সন্তান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে।

মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এখান থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত পরপর ১৫টি আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার ধনশালী নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী সম্পর্কে *(ক্বাসেমী)*। তাকে আল্লাহ দুনিয়াবী সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছিলেন। কিন্তু সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। অতঃপর আবু জাহল সহ অন্যান্য দুষ্ট নেতাদের সঙ্গে মিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত করেছিল। তার সেই গোপন চক্রান্ত আল্লাহ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন অত্র আয়াত সমূহে পরবর্তীদের শিক্ষা হাছিলের জন্য। কেননা এধরনের মন্দ চরিত্রের ধনিক শ্রেণী যুগে যুগে ইসলামের ও ইসলামের নেতাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। তাতে যেন তারা হতাশ না হয় এবং তাদের গোলামী না করে।

অলীদ বিন মুগীরাহ ছিলেন মক্কার অন্যতম সেরা ধনী। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি নিজেকে বলতেন ‘অহীদ ইবনুল অহীদ’ (অদ্বিতীয়ের পুত্র অদ্বিতীয়)। সারা আরবে আমার ও আমার পিতার কোন তুলনা নেই। তার এই অহংকারের প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন, ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا– ‘ছেড়ে দাও আমাকে এবং (ঐ অভাগাকে) যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১১)*। তার ফসলের ক্ষেত, পশু চারণ ভূমি ও বাগ-বাগিচা মক্কা হ’তে ত্বায়েফ পর্যন্ত (প্রায় ৯০ কি. মি.) বিস্তৃত ছিল *(কুরতুবী)*। শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আয়-আমদানী অব্যাহত থাকত। তার সন্তান-সন্ততি তার সাথেই থাকত।

(১২-১৪) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا– وَبَنِينَ شُهُودًا– وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا– ‘অতঃপর তাকে আমি দান করেছি বিপুল ধন-সম্পদ’ *(১২)*। ‘এবং সদাসঙ্গী পুত্রবর্গ’ *(১৩)*। ‘এবং দিয়েছি বিপুল জীবনোপকরণ’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১২-১৪)*। অত্র আয়াতগুলিতে অলীদ বিন মুগীরাকে দেওয়া নে‘মত সমূহের ব্যাখ্যা এসেছে। যা সচরাচর সকলে পায়না।

(১৫) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ– ‘এরপরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই’। অর্থাৎ সবকিছু নে‘মত পাওয়ার পরেও অলীদ আরও সন্তান ও মাল-সম্পদ কামনা করে।

অত্র আয়াতে লোভী মানুষের কদর্য চিত্র অংকিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– ‘যদি আদম সন্তানের দুই উপত্যকা ভরা মাল থাকে, তবুও সে

তৃতীয়টির আকাংখা করবে। আর বনু আদমের পেট ভরবে না (কবরের) মাটি ব্যতীত। আর আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন, যে তওবা করে'।[২১০] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, فَوَاللهِ لاَ الْفقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ- 'আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দরিদ্রতাকে আমি ভয় পাইনা। বরং আমি ভয় পাই তোমাদের উপর মালের প্রাচুর্যের, যেমন প্রাচুর্য হয়েছিল তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগণের উপর। ফলে তারা মালের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, যেমন তোমরাও লিপ্ত হবে। তখন তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল'।[২১১]

(১৬) كَلَّآ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيدًا- 'কখনই না। সে আমার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী'।

كَلاَّ 'কখনই না'। এটি প্রত্যাখ্যান কারী অব্যয় (كَلِمَةُ رَدْعٍ)। হাসান বছরী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, এতকিছু পাওয়ার পরেও অলীদ আকাংখা করত যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সে বলত, যদি মুহাম্মাদ সত্য হয়ে থাকে, তবে জান্নাত কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে'। অত্র আয়াতে كَلاَّ অব্যয়ের মাধ্যমে তার এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। এখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।

عَنِيدًا- অর্থ মুজাহিদ বলেন, জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকারকারী *(কুরতুবী)*। عَنَدَ يَعْنُدُ ويَعند، عُنُودًا وعَنْدًا، فهو عَانِدٌ وعَنِيدٌ، مِثْلَ جَالِسٌ فَهُوَ جَلِيسٌ- عَنَدَ الرَّجُلُ اي خَالَفَ الْحَقَّ وَهُوَ عَارِفٌ بِهِ- 'সত্য জেনেও যে ব্যক্তি তার বিরোধিতা করে'।

ইকরিমা হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, অলীদ বিন মুগীরাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। তখন তিনি তাকে কুরআন শুনান। এতে তিনি বিগলিত হন। খবরটি আবু জাহলের কানে পৌঁছলে তিনি অলীদের বাড়ীতে যান এবং বলেন, হে চাচা! আপনার কওম আপনার জন্য সম্পদ জমা করতে চায়। তিনি বললেন, কেন? তিনি বললেন, আপনাকে দেওয়ার জন্য। কেননা আপনি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলেন তার কাছে কিছু পাওয়ার জন্য। তখন তিনি বললেন, কুরায়েশরা জানে যে, আমি তাদের সবার চাইতে বড় ধনী। তখন আবু জাহল বললেন, তাহ'লে আপনি এমন কথা বলুন যাতে আপনার

---

২১০. বুখারী হা/৬৪৩৫; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'আকাংখা ও লোভ' অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)।
২১১. বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আমর বিন 'আওফ (রাঃ)।

কওম জানতে পারে যে, আপনি মুহাম্মাদ যা বলে তা অস্বীকার করেন এবং আপনি তা অপসন্দ করেন। তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে কি বলব? আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মধ্যে কবিতা বিষয়ে আমার চাইতে বিজ্ঞ কেউ নেই। আল্লাহ্‌র কসম! সে যা বলে তা এসবের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আল্লাহ্‌র কসম! তার কথায় রয়েছে মিষ্টতা। নিশ্চয়ই সে তার নীচে যা আছে, সবকিছুকে চূর্ণ করে দেয়। অবশ্যই সে বিজয়ী হবে। পরাজিত হবে না'। একথা শুনে আবু জাহল বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! একথায় আপনার কওম খুশী হবে না, যতক্ষণ না আপনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলেন। জবাবে অলীদ বললেন, ছাড়! আমি একটু ভেবে নেই। এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, إِنَّ هٰذَا سِحْرٌ يَّأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ– 'নিশ্চয়ই এটি জাদু, যা অন্য কারু থেকে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে'। উক্ত প্রসঙ্গে ১১ থেকে ২৫ পর্যন্ত ১৫টি আয়াত নাযিল হয় *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর)*।

ক্বাতাদাহ বলেন, লোকেরা ধারণা করত যে, তিনি বলেছিলেন, وَاللهِ لَقَدْ نَظَرْتُ فِيمَا قَالَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِشِعْرٍ، وَإِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَمَا أَشُكُّ أَنَّهُ سِحْرٌ– 'আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি যা বলেন সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। এটি কোন কবিতা নয়। নিশ্চয়ই এর রয়েছে বিশেষ মাধুর্য। এর উপরে রয়েছে বিশেষ অলংকার। নিশ্চয়ই এটি বিজয়ী হবে, পরাজিত হবে না। আর আমি যা সন্দেহ করি তা এই যে, এটি জাদু।[২১২]

এর জওয়াবে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً– 'দেখ, তারা তোমার কত সব উপমা (গণৎকার, পাগল, জাদুকর ইত্যাদি) দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অতএব ওরা সুপথ পেতে সক্ষম হবে না' *(ইসরা ১৭/৪৮)*।

(১৭) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا– 'অচিরেই আমি তাকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবো'।

صَعُودًا অর্থ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ 'জাহান্নামের উঁচু পাহাড় যাতে সে অতি কষ্টে আরোহণ করবে। অতঃপর পতিত হবে' *(কুরতুবী)*। যামাখশারী বলেন, سَأُغْشِيهِ عَقَبَةً شَاقَّةَ الْمِصْعَدِ 'সত্বর আমি তাকে এমন কঠোর পরিণতিতে আচ্ছন্ন করব, যা থেকে উত্তরণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে' *(কাশশাফ)*। উঁচু পাহাড়ে ওঠার কষ্টকে এখানে 'কঠিন আযাব' হিসাবে রূপক অর্থে আনা হয়েছে *(ক্বাসেমী)*।

২১২. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুদ্দাছছির ১৮-২৪ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/২৭০-৭১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১০ পৃ.।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, সবকিছু স্বীকার করার পরেও অহংকার বশে ও কুরায়েশ নেতাদের চাপে অলীদ বিন মুগীরাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিলেন। অলীদের গৃহে অনুষ্ঠিত সেদিনের বৈঠকে রাসূল (ছাঃ)-কে 'জাদুকর' বলে প্রচার করার সিদ্ধান্তের ঘটনা এবং সেদিন অলীদের বাকভঙ্গী আল্লাহ নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাবে-

(১৮-২৫) اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ- ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ- فَقَالَ إِنْ هٰذَآ اِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ- إِنْ هٰذَآ اِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ- 'সে চিন্তা করল ও সিদ্ধান্ত নিল' *(১৮)*। 'ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?' *(১৯)* 'পুনরায় ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?' *(২০)* 'পুনরায় সে দেখল' *(২১)*। 'ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল' *(২২)*। 'অতঃপর সে পিছনে ফিরল ও দম্ভ করল' *(২৩)*। 'এবং বলল, এতো অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জাদু ব্যতীত নয়' *(২৪)*। 'এতো মানুষের উক্তি ব্যতীত নয়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৮-২৫)*।

এখানে স্পষ্ট যে, অলীদ রাসূল (ছাঃ)-কে 'মিথ্যাবাদী' বলতে সাহস করেননি। তাই অবশেষে কালামে পাকের জাদুকরী প্রভাবের কথা চিন্তা করে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে 'জাদুকর' বলে অপবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে আল্লাহ তাকে পরপর দু'বার অভিসম্পাৎ দিয়ে বলেন, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- 'ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?' *(১৯)* 'পুনরায় ধ্বংস হৌক সে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিল?' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৯-২০)*।

অলীদ বিন মুগীরাহ হিজরতের তিনমাস পর ৯৫ বছর বয়সে কাফির অবস্থায় মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং হাজূনে সমাহিত হন।[২১৩]

(২৫) إِنْ هٰذَآ إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ- 'এতো মানুষের উক্তি ব্যতীত নয়'। অর্থাৎ لَيْسَ بِكَلاَمِ اللهِ 'এই কুরআন আল্লাহ্র কালাম নয়' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। অথবা এগুলি অন্য কোন সৃষ্ট জীবের কালাম, যা জাদুর ন্যায় অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে *(কুরতুবী)*। উপরের বক্তব্য সমূহ কুরায়েশ ধনকুবের অলীদ বিন মুগীরাহ্র বক্তব্য ও আচরণ। যা সকল যুগের হঠকারীদের রূঢ় আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২৬) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ- 'সত্বর আমি তাকে 'সাক্বারে' প্রবেশ করাবো'। অর্থাৎ অলীদ বিন মুগীরাহকে আমি 'সাক্বারে' প্রবেশ করাবো। এখানে আল্লাহ 'আমি তাকে প্রবেশ করাবো' বলে কঠোর ধমকির ভাষা ব্যবহার করেছেন। অথচ অন্যত্র তিনি সাধারণতঃ 'আমরা'

২১৩. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/৬৬৯ পৃ.।

শব্দ ব্যবহার করেন। অত্র আয়াতে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হ'লেও সকল যুগের কাফের-মুশরিক ও হঠকারীদের জন্য একই পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অতএব অবিশ্বাসী ও দাম্ভিকদের সাবধান হওয়া উচিত।

(২৭) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ– 'তুমি কি জানো 'সাক্বার' কি?'

وَمَآ أَدْرَاكَ 'তুমি কি জানো' অর্থ وَمَا أَعْلَمَكَ 'কোন্ বস্তু তোমাকে জানাবে'? খ্যাতনামা তাবেঈ সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন, 'যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ وَمَآ أَدْرَاكَ বলেন, তখন তিনি সে বিষয়টি জানিয়ে দেন। যেমন এখানে তিনি জাহান্নাম সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আর যখন বলেন, وَمَا يُدْرِيْكَ তখন সে বিষয়টি তিনি জানিয়ে দেন না'। যেমন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম সম্পর্কে (সূরা 'আবাসা, মক্কায়) নাযিল হয়। তিনি কোন একটি বিষয় জানার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মুশরিক নেতার সাথে কথা বলছিলেন। এভাবে কথার মধ্যে কথা বলায় (অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে উম্মে মাকতূম পীড়াপীড়ি করায়) রাসূল (ছাঃ) বিরক্ত হন এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঐ নেতার প্রতি মনোনিবেশ করেন, যাতে তিনি হেদায়াত প্রাপ্ত হন। তখন অত্র আয়াতসমূহ নাযিল হয়।[২১৪]

(২৮) لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ– 'যা তাদেরকে জীবিত রাখবে না, আবার মৃতও ছাড়বে না'।

অত্র আয়াতে 'সাক্বার' জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, সেখানে কাউকে জীবিত বা মৃত ছেড়ে দেওয়া হবে না। জ্বালিয়ে নিঃশেষ করলেও তাকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى– 'অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' *(আ'লা ৮৭/১৩)*।

(২৯) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ– 'যা মানুষকে দগ্ধকারী'। অর্থ مُحْرِقَةٌ لِّلْجُلُودِ 'চর্ম অথবা মানুষ দগ্ধকারী' *(ক্বাসেমী)*। بَشَرٌ এর মাছদার بَشَرَةٌ হ'লে অর্থ হবে 'চর্ম'। আর জাতি বুঝালে অর্থ হবে মানুষ *(ক্বাসেমী)*।

(৩০) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ– 'তার উপরে রয়েছে ১৯ জন প্রহরী'। অর্থ تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا 'উনিশ জন ফেরেশতা'। 'সাক্বার' জাহান্নামের প্রধান প্রহরী হ'ল ১৯ জন ফেরেশতা।

---

২১৪. কুরতুবী; মুওয়াত্ত্বা হা/৬৯৩; তিরমিযী হা/৩৩৩১, সনদ 'ছহীহ'। তিরমিযী অত্র বর্ণনাটিকে 'গরীব' বলেছেন। তবে এর অনেকগুলি 'শাওয়াহেদ' বা সমার্থক বর্ণনা রয়েছে বিধায় তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য। সম্ভবতঃ সেকারণে আলবানী একে 'ছহীহ' বলেছেন। এ বিষয়ে অন্য কোন বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়।

এরা হ'ল অন্যদের নেতা। যার মধ্যে 'মালেক' ফেরেশতা হ'লেন প্রধান। বাকী ১৮ জন তার সাথী *(কুরতুবী)*। এছাড়া হাযার হাযার ফেরেশতার খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

এটি 'সাক্বার' জাহান্নামের জন্য বলা হ'লেও অন্যান্য জাহান্নামেও এরূপ ব্যবস্থা থাকা অসম্ভব নয়। অথবা বিভিন্ন জাহান্নামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি থাকতে পারে।

ঘটনা : পবিত্র কুরআনে –عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'জাহান্নামের প্রহরী হ'ল ১৯জন ফেরেশতা' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩০)* নাযিল হ'লে আবু জাহ্ল অহংকার বশে তার লোকদের বলে, 'হে কুরায়েশ যুবকেরা! তোমাদের ১০ জনে কি জাহান্নামের ১ জন ফেরেশতাকে কাবু করতে পারবে না? *(ইবনু কাছীর)*। কেননা মুহাম্মাদ বলে, এরা তোমাদেরকে জাহান্নামে আটকে রেখে নির্যাতন করবে। অথচ তোমরা হ'লে সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক বেশী। তোমরা তাদের একশ' জনের সমান' *(সীরাতে ইবনু হিশাম ১/৩১৩)*।

আবু জাহ্ল অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝেনি। অথবা বুঝেও দল ঠিক রাখার জন্য আসল কথা বলেনি। সেকারণ পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। বর্তমান যুগেও অনেকে আবু জাহলের মত ঊনিশ-এর ফিৎনায় পড়েছে এবং ঊনিশ তত্ত্বে বহু কালি-কলম খরচ করেছে। যার সবই ভ্রান্তিবিলাস মাত্র।

বস্তুতঃ ১৯ কেন একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট কাফেরদের গোষ্ঠী ছাফ করার জন্য। যেভাবে জিব্রীল একাই লূত-এর কওমকে তাদের পাঁচটি নগরী সহ উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন *(ক্বামার ৫৪/৩৭)*।[২১৫]

(৩১) وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ اِلاَّ مَلَآئِكَةً 'আমরা জাহান্নামের প্রহরীদের ফেরেশতা ব্যতীত করিনি'। যাতে তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে সক্ষম না হয়, যেমনটি কাফেররা ধারণা করত *(জালালায়েন)*।

অত্র আয়াতে জাহান্নামের প্রহরী ১৯ জনের পরিচয় ও সংখ্যা বর্ণনার ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের পরিচয় হ'ল এই যে, তারা হ'লেন ফেরেশতা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, –عَلَيْهَا مَلَآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 'যার উপর নিযুক্ত রয়েছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই তারা করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

অতঃপর ১৯ সংখ্যা বর্ণনাকে আল্লাহ 'ফিৎনা' বা পরীক্ষা বলেছেন। যেমন এর ফলে চার ধরনের লোক সৃষ্টি হয়। (১) কাফিররা ফিৎনায় পড়ে। যেমন আবু জাহল মক্কার

২১৫. বিস্তারিত দ্র. নবীদের কাহিনী-১ 'লূত (আঃ)' অধ্যায়।

যুবকদের ডেকে বলেছিল তোমাদের ১০ জনে কি জাহান্নামের একজন করে ফেরেশতাকে কাবু করতে পারবে না? (২) আহলে কিতাবদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কেননা এ সংখ্যা তাদের ইলাহী কিতাবেই রয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হবে যে, মুহাম্মাদ অবশ্যই প্রতিশ্রুত শেষনবী *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ– ‘আমরা যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) ভালভাবে চেনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে’ *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*। (৩) ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আহলে কিতাব ও তাদের মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না যে, জাহান্নামের প্রহরী ১৯ জন ফেরেশতা। (৪) যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের মধ্যে ও কাফেরদের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, এই সংখ্যাটিকে আল্লাহ কেন বেছে নিলেন? এর উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করার বদলে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দোলাচলে ঘুরপাক খাবে। কিন্তু আল্লাহ্র কালামে বিশ্বাসী হবে না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, সংখ্যা বর্ণনার পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, যাকে চান সুপথ দেখান। কেবল ১৯ নয়, বরং আল্লাহ্র সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত বেশী, তা কেবল তিনি ব্যতীত কেউ বলতে পারে না। আর জাহান্নামের এসব বর্ণনা কেবল মানুষকে উপদেশ দানের জন্য। যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে। অর্থাৎ তাদের ভয় প্রদর্শনের জন্য।

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، ‘আর আমরা তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য’। أَيْ جَعَلْنَا ذَلِكَ سَبَبَ كُفْرِهِمْ وَسَبَبَ الْعَذَابِ ‘অর্থাৎ আমরা উক্ত সংখ্যাকে তাদের কুফরীর ও শাস্তির কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছি’ *(কুরতুবী)*। অথবা اِخْتِبَارًا مِّنَّا لِلنَّاسِ ‘আমাদের পক্ষ থেকে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য’ *(ইবনু কাছীর)*। কা‘বী বলেন, ‘ফিৎনা’ অর্থ পরীক্ষা। যাতে মুমিনরা এই সংখ্যাটিকে নির্দিষ্ট করার বিষয়টি আল্লাহ্র ইলমের উপরে সোপর্দ করে। তিনি বলেন, এটি ‘মুতাশাবিহ’ (অস্পষ্ট অর্থবোধক) আয়াত সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার উপরে তাদেরকে ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(ক্বাসেমী)*।

যামাখশারী বলেন, যদি তুমি বল, আল্লাহ জাহান্নামের প্রহরী সংখ্যা ১৯ নির্ধারণ করার মাধ্যমে কাফেরদের পরীক্ষায় ফেলেছেন আহলে কিতাবদের ঈমান দৃঢ় করার জন্য এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য... এটা কিভাবে সঠিক হ’ল? আমি বলব, قُلْتُ : مَا جَعَلَ افْتِتَانَهُمْ بِالْعِدَّةِ سَبَبًا لِّذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْعِدَّةُ نَفْسُهَا هِيَ الَّتِي جُعِلَتْ سَبَبًا– ‘তাদেরকে

উক্ত সংখ্যা দ্বারা ফিৎনায় ফেলাটা কারণ নয়। বরং খোদ সংখ্যাটিকেই ফিৎনার কারণ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে' *(কাশশাফ)*। তিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ভ্রান্ত মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী। যারা মনে করেন যে, আল্লাহ নিজে কাউকে ফিৎনায় ফেলেন না এবং তিনি কোন মন্দ সৃষ্টি করেন না। বরং বান্দা নিজেই ফিৎনায় নিক্ষিপ্ত হয় *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، 'যাতে আহলে কিতাবদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় ও ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পায়'। যাতে ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়, তাদের কিতাবে বর্ণিত ১৯ সংখ্যার অনুকূলে হওয়ার কারণে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যতার প্রতি তাদের মধ্যকার ঈমানদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় তাদের কিতাবে বর্ণিত বিষয়ে সত্যায়ন করার কারণে *(জালালায়েন)*।

وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، 'এবং আহলে কিতাব ও মুমিনগণ সন্দেহে পতিত না হয়'। অর্থাৎ উক্ত সংখ্যার ব্যাপারে তারা যেন অন্যদের দ্বারা সন্দেহে পতিত না হয়।

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، 'আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা যেন বলে যে, আল্লাহ এইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে কি বুঝাতে চান?'। 'অন্তরে ব্যাধি আছে' বলে মদীনার মুনাফিকদের এবং 'কাফেররা' বলে মক্কার কাফেরদের বুঝানো হয়েছে *(জালালায়েন)*। তবে সঠিক কথা এই যে, সকল যুগের কাফের-মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে এটি বলা হয়েছে।

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ، 'এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন'। অর্থাৎ ১৯ সংখ্যায় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরীক্ষায় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন। কেবল উক্ত সংখ্যায় নয়, বরং কুরআনের সকল বিষয়ে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরীক্ষায় এটি আল্লাহ করে থাকেন, বান্দাকে পুরস্কৃত অথবা শাস্তি দেওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, –يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ '(কাফেররা বলে,) এরূপ উপমা দিয়ে আল্লাহ কি বুঝাতে চান? বস্তুতঃ এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং অনেককে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর এর দ্বারা তিনি কাউকে বিপথগামী করেন না পাপাচারীদের ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/২৬)*।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ، 'বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানেনা তিনি ব্যতীত'। এটি আবু জাহলের মূর্খতা ব্যঞ্জক কথার জবাবে নাযিল হয়।

কারণ সে বলেছিল, জাহান্নামের প্রহরী মাত্র ১৯ জন। আর এরাই হ'ল মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী। তার জবাবে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামে আযাবের ফেরেশতাদের সংখ্যা যে কত, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। জাহান্নামের ফেরেশতাদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا– 'আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ। আর আল্লাহ হ'লেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(ফাৎহ ৪৮/৭)*।

وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ– 'আর (জাহান্নামের) এই বর্ণনা মানুষের জন্য কেবল সতর্কতা মাত্র'। এখানে 'উপদেশ' অর্থ 'সতর্কবাণী' *(কুরতুবী)*। মুজাহিদ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, জাহান্নামের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা মানুষের জন্য উপদেশ স্বরূপ *(ইবনু কাছীর)*। যাতে অবিশ্বাসীরা সাবধান হয়।

বস্তুতঃ ৩১ আয়াতে বর্ণিত ১৯ সংখ্যাটিতে ফেৎনায় পড়েছে বহু মানুষ। তারা ১৯ তত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনায় গলদঘর্ম। ইতিমধ্যে ইরানের বাহাঈ ফের্কা ১৯ নিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অনেক সুন্নী মুসলমানও ধোঁকায় পড়েছে। একটা মূলনীতি সর্বদা মনে রাখা উচিত, যে সব বিষয় রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যামানায় দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল না, তা পরবর্তীকালে দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না। ১৯ নিয়ে সে যুগে কারু কোন মাথাব্যথা ছিল না। অতএব এ যুগে এ নিয়ে কোন মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই।[২১৬]

(৩২-৩৫) كَلاَّ وَالْقَمَرِ– وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ– وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ– إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ–

'কখনোই নয়। শপথ চন্দ্রের' *(৩২)*। 'শপথ রাত্রির, যখন সে গত হয়' *(৩৩)*। 'শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকিত হয়' *(৩৪)*। 'নিশ্চয়ই এটি ভয়ংকর বিষয়গুলির অন্যতম' *(৩৫)*।

অত্র আয়াতগুলিতে চন্দ্র, রাত্রি ও প্রভাতের কসম করে আল্লাহ বলেছেন যে, জাহান্নামের সৃষ্টি আল্লাহ্‌র মহাসৃষ্টি সমূহের অন্যতম। এর দ্বারা জাহান্নামের ভয়াবহতার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এখানে যে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, সে তিনটিও যে আল্লাহ্‌র মহাসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মধ্যে আহ্নিক গতির প্রমাণ যেমন রয়েছে, তেমনি রাত্রি ও প্রভাতের সঙ্গে চন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাও বর্ণিত হয়েছে। ঠিক যেমন দিনের সঙ্গে সূর্যের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এর মধ্যে প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিক্যবাদীদের জবাব রয়েছে যে, মহাকাশের এইসব বিস্ময়কর বস্তু মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এগুলি আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি এবং নিজের ইচ্ছায় এদের উদয়াস্ত হয় না। বরং এগুলি অনস্তিত্ব

২১৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা 'বিসমিল্লাহ্'র ব্যাখ্যা ১৭-১৮ পৃ.।

থেকে অস্তিত্বে এনেছেন সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

এখানে 'হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তদাতা নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞানবান সত্তা। আর তিনিই হ'লেন আল্লাহ। 'অতঃপর' বলার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টি দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে হয়েছে। তা লক্ষ বছরও হ'তে পারে, কোটি বছরও হ'তে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে। যাকে আল্লাহ 'ছয় দিন' বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ– 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। অথচ এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৮)*। এখানে 'ছয় দিন' অর্থ ছয়টি যুগ বা পর্যায় *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৯-১০)*। যেখানে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর সবকিছু পরিবেশ তৈরী শেষে আদমকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানো হয় *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। মানুষের কাছে ঘণ্টা-মিনিটের হিসাব আছে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালজ্ঞ। তাছাড়া যমীন সৃষ্টির পূর্বে আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির হিসাব ছিল না। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ– 'আর তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার হাযার বছরের সমান' *(হজ্জ ২২/৪৭)*।[২১৭] অন্যত্র এক হাযার *(সাজদাহ ৩২/৫)* এবং পঞ্চাশ হাযার বছর *(মা'আরেজ ৭০/৫)* এসেছে। অর্থাৎ হাযার হাযার বছর। তিনি বলেন, وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ– 'আর আমাদের আদেশ হয় মাত্র একবার, চোখের পলকের মত' *(ক্বামার ৫৪/৫০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ، إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ– 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(লোকমান ৩১/২৮)*।

অতএব হে অবিশ্বাসী মানুষ! তোমরা নক্ষত্রপূজা ছেড়ে আল্লাহতে বিশ্বাসী হও এবং কেবল তারই ইবাদত কর। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ

---

২১৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'এক্সিডেন্ট' বই ৬ পৃ.।

تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ– ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও নয়। বরং তোমরা সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁকেই ইবাদত করে থাক’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*।

(৩৬) نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ– ‘মানুষের জন্য সতর্ককারী’। এখানে মানুষের জন্য বলা হ’লেও জিন জাতিও এর মধ্যে শামিল। কেননা কুরআন তাদের জন্যেও পালনীয়। মানুষকে বলা হয়েছে এজন্য যে, তারাই সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে সতর্কিত।

(৩৭) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ– ‘তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে (সত্য গ্রহণে) এগিয়ে যেতে চায় অথবা পিছিয়ে যেতে চায়’।

অত্র আয়াতে মানুষকে ভাল-মন্দ পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা মনে করেন, ‘বান্দার ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই’। মানুষ পুতুলের মত। তারা বলেন, ‘তুমি যেমনে নাচাও তেমনে নাচি, পুতুলের কি দোষ’। তাদের ধারণায় ‘কিছু হইতে কিছু হয় না। যা কিছু হয়, আল্লাহ হইতে হয়’। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– ‘যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন’ *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*।

তিনি বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا– ‘তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি’ *(কাহফ ১৮/২৯)*।

(৩৮) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ– ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ’।

অত্র আয়াতে মানুষ যে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ফল পাবে, সে কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে رَهِينَةٌ স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে نَفْسٌ-এর ‘খবর’ হওয়ার কারণে। কেননা نَفْسٌ স্ত্রীলিঙ্গ’। অন্যত্র পুংলিঙ্গে এসেছে, كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ– ‘প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ’ *(তূর ৫২/২১)*। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى– ‘আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত’ *(নজম ৫৩/৩৯)*।

(৩৯) إِلَّآ أَصْحَابَ الْيَمِينِ- ‘ডান পাশের লোকেরা ব্যতীত’। অর্থ كُلُّ نَفْسٍ مُّرْتَهِنَةٌ بِعَمَلِهَا السَّيِّئِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার মন্দকর্মের নিকট দায়বদ্ধ। ডান পাশের লোকেরা ব্যতীত’ *(ইবনু কাছীর)*। কেননা তারা জান্নাতী হবেন। নিঃসন্দেহে তারাও তাদের সৎকর্মের কারণেই ডান পাশের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তবে তারা হিসাবের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন না। কারণ তাদের হিসাব যাচাই-বাছাই করা হবে না। কেবল পেশ করা হবে ও মুক্তি দেওয়া হবে। যেমন মা আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ يَّنْظُرَ فِى كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ- ‘বান্দার আমলনামা দেখা হবে। অতঃপর তা অতিক্রম করে যাওয়া হবে। কেননা হে আয়েশা! ঐদিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবে’।[২১৮]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে মানুষকে ডান, বাম ও সম্মুখ তিন ভাগে ভাগ করা হবে *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৭-১১)*। সম্মুখ ও ডান পাশের লোকেরা ডান হাতে আমলনামা পাবেন। তাঁরা হবেন আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্যশীল নবী-রাসূল, ছিদ্দীক, শহীদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। আর বাম পাশের লোকেরা আমলনামা পাবে বাম হাতে। আর তারাই হবে স্ব স্ব হিসাবের বন্ধনে আবদ্ধ।

(৪০-৪১) فِي جَنَّاتٍ؛ يَتَسَآءَلُونَ- عَنِ الْمُجْرِمِينَ- ‘তারা থাকবে জান্নাতে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে-’। ‘অপরাধীদেরকে’।

অত্র আয়াতে فِي جَنَّاتٍ، ‘জান্নাতে’ বলে থামতে হবে। কেননা ডান পাশের লোকেরা জান্নাতে থাকবে এবং সেখান থেকেই তারা জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। يَتَسَآءَلُونَ অর্থ يَسْأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ أَيِ الْمُشْرِكِينَ ‘তারা জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের অর্থাৎ মুশরিকদের’ *(কুরতুবী)*। জান্নাতীরা জান্নাত থেকে জাহান্নামীদের প্রশ্ন করবে। যা জান্নাতের বহু নীচে থাকবে *(ইবনু কাছীর)*। তারা পরস্পরের কথা শুনতে পাবে ও পরস্পরের অবস্থা দেখতে পাবে। দুনিয়াতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে সরাসরি চেহারা দেখে কথা বলা সম্ভব হ’লে আখেরাতে এটি আরও সহজ বিষয় হবে, যদি আল্লাহ চান। যেমন তাদের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَنَادَي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ- ...وَنَادَي

২১৮. আহমাদ হা/২৪২৬১, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৫৬২ ‘হিসাব ও মীযান’ অনুচ্ছেদ, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوآ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ–

‘তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের (উপহাস করে) বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সবই আমরা যথার্থভাবে পেয়েছি। এখন তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথার্থভাবে পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয় দলের মধ্যে ঘোষণা করে বলবে, যালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ’ *(৪৪)*। ...‘আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুই বস্তু কাফিরদের উপর হারাম করেছেন’ *(আ‘রাফ ৭/৪৪, ৫০)*। এ যুগে আবিস্কৃত ভিডিও বক্তৃতা শুনলে ও দেখলে যা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অথচ কুরআন নাযিলের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব নবী-রাসূলদের প্রদত্ত গায়েবী বিষয়ে কেবল বিশ্বাস প্রয়োজন, যুক্তি নয়। সে যুগের মানুষ কুরআন-হাদীছে বিশ্বাস ও আমল করে বিশ্বনেতা হয়েছেন। আর এ যুগের মানুষ এতে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে বিশ্ব গোলাম হয়েছে। অতএব হে অবিশ্বাসী দোদুল্যমান মানুষ! দৃঢ় বিশ্বাসের স্বচ্ছ আলোয় জীবন পরিচালনা কর। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই বিজয়ী।

عَنِ الْمُجْرِمِينَ– ‘অপরাধীদেরকে’ অর্থ عَنِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ‘কাফির-মুনাফিকদের’। কারণ আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ– ‘আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি’ *(তওবা ৯/৬৮)*। আর মুশরিকরাও এর অন্তর্ভুক্ত *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

পক্ষান্তরে আল্লামা যামাখশারী সাধারণভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْهُمْ ‘তারা একে অপরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে’ *(কাশশাফ)*। এর দ্বারা তিনি স্বীয় মু‘তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী বুঝাতে চেয়েছেন যে, অপরাধী ফাসেক মুসলিমরাও কাফির-মুনাফিকদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। অথচ কবীরা গোনাহগার ফাসেকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আতের কারণে এবং খালেছ ঈমানের কারণে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে অবশেষে জান্নাতে ফিরে আসবে।[২১৯] তাছাড়া যে চারটি পাপের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার শেষেরটি হ’ল ‘তারা ক্বিয়ামত দিবসে মিথ্যারোপ করত’। যা কেবল কাফির-মুনাফিকরাই করে থাকে।

---

২১৯. তিরমিযী হা/২৪৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮; বুখারী হা/৬৫৭০; মিশকাত হা/৫৫৭৪।

‘আর لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ– ‘আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’ অর্থ আহলে ক্বিবলা তথা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। অর্থাৎ উক্ত চারটি গুণ থাকলে তারা আজ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হ’ত না। এজন্যই তারা সেদিন আফসোস করবে’ *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। আর এটাই স্বাভাবিক যে, যারা আহলে ক্বিবলা নয়, তারা মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِى ذِمَّتِهِ– ‘যে ব্যক্তি আমাদের তরীকায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলাকে ক্বিবলা বলে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে ব্যক্তি ‘মুসলিম’। তার (জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও তার রাসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করোনা’ *(বুখারী হা/৩৯১; মিশকাত হা/১৩)*। অথচ চরমপন্থী জঙ্গীবাদীরা তাদের ধারণা মতে কবীরা গোনাহগার মুসলিমদের হত্যা করে এবং তার মাধ্যমে পরকালে জান্নাত লাভের আকাংখা করে।

(৪২) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ– অর্থ مَا أَدْخَلَكُمْ فِي سَقَرَ ‘কোন্ বস্তু তোমাদেরকে সাক্বারে প্রবেশ করালো?’ *(শাওকানী, কুরতুবী)*। ‘সাক্বার’ জাহান্নামের অন্যতম নাম। এখানে তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশের জন্য কর্মই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও তার সাথে আল্লাহ্র রহমত অবশ্যই প্রয়োজন।

(৪৩-৪৬) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ– وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ– وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ– وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ– ‘তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’ *(৪৩)*। ‘আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য প্রদান করতাম না’ *(৪৪)*। ‘আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় লিপ্ত থাকতাম’ *(৪৫)*। ‘আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম’ *(৪৬)*।

উপরোক্ত চারটি আয়াতে চারটি মন্দকর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। যার প্রথমটি ছালাত, যা নৈতিক। দ্বিতীয়টি অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান, যা অর্থনৈতিক। তৃতীয়টি কুরআন ও নবীকে নিয়ে সমালোচনা, যা সামাজিক। চতুর্থটি ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস, যা মৌলিক বিশ্বাসগত দিক। শেষেরটি না থাকলে প্রথমটি থাকবে না। আর প্রথমটি না থাকলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি থাকবে না। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। বর্তমান পৃথিবী যার জ্বলন্ত প্রমাণ। যারা আখেরাতে মুক্তি চায়, তারা অবশ্যই ছালাত ও ছাদাক্বায় অভ্যস্ত হবে, তারা কুরআন ও নবীকে নিয়ে এবং অন্য কোনরূপ অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করবে না। যে কাজে আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে কাজ তারা করবে না। বাতিলপন্থীদের সাথে তারা অযথা বিতর্কে সময় নষ্ট করবে না। মক্কার মুশরিক নেতারা আখেরাতে বিশ্বাসের দাবী করত। কিন্তু তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না।

থাকলে তারা কখনোই ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরোধিতা করত না। অবিশ্বাসীদের সাথে মিলে তারা রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের চক্রান্ত -ষড়যন্ত্র করেছে। এতে বুঝা যায় যে, কেবল বিশ্বাসের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়; বরং বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মটাই মুখ্য।

(৪৭) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ– ‘অবশেষে আমাদের নিকট এসে গেল নিশ্চিত বিষয়টি’। এখানে ‘নিশ্চিত বিষয়’ বলে ‘মৃত্যু’কে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ– ‘আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না নিশ্চিত বিষয়টি তোমার নিকট উপস্থিত হয়’ *(হিজর ১৫/৯৯)*। অর্থাৎ মৃত্যু। কেননা এটি অবশ্যম্ভাবী এবং মুমিন-কাফির কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ছাহাবী ওছমান বিন মায‘ঊন (রাঃ) মারা গেলে তাকে দেখতে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ وَإِنِّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ– ‘তার নিকটে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিশ্চিত বিষয়টি এসে গেছে। আমি তার কল্যাণ কামনা করি’।[২২০]

(৪৮) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ– ‘অতঃপর সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন কাজে আসল না’। অর্থাৎ উপরোক্ত শিরক ও কুফরের পাপ সমূহের অধিকারীদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কারু কোন সুফারিশ কাজে আসবে না। কারণ সুফারিশ কবুল হয়, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং যাদের জন্য আল্লাহ অনুমতি দেন। আর তারা হ’ল কবীরা গোনাহগার মুমিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَفَاعَتِى لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى– ‘আমার সুফারিশ হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহগারদের জন্য’।[২২১] অতএব যারা আল্লাহ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী বা কপট বিশ্বাসী, তাদের জন্য সুফারিশের প্রশ্নই ওঠে না। বরং তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হবে যদি আল্লাহ চান। অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ৪১ আয়াতে বর্ণিত ‘অপরাধীদের’ অর্থ ‘কাফির-মুনাফিকদের’।

(৪৯) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ– ‘আর তাদের কি হ’ল যে, তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল?’।

এখানে التَّذْكِرَة অর্থ ‘কুরআন’। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘নিশ্চয় এটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের রাস্তা অবলম্বন করুক’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৯; দাহর ৭৬/২৯)*। মুক্বাতিল বলেন, ‘তারা কুরআন

---

২২০. আহমাদ হা/২৭৪৯৭; হাকেম হা/৩৬৯৬ সনদ ছহীহ, রাবী উম্মুল ‘আলা আল-আনছারিইয়াহ (রাঃ)।
২২১. তিরমিযী হা/২৪৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮, রাবী আনাস (রাঃ)।

থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়’ কথাটির অর্থ দু’ভাবে হ’তে পারে। এক- তারা কুরআনকে অস্বীকার করে। দুই- তারা কুরআনের উপর আমল করে না’ *(কুরতুবী)*।

(৫০-৫১) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ- ‘তারা যেন পলায়নপর বন্য গাধা’। ‘যে হিংস্র সিংহ দেখে পালায়’।

কুরআন থেকে মুখ ফিরানো লোকগুলিকে সিংহের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও তারা দুনিয়াতে দোর্দণ্ড প্রতাপ নেতা হিসাবে পরিচিত হয়। এরা সব বোঝে। কেবল কুরআন বুঝে না। কেননা কুরআন তাদের উদভ্রান্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যা তারা চায় না। যেমন আবু জাহলদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ- ‘আমরা জানি যে, তারা যেসব কথা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে’ *(আন‘আম ৬/৩৩)*।

حُمُرٌ একবচনে حِمَارٌ অর্থ গাধা। ইবনু আব্বাস বলেন, এখানে অর্থ الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ ‘বন্য গাধা সমূহ’ *(কুরতুবী)*। قَسْوَرَةٍ অর্থ أَسَدٌ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ ‘কঠিন শক্তিশালী সিংহ বা হিংস্র সিংহ’। বহুবচনে قَسْوَرٌ وقَسَاوِرٌ وقَسَاوِرَةٌ এক্ষণে فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ- অর্থ মুহাম্মাদ ও তাঁর আনীত কুরআন ও ইসলাম থেকে অবিশ্বাসীরা পলায়ন করে, যেভাবে হিংস্র সিংহ দেখে বন্য গাধারা পলায়ন করে *(ইবনু কাছীর)*।

(৫২) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً- ‘বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তাকে (আযাব থেকে মুক্তির) একটা উন্মুক্ত কিতাব দেওয়া হৌক’।

صُحُفًا مُّنَشَّرَةً- ‘উন্মুক্ত কিতাব সমূহ’। ক্বাতাদাহ বলেন, তারা চাইত যে, তাদেরকে আমল ছাড়াই দায়মুক্তি দেওয়া হৌক ও জান্নাতের ছাড়পত্র প্রদান করা হৌক’ *(ইবনু কাছীর)*। মক্কার নেতারা চাইত যে, মুহাম্মাদের ন্যায় তাদের কাছেও কিতাব নাযিল হৌক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً- ‘অবশ্য আমরা তোমার আকাশে আরোহণে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি সেখান থেকে (তোমার সত্যায়নে) কোন কিতাব নাযিল করাবে। যা আমরা পড়ে দেখব। তুমি বল, আমার প্রভু (এইসব থেকে) মহা পবিত্র। আমি একজন মানুষ রাসূল ব্যতীত কিছুই নই’ *(ইসরা ১৭/৯৩)*। এতে স্পষ্ট যে, তিনি নূরের নবী ছিলেন না, বরং মানুষ নবী ছিলেন। আল্লাহ আরও বলেন, وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ؛ اَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ

Contents

أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ– ‘যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন তারা বলে আমরা এতে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমাদেরকে তা দেওয়া হয়, যেমন আল্লাহ্র রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন রিসালাতের গুরুদায়িত্ব কোথায় অর্পণ করতে হবে। পাপীরা তাদের প্রতারণার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সত্বর লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে’ *(আন‘আম ৬/১২৪)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, জনসমর্থনে নেতা হওয়া যায়, কিন্তু নবী হওয়া যায় না। এটি স্রেফ আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তিনি যাকে চান তাকে নবুঅতের জন্য বেছে নেন ও তার কাছে ‘অহি’ প্রেরণ করেন।

(৫৩) كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْـآخِرَةَ– ‘কখনোই না। বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না’। উপরের আয়াতগুলিতে কাফির-মুশরিকদের হঠকারিতার প্রতি তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ، فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ– ‘তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী’ *(নাহল ১৬/২২)*।

(৫৪) كَلَّآ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ– ‘কখনোই না। এটি উপদেশবাণী মাত্র’।

এখানে تَذْكِرَةٌ অর্থ ‘কুরআন’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘নিশ্চয় এটি উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক’ *(মুয্যাম্মিল ৭৩/১৯)*।

كَلَّا অর্থ حَقًّا إِنَّ الْقُرْآنَ عِظَةٌ ‘যথার্থই কুরআন উপদেশ গ্রন্থ’ *(কুরতুবী)*। পরপর দু’টি আয়াতে كَلَّا ‘কখনোই না’ বলে প্রত্যাখ্যানকারী শব্দ (كَلِمَةُ رَدْعٍ) আনা হয়েছে কাফেরদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান ও তাদের প্রতি ধমকির জন্য *(শাওকানী)*। এখানে إِنَّهُ ‘এটি’ পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে ‘কুরআন’ পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে। অতঃপর تَذْكِرَةٌ ছিফাত স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে অপ্রাণীবাচক হওয়ার কারণে।

(৫৫) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ– ‘অতএব যে চায় এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক!’ ذَكَرَهُ অর্থ اتَّعَظَ بِهِ ‘কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক!’ *(কুরতুবী)*।

(৫৬) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ، هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ– ‘বস্তুতঃ আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। তিনিই মাত্র ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই মাত্র ক্ষমা করার মালিক’।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ، অর্থ وَمَا يَتَّعِظُونَ إِلاَّ بِمَشِيئَةِ اللهِ ذَلِكَ لَهُمْ 'তারা উপদেশ গ্রহণ করেনা উক্ত বিষয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত' *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ চাইলেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا– 'আর তোমরা (আল্লাহ্র পথের) ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(দাহর ৭৬/৩০; তাকভীর ৮১/২৯)*। একথার মধ্যে মু'তাযিলা ও ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে।[২২২] যারা পাপীদের শাস্তি দানে আল্লাহ বাধ্য বলে ধারণা করেন। অথচ এটি আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাঁকে বাধ্য করার কেউ নেই। আল্লাহ বলেন, لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ– 'তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে' *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। তিনি বলেন, فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ– 'তিনি যা চান তাই করেন' *(বুরূজ ৮৫/১৬)*।

هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ– 'তিনিই মাত্র ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই মাত্র ক্ষমা করার মালিক' অর্থ ক্বাতাদাহ বলেন, هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُّخَافَ مِنْهُ، وَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يَّغْفِرَ ذَنْبَ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَنَابَ– 'তিনিই মাত্র ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই মাত্র তওবাকারীদের ও বিনয়ীদের ক্ষমা করার মালিক' *(ইবনু কাছীর)*। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ সরাসরি তওবা কবুল করেন। কোন অসীলার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ বলেন, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। তিনি বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ– 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি আরও বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ– 'বস্তুতঃ আমরা তার গর্দানের প্রাণশিরার চাইতেও নিকটে থাকি' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

হে আল্লাহ তুমি আমাদের হৃদয়ের কান্না শোন! তুমি আমাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর!

॥ সূরা মুদ্দাছছির সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المدثر، فلله الحمد والمنة

২২২. এই সাথে সূরা দাহ্র ৩০ আয়াতের তাফসীর পাঠ করুন।

সূরা ক্বিয়ামাহ (পুনরুত্থান)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা ক্বারে‘আহ ১০১/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৭৫, রুকূ ২, আয়াত ৪০, শব্দ ১৬৪, বর্ণ ৬৬৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমি শপথ করছি পুনরুত্থান দিবসের। — لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝۱

(২) এবং শপথ করছি ধিক্কার দানকারী আত্মার। — وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝۲

(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তার অস্থিসমূহ কখনোই একত্রিত করব না? — اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝۳

(৪) হ্যাঁ, আমরা তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। — بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝۴

(৫) বরং মানুষ ভবিষ্যতে আরও পাপাচার করতে চায়। — بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝۵

(৬) সে প্রশ্ন করে পুনরুত্থান দিবস কখন হবে? — يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝۶

(৭) অতঃপর যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। — فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝۷

(৮) আর চন্দ্র জ্যোতিহীন হবে। — وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝۸

(৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। — وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۹

(১০) সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাব? — يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝۱۰

(১১) কখনই না। কোথাও আশ্রয় নেই। — كَلَّا لَا وَزَرَ ۝۱۱

(১২) সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকটেই হবে অবস্থান স্থল। — اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲

(১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে ও পশ্চাতে ছেড়ে গেছে। — يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝۱۳

(১৪) বরং প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানে। — بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝۱۴

(১৫) যদিও সে (বাঁচার জন্য) নানা অজুহাত পেশ করে।	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾
(১৬) তাড়াতাড়ি ‘অহি’ আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না।	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾
(১৭) নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের।	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾
(১৮) অতএব যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾
(১৯) অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
(২০) কখনোই না। বরং তোমরা দুনিয়াকেই (অধিক) ভালবাস।	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾
(২১) আর আখেরাতকে ছেড়ে চল।	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾
(২২) সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
(২৪) আর সেদিন অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ।	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
(২৫) আশংকা করবে যে, তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে।	تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
(২৬) কখনই না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
(২৭) এবং বলা হবে, কে আছ ঝাড়-ফুঁককারী?	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
(২৮) সে নিশ্চিত হবে যে, এটাই তার বিদায় মুহূর্ত।	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
(২৯) আর তার পায়ের নলার সাথে নলা জড়িয়ে যাবে।	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾
(৩০) সেদিন হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার দিন। **(রুকূ ১)**	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ع

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝٣١
(৩১) সে বিশ্বাস করেনি ও ছালাত আদায় করেনি।

وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٣٢
(৩২) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝٣٣
(৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٤
(৩৪) ধিক তোমাকে পুনরায় ধিক!

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٥
(৩৫) অতঃপর ধিক তোমাকে পুনরায় ধিক!

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝٣٦
(৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, এমনিতেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে?

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝٣٧
(৩৭) সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রাণু ছিল না?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝٣٨
(৩৮) অতঃপর সে হ'ল রক্তপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও বিন্যস্ত করলেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣٩
(৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করলেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِـىَ الْمَوْتٰى ۝٤٠
(سُبْحَانَكَ فَبَلَى)
(৪০) তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১) لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'আমি শপথ করছি পুনরুত্থান দিবসের'।

لَآ أُقْسِمُ، অর্থ أُقْسِمُ 'আমি শপথ করছি'। لَا অতিরিক্ত এসেছে বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। যেমন অন্যত্র এসেছে قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، অর্থ أَنْ تَسْجُدَ 'আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না?' *(আ'রাফ ৭/১২)*। অথবা لَا ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এসেছে যে, তোমরা যা ধারণা করেছ, সেটি নয়। অর্থাৎ لَا وَاللهِ إِنَّ

الْقِيَامَةَ لَحَقٌّ 'না। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত অবশ্যই সত্য' *(কুরতুবী)*। এর মাধ্যমে প্রতিবাদকে যোরদার করা হয়। পরের শপথটিও একই অর্থে এসেছে।

(২) وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ– 'এবং শপথ করছি ধিক্কার দানকারী আত্মার'। অর্থ الَّتِي تَلُومُ عَلَي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ 'ঐ আত্মার কসম! যা ভাল ও মন্দের ব্যাপারে ধিক্কার দেয়' *(ত্বাবারী প্রভৃতি)* অর্থাৎ বিবেক। যা সর্বদা ভাল কাজে উৎসাহ দেয় ও মন্দ কাজে ধিক্কার দেয়। এখানে আগের শপথের ন্যায় لَا অতিরিক্তভাবে এসেছে শপথকে শক্তিশালী করার জন্য। আল্লাহ এখানে ক্বিয়ামত ও বিবেক দু'টিরই শপথ করেছেন। কেননা প্রখর বিবেক শক্তিই মানুষকে ভাল-মন্দের তারতম্য করতে শেখায়। শপথের মাধ্যমে বিবেকের মর্যাদা উন্নীত করা হয়েছে। সাথে সাথে বিবেকবান মানুষকে কুরআন ও ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আর এটা নিশ্চিত যে, শুদ্ধ বিবেক আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র বিপরীত হয়না। সেকারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) নিজের একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন, مُوَافِقَةُ صَحِيحِ الْمَنْقُولِ لِصَرِيحِ الْمَعْقُولِ 'বিশুদ্ধ হাদীছের সাথে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান'। নিঃসন্দেহে হঠকারী ও অশুদ্ধ জ্ঞানই যুগে যুগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্য বাণীর বিরোধিতা করেছে।

(৩) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ– 'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তার অস্থিসমূহ কখনোই একত্রিত করব না?' এটি পূর্ববর্তী শপথের জওয়াব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ 'আমি ক্বিয়ামত দিবসের ও ধিক্কারদানকারী আত্মার কসম করে বলছি, অবশ্যই মৃত মানুষের অস্থিসমূহ একত্রিত করা হবে পুনরুত্থানের জন্য' *(কুরতুবী)*।

أَنْ لَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ– 'আমরা তার অস্থিসমূহ কখনোই একত্রিত করব না?' এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানব দেহের সবকিছু নিশ্চিহ্ন হবেনা। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَىْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَّاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'মানব দেহের সবটুকুই জীর্ণ হবে একটি হাড্ডি ব্যতীত। আর সেটি হ'ল মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নের অস্থিখণ্ড। সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার দেহ গঠিত হবে।[২২৩] এর মধ্যে মানুষের ডিএনএ-র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যা কারু সাথে কারু মিল হয়না।

(৪) بَلَى، قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ– 'হ্যাঁ, আমরা তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম'। এর মধ্যে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসীদের প্রতি ধিক্কার রয়েছে যে,

---

২২৩. মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১, 'শিঙ্গায় ফুঁকদান' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

আমরা কেবল তোমাদের দেহ নয়, বরং তোমাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগের মত ছোট একটা বস্তুও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম *(কুরতুবী; আবুস সঊদ)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ- عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ- 'আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করি এবং আমরা মোটেই অক্ষম নই'। 'এ ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের মত অন্যদের পরিবর্তন করে নিয়ে আসি এবং তোমাদের সৃষ্টি করি এমনভাবে, যে বিষয়ে তোমরা জানো না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৬০-৬১)*।

بَلَى، قَادِرِينَ এখানে بَلَى-এর পর থামা, অতঃপর قَادِرِينَ থেকে শুরু করা উত্তম *(কুরতুবী)*। এখানে قَادِرِينَ-এর পূর্বে كُنَّا ক্রিয়া উহ্য রয়েছে এবং قَادِرِينَ তার 'খবর' হয়েছে। بَنَانَ একবচনে بَنَانَةٌ অর্থ 'আঙ্গুলের মাথা'। অত্র আয়াতে ফিঙ্গার প্রিন্ট বা আঙ্গুলের ছাপ-এর ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। যা কখনোই কারু সাথে কারু মিল হয়না। হস্তাক্ষর বা স্বাক্ষর নকল করা গেলেও আঙ্গুলের ছাপ কখনোই নকল করা যায়না। আধুনিক বিজ্ঞান যা প্রমাণ করে দিয়েছে।

(৫) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ- 'বরং মানুষ ভবিষ্যতে আরও পাপাচার করতে চায়'। এখানে দু'টি অর্থ হ'তে পারে। (১) কাফির-ফাসিকরা এটা চায়। (২) এর মাধ্যমে মানুষের স্বভাবগত মন্দ প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে যারা ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় করে না, তারা অধিকহারে পাপের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ- 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ- 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না । আর শুভ পরিণাম হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

(৬) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- 'সে প্রশ্ন করে পুনরুত্থান দিবস কখন হবে?' এটা অবিশ্বাসীদের অস্বীকারমূলক বক্তব্য। তারা তাচ্ছিল্য ভরে বলে, ক্বিয়ামত কখন হবে? যেমন অন্যত্র এসেছে, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ- 'অবিশ্বাসীরা বলে, ক্বিয়ামতের সেই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত

হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। 'বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। আর আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র' *(মুল্ক ৬৭/২৫-২৬)*।

(৭-৯) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ- وَخَسَفَ الْقَمَرُ- وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ- 'অতঃপর যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে' *(৭)*। 'আর চন্দ্র জ্যোতিহীন হবে' *(৮)*। 'এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে' *(৯)*।

পূর্বের আয়াতের জবাবে এখান থেকে ১৩ পর্যন্ত মোট ৭টি আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

بَرِقَ الْبَصَرُ- অর্থ تَحَيَّرَ فَلَمْ يَطْرِفْ 'চক্ষু নিষ্পলক হয়ে পড়বে' *(কুরতুবী, শাওকানী)*। আর এটা মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে। যাকে 'ছোট ক্বিয়ামত' বলা হয়। بَرَقَ يَبْرُقُ بَرْقًا بَرِيقًا وبُرُوقًا فَهُوَ بَارِقٌ- بَرَقَتِ السَّمَاءُ اي لَمَعَ فيها البَرْقُ 'আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়েছে'। بَرَقَ النَّجْمُ اي طَلَعَ- 'নক্ষত্র উদিত হয়েছে'। بَرَقَ ও بَرِقَ অর্থ فَزِعَ ودَهِشَ فَلَمْ يُبْصِرْ 'ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। ফলে সে কিছুই দেখতে পায়না'। ক্বিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের অবস্থা এমনই হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ- 'যেদিন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ভীত-বিহ্বল চিত্তে তারা দৌড়াতে থাকবে। নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার অবকাশ তাদের হবে না এবং যেদিন তাদের হৃদয়গুলি হবে শূন্য' *(ইব্রাহীম ১৪/৪৩)*।

وَخَسَفَ الْقَمَرُ- 'আর চন্দ্র জ্যোতিহীন হবে'। خَسَفَ يَخْسِفُ خَسْفًا وخُسُوفًا অর্থ 'ধ্বসে পড়া'। خَسَفَتِ الأَرْضُ اي غَارَتْ بِمَا عَلَيْهَا 'উপরের সবকিছু নিয়ে ভূমি ধ্বসে পড়েছে'। خَسَفَ الْقَمَرُ اي ذَهَبَ ضُوءُهُ 'চন্দ্র জ্যোতিহীন হওয়া'। আল্লাহ বলেন, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ- 'তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে' *(মুল্ক ৬৭/১৬)*।

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ- 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে'। অর্থাৎ আলোহীন হওয়ার দিক দিয়ে সূর্য ও চন্দ্র একই অবস্থায় পতিত হবে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ- 'যেদিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে' *(১)*। 'যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে' *(তাকভীর ৮১/১-২)*।

মহাবিশ্বের নক্ষত্ররাজি আল্লাহ্র মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে সর্বোচ্চ শক্তিশালী চৌম্বিক আকর্ষণে পরস্পরে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে ঐ চৌম্বিক আকর্ষণ ছিন্ন হবে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে খসে পড়বে। যেমন বর্তমানে বিজ্ঞানীদের টেলিস্কোপে বহু মৃত নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আবার বহু নক্ষত্রের জন্মের খবরও আসছে। কুরআনের ভাষায়, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ– 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে' *(ইব্রাহীম ১৪/৪৮)*।

এটম বোমার অধিকারী পরাশক্তি গুলির হাত দিয়েই পৃথিবীর ধ্বংসকার্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। যখন সারা পৃথিবীতে 'আল্লাহ' বলার মত নিখাদ তাওহীদবাদী একজন লোকও থাকবেনা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الأَرْضِ اللهُ اللهُ– 'ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে না যতদিন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে'।[২২৪] এর অর্থ 'তাওহীদবাদী' কোন মানুষ থাকবে না। যেমন একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় 'আল্লাহ'-এর স্থলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসেছে।[২২৫] এটা নয় যে, মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন কোন কোন ভণ্ড ছূফী ধারণা করে থাকেন। তাদের এইসব বিদ'আতী যিকরের কোন ভিত্তি হাদীছে নেই। বরং যদি পৃথিবীর সকল মানুষ এই যিকর পরিত্যাগ করে, আর মানুষ তাওহীদের উপরে দৃঢ় থাকে, তথাপি ক্বিয়ামত হবেনা'।[২২৬] অতএব মানুষের কর্তব্য হবে, এই পৃথিবীকে বাঁচানোর স্বার্থে শিরক পরিত্যাগ করে ও নিজেদের স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে এই সুন্দর আবাসস্থলটিকে আল্লাহ্র বিধান মেনে শান্তির নিবাসে পরিণত করা।

(১০) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ؟ 'সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাব?' যেমন অন্যত্র এসেছে, اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّلْجَإٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে (ঈমানের প্রতি) সাড়া দাও সেদিন আসার আগে, যেদিন আল্লাহ্র কাছ থেকে ফিরে আসার কোন পথ থাকবে না। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের পক্ষে বাধা

---

২২৪. মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬, রাবী আনাস (রাঃ)।

২২৫. لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِى الأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ– আহমাদ হা/১৩৮৬০; হাকেম হা/৮৫১২, ৪/৫৪০, হাদীছ ছহীহ; রাবী আনাস (রাঃ)।

২২৬. আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত, উক্ত হাদীছের টীকা-১।

দানকারী কেউ থাকবে না' *(শূরা ৪২/৪৭)*। অর্থাৎ এদিন তোমাদের বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। এখানে اَلْإِنْسَانُ বলতে মূলতঃ অবিশ্বাসীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা মুমিনরা আগে থেকেই ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল। ফলে তারা ভীত হ'লেও দিশেহারা হবে না। বরং তারা জান্নাতের অপেক্ষায় উদগ্রীব হবে *(কুরতুবী)*।

(১১) كَلَّا لَا وَزَرَ– 'কখনই না। কোথাও আশ্রয় নেই'। অর্থ لَا مَلْجَأَ وَلَا نَجَاةَ 'আশ্রয়ের স্থান নেই এবং বাঁচার উপায় নেই' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। كَلَّا হ'ল حَرْفُ رَدْعٍ 'অস্বীকার মূলক' অব্যয়। যা অবিশ্বাসীদের জবাবে এসেছে।

(১২) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ– 'সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকটেই হবে অবস্থান স্থল'। الْمُسْتَقَرُّ অর্থ اَلْمَلْجَأُ 'আশ্রয়স্থল'। যেমন অন্যত্র এসেছে, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– 'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার নিকটেই রয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮; নাজম ৫৩/৪২)*।

(১৩) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ– 'সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে ও পশ্চাতে ছেড়ে গেছে'। অর্থাৎ যা সে প্রথম দিকে পাঠিয়েছে ও শেষদিকে পাঠিয়েছে। অথবা যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য ছেড়ে গেছে *(কুরতুবী)*। কুশায়রী বলেন, এটি হবে আমল ওযন করার সময়। তাছাড়া এটি মৃত্যুকালেও হ'তে পারে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ অগ্রিম পাঠানো সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম এবং পিছনে ছেড়ে যাওয়া সকল কর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হবে। কারণ সে ঐদিন নিজের আমলনামা নিজে দেখবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا– '(সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। আল্লাহ বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– 'আর সেদিন পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই লিখতে ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না' *(সূরা কাহফ ১৮/৪৯)*।

(১৪) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ– ‘বরং প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানে’। তাছাড়া সেদিন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– ‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আর আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত এবং সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, যা তারা (দুনিয়াতে) উপার্জন করেছিল সে বিষয়ে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। তিনি আরও বলেন,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ– حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ قَالُوآ أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ–

‘যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের সমবেত করা হবে ও দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে’ *(১৯)*। ‘অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে এসে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে’ *(২০)*। ‘তখন তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৯-২১)*।

এভাবে কেবল নিজের হাত-পা, ত্বক ও দেহচর্ম নয়, এমনকি পৃথিবীর মাটিও সেদিন বান্দার সব খবর বলে দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا– بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا– ‘সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে’। ‘কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন’ *(যিলযাল ৯৯/৪-৫)*।

(১৫) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ– ‘যদিও সে (বাঁচার জন্য) নানা অজুহাত পেশ করে’। مَعَاذِيْرُ ও مَعَاذِرُ একবচনে مَعْذِرَةٌ অর্থ ‘ওযর’ বা ‘অজুহাত’ *(কুরতুবী)*। ‘মীম’ মাছদারিয়াহ। عَذَرَ يَعْذِرُ عُذْرًا وعُذُرًا وعُذْرَى وعِذْرَةٌ ومَعذُرَةٌ ومَعْذِرٌ– অর্থ ওযর, অজুহাত *(মিছবাহুল লুগাত)*। ক্বিয়ামতের দিন আমলনামা দেখানোর আগ পর্যন্ত পাপীরা তাদের পাপ সমূহ অস্বীকার করবে ও নানা অজুহাত পেশ করে নিজেকে নির্দোষ দাবী করবে *(ইবনু কাছীর)*।

এটা হবে আমলনামা দেখানোর আগে। এসময় এমনকি তারা আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া করবে।

আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া : আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ– 'অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আপোষে ঝগড়া করবে' *(যুমার ৩৯/৩১)*। সেদিন কাফেররা বলবে, وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ– 'আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না' *(আন'আম ৬/২৩)*। আর মুনাফিকরা শপথ করে মিথ্যা বলবে। যেমন বলা হয়েছে, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ– 'যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে। যেমন তারা তোমাদের সামনে শপথ করে এবং তারা ধারণা করে যে, তারা যথেষ্ট হেদায়াতের উপর রয়েছে। সাবধান ওরাই হ'ল মিথ্যাবাদী' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৮)*। কিন্তু তাদের এইসব ওযর কোন কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ– 'অতঃপর সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেবার আবেদন কবুল করা হবে না' *(রূম ৩০/৫৭)*।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ– 'সেদিন যালেমদের কোন ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবেনা। আর তাদের জন্য থাকবে লা'নত ও তাদের জন্য থাকবে নিকৃষ্ট বাসগৃহ' *(মুমিন/গাফের ৪০/৫২)*। একইভাবে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ– 'আর তাদের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না যে তারা ওযর পেশ করবে' *(মুরসালাত ৭৭/৩৬)*।

অতঃপর আমলনামা দেখানোর পর তারা তাদের দোষ স্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ، إِنْ أَنْتُمْ اِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ– 'উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। বরং তোমরাই বড় গুমরাহীতে রয়েছ' *(মুল্ক ৬৭/৯)*। কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না।

ফাসেক-মুনাফিকরা যে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া করবে, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

...قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ لاَ.

فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدْ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! آمَنْتُ بِكَ، وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَّا اسْتَطَاعَ، يَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا، ثُمَّ يُقَالُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ: انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ-

‘...তিনি বলেন, আল্লাহ বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন অতঃপর বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? তোমাকে নেতৃত্ব দেইনি? তোমাকে বিয়ে করাইনি এবং তোমার জন্য ঘোড়া ও উট অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্বের জন্য ছেড়ে দেইনি? আর তুমি কি নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ ভোগ করোনি? সে বলবে, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বলবেন, তুমি কি আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলে? সে বলবে, না। অতঃপর তিনি বলবেন, নিশ্চয় তোমাকে আমি আজ ছেড়ে যাব, যেমন তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করবেন এবং তাকে অনুরূপ বলবেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করবেন, তাকেও অনুরূপ বলবেন। সে বলবে, হে আমার রব আমি তোমার উপরে এবং তোমার কিতাব ও রাসূলগণের উপরে ঈমান এনেছি। ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি, ছাদাক্বা করেছি। এভাবে সে ইচ্ছামত নিজের গুণ সমূহ বর্ণনা করবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তাহ’লে অপেক্ষা কর। অতঃপর তাকে বলা হবে, এখন আমি তোমার বিপক্ষে আমার সাক্ষী উপস্থিত করছি। সে চিন্তা করবে যে, আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে কে? তখন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার রান, গোশত ও হাড্ডিকে বলা হবে, কথা বল। তখন তার রান, গোশত ও হাড্ডি তার কর্ম সমূহের বর্ণনা দিবে। আর এটা এ জন্যে যে, যেন সে আল্লাহ্র কাছে কোন ওযর পেশ করতে না পারে। সে হ’ল মুনাফিক। অতঃপর তার উপরেই আল্লাহ্র ক্রোধ আরোপ করা হবে’।[২২৭]

(১৬-১৯) لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ- ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না’ *(১৬)*। ‘নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের’ *(১৭)*। ‘অতএব যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর’ *(১৮)*। ‘অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই’ *(১৯)*।

---

২২৭. মুসলিম হা/২৯৬৮; মিশকাত হা/৫৫৫৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ অর্থ فِي صَدْرِكَ ‘তোমার বুকে’। وَقُرْآنَهُ অর্থ أَنْ تَقْرَأَهُ ‘এজন্য যে, তুমি এটি পাঠ করবে’ *(ইবনু কাছীর; কুরতুবী)*। মাওলানা আকরম খাঁ অনুবাদ করেছেন, ‘তাহার সংকলনের ও পাঠনের দায়িত্ব আমাদের উপর’। কিন্তু এটি ঠিক নয়। কেননা সংরক্ষণ হয় হৃদয়ে। আর সংকলন হয় পরে। বস্তুতঃ কুরআন প্রথমে সংরক্ষিত হয়েছে হাফেযদের হৃদয়ে। অতঃপর সংকলিত হয়েছে পরে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় চামড়া প্রভৃতির উপর এবং তার কপি সংরক্ষিত থাকে স্ত্রী হাফছা (রাঃ)-এর নিকট। বহু পরে যা থেকে কপি করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি.)। আর পাঠন নয়, বরং স্বয়ং পাঠ করেছেন রাসূল (ছাঃ) নিজে। অতঃপর অন্যেরা তাঁর পাঠের অনুসরণ করেছেন।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ অর্থ إِذَا تَلاَهُ عَلَيْكَ الْمَلَكُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘যখন তোমার উপর পাঠ করেন ফেরেশতা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে’। فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ অর্থ فَاسْتَمِعْ لَهُ ثُمَّ اقْرَأْهُ كَمَا أَقْرَأَكَ ‘তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শোন। অতঃপর সেটি পাঠ কর যেভাবে ফেরেশতা তোমাকে পাঠ করান’ *(ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- ‘আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তারা যাতে চিন্তা-গবেষণা করে’ *(নাহল ১৬/৪৪)*। তিনি বলেন, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ- ‘আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত হিসাবে’ *(নাহল ১৬/৬৪)*। এতে বুঝা যায় যে, জুম‘আ ও ঈদায়েনের খুৎবায় কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় দিতে হবে। যাতে তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا- ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ *(নিসা ৪/১০৫)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوحَى- ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না’। ‘সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

কুরআন ও হাদীছ দু'টিই যে আল্লাহ্র 'অহি' এবং দু'টিরই হেফাযতের দায়িত্ব যে আল্লাহ নিয়েছেন, সেকথা অত্র সূরার উপরোক্ত চারটি আয়াতে (১৬-১৯) বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন 'কুরআন' নাযিল হ'ত, তখন সেটি মুখস্ত করার জন্য তার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত ঠোঁট নাড়তেন, যাতে ভুলে না যান এবং তা থেকে কোন একটি হরফ ছুটে না যায়। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। এরপর থেকে যখনই জিব্রীল কোন আয়াত নিয়ে আসতেন, তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অতঃপর জিব্রীল চলে গেলে তিনি যথাযথভাবে সেটি পাঠ করতেন'।[২২৮] যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا– 'আর তোমার প্রতি তার 'অহি' শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কুরআন মুখস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*।

অহি-র হেফাযতের দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। অন্য কোন এলাহী কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। ফলে কুরআন আসার পর সেগুলি তাদের অনুসারীদের হাতেই বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ– 'অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই' অর্থাৎ কুরআন সংরক্ষণ ও তা পাঠ করানোর পর আমরা তোমার নিকটে তা ব্যাখ্যা করি ও তার মর্ম ইলহাম করি' *(ইবনু কাছীর)*। আর সেটাই হ'ল 'হাদীছ'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيمًا– 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– كَمَا حَرَّمَ اللهُ–

'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে

২২৮. বুখারী হা/৪৯২৯; মুসলিম হা/৪৪৮; তিরমিযী হা/৩৩২৯ প্রভৃতি, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

বলবে, তোমাদের জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার ন্যায়'।[২২৯] এখানে 'কুরআন' হ'ল অহিয়ে মাতলু। যা তেলাওয়াত করা হয় এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ'ল 'হাদীছ' যা অহিয়ে গায়ের মাতলু। যা তেলাওয়াত করা হয় না।[২৩০]

(২০-২১) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ- وَتَذَرُوْنَ الْآخِرَةَ- 'কখনোই না। বরং তোমরা দুনিয়াকেই (অধিক) ভালবাস'। 'আর আখেরাতকে ছেড়ে চল'।

كَلاَّ অস্বীকার বাচক অব্যয় (حَرْفُ رَدْعٍ)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা এজন্য যে, আবু জাহল কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতো না *(কুরতুবী)*। এ যুগেও 'আহলে কুরআন' নামধারী লোকেরা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছে বিশ্বাস করে না। আরেকটি ফাযায়েলী দল বেরিয়েছে, যারা কুরআন ও হাদীছের স্বচ্ছ মাসায়েল থেকে মুখ ফিরিয়ে উদ্ভট স্বপ্নে ও মিথ্যা ফাযায়েলে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। মূলতঃ ওরা প্রবৃত্তিপূজারী। আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلاً؟ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

দুনিয়া পূজারীরা দুনিয়াকে অধিক ভালবাসে বলেই যাকাত দেয় না, ছাদাক্বা করে না। বরং সূদ-ঘুষের মাধ্যমে বেশী বেশী অর্থ সঞ্চয় করে। অথচ কৃপণের ধন তার নিজেরও কোন কাজে লাগে না, অন্যেরও কাজে লাগে না। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ- الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ- 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য' *(১)*। 'যারা সম্পদ জমা করে ও তা গণনা করে' *(২)*। 'সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে' *(৩)*। 'কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামাহ্র মধ্যে' *(হুমাযাহ ১০৪/১-৪)*।

মক্কার শীর্ষ ধনী ও কৃপণ নেতা আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ- سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ- 'তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে'। 'সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে' *(লাহাব ১১১/২-৩)*। কৃপণ ও শক্তিশালী ধনিকশ্রেণী ক্বিয়ামতের দিন আক্ষেপ করে বলবে, يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ- مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ- 'হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ

---

২২৯. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; তিরমিযী হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/১২; মিশকাত হা/১৬৩, রাবী মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ)।

২৩০. এ বিষয়ে পাঠ করুন লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই।

পরিণতি হ'ত!' *(২৭)* 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না' *(২৮)*। 'আমার ক্ষমতা বরবাদ হয়ে গেছে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৭-২৯)*।[২৩১]

الْعَاجِلَةَ অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়াবী জীবন *(কুরতুবী)*। কারণ এটি দ্রুত সামনে আসে ও নগদ দেখা যায়। تَذَرُوْنَ অর্থ تَدَعُوْنَ 'পরিত্যাগ করে থাক' *(কুরতুবী)*। অথবা أَنْتُمْ لاَهُوْنَ مُتَشَاغِلُوْنَ عَنِ الْآخِرَةِ وأَعْمَالِهَا 'তোমরা উদাসীন এবং আখেরাত ও আখেরাতের কাজ সমূহে অবহেলাকারী' *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী)*।

الْآخِرَةُ অর্থ 'পরে'। কেননা এটি দুনিয়ার পরে আসে। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আখেরাতকে মানুষ বিশ্বাস করলেও তার প্রতি অবহেলা সর্বাধিক। কুরায়েশরা আখেরাতকে বিশ্বাস করলেও তার জন্য কোন আমল করত না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,- إِنَّ هَؤُلاَءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً 'নিশ্চয়ই ওরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং কঠিন দিবসকে পিছনে ফেলে রাখে' *(দাহ্র ৭৬/২৭)*। 'কঠিন দিবস' অর্থ 'ক্বিয়ামত দিবস'। যে জন্য তারা কোন আমল করেনা *(জালালায়েন)*।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সবাইকে বললেন, تَعَالِ نَذْكُرْ رَبَّنَا سَاعَةً 'এসো কিছুক্ষণ আমরা আমাদের পালনকর্তাকে স্মরণ করি'। অতঃপর তিনি বললেন, হে আনাস! তুমি কি জানো مَا ثَبَرَ النَّاسَ؟ 'কোন বস্তু মানুষকে (আখেরাত থেকে) আটকে রাখে?' আমি বললাম, দুনিয়া, শয়তান ও প্রবৃত্তি। তিনি বললেন, না। বরং দুনিয়া নগদ পাওয়া যায় এবং আখেরাত অদৃশ্যে থাকে। أَمَا وَاللهِ لَوْ عَايَنُوهَا مَاعَدَلُوا وَلاَ مَيَّلُوا 'আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আখেরাতকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেত, তাহ'লে তারা পিঠ ফিরাতো না বা ইতস্তত করত না *(কুরতুবী)*। বস্তুতঃ দুনিয়ায় যত অশান্তির মূল কারণ হ'ল দুনিয়াপূজা এবং আখেরাতকে ভুলে থাকা।

(২২-২৩) وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- 'সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল'। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে'।

نَضَرَ يَنْضُرُ نَضْرَةً نَضَارَةً অর্থ 'ঔজ্জ্বল্য'। সেখান থেকে نَاضِرَةٌ অর্থ حَسَنَةٌ بَهِيَّةٌ 'সুন্দর' 'উজ্জ্বল' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا- 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারাকে (ক্বিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল করুন,

২৩১. এ বিষয়ে পাঠ করুন লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাল ও মর্যাদার লোভ' বই।

যে আমার বাণী শোনে। অতঃপর তা মুখস্ত করে। সে তা অনুধাবন করে ও তদনুযায়ী আমল করে’।[২৩২]

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ– ‘তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে’। এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلاَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ– ‘জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন তাঁকে দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু আর থাকবে না’। আর এটিই হ’ল ‘অতিরিক্ত’। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ‘যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত (অর্থাৎ আল্লাহ্র দর্শন লাভ)’ *(ইউনুস ১০/২৬)*।[২৩৩]

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, ‘আল্লাহ সেদিন উজ্জ্বল চেহারায় হাসতে হাসতে মুমিনদের সাক্ষাৎ দিবেন... *(মুসলিম হা/১৯১)* আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ. قَالُوْا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা অনুরূপভাবেই তোমাদের প্রতিপালককে

২৩২. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৫৪৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬; হাকেম হা/২৯৪; আহমাদ হা/১৬৮০০; মিশকাত হা/২২৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৪।

২৩৩. মুসলিম হা/১৮১; মিশকাত হা/৫৬৫৬, রাবী ছোহায়েব রূমী (রাঃ)।

সেদিন দেখতে পাবে'।[২৩৪] জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا 'তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালককে স্পষ্ট দেখতে পাবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমরা একদিন পূর্ণিমার রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ 'তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদের মত স্পষ্টভাবে তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে'।[২৩৫]

মু'তাযেলী বিদ্বানগণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ– -এর ব্যাখ্যা করেন, إِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'তাদের প্রতিপালকের ছওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে' (তাফসীর সাম'আনী) বা إِلَى رَحْمَةِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، أَوْ إِلَى ثَوَابِهِ أَوْ مُلْكِهِ 'তার প্রতিপালকের রহমতের দিকে' অথবা তার ছওয়াবের দিকে বা তার রাজত্বের দিকে' (তাফসীর ইবনু 'আত্বিয়াহ)। তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.) থেকেও উক্ত মর্মে একটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, যা ছহীহ নয় *(ঐ; কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহের বিপরীতে এসব কাল্পনিক ব্যাখ্যার কোন গুরুত্ব নেই।

যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) –إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-এর তাফসীরে বলেছেন, فَاخْتِصَاصُهُ بِنَظَرِهِمْ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ مَنْظُورًا إِلَيْهِ، مُحَالٌ، 'তাদের প্রতিপালকের দিকে বাক্যটি আগে আনা হয়েছে তাঁকে খাছ করার জন্য, যদি তিনি দর্শন দান করেন, তবে বিষয়টি অসম্ভব' *(কাশশাফ, আল-বাহরুল মুহীত্ব)*। এ ব্যাখ্যা তিনি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী দিয়েছেন, যেটি ভুল। তাছাড়া বাক্যটি আগে আনা হয়েছে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য, খাছ করার জন্য নয় *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। কারণ দুনিয়াতে কোন চোখ আল্লাহকে দেখতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন' *(আন'আম ৬/১০৩)*। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন, لَنْ تَرَانِي، 'তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। যামাখশারী ও তাঁর সম আক্বীদার মুফাসসিরগণ দুনিয়ার দৃষ্টিতে আখেরাতকে দেখেছেন। অথচ এটি ফাসেদ ক্বিয়াস।

২৩৪. বুখারী হা/৭৪৩৭, ৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮২, ১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৫৫, ৫৫৭৮।
২৩৫. বুখারী হা/৭৪৩৪; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫।

ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার হাদীছসমূহ ‘মুতাওয়াতির’। যা অবিরত ধারায় বর্ণিত এবং সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তর্কাতীত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, খারেজী প্রভৃতিদের ন্যায় শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এখানে আল্লাহকে চাঁদের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন- (وَهُوَ مَرْئِىٌّ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)।[২৩৬] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হি./১৮৩২-১৮৯০ খৃ.) কোন মন্তব্য ছাড়াই সেটা নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। অথচ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এখানে আল্লাহ দর্শনকে পূর্ণিমার চাঁদ দর্শনের স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আল্লাহকে চাঁদের দৃশ্যের সাথে নয়।[২৩৭]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

‘আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি’। রাবী আবু হুরায়রা বলেন, তোমরা চাইলে অত্র আয়াতটি পাঠ করতে পার, ‘কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসাবে’ *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[২৩৮]

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা إِلَى ثَوَابِهِ ‘তার ছওয়াবের দিকে’ করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হ’লে তিনি বলেন, كَذَبُوا ‘ওরা মিথ্যা বলেছে’। ‘তাহ’লে তারা সূরা মুত্বাফফেফীন ১৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলবে? যেখানে আল্লাহ কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেন, –كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ‘কখনই না’। তারা অবশ্যই সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অতঃপর

---

২৩৬. দ্র. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ডক্টরেট থিসিস ‘আক্বীদা’ অধ্যায়, ক্রমিক ৯, টীকা-১০৪, পৃ. ১২৩-১২৪; গৃহীত: শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) ‘আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ’ (আকবরাবাদ, দিল্লী: ১৩০৪ হি./১৮৮৭ খৃ.) ৪ পৃ.।

২৩৭. (وَهُوَ تَشْبِيْهُ الرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ لاَ تَشْبِيْهُ الْمَرْئِىِّ بِالْمَرْئِىِّ) ‘ক্বাৎফুছ ছামার’ টীকা-২৮৫ (*); মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী (১৩৪৮-১৪২৮ হি./১৯৩০-২০০৭ খৃ.), ‘আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ (কুয়েত ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৬৬ পৃ.।

২৩৮. বুখারী হা/৪৭৭৯; মুসলিম হা/২৮২৪-২৫; মিশকাত হা/৫৬১২ ‘জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে সরাসরি দেখবে। যদি মুমিনগণ তাঁকে দেখতে না পান, তাহ'লে কাফিরদের দর্শন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ কি?[২৩৯]

শায়েখ আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.) বলেন, ঐসব লোকেরা কত বড় ভ্রান্তির মধ্যে আছে, যারা তাদের ইমামদের তাক্বলীদ করতে গিয়ে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ দর্শনকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনকে তারা রূপক নামে অর্থহীন (يُعَطِّلُونَهُ بِاسْمِ الْمَجَازِ) করেছেন। অতঃপর সুন্নাহে তারা সন্দেহ পোষণ করেন একক ছাহাবীর বর্ণনা (حَدِيثُ آحَادٍ) বলে। অথচ 'আল্লাহ দর্শন' বিষয়ের হাদীছ সমূহ মুতাওয়াতির, যা অবিরত ধারায় বর্ণিত।[২৪০]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوقِنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي الْمَعَادِ لَمَا عَبَدَهُ فِي الدُّنْيَا- 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস (শাফেঈ)-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রতিপালককে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না' *(কুরতুবী; তাফসীর সূরা মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

(২৪) وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ- 'আর সেদিন অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ'। بَسَرَ يَبْسُرُ، بَسْرًا وبُسورًا، فَهُوَ بَاسِرٌ بَاسِرَةٌ অর্থ مُتَغَيِّرَةٌ كَالِحَةٌ كَاسِفَةٌ عَابِسَةٌ 'পরিবর্তিত, কুঞ্চিত, বিবর্ণ, শুষ্ক' *(কুরতুবী)*। একই মর্মে এসেছে, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ- عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ- تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً- 'যেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ভীত-নমিত' *(২)*। 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত' *(৩)*। 'তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(গাশিয়াহ ৮৮/২-৪)*। এছাড়াও এসেছে, وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ- أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ- 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত' *(৪০)*। 'কালিমালিপ্ত' *(৪১)*। 'তারা হ'ল অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠ' *('আবাসা ৮০/৪০-৪২)*।

(২৫) تَظُنُّ أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ- 'আশংকা করবে যে, তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে'। تَظُنُّ অর্থ تُوقِنُ وَتَعْلَمُ 'সে দৃঢ়বিশ্বাসী হবে' *(কুরতুবী)*। فَاقِرَةٌ اى الدَّاهِيَةُ وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ অর্থ 'বিপর্যস্ত' ও 'ভয়ঙ্কর কর্ম'। বলা হয়ে থাকে فَقَرَتْهُ الْفَاقِرَةُ অর্থ كَسَرَتْ فَقَارُ ظَهْرِهِ 'তার পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে' *(কুরতুবী)*।

---

২৩৯. শারহুস সুন্নাহ 'জান্নাতে আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ-এর বর্ণনা হা/৪৩৯৩-এর পূর্বে; মিশকাত হা/৫৬৬৩।
২৪০. আলবানী, তাহকীক মিশকাত, হাশিয়া হা/৫৬৬৩ 'আল্লাহ দর্শন' অনুচ্ছেদ।

فَاقِرَةٌ বহুবচনে فَقَارٌ অর্থ 'মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ'। যার সংখ্যা ৩৩। ঘাড়ের অংশে ৭টি, পিঠের অংশে ১২টি, পেটের অংশে ৫টি, পেটের নীচের অংশে ৫টি এবং সর্ব নিম্নাংশে ৪টি। যাকে عَجْبُ الذَّنَبِ বা কক্সিক্স (coccyx) বলা হয়। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الإِنْسَانِ عَظْمًا لاَّ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالُوا أَىُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ عَجْبُ الذَّنَبِ– 'নিশ্চয় মানব দেহে একটি অস্থি রয়েছে, মাটি যা কখনোই খাবেনা। সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার দেহ গঠিত হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটি কোন অস্থি? তিনি বললেন, মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নের অস্থিখণ্ড'।[২৪১] عَجْبُ الذَّنَبِ বা কক্সিক্স-এর ৪টি অংশ রয়েছে। প্রথমটি একটু মোটা। পরেরগুলি ক্রমেই সরু। সর্বশেষ মাথাটি খুবই সরু। এখান থেকেই দেহ গঠিত হবে। অত্র হাদীছে মানুষের ডিএনএ (DNA) বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।

হাদীছে রুকূ থেকে উঠে দাঁড়াবার নিয়ম হিসাবে বলা হয়েছে, حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، 'এমনভাবে দাঁড়াবে যেন মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে'।[২৪২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، 'যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে'।[২৪৩] আর রুকূ থেকে উঠে ক্বওমার সময় দু'হাত ছেড়ে দিলেই তবে মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে। পুনরায় বুকে হাত বাঁধার ক্বিয়াসটি সঠিক নয়।

আলোচ্য আয়াতে أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ– 'তাদের সাথে ধ্বংসকারী আচরণ করা হবে' বলে 'মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার মত আচরণ বা ধ্বংসকারী আচরণ' বুঝানো হয়েছে।

(২৬) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ– 'কখনই না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে'। كَلَّا 'কখনোই না' অর্থ حَقًّا أَنَّ الْمَسَاقَ إِلَى اللهِ 'নিশ্চিতভাবেই তোমাদের ঠিকানা হ'ল আল্লাহ্র কাছে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এখানে অবিশ্বাসীদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদের বোকামীর প্রতি ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

تَرَاقِيَ একবচনে تَرْقُوَةٌ অর্থ 'কণ্ঠনালীর অস্থি'। إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ– অর্থ যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ– وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ–

২৪১. মুসলিম হা/২৯৫৫ (১৪৩), মিশকাত হা/৫৫২১ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায় 'শিঙ্গায় ফুঁকদান' অনুচ্ছেদ।

২৪২. বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২।

২৪৩. আহমাদ হা/১৯০১৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৮৭; মিশকাত হা/৮০৪; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ- فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ- تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ- 'বেশ তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়' *(৮৩)*। 'আর তখন তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ' *(৮৪)*। 'অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা' *(৮৫)*। 'বেশ যদি তোমরা এগুলি না মানো' *(৮৬)*, 'তাহ'লে তোমরা রূহটিকে ফিরিয়ে নাও যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৩-৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ- 'জাহান্নামবাসীদের আগুন গ্রাস করবে কারু গোড়ালী পর্যন্ত, কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত এবং কারু কণ্ঠনালী পর্যন্ত' *(মুসলিম হা/২৮৪৫; মিশকাত হা/৫৬৭১)*।

কুরআনে অবিশ্বাসী বা নিজেদের রায় অনুযায়ী কুরআনের অপব্যাখ্যাকারী চরমপন্থীদের ধিক্কার দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ : مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْ الْإِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَتْلَ ثَمُوْدَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'এই উম্মতের মধ্যে (তিনি বলেননি, মধ্য হ'তে। অর্থাৎ তারা মুসলিম নামেই থাকবে) এমন এক দল লোক বের হবে, তাদের ছালাতের সাথে তোমরা তোমাদের ছালাতকে হীন মনে করবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের যে কেউ তার নিজের ছালাতকে তাদের ছালাতের তুলনায় এবং নিজের ছিয়ামকে তাদের ছিয়ামের তুলনায় হীন মনে করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, ধনুক হ'তে তীর বেরিয়ে যাওয়ার ন্যায়।...তারা মুসলমানদের হত্যা করবে ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম, তাহ'লে অবশ্যই 'আদ জাতির ন্যায় তাদের হত্যা করতাম'।[২৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ছামূদ জাতির ন্যায়' *(বুখারী হা/৪৩৫১)*।

---

২৪৪. বুখারী হা/৬৯৩১, ৩৬১০, ৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৪২ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

(২৭) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ– 'এবং বলা হবে, কে আছ ঝাড়-ফুঁককারী?' مَنْ رَاقٍ এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। الرُّقْيَةُ মাছদার থেকে নিলে অর্থ হবে 'কে আছ ফুঁকদানকারী' বা চিকিৎসক। যেভাবে এ সময় সকলে ঝাঁড়-ফুক করার জন্য ও ডাক্তার ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর যদি رَقِيَ يَرْقَى অর্থ صَعِدَ 'উর্ধ্বারোহণ করা' হয়, তাহ'লে مَنْ رَاقٍ অর্থ হবে কোন্ ফেরেশতা রূহটিকে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাবে? রহমতের ফেরেশতা, না আযাবের ফেরেশতা? *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

এখানে مَنْ বলে 'সাকতা' করতে হয়। 'সাকতা' অর্থ শ্বাস রেখে সামান্য বিরতি দেওয়া। হঠাৎ চমকে ওঠা ব্যক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য এটা করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতকারীর কণ্ঠে আয়াতের মর্ম অনুযায়ী অনুরূপ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার জন্যই এখানে 'সাকতা' করার বিধান দিয়েছেন ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ। এটা না করলে তেলাওয়াতের সৌন্দর্য ব্যাহত হয় ও মর্ম বিঘ্নিত হয়।

(২৮) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ– 'সে নিশ্চিত হবে যে, এটাই তার বিদায় মুহূর্ত'। এখানে ظَنَّ অর্থ أَيْقَنَ 'দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে' *(কুরতুবী)*। أَنَّهُ الْفِرَاقُ– অর্থ فِرَاقُ الدُّنْيَا وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ– 'দুনিয়া, পরিবার, সম্পদ ও সন্তান থেকে চিরবিদায়' *(কুরতুবী)*। ভূপৃষ্ঠে সবাই থাকবে কেবল আমিই থাকব না। কেমন হবে আমিহীন জগতের সেই নিঃসঙ্গ অনুভূতি? হ্যাঁ। এবারে যেতে হবে তার কাছে, যিনি আমার রূহটা পাঠিয়েছিলেন দুনিয়ায় আমার মায়ের গর্ভে চার মাস বয়সে। কেমন হবে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে আমার সেই মোলাক্বাত? ভেবে দেখ হে কুরআনের পাঠক!

(২৯) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ– 'পায়ের নলার সাথে নলা জড়িয়ে যাবে'। এর দ্বারা মানুষকে তার মৃত্যুকালীন দুর্বলতম অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ সময় নিজের দু'পায়ের নলা একত্রিত করার ক্ষমতাটুকুও তার থাকবে না। বরং একটার সাথে অন্যটা জড়িয়ে যাবে।

(৩০) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ– 'সেদিন হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার দিন'। سَاقَ يَسُوقُ سَوْقًا অর্থ 'হাঁকিয়ে নেওয়া'। সেখান থেকে الْمَسَاقُ অর্থ 'প্রত্যাবর্তনস্থল'। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*।

(৩১) فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى– ‘সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি’। এখানে فَلاَ صَدَّقَ، অর্থ لَمْ يُصَدِّقْ ‘সে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি’। আরবরা لاَ ذَهَبَ অর্থ لَمْ يَذْهَبْ করে থাকে। ফলে حَرْفُ النَّفْيِ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্রিয়াপদকে ‘না’ বোধক করে দেয় *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, فَلاَ صَدَّقَ بِكِتَابِ اللهِ وَلاَ صَلَّى لِلَّهِ ‘সে আল্লাহ্র কিতাবে বিশ্বাস করেনি এবং আল্লাহ্র জন্য ছালাত আদায় করেনি’ *(কুরতুবী, শাওকানী)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হ’ল ছালাত আদায় করা।

৯ম হিজরীর রামাযান মাসে যখন ত্বায়েফ থেকে বনু ছাক্বীফ প্রতিনিধি দল ইসলাম কবুলের জন্য মদীনায় আসে, তখন তারা তাদের লালিত রীতি-নীতির আলোকে বেশ কিছু বিষয়ে সুবিধা চায়। তাদের উত্থাপিত ৬টি বিষয়ের প্রথম বিষয়টি ছিল, তাদেরকে ছালাত পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হৌক! কারণ এর মধ্যে তারা তাদের হীনতা দেখেছিল। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لاَ رُكُوعَ فِيهِ ‘ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই, যার মধ্যে ছালাত নেই’ *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৪২ পৃ.)*। এজন্যেই হাদীছে এসেছে, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ ‘ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ’ল ছালাত তরক করা’ *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯)*।

(৩২) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى– ‘কিন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে’। অর্থ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ وَتَوَلَّى عَنِ الْإِيمَانِ ‘সে কুরআনকে মিথ্যা বলেছে ও ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে’ *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ– ‘ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে’ *(আন‘আম ৬/৩৩)*। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) বলে ডাকত *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৫ পৃ.)*।

(৩৩) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى– ‘অতঃপর সে দম্ভভরে তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে’। অর্থ ذَهَبَ يَتَبَخْتَرُ ‘দম্ভভরে চলে যায়’ *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ– ‘আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৩৪)*। তিনি বলেন, إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا– إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ– ‘সে (দুনিয়াতে) তার পরিবারে হৃষ্টচিত্তে ছিল’। ‘সে ভেবেছিল যে, কখনোই সে (তার প্রভুর কাছে) ফিরে যাবে না’ *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১৩-১৪)*।

মুজাহিদ বলেন, (৩১-৩৩) আয়াত তিনটিতে আবু জাহল সম্পর্কে বলা হয়েছে *(কুরতুবী)*। তবে এর মাধ্যমে সকল যুগের হঠকারী সমাজ নেতাদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলির বিরুদ্ধে ধিক্কার স্বরূপ পরবর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।-

(৩৪-৩৫) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى– ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى– ‘ধিক তোমাকে পুনরায় ধিক!’। ‘অতঃপর ধিক তোমাকে পুনরায় ধিক!’। অর্থ لَكَ الْوَيْلُ، ثُمَّ الْوَيْلُ ‘তোমার জন্য ধ্বংস, অতঃপর ধ্বংস’ *(কুরতুবী)*। এর মাধ্যমে ধমকের পর ধমক দেওয়া হয়েছে। أَوْلَى-এর মূল ধাতু الْوَلْيُ অর্থ الْقَرْبُ ‘নৈকট্য’। আছমাঈ বলেন, আরবদের বাকরীতিতে أَوْلَى অর্থ مُقَارَبَةُ الْهَلاَكِ ‘ধ্বংসের নিকটবর্তী হওয়া’। যেমন বলা হয়, قَدْ وَلِيْتَ الْهَلاَكَ، قَدْ دَانَيْتَ الْهَلاَكَ– ‘তুমি ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়েছ’ *(কুরতুবী)*। কাউকে কঠোরভাবে ধিক্কার দেওয়ার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একই মর্মে এসেছে কুরআনে, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ‘আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

এখানে আবু জাহলের চারটি বদস্বভাবের বিরুদ্ধে চারটি ধমক দেওয়া হয়েছে। (১) সে রাসূল (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে বিশ্বাস করেনি (২) সে আল্লাহ্র জন্য ছালাত আদায় করেনি (৩) সে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করেছিল এবং (৪) সে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল *(কুরতুবী)*।

তবে أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى– ‘তোমার জন্য দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ!’। এটি আরবদের সাধারণ বাকরীতিও হ’তে পারে। কাউকে গালি দেওয়ার সময় তারা এভাবেই দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, (ক) ذُقْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ– ‘(অতঃপর বলা হবে) স্বাদ আস্বাদন কর। তুমি তো (দুনিয়ায়) ছিলে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত’ *(দুখান ৪৪/৪৯)*। (খ) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ– ‘তোমরা কিছুদিন খাও ও উপভোগ কর, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী’ *(মুরসালাত ৭৭/৪৬)*। (গ) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ‘অতএব তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাকে খুশী ইবাদত কর’ *(যুমার ৩৯/১৫)*। (ঘ) اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ– ‘তোমরা যা খুশী কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সবই তিনি দেখছেন’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪০)*।

বলা হয়েছে যে, একদিন রাসূল (ছাঃ) মাসজিদুল হারাম থেকে বের হচ্ছিলেন, এমন সময় আবু জাহলের সঙ্গে বনু মাখযূম দরজার নিকটে তাঁর দেখা হয়। ক্বাতাদাহ বলেন, লোকেরা ধারণা করে যে, এসময় আল্লাহ্র শত্রু আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামার কলার ধরে টান দেয়। তখন তিনি বলেন, أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى– 'তোমার জন্য দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ!'। জবাবে আবু জাহল বলেন, أَتُهَدِّدُنِي؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعَزُّ أَهلِ الْوَادِي وأَكْرَمُه 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? আল্লাহ্র কসম! এই উপত্যকাবাসীদের মধ্যে আমি সবচাইতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান'। ক্বাতাদাহ্র বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও বলেন, مَا تَسْتَطِيعُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ وَلاَ رَبُّكَ لِي شَيْئًا، إِنِّي لَأَعَزُّ مَنْ بَيْنَ جَبَلَيْهَا 'হে মুহাম্মাদ তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ? আল্লাহ্র কসম! তুমি বা তোমার রব কিছুই করতে পারবে না। এ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই জনপদে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত'। সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, পরে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়।[২৪৫] এর মধ্যে ধমকের পর ধমক রয়েছে।

(৩৬) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى– 'মানুষ কি মনে করে যে, এমনিতেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে?' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْآ أَنْ يَّقُولُوآ آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ– وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ– 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা ছাড়া পেয়ে যাবে কেবল এতটুকু বলেই যে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবেনা?' 'আমরা তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা নিয়েছি। অতএব আল্লাহ (প্রমাণসহ) জেনে নিবেন কারা (তাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিবেন কারা (তাতে) মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/২-৩)*।

(৩৭-৩৮) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنَى– ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى– 'সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রাণু ছিল না?' 'অতঃপর সে হ'ল রক্তপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও বিন্যস্ত করলেন'।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِينٍ– ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ– 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি' *(১২)*। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার

২৪৫. কুরতুবী; ইবনু কাছীর; তাফসীর আব্দুর রাযযাক হা/৩৪১৬-১৭; নাসাঈ কুবরা হা/১১৬৩৮।

মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি' *(১৩)*। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*।

(৩৯) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى– 'অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করলেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী'। অর্থ خَلَقَ مِنَ الْإِنْسَانِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ 'তিনি মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী' *(কুরতুবী, উছায়মীন)*। অর্থাৎ প্রথম মানুষ আদম থেকেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে। সে বানর বা বানরজাতীয় পশুর বিবর্তিত রূপ নয়। যেমনটি চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খৃ.) ও তার সমমনাগণ ধারণা করে থাকেন।

অত্র আয়াতে সৃষ্টিজগতের সবকিছু যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি, তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান যা প্রমাণ করে দিয়েছে ইলেক্ট্রন বা নেগেটিভ (আবিষ্কার : ১৮৯৭, ঋণাত্মক), প্রোটন বা পজেটিভ (১৯১৯, ধনাত্মক) ও নিউট্রন (১৯৩২, তড়িত শক্তিহীন অণু বিশেষ। যার ভর প্রোটনের প্রায় সমান) আবিষ্কারের মাধ্যমে। সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ– 'আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর' *(যারিয়াত ৫১/৪৯)*। কেবল এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বেজোড়। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ– اللهُ الصَّمَدُ– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ– وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ– 'বল, তিনি আল্লাহ এক' (১)। 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী' (২)। 'তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন' (৩)। 'আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*।

এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক ও দুই সংখ্যাগত দিক দিয়ে যেমন পৃথক, সত্তাগত দিক দিয়েও তেমনি পৃথক। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি তাই কখনো এক নয় বা একটি অপরটির অংশ নয়। যেমনটি অনেকে ধারণা করেন।[২৪৬] আল্লাহ বলেন, قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ– 'বলে দাও, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও প্রতাপশালী' *(রা'দ ১৩/১৬)*। তিনি আরও বলেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ– 'তিনি নভোমণ্ডল ও

২৪৬. বিস্তারিত দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, তাফসীর সূরা ফজর ৩ আয়াত।

ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। কিভাবে তাঁর সন্তান হতে পারে? অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই এবং তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ'। 'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। তিনি সকল বস্তুর কর্মবিধায়ক' *(আন'আম ৬/১০১-১০২)*।

(৪০) أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَىٰ– 'তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?' অর্থাৎ যিনি নিষ্প্রাণ পানিবিন্দু হ'তে জীবন্ত প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন? *(কুরতুবী)*।

উপরের আয়াতগুলিতে অহংকারী মানুষকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সূরার শেষে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, যিনি শুরুতে এটা করতে পারেন, তিনি কি পুনরায় মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ, বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*।

অর্থাৎ আল্লাহ অবশ্যই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম এবং পুনরুত্থান হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। সেকারণ ইমাম ও মুক্তাদী প্রত্যেককে অত্র আয়াত তেলাওয়াত শেষে বলতে হয়, *'সুবহা-নাকা ফা বালা'* (سُبْحَانَكَ فَبَلَى) 'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ! হ্যাঁ তুমি সক্ষম' *(আবুদাঊদ হা/৮৮৪, হাদীছ ছহীহ)*।

আল্লাহ তুমি আমাদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হিসাবে তোমার কাছে ফিরে যাবার তাওফীক দাও- আমীন!

॥ সূরা ক্বিয়ামাহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة القيامة، فلله الحمد والمنة

(১৬) তাড়াতাড়ি 'অহি' আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না। (১৭) নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। (১৮) অতএব যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। (১৯) অতঃপর এর ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই (ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)।

কুরআন ও হাদীছ দু'টিই যে আল্লাহ্র 'অহি' এবং দু'টিরই হেফাযতের দায়িত্ব যে আল্লাহ নিয়েছেন, সেকথা উপরোক্ত চারটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'কুরআন' হ'ল অহিয়ে মাতলু, যা তেলাওয়াত করা হয় এবং 'হাদীছ' হ'ল অহিয়ে গায়ের মাতলু, যা তেলাওয়াত করা হয় না।

সূরা দাহ্‌র (যুগ)

৷৷ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা রহমান ৫৫/মাক্কী-এর পরে ৷৷

পারা ২৯, সূরা ৭৬, রুকূ ২, আয়াত ৩১, শব্দ ২৪৩, বর্ণ ১০৬৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝١

(১) নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতীত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢

(২) আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣

(৩) আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক অথবা অকৃতজ্ঞ হৌক।

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤

(৪) আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ী ও প্রজ্বলিত অগ্নি।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥

(৫) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা কর্পূর মিশ্রিত পানপাত্র থেকে পান করবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦

(৬) এমন ঝর্ণা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, যাকে তারা যেখানে খুশী প্রবাহিত করবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧

(৭) যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টকারিতা হবে ব্যাপক।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨

(৮) তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩

(৯) (তারা বলে) আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদের খাদ্য দান করি। তোমাদের নিকট থেকে আমরা কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠

(১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটের দিনকে ভয় করি।

فَوَقٰهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١

(১১) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট হ'তে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ।

وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢

(১২) ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ সেদিন তিনি তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও রেশমী পোষাক।

مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣

(১৩) তারা সেদিন সুসজ্জিত আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতি গরম বা অতি শীত কোনটাই অনুভব করবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤

(১৪) বাগিচার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥

(১৫) আর তাদের খাদ্য পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং পানপাত্র সমূহ হবে কাঁচের।

قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦

(১৬) ঐ কাঁচগুলি হবে রৌপ্য নির্মিত। সেগুলি থেকে তারা পরিমাণমত পরিবেশন করবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧

(১৭) আর সেখানে তাদের পান করতে দেওয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়।

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨

(১৮) জান্নাতের ঐ ঝর্ণার নাম হবে 'সালসাবীল'।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝١٩

(১৯) তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ। তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠

(২০) যখন তুমি দেখবে, তখন সেখানে দেখবে অসংখ্য নে'মতরাজি ও বিশাল সাম্রাজ্য।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۚ وَحُلُّوْٓا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١

(২১) তাদের পোষাক হবে পাতলা সবুজ রেশমের (গেঞ্জী) ও মোটা রেশমের (জামা)। তারা রৌপ্য কংকনের অলংকার পরিহিত হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় (শরাবান তহূরা)।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢

(২২) নিশ্চয়ই এটি হবে তোমাদের জন্য প্রতিদান। আর তোমাদের সৎকর্মসমূহ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে। **(রুকূ ১)**

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝٢٣

(২৩) নিশ্চয়ই আমরা তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا ۝٢٤

(২৪) অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপাচারী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করবে না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ۝٢٥

(২৫) তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝٢٦

(২৬) আর রাত্রির কিছু অংশে তাঁর জন্য সিজদা কর এবং দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপী তাঁর জন্য তাসবীহ তেলাওয়াত কর।

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝٢٧

(২৭) নিশ্চয়ই ওরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং কঠিন দিবসকে পিছনে ফেলে রাখে।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝٢٨

(২৮) আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গঠনকে মযবূত করেছি। আর যখন আমরা চাইব, তাদের পরিবর্তে অনুরূপ কোন জাতিকে নিয়ে আসব।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝٢٩

(২৯) নিশ্চয় এটি উপদেশবাণী। অতএব যে চায় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক!

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٣٠

(৩০) আর তোমরা (আল্লাহ্র পথের) ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣١

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। **(রুকূ ২)**

গুরুত্ব :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِـيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةُ وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ)- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা দাহ্র পাঠ করতেন'।[২৪৭]

তাফসীর :

(১) هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا- 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'।

هَلْ أَتَى، অর্থ قَدْ أَتَى 'অবশ্যই এসেছিল'। هَلْ অব্যয়টি প্রশ্নবোধক, অস্বীকার বোধক ও খবর বোধক তিন অর্থে আসে। এখানে খবর দান অর্থে এসেছে *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে

২৪৭. বুখারী হা/৮৯১; মুসলিম হা/৮৭৯; মিশকাত হা/৮৩৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ।

মানুষের জন্ম সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টির পূর্বে সে কিছুই ছিল না। একইভাবে আদম সন্তান তার সৃষ্টিকালে কেবল তুচ্ছ পানি বিন্দু ছিল। এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষ যেন দাম্ভিক না হয় এবং তার অতীত ভুলে না যায়। সম্ভবতঃ একথা বারবার স্মরণ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি জুম'আর দিন ফজরের জামা'আতে এটি পাঠ করতেন। তাঁর সুন্নাতের অনুসরণে বিশ্বের দিকে দিকে অগণিত মসজিদে ইমামগণ এটি পাঠ করে থাকেন। কিন্তু এগুলি শোনার মত ও বুঝার মত মুছল্লী কতজন থাকেন? অত্র আয়াতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রতিবাদ রয়েছে। যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ বানর বা বানর সদৃশ পশুর বিবর্তিত রূপ মাত্র।[২৪৮]

حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، অর্থ مُدَّةٌ مِّنَ الزَّمَانِ 'যুগের একটি সময়' বলে মহাকালের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। যখন আল্লাহ স্বীয় দু'হাত দিয়ে মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অথবা এর অর্থ মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহে ১২০ দিন বা চার মাস বয়সে রূহ আগমনের পূর্বেকার অবস্থা।[২৪৯] অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণু পরস্পরে মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে তার অবয়ব তৈরী হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ- 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি' (১২)। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি' (১৩)। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*।

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا- 'যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। এর দ্বারা মানুষকে তার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকে বুঝানো হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

২৪৮. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'বিবর্তনবাদ' বই ৩২ পৃ.।
২৪৯. বুখারী হা/৩২০৮ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।

অথবা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত মহাসৃষ্টির তুলনায় মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না বুঝানো হয়েছে। নইলে গুরুত্বের বিবেচনায় মানব সৃষ্টিই ছিল সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। আর মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল বাকী সকল কিছু। সেকারণ রবিবার থেকে ছয় দিন ধরে সকল সৃষ্টির শেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় শেষ মুহূর্তে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন[২৫০] এবং সবকিছুকে আদম সন্তানের অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ– 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের অনুগত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই 'আল্লাহ' সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' *(লোকমান ৩১/২০)*।

(২) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا– 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন'।

نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، অর্থ أَخْلاَطٍ 'মিশ্রিত শুক্রবিন্দু'। একবচনে مِشْجٌ وَمَشِيجٌ অর্থ خَلِيطٌ 'মিশ্রিত' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ পিতা-মাতার মিশ্রিত পানি বিন্দু। এর মধ্যে জীব বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস নিহিত রয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীর সংমিশ্রিত বীর্যের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি হওয়ার এ তথ্য সর্বপ্রথম কুরআনই বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এটি জানতে পেরেছে মাত্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হার্টিগ (Hartwig)-এর মাধ্যমে। অতঃপর ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী ভ্যান বোডেন এটা প্রমাণ করেন যে, সন্তান উৎপাদনে উভয়ের বীর্য সমানভাবে ভূমিকা রাখে। অতঃপর ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী মোরজন সন্তানের উত্তরাধিকার নির্ণয়ে ভ্রূণ সমূহের ভূমিকা প্রমাণ করেন যে, স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর ডিম্বে প্রবেশ করেই এই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অথচ এর পূর্বে এরিষ্টটলের মত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই'।[২৫১]

উল্লেখ্য যে, শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ'ল সকল বস্তুর মূল *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। আর বীর্যের মূল হ'ল পানি।

---

২৫০. হূদ ১১/৭; ক্বা-ফ ৫০/৩৮; হা-মীম সাজদাহ ৪১/৯-১০; কুরতুবী, তাফসীর সূরা আন'আম ২ আয়াত।
২৫১. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : ইফাবা ১ম প্রকাশ ২০০৩) ৪২১ পৃ.।

প্রাণবান প্রাণী সৃষ্টির উৎস :

মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হ'ল 'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm)। যাকে বলা হয় 'আদি প্রাণসত্তা'। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) একে Bombshell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ'ল- ম্যাগনেক্সিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। তা হ'ল সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। কিন্তু এইসব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা 'প্রোটোপ্লাজম' তৈরী করা সম্ভব নয়। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের 'কণা' পরিলক্ষিত হয়নি।[২৫২] এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে, অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে তাদের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ।[২৫৩] স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে *(দাহ্‌র ৭৬/২)*।

উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার স্খলিত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু থাকে। আল্লাহ্‌র হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রী ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেটিতেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম নেয় আল্লাহ্‌র হুকুমে *(সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব ৪২০-২১ পৃ.)*।

মাতৃগর্ভের তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমতঃ একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য ও অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন

২৫২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ৪০৮-০৯ পৃ.।
২৫৩. মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭।

কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? *(সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব ৪২২ পৃ.)*। কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিণ্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পর তার ললাটে লিখে দেন চারটি বিষয়। তার 'আজাল' তথা আয়ুষ্কাল, তার 'আমল' তথা কর্মকাণ্ড, তার 'রিযিক' ও সে হতভাগা হবে, না সৌভাগ্যবান। অতঃপর তাতে রূহ ফুঁকে দেন ও তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন[২৫৪]। অতঃপর পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পর সেখান থেকে তাকে বাইরে ঠেলে দেন *('আবাসা ৮০/১৮-২০)* পিতা-মাতার স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম!*[২৫৫]

পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম লাভের তথ্য কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে *(দাহ্র ৭৬/২)*। এরিস্টটল (খৃ. পূর্ব ৩৮৪-৩২২) সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে।[২৫৬] কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে কার্যকর।

এভাবেই জগত সংসারে মানুষের বংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে নারী ও পুরুষের সংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় রেখে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। মানুষ যদি জন্ম নিরোধ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাহ'লে সমাজে নারী ও পুরুষের জন্মহারে তারতম্য ঘটবে। পরিণামে সামাজিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে। প্রগতির দাবীদার রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে যার অবধারিত শাস্তি ভোগ করছে। এতদিন মায়ের গর্ভে ভ্রূণ হত্যা করে সমাজে কর্মশক্তির অভাব ঘটায় তারা এখন উল্টা অধিকহারে সন্তান জন্মদানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করছে। এগুলি আল্লাহ্র সৃষ্টি কৌশলের উপরে অযাচিত হস্তক্ষেপের তিক্ত ফল মাত্র। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী'। 'সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়-হাড্ডিকে, যখন সেগুলি পচে-গলে যাবে?' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮)*।

---

২৫৪. বুখারী হা/৩৩৩২; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

২৫৫. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত নবীদের কাহিনী ১/২৩-২৪ পৃ.; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা সূরা 'আবাসা' ১৮-১৯ ও ২০ আয়াতের তাফসীর দ্র. ১০৫-০৭ পৃ.।

২৫৬. বুখারী হা/২৮২; মুসলিম হা/৩১৩, ৩১১; মিশকাত হা/৪৩৩-৪৩৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'গোসল' অনুচ্ছেদ।

نَبْتَلِيهِ অর্থ نَخْتَبِرُهُ 'তাকে আমরা পরীক্ষা করব'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَّهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্‌ক ৬৭/২)*। এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ কোন মূর্তি বা রোবট নয়। তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দেওয়া হয়েছে। এটাও বুঝানো হয়েছে যে, সে অন্যান্য জীব-জন্তুর মত কেবল চোখ-কানের অধিকারী নয়। তার মধ্যে রয়েছে বুঝশক্তি ও পরিমাপ করার শক্তি। যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ– 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৭)*। তিনি বলেন, اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُوْ الْأَلْبَابِ– 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৮)*। সেকারণেই প্রত্যেকটি অঙ্গের হিসাব নেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*। মানুষকে অন্য প্রাণীর মত বিনা হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى؟ 'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬)*।

মানুষ কিভাবে পরস্পরের কথা শুনতে পায় ও পরস্পরকে দেখতে পায়, কিভাবে উভয়ের মধ্যে তারবিহীন সংযোগ হয়, কিভাবে শোনা ও দেখার জন্য মস্তিষ্ক ও হৃদয় একসাথে কাজ করে, কিভাবে সমস্ত দেহ-মন একই লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠে, এসব বিষয়ে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানী বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে অত্র আয়াতে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। কেননা কোন বুদ্ধিমান সত্তা ব্যতীত বুদ্ধিহীন ন্যাচারের মাধ্যমে এরূপ অতুল্য সৃষ্টি আদৌ সম্ভব নয়। অতএব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নিকট মানুষকে তার সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তাকে পার্থিব জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوا أَنْ يَّقُوْلُوا آمَنَّا وَهُمْ

لاَ يُفْتَنُوْنَ؟ 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা ছাড়া পেয়ে যাবে কেবল এতটুকু বলেই যে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' *(আনকাবূত ২৯/২)*।

(৩) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক অথবা অকৃতজ্ঞ হৌক'।

هَدَيْنَاهُ অর্থ بَيَّنَّا لَهُ وَوَضَّحْنَاهُ 'তার জন্য আমরা বর্ণনা করেছি ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছি' *(ইবনু কাছীর)*। অত্র আয়াতে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, বান্দার ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই। এর মধ্যে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফের্কা ক্বাদারিয়াদেরও প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, বান্দা নিজ ইচ্ছায় কিছু করেনা আল্লাহ তাকে বাধ্য করা ব্যতীত। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা এই যে, আল্লাহ হ'লেন কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী। সেকারণ বান্দা তার কর্মের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি পাবে।

যামাখশারী বলেন, এর অর্থ إِمَّا شَاكِرًا فَبِتَوْفِيقِنَا وَإِمَّا كَفُورًا فَبِسُوءِ اخْتِيَارِهِ 'হয় সে কৃতজ্ঞ হবে আমাদের দেওয়া তাওফীক অনুযায়ী, অথবা অকৃতজ্ঞ হবে তার নিজের মন্দ এখতিয়ার অনুযায়ী' *(কাশশাফ)*। কারণ মু'তাযেলী মাযহাব অনুযায়ী আল্লাহ মানুষের জন্য কেবল ভাল ইচ্ছা করেন। মন্দ ইচ্ছা নয়। অথচ আহলে সুন্নাতের মাযহাব অনুযায়ী ভাল ও মন্দ সবকিছুরই স্রষ্টা আল্লাহ। একইভাবে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতারও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। বান্দা তা প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। অন্যত্র এসেছে, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ' *(বালাদ ৯০/১০)*। তাছাড়া ছামূদ জাতির অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'অতঃপর ছামূদ জাতি। তাদেরকে আমরা পথপ্রদর্শন করেছিলাম। কিন্তু তারা হেদায়াতের বদলে অন্ধত্বকে পসন্দ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের লাঞ্ছনাকর শাস্তির নিনাদ তাদেরকে পাকড়াও করল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا– 'প্রত্যেক মানুষ সকালে ওঠে। অতঃপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে'।[২৫৭]

إِمَّا شاكِراً، 'সে কৃতজ্ঞ হৌক' অর্থ بِالإِهْتِدَاءِ وَالْأَخْذِ فِيهِ 'সুপথের অনুসরণ ও গ্রহণের মাধ্যমে সে কৃতজ্ঞ হৌক' *(ক্বাসেমী)*। এটি ধমকি হিসাবেও হ'তে পারে। কারণ এর

২৫৭. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১, রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

পরের দু'টি আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তি এবং সৎকর্মশীলদের জন্য পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا– 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহফ ১৮/২৯)*।

(৪) إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاً وَّأَغْلاَلاً وَّسَعِيرًا– 'আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ী ও প্রজ্বলিত অগ্নি'। এর মাধ্যমে জাহান্নামে কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

سَلاَسِلاً এক বচনে سِلْسِلَةٌ অর্থ 'শৃংখল' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ– 'অতঃপর সত্তুর হাত লম্বা শিকলের মধ্যে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেল একে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩২)*। ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ سَلاَسِلَ-কে তানভীন শূন্য ও তানভীনযুক্ত (سَلاَسِلاً) দু'ভাবে পড়েছেন।[২৫৮] দু'টিই রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে অবিরত ধারায় বর্ণিত। যদিও যামাখশারী এটিকে ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণের ভুল হিসাবে গণ্য করেন। কেননা তারা এই ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করেন যে, প্রচলিত ক্বিরাআত রাসূল (ছাঃ) থেকে অবিরত ধারায় বর্ণিত নয় *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। এরূপ ধারণা খুবই বিভ্রান্তিকর। এর ফলে কুরআনের বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আর তাতে নাস্তিকরা সুযোগ নিবে।

(৫) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً– 'নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা কর্পূর মিশ্রিত পানপাত্র থেকে পান করবে'। مِزَاجُهَا অর্থ خَلْطُهَا 'মিশ্রণ'। এখানে كَانَ অতিরিক্ত *(কুরতুবী)*। যা বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আসে।

(৬) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا– 'এমন ঝর্ণা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, যাকে তারা যেখানে খুশী প্রবাহিত করবে'। يُفَجِّرُونَهَا অর্থ يَقُودُونَهَا حَيْثُ شَاءُوا 'তারা একে প্রবাহিত করবে যেখানে তারা নিতে চাইবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

---

২৫৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : কুরতুবী, তাফসীর অত্র আয়াত।

(৭) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا– ‘তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টকারিতা হবে ব্যাপক’। এখান থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত الْأَبْرَار তথা সৎকর্মশীল মুমিনদের পরপর ৩টি বিশেষ গুণের কথা বলা হয়েছে। অত্র আয়াতে তাদের প্রথম গুণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা বৈধ মানত পূর্ণ করে। যদিও মানতের মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না। কেবল কৃপণের অর্থ ব্যয় হয় মাত্র।[২৫৯] তবে তাতে তার মালের ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধি আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজের মানত করে, সে যেন তা পূর্ণ করে এবং পাপের কাজে মানত করলে যেন তা পূর্ণ না করে’।[২৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ– ‘আল্লাহ্র অবাধ্যতার কোন কাজে এবং যার উপরে আদম সন্তানের কর্তৃত্ব নেই এমন কোন কাজের মানত পূর্ণ করা নয়’।[২৬১]

وَيَخَافُونَ يَوْمًا، ‘এবং সেই দিনকে ভয় করে’ বলে ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার প্রতি আতংক ও ভীতিকে সৎকর্মশীল ঈমানদারগণের ২য় গুণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা ক্বিয়ামতকে ভয় করত না। সেদিনের জওয়াবদিহিতার কঠিন ভয় থাকলে তারা কখনো শেষনবী (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করত না। মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে, যারা কেবল বিশ্বাস করে। কিন্তু ভয় করে না। এখানে ভয়ের গুণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا– ‘যেদিনের অনিষ্টকারিতা হবে ব্যাপক’। مُسْتَطِيرًا অর্থ مُنْتَشِرًا ‘বিস্তৃত’ *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসের অনিষ্টকারিতা হবে সর্বব্যাপী।

(৮) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّأَسِيرًا– ‘তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে’। এটি সৎকর্মশীলদের ৩য় গুণ। সেটা এই যে, তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম, মিসকীন ও কয়েদীদের খাদ্য দান করে। এর অর্থ এটাও হ’তে পারে যে, নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও এবং খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ইয়াতীম-মিসকীনকে খাদ্য দান করে *(কুরতুবী)*। এখানে ইয়াতীম-মিসকীনের সাথে أَسِيرًا বা কয়েদীর কথা বলা হয়েছে তাকে গুরুত্ব

২৫৯. বুখারী হা/৬৬৯৩; মুসলিম হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৪২৬, রাবী আবু হুরায়রা ও ইবনু ওমর (রাঃ)।
২৬০. বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
২৬১. মুসলিম হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৩৪২৮, রাবী ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ)।

প্রদানের জন্য। কেননা কয়েদী ব্যক্তি মিসকীনের চাইতে অসহায়। ইয়াতীম-মিসকীনদের চলাফেরা ও অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু হাজতী-কয়েদীদের তা থাকে না। এদের খাওয়ানোর সাথে عَلَى حُبِّهٖ 'আল্লাহ্‌র মহব্বতে' শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থে খাওয়ালে নেকী পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের প্রতি উপদেশ রয়েছে।

(৯) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شُكُورًا- '(তারা বলে) আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না'।

অত্র আয়াতে ইয়াতীম, মিসকীন ও বন্দীদের খাদ্য দানের বিনিময়ে মনের মধ্যে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ না রাখার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উঁচু মনের পরিচয়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর মুমিন ছায়া পাবে, তাদের এক শ্রেণী হবে তারাই যারা ডান হাতে দান করে, অথচ বাম হাত তা জানতে পারে না।[২৬২]

(১০) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا- 'আমরা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী বিপদের দিনকে ভয় করি'। عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا অর্থ ضَيِّقًا طَوِيلاً 'দীর্ঘস্থায়ী সংকটের দিন' অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন *(ইবনু কাছীর)*।

(১১) فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا- 'অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট হ'তে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ'। যেমন অন্যত্র এসেছে, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ- 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল'। 'সহাস্য ও প্রফুল্ল' *('আবাসা ৮০/৩৮-৩৯)*।

(১২) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَرِيرًا- 'ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ সেদিন তিনি তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও রেশমী পোষাক'।

بِمَا صَبَرُوا অর্থ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ عَلَي طَاعَةِ اللهِ 'আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ধৈর্য ধারণের কারণে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অথবা سَبَبُ اجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ وَالدَّعْوَةِ فِي سَبِيلِهِ وَاحْتِمَالِ الْأَذَى فِيْهِ- 'আল্লাহকৃত হারাম সমূহ থেকে বিরত থাকার কারণে এবং তাঁর রাস্তায় দাওয়াত

২৬২. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

Contents

দানের কারণে ও তাতে কষ্ট ভোগ করার কারণে' *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَمًا 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*। তিনি আরও বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ- سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ- 'তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে'। 'তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বিধায় তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! কতই না সুন্দর তোমাদের এই পরিণাম গৃহ' *(রা'দ ১৩/২৩-২৪)*।

(১৩) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيرًا- 'তারা সেদিন সুসজ্জিত আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতি গরম বা অতি শীত কোনটাই অনুভব করবে না'।

مُتَّكِئِينَ فِيهَا، অর্থ جَزَاهُمْ جَنَّةً مُتَّكِئِينَ فِيهَا 'তিনি তাদেরকে পুরস্কার দিবেন জান্নাত, যেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসবে'। مُتَّكِئِينَ বাক্যে حال হয়েছে। عَلَى الْأَرَآئِكِ অর্থ عَلَى السُّرُرِ فِي الْحِجَالِ 'পর্দার মধ্যে সুসজ্জিত আসনে' *(কুরতুবী)*। الْإِتِّكَاءُ অর্থ 'ঠেস দেওয়া'। الْأَرَآئِكُ একবচনে الْأَرِيكَةُ 'সুসজ্জিত আসন'।

شَمْسًا وَّلاَ زَمْهَرِيرًا- অর্থ لاَ حَرًّا وَّلاَ بَرْدًا 'না গরম না ঠাণ্ডা'। এখানে مَلْزُوْمٌ বলে لاَزِمٌ অর্থ বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ شَمْسًا সূর্য বলে সূর্যের তাপ বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা জান্নাতের শান্তিময় পরিবেশের সুন্দর বাণীচিত্র অংকিত হয়েছে।

(১৪) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً- 'গাছের ছায়াগুলি তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে'। এখানে 'ছায়া' বলে ফলসহ গাছকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, -قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ 'যার ফলসমূহ নাগালের মধ্যে থাকবে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৩)*।

(১৫) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا- 'আর তাদের খাদ্য পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং পানপাত্র সমূহ হবে কাঁচের'।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ অর্থ يُدِيْرُ عَلَيْهِمْ خَدَمُهُمْ كُئُوسَ الشَّرَابِ ‘সেবকগণ পানীয় পাত্রসমূহ নিয়ে বিচরণ করবে’ *(নাসাফী)*। অথবা يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْخَدَمُ بِأَوَانِي الطَّعَامِ ‘সেবকগণ খাদ্যের পাত্র সমূহ নিয়ে বিচরণ করবে’ *(ইবনু কাছীর)*।

أَكْوَابٍ একবচনে كُوبٌ অর্থ هُوَ الْكُوزُ الْعَظِيمُ الَّذِي لاَ أُذُنَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ ‘বড় পানপাত্র যার কান্দা নেই ও হাতল নেই’ *(শাওকানী)*। যেমন জগ বা গ্লাস।

قَوَارِيرَا একবচনে قَارُوْرَةٌ অর্থ وِعاءٌ من الزُّجاج ‘কাঁচপাত্র’। অতঃপর বলা হয়েছে قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ‘কাঁচপাত্র গুলি হবে রৌপ্য নির্মিত’। অর্থাৎ রূপার পানপাত্রগুলি স্বচ্ছতায় কাঁচের মত হবে। যার ভিতর-বাহির সব দেখা যাবে। দুনিয়াতে এর কোন তুলনা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জান্নাতের সবকিছু দুনিয়ার মত হবে, কেবল কাঁচপাত্র গুলি হবে রৌপ্যের’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। মহিলাদের বহনকারী উটের চালক নিগ্রো গোলাম আনজাশাহ্‌র উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ ‘ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচপাত্র গুলি ভেঙ্গে ফেল না’।[২৬৩] এর দ্বারা তিনি মহিলাদের দুর্বল দেহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(১৬) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا- ‘ঐ কাঁচপাত্র গুলি হবে রৌপ্য নির্মিত। সেগুলি থেকে তারা পরিমাণমত পরিবেশন করবে’।

অত্র আয়াতে পুনরায় قَوَارِيرَ আনার উদ্দেশ্য হ’ল তাকীদ করা এবং এটি যে পূর্বের আয়াতের সাথে যুক্ত সেটা বুঝানো *(ক্বাসেমী)*। অত্র আয়াতে قَوَارِيرًا-কে ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণের একদল তানভীনযুক্ত এবং একদল তানভীন শূন্য বলেন। যারা তানভীনযুক্ত বলেন, তারা আলিফসহ قَوَارِيرًا পড়েন। আর যারা তানভীন শূন্য বলেন, তারা আলিফ ছাড়াই কেবল قَوَارِيرَ পড়েন। দু’টিই রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমোদিত ও অবিরতধারায় বর্ণিত *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা দাহর ৪ আয়াত)*।

قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا- অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ বলেন, أَتَوْا بِهَا عَلَى قَدْرِ رِيِّهِمْ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ وَّلاَ نُقْصَانٍ ‘তারা তাদেরকে পরিবেশন করবে তাদের তৃষ্ণা নিবারণের পরিমাণ অনুযায়ী। তার চাইতে বেশীও নয় কমও নয়’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(১৭) وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً- ‘আর সেখানে তাদের পান করতে দেওয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়’।

---

২৬৩. বুখারী হা/৬২১১; মুসলিম হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৪৮০৬ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছিল, مِزَاجُهَا كَافُوْرًا– 'কর্পূর মিশ্রিত পানীয়'। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কখনো কর্পূর মিশ্রিত পানি পরিবেশন করা হবে, যা ঠাণ্ডা এবং কখনো আদা মিশ্রিত পানি পরিবেশন করা হবে, যা শরীর গরম করে *(ইবনু কাছীর)*। পানীয়ের সাথে আদা মিশানো আরবদের রীতি ছিল *(কুরতুবী)*। জান্নাতে সেটাই মুমিনদের দেওয়া হবে তাদের পরিচিত পানীয় হিসাবে। যা তখন হবে স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে।[২৬৪] ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হিন্দের রাজা উপঢৌকন হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক কলস আদা (زَنْجَبِيْلٌ) প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ছাহাবীদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে বিতরণ করেন। সেখান থেকে আমাকেও তিনি এক টুকরা খেতে দেন' *(হাকেম ৪/১৫০ পৃ.)*।[২৬৫] হিন্দের রাজা বলে বাংলাদেশের 'রাহ্‌মী' (رَهْمِــى) বংশীয় রাজাকে বুঝানো হয়েছে।[২৬৬] উক্ত রাহ্‌মী রাজার নামেই বর্তমানে কক্সবাজারের 'রামু' উপযেলার নামকরণ করা হয়েছে বলে বিদ্বানগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই আরবদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একারণে চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের জন্য 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

আরাকানে ইসলাম আগমনের প্রায় দেড়শ' বছর পর ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং বাধ্যগতভাবে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়।

এভাবে বার্মায় আগত মুসলমানদের প্রচারের ফলে স্থানীয় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষণা মতে অনুমান করা হয় যে, এইসব আরব ও স্থানীয় মুসলিমরা চট্টগ্রামে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত হ'তেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন।[২৬৭]

---

২৬৪. ক্বাযী আতহার মুবারকপুরী (১৯১৬-১৯৯৬ খৃ.) 'আল-ইক্বদুছ ছামীন' (কায়রো : দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/১৭; লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত ডক্টরেট থিসিস ৪০৩, ৪২৫ পৃ.।

২৬৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدَى مَلِكُ الْهِنْدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهَا زَنْجَبِيلٌ فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً وَأَطْعَمَنِي مِنْهَا قِطْعَةً– *(হাকেম হা/৭১৯০, ৪/১৫০)*। হাদীছটির সনদ 'যঈফ' হ'লেও খবর হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

২৬৬. আল-ইক্বদুছ ছামীন ১/২৪ পৃ.।

২৬৭. ড. এনামুল হক (ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ১৯০২-১৯৮২ খৃ.), 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' (ঢাকা : আদিল ব্রার্দাস, ১৯৪৮; আলোচনা দ্র. Dr. A.K.M. Yaqub Ali, ASPECTS OF SOCIETY AND CULTURE OF THE BARIND, 1200-1576. A.D. (Unpublished Ph.D. thesis) pp. 186-187.

(১৮) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً– 'জান্নাতের ঐ ঝর্ণার নাম হবে 'সালসাবীল'। যার অর্থ সহজে প্রবহমান *(কুরতুবী)*।

এটি 'সালসাবীল' فَعْلَلِيلٌ ওযনে এসেছে سَلاَلَةٌ থেকে। যার অর্থ সহজে প্রবহমান এবং যা খুবই সুস্বাদু। জান্নাতী ঝর্ণা, যা আরশের নীচ থেকে বেরিয়ে জান্নাতবাসীদের দিকে প্রবাহিত হবে। سَلْسَبِيْلاً আসলে تُسَمَّى-এর نائب فاعل হওয়ার কারণে سَلْسَبِيْلٌ ছিল। কিন্তু আয়াতের অন্তঃমিলের জন্য سَلْسَبِيلاً হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا– 'আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে' *(আহযাব ৩৩/১০)*। অনুরূপভাবে فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ– 'অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল' *(আহযাব ৩৩/৬৭)*। কুরআনে এরূপ সাতটি আলিফ রয়েছে, যেগুলি পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে উচ্চারিত হবে না। কিন্তু ওয়াক্বফ করলে উচ্চারিত হবে এবং টেনে পড়তে হবে। উক্ত আলিফগুলি হ'ল, لَكِنَّا، أَنَا، الظُّنُونَا، الرَّسُولَا- السَّبِيلَا، سَلْسِلَا- قَوَارِيرَا। এগুলিকে একত্রে اَلْأَلِــفَاتُ السَّبْعُ বা 'সাতটি আলিফ' বলা হয়।[২৬৮]

(১৯) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا– 'তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ। তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা'।

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، অর্থ بَاقُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّبَابِ لاَ يَهْرَمُونَ وَلاَ يَتَغَيَّرُونَ 'যৌবনের উপর তারা স্থায়ী থাকবে। যারা বৃদ্ধ হবে না এবং পরিবর্তিত হবে না *(কুরতুবী)*। কারণ তরুণরাই সেবার কাজে সবচেয়ে চটপটে। তারা বৃদ্ধ হবে না বা খিদমত থেকে অবসর নেবে না এবং মৃত্যুবরণ করবে না।

وِلْدَانٌ একবচনে وَلِيدٌ ও وَلَدٌ অর্থ 'সদ্য ভূমিষ্ট সন্তান'। لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا– অর্থ لُؤْلُؤًا مُّفَرَّقًا 'বিক্ষিপ্ত মুক্তা'। বিছানার উপর ছড়িয়ে থাকলে যেগুলিকে অতীব সুন্দর দেখা যায় *(কুরতুবী)*।

(২০) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا– 'যখন তুমি দেখবে, তখন সেখানে দেখবে অসংখ্য নে'মতরাজি ও বিশাল সাম্রাজ্য'।

---

২৬৮. দ্র. লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আরবী ক্বায়েদা' ৩য় ভাগ 'তাজবীদ শিক্ষা' ৫১ পৃ.।

ثَمَّ رَأَيْتَ ‘সেখানে তুমি দেখবে’ ظرف مكان হয়েছে। مُلْكًا كَبِيرًا– ‘বিশাল সাম্রাজ্য’। কেননা আল্লাহ সেদিন বলবেন,–فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ‘তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়ার ন্যায় ও তার চেয়ে দশগুণ বিশাল সাম্রাজ্য’।[২৬৯] ثَمَّ অর্থ ‘সেখানে’ ও ثُمَّ অর্থ ‘অতঃপর’। যবরকে পেশ পড়লে আয়াতের অর্থ ও মর্ম দু’টিই পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতএব পাঠক সাবধান!

(২১) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ، وَحُلُّوآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا– ‘তাদের পোষাক হবে পাতলা সবুজ রেশমের (গেঞ্জী) ও মোটা রেশমের (জামা)। তারা রৌপ্য কংকনের অলংকার পরিহিত হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় (শরাবান তহূরা)’।

سُنْدُس ‘ঐ রেশমের কাপড় যা দেহের সঙ্গে লেগে থাকে’। إِسْتَبْرَقٌ ‘ঐ রেশমের পোষাক যা উপরে থাকে এবং অন্যেরা দেখতে পায়’ *(ইবনু কাছীর)*। সেখান থেকে অর্থ নেওয়া হয়েছে ‘গেঞ্জী’ যা দেহের সাথে লেগে থাকে। আর পোষাক হ’ল যা গেঞ্জীর উপরে থাকে। অথবা سُنْدُس অর্থ পাতলা রেশমের কাপড় এবং إِسْتَبْرَق অর্থ মোটা রেশমের কাপড় *(কুরতুবী)*। এতে তথ্য পাওয়া যায় যে, দেড় হাযার বছর পূর্বেও আরবদের মধ্যে গেঞ্জীর ব্যবহার ছিল।

وَحُلُّوآ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ‘তারা রৌপ্য কংকনের অলংকার পরিহিত হবে’। أَسَاوِرَ একবচনে سُوَار، سِوَار، أُسْوَار অর্থ স্বর্ণ বা রৌপ্য কংকন *(মিছবাহুল লুগাত)*। অন্যত্র এসেছে, أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا، ‘স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা খচিত কংকন’ *(হজ্জ ২২/২৩; ফাত্বির ৩৫/৩৩)*। এর ব্যাখ্যা এটাও হ’তে পারে যে, দুনিয়ার ন্যায় জান্নাতে তাকে রূপার অলংকার এবং তার স্ত্রীদের জন্য স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলংকার দেওয়া হবে। অথবা কখনো তাকে দু’হাতে দু’টি রূপার অলংকার এবং কখনো স্বর্ণের অলংকার পরানো হবে’ *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। এতে বুঝা যায় যে, এগুলি মুমিন পুরুষের জন্য দুনিয়াতে হারাম, কিন্তু আখেরাতে হালাল।

(২২) إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا– ‘নিশ্চয়ই এটি হবে তোমাদের জন্য প্রতিদান। আর তোমাদের সৎকর্মসমূহ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে’।

---

২৬৯. বুখারী হা/৬৫৭১; মুসলিম হা/১৮৬; মিশকাত হা/৫৫৮৬, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

جَزَآءً অর্থ جَزَاكُمُ اللهُ عَلَى الْقَلِيلِ بِالْكَثِيرِ 'আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দিবেন তোমাদের কম আমলের বিপরীতে অধিক ছওয়াব দানের মাধ্যমে' *(ইবনু কাছীর)*।

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا– 'আর তোমাদের সৎকর্মসমূহ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে'। অর্থ وَكَانَ عَمَلُكُمْ مَقْبُولاً بِالثَّوَابِ 'তোমাদের আমল সমূহ আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে বহুগুণ ছওয়াব দানের মাধ্যমে' *(ছাফওয়াতুত তাফাসীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ– 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

(২৩) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً– 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে একটি একটি আয়াত নাযিল করে। সমস্ত আয়াত একত্রে নাযিল করেননি। সেজন্যে এখানে نَزَّلْنَـــا عَلَيْكَ، বলা হয়েছে *(কুরতুবী)*। তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীলের মত একসাথে নাযিল না করে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার কারণ কি ছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً؟ كَذَلِكَ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَـــرْتِيلاً– 'অবিশ্বাসীরা বলে, তার প্রতি কুরআন একসাথে নাযিল হ'ল না কেন? (হ্যাঁ) এভাবেই হয়েছে। আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি' *(ফুরক্বান ২৫/৩২)*। বস্তুতঃ প্রশ্নের পর উত্তর পেলে সেটাই অধিকতর হৃদয় শীতলকারী হয়।

(২৪) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا– 'অতএব তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপাচারী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করবে না'।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، অর্থ فَاصْبِرْ لِقَضَآءِ رَبِّكَ 'তোমার প্রতিপালকের ফায়ছালার অপেক্ষায় তুমি ধৈর্য ধারণ কর' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ তোমার উপর কুরআন নাযিলের সিদ্ধান্তের জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থাক এবং এর প্রচারে দৃঢ়চিত্ত থাক। আর এজন্য প্রাপ্ত দুঃখ-কষ্টে তুমি আল্লাহ্‌র ফায়ছালার উপর ধৈর্য ধারণ কর *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ়চিত্ত মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।

وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا– ‘আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপাচারী কিংবা অবিশ্বাসীর আনুগত্য করবে না’। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তুমি পাপী ও কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্য করবে না, যদি তারা একাজে বাধা দেয়।

آثِمًا অর্থ فَاجِراً فِي أَفْعَالِهِ ‘যারা কর্মসমূহে পাপাচারী’। كَفُورًا অর্থ كَافِرًا بِقَلْبِهِ ‘যারা হৃদয় থেকে অবিশ্বাসী’ *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– ‘আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারার কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু’চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে’ *(কাহফ ১৮/২৮)*। এখানে ‘চেহারার কামনায়’ অর্থ ‘জান্নাতে আল্লাহ্র চেহারা দর্শন কামনায়’ *(মুসলিম হা/১৮১)*। যা কেবল জান্নাতবাসী মুমিনরাই দেখবে। আর অবিশ্বাসী ও কপটবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র চেহারা দর্শনে বঞ্চিত হবে *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।[২৭০]

অবিশ্বাসী ও কপটবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا– ‘যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেবে’ *(নিসা ৪/৬১)*।

(২৫) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلاً– ‘সকালে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর’। সকালে অর্থ ফজরে এবং সন্ধ্যায় অর্থ আছরে দু’রাক‘আত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– ‘আর তুমি তোমার গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৫; মির‘আত ২/২৬৯)*। অর্থাৎ আছরে ও ফজরে। মি‘রাজে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বে এটাই ছিল রীতি।

(২৬) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً– ‘আর রাত্রির কিছু অংশে তাঁর জন্য সিজদা কর এবং দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপী তাঁর জন্য তাসবীহ তেলাওয়াত কর’। অর্থাৎ রাত্রিতে

২৭০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীর সূরা ক্বিয়ামাহ ২২-২৩ আয়াত।

দীর্ঘক্ষণ তাহাজ্জুদের নফল ছালাতে রত থাক *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় কর। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত' *(ইসরা ১৭/৭৯)*।

لَيْلاً طَوِيلاً- 'দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপী' অর্থ نِصْفَهُ أَو زِيَادَةً عَلَيْهِ 'তার অর্ধেক অথবা কিছু বেশী' *(ক্বাসেমী)*।

(২৭) إِنَّ هٰؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً- 'নিশ্চয়ই ওরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং কঠিন দিবসকে পিছনে ফেলে রাখে'। এর মধ্যে দুনিয়াদার লোকদের স্বার্থপর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। যারা আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না বা তাকে ভয় পায় না।

يَوْمًا ثَقِيلاً- 'কঠিন দিন' বলতে ক্বিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ বলেন, إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ، فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ- 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*।

(২৮) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً- 'আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদের গঠনকে মযবূত করেছি। আর যখন আমরা চাইব, তাদের পরিবর্তে অনুরূপ কোন জাতিকে নিয়ে আসব'।

شَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ، অর্থ شَدَّدْنَا خَلْقَهُمْ 'তাদের গঠনকে মযবূত করেছি' *(ত্বাবারী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ- 'যিনি সকল বস্তু সুন্দর রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি হ'তে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার (আদমের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম করেন ও তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়সমূহ। কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক' *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*। অত্র আয়াতে মানুষকে তার সৃষ্টি বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে সে অহংকারী না হয়।

وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً- 'আর যখন আমরা চাইব, তাদের পরিবর্তে অনুরূপ কোন জাতিকে নিয়ে আসব'-এর অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা চাইলে

তাদের ধ্বংস করে দেব ও তদস্থলে অন্যদের নিয়ে আসব, যারা আল্লাহ্র প্রতি অধিকতর আনুগত্যশীল হবে’ *(কুরতুবী)*।

এখানে ধমকি দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যখন চাইব, তখন তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্যদের আনব *(ত্বাবারী, ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيرًا– ‘যদি তিনি ইচ্ছা করেন হে মানব জাতি! তোমাদেরকে হটিয়ে দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসবেন। আর এতে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাশালী’ *(নিসা ৪/১৩৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوآ أَمْثَالَكُمْ– ‘আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবী। এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। তিনি বলেন, إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ، وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ– ‘তিনি চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দিবেন ও নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য মোটেই কঠিন নয়’ *(ইব্রাহীম ১৪/১৯-২০)*। তিনি এবিষয়ে আরও কঠোর ভাষায় বলেন, فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ– عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ– ‘অতঃপর আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের মালিকের। নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম-’ *(৪০)* ‘তাদের বদলে উত্তম লোকদের সৃষ্টি করতে। আর আমরা এতে আদৌ অপারগ নই’ *(মা‘আরিজ ৭০/৪০-৪১)*।

নমরূদ-ফেরাঊনের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে ইব্রাহীম ও মূসার অনুসারীদের সম্মানিত আসনে বসানো কি এর বাস্তব প্রমাণ নয়? অতএব এ যুগের ক্ষমতাগর্বী ফেরাঊনরা সাবধান হও!

(২৯) إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘নিশ্চয় এটি উপদেশবাণী। ‘অতএব যে চায় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক’! এখানে هٰذِهِ অর্থ এই সূরা বা নিকটবর্তী আয়াত সমূহ *(কাশশাফ)*। تَذْكِرَةٌ অর্থ مَوْعِظَةٌ ‘উপদেশবাণী’ *(কুরতুবী)*।

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً– ‘অতএব যে চায় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক’! إِلَى رَبِّهِ ‘তার প্রতিপালকের দিকে’ অর্থ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ‘জান্নাতের রাস্তার দিকে’। অথবা طَرِيقًا مُوَصِّلاً إِلَى طَاعَتِهِ وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ ‘আল্লাহ্র আনুগত্য ও তার

সন্তুষ্টির রাস্তা অনুসন্ধান করুক' *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা মনে করেন, বান্দার নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই। সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 'পুতুলের মত নাচে' মাত্র।

(৩০) وَمَا تَشَاۤؤُنَ اِلَّاۤ أَنْ يَّشَاۤءَ اللهُ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا– 'আর তোমরা (আল্লাহ্‌র পথের) ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'।

অত্র আয়াতে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা ধারণা করেন যে, বান্দার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। সে তার কর্মের ফলাফল পায়। অতএব তার ইচ্ছাটাই এখানে মুখ্য। অথচ জাবরিয়া ও ক্বাদারিয়া উভয় চরমপন্থী আক্বীদার মধ্যবর্তী আক্বীদা এই যে, বান্দা অবশ্যই তার কর্মে স্বাধীন এবং সেজন্যেই সে তার ফলাফল পাবে। কিন্তু এজন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রয়োজন হবে। তাঁর ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়া বান্দা সৎকর্ম বা দুষ্কর্ম কোনটাই করতে সক্ষম হবে না। আর সেকারণ বান্দাকে সবসময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করতে হয়। অত্র সূরার সর্বশেষ দুই আয়াতে সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে মু'তাযেলী মুফাসসির আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, وَمَا تَشَاۤؤُنَ اِلَّاۤ أَنْ يَّشَاۤءَ اللهُ بِقَسْرِهِمْ عَلَيْهَا– 'তারা কোন ইচ্ছা করতে পারে না, কেবল অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদেরকে উক্ত কাজে বাধ্য করার মাধ্যমে' *(কাশশাফ)*। অথচ আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। তিনি ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। যেমন তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক অথবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহ্‌র ৭৬/৩)*। তিনি বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*।

অতএব এবিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের সঠিক আক্বীদা এই যে, বান্দা তার কর্মে স্বাধীন ও সে তার কর্মের জন্য দায়ী হবে। আর সেকারণেই সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হবে। যদি সে তার কর্মে স্বাধীন নাই-ই হবে এবং আল্লাহ বাধ্য না করা পর্যন্ত যদি সে কোন সৎকর্ম না করে, তাহ'লে জান্নাত ও জাহান্নামের আক্বীদাই বাতিল হয়ে যাবে।

শিক্ষণীয় ঘটনা :

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুজাদ্দিদ খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) স্বয়ং এইসব বিদ‘আতী আক্বীদা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। তিনি ক্বাদারিয়া নেতা গায়লান দামেষ্কী (নিহত ১০৫ হি.)-কে দরবারে ডাকিয়ে এনে তার মতবাদের সপক্ষে দলীল পেশ করতে বলেন। গায়লান সূরা দাহর-এর ৩ আয়াত পেশ করলে খলীফা তাকে আরও সামনে পড়ে যেতে বলেন। অতঃপর অত্র সূরার সর্বশেষ দু’টি আয়াত পাঠ অন্তে খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করেন, বল এখন তোমাদের বক্তব্য কি? সে লা-জওয়াব হয়ে উপস্থিত সঙ্গী-সাথীসহ ‘তওবা’ করে চলে যায়। কিন্তু খলীফার মৃত্যুর পরে পুনরায় গায়লান তার পূর্ব মতে ফিরে যায়। পরবর্তী খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-১২৫ হি.) তাকে দরবারে ডেকে এনে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করেন। পরাজিত হ’লে তাকে হাত-পা কেটে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[২৭১] বর্তমান যুগের মুসলিম শাসকরা মুসলমানদের আক্বীদা সুরক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হ’লে আজ মুসলিম সন্তানেরা জঙ্গীবাদ ও শৈথিল্যবাদের খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হতো না।

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’। অর্থ আল্লাহ বান্দার ভিতর-বাহির সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত এবং সৃষ্টিজগতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় প্রাজ্ঞ। কিসে বান্দার কল্যাণ রয়েছে, সেটা তিনিই ভাল জানেন এবং তাঁর সার্বিক কর্মব্যবস্থাপনা সর্বদা প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বলেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ– ‘বস্তুতঃ তোমরা এমন অনেক বস্তু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক বস্তু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না’ *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

৩০ ও ৩১ আয়াত তার পূর্বের ২৯ আয়াতের হুকুম রহিতকারী নয়, বরং ব্যাখ্যাকারী হিসাবে এসেছে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ বান্দা নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ্র পথ বেছে নিবে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত সেটিতে সে সক্ষম হবে না। কারণ হুকুম দানের মূল মালিক আল্লাহ, মানুষ নয় *(ত্বাবারী)*।

(৩১) يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا– ‘তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’।

২৭১. লেখক প্রণীত ডক্টরেট থিসিস (রাবি) ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ’ ৮৭ পৃ. গৃহীত : ড. আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খৃ.), ‘ফাজরুল ইসলাম’ (কায়রো : মাকতাবা নাহযাহ মিছরিয়াহ, ১১তম সংস্করণ ১৯৭৫) পৃ. ২৮৫-৮৬; ইমাম হিবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮ হি.), শরহ উছূলু ই‘তিক্বাদ আহলুস সুন্নাহ, তাহকীক : ড. আহমাদ সা‘দ হামাদান (রিয়াদ : তাবি) ১/৪৭ পৃ.।

পূর্বের আয়াতের ন্যায় অত্র আয়াতেও তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ– 'আল্লাহ যাকে চান তাকে স্বীয় রহমতের জন্য খাছ করে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক' *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*। তিনি বলেন, أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ– 'মনে রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দানের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ বরকতময়' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। সকল কর্মব্যবস্থাপনার একক মালিকানা তাঁর হাতে। যেমন তিনি বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন' *(সাজদাহ ৩২/৫)*। তাঁর এই ব্যবস্থাপনায় কোন শরীক নেই।

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا– 'আর যালেমদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

وَالظَّالِمِينَ নছব হয়েছে উহ্য ক্রিয়া أَعَدَّ এর 'কর্ম' হওয়ার কারণে। অর্থাৎ أَعَدَّ لِلظَّالِمِينَ 'যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন' *(জালালায়েন)*। وَالظَّالِمِينَ অর্থ وَهُمُ الَّذِينَ صَرَفُوا مَشِيئَتَهُمْ إِلَى خِلاَفِ مَا ذُكِرَ 'উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির বিপরীতে যারা তাদের ইচ্ছাকে পরিচালিত করে' *(ক্বাসেমী)*। এরা কাফের-মুশরিক, মুনাফিক-ফাসেক যে কোন ব্যক্তি হ'তে পারে। তবে এখানে 'যালেমদের' অর্থ 'কাফেরদের' হওয়াটাই অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ 'অবিশ্বাসী' হওয়ার পরিণাম স্বরূপ তারাই জাহান্নামে চিরকাল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে থাকবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নাও- আমীন!

॥ সূরা দাহ্‌র সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الإنسان، فلله الحمد والمنة

খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তথা ৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকালে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই তাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এজন্য চট্টগ্রামকে 'বাবুল ইসলাম' (ইসলামের দুয়ার) বলা হয়। ৬০১ হিজরী তথা ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী মামলূক সেনাপতি বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে বাংলার অংশবিশেষ লাখনৌতি রাজ্য জয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। এসময় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে মিশ্রিত হয় তুর্কী, আফগান, পাঠান, মোঙ্গল ও স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজকে কুরআন-হাদীছের প্রকৃত (pure) ইসলাম থেকে লৌকিক (popular) ইসলামে অভ্যস্ত করে তোলে। 'বাংলায় চলতি কথায় কোন কিছুর তত্ত্ব বা সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয়- 'বিষয়টার হদিস মিলছে না'। এ থেকে সম্ভবতঃ অনুমান করা চলে, এদেশের সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীছের প্রভাব'।

আরাকানে ইসলাম আগমনের প্রায় দেড়শ' বছর পর ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং বাধ্যগতভাবে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়।

সূরা মুরসালাত (প্রেরিত ফেরেশতাগণ)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা হুমাযাহ ১০৪/মাক্কী-এর পরে ॥

পারা ২৯, সূরা ৭৭, রুকূ ২, আয়াত ৫০, শব্দ ১৮১, বর্ণ ৮১৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾

(১) শপথ মৃদুমন্দ বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের।

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾

(২) শপথ ঝঞ্ঝাবায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের।

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾

(৩) শপথ মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের।

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾

(৪) শপথ হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী আয়াত সমূহ নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের।

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾

(৫) শপথ নবীগণের প্রতি অহি প্রক্ষেপণকারী ফেরেশতাদের।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾

(৬) ওযর না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

(৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সংঘটিত হবেই।

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

(৮) যেদিন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হবে।

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

(৯) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

(১০) যেদিন পর্বতমালা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١١﴾

(১১) যেদিন (স্ব স্ব উম্মতের সাথে) রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হবে।

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

(১২) এগুলি কোন্ দিবসের জন্য বিলম্বিত করা হচ্ছে?

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

(১৩) বিচার দিবসের জন্য।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

(১৪) তুমি কি জানো বিচার দিবস কি?

(১৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (১)।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾
(১৬) আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾
(১৭) অতঃপর আমরা তাদের অনুগামী করব পরবর্তীদের।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾
(১৮) অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾
(১৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (২)।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾
(২০) আমরা কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি নিকৃষ্ট পানি হ'তে?	اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾
(২১) অতঃপর আমরা তা রাখি (জরায়ুর) নিরাপদ আধারে।	فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾
(২২) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।	اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾
(২৩) অতঃপর আমরা তাকে পরিমিত অবয়ব দান করি। অতএব কতই না নিপুণ সেই কারিগরগণ!	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৩)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
(২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে?	اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾
(২৭) আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।	وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
(২৮) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৪)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾
(২৯) চল তোমরা তার দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾
(৩০) চল তোমরা তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।	اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

(৩১) যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে না।[২৭২]	لَا ظَلِيلٍ وَّلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۝٣١
(৩২) যা অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে।	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝٣٢
(৩৩) যেন সেটি পীত বর্ণের উষ্ট্রশ্রেণী।	كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝٣٣
(৩৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৫)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٣٤
(৩৫) এটা এমন একটা দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না।	هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝٣٥
(৩৬) তাদের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না যে তারা ওযর পেশ করবে।	وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝٣٦
(৩৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৬)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٣٧
(৩৮) এটা বিচার দিবস। এদিন আমরা তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্রিত করব।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ ۝٣٨
(৩৯) অতএব যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে, তবে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝٣٩
(৪০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৭) (রুকূ ১)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٤٠ ع
(৪১) নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে সুশীতল ছায়াতলে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে।	إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٤١
(৪২) এবং ফল সম্ভারের মধ্যে, যা তারা কামনা করবে।	وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٤٢
(৪৩) (বলা হবে,) তোমরা খুশী মনে খাও ও পান কর তোমাদের সৎকর্মের বিনিময়ে।	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٤٣
(৪৪) এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।	إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝٤٤
(৪৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৮)	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٤٥

২৭২. এর দ্বারা জাহান্নামের অগ্নি কুণ্ডলীর ছায়া ও দুনিয়ার শীতল ছায়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝানো হয়েছে।

Contents

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ

(৪৬) তোমরা কিছুদিন খাও ও ভোগ কর, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

(৪৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (৯)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ

(৪৮) যখন তাদের বলা হয় রুকূ কর, তারা রুকূ করে না (অর্থাৎ ছালাত পড়ে না)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

(৪৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য (১০)

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

(৫০) এক্ষণে তারা এরপর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে? **(রুকূ ২)**

[পারা সমাপ্ত]

তাফসীর :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিনা পাহাড়ের এক গুহাতে ছিলাম। এমন সময় সূরা 'মুরসালাত' নাযিল হয়। অতঃপর তিনি পাঠ করতে থাকেন এবং আমি তার মুখ থেকে নিয়ে তা পড়তে থাকি। তিনি তখনও পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের দিকে লাফিয়ে পড়ল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওটাকে মেরে ফেল। তখন আমরা দ্রুত তার দিকে গেলাম ও মেরে ফেললাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে সে বেঁচে গেল এবং তার অনিষ্ট থেকে তোমরা বেঁচে গেলে'।[২৭৩]

(১-৫) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا- فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا- وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا- فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا- فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا- 'শপথ মৃদুমন্দ বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের' *(১)*। 'শপথ ঝঞ্ঝাবায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের' *(২)*। 'শপথ মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের' *(৩)*। 'শপথ হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী আয়াত সমূহ নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের' *(৪)*। 'শপথ নবীগণের প্রতি অহি প্রক্ষেপণকারী ফেরেশতাদের' *(৫)*।

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا- অর্থ وَالْمَلَآئِكَةِ إِذَا أُرْسِلَتْ بِالعُرْفِ 'শপথ মৃদুমন্দ বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ সোলায়মান (আঃ) সম্পর্কে বলেন, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ- 'অতঃপর আমরা তার অনুগত করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে প্রবাহিত হ'ত সহনীয় গতিতে, যেখানে সে যেতে চাইত' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৬)*। বস্তুতঃ আল্লাহ্র হুকুমে বান্দার কল্যাণের জন্য বায়ু সর্বদা মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

২৭৩. বুখারী হা/৪৯৩০, ৪৯৩৪; মুসলিম হা/২২৩৪।

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا- অর্থ اَلْمَلَآئِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِالرِّيَاحِ يَعْصِفُونَ بِهَا ‘শপথ ঝঞ্ঝাবায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের’ *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوا بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও সাগরে ভ্রমণ করান। এভাবে যখন তোমরা নৌকায় থাক এবং অনুকূল আবহাওয়ায় সেগুলি তাদের নিয়ে চলতে থাকে, তখন তারা তাতে খুশী হয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু তাদেরকে গ্রাস করে ও চারিদিক থেকে বড় বড় ঢেউ আসতে থাকে। তখন তারা ধারণা করে যে, তারা ঘেরাওয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে তারা খালেছ আনুগত্যের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে’ *(ইউনুস ১০/২২)*।

وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا- অর্থ اَلْمَلَآئِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِالسُّحُبِ يَنْشُرُونَهَا ‘শপথ মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ু নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের’ *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- ‘তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী হিসাবে বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন ঐ বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালাকে বহন করে আনে, তখন আমরা তাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে নেই। অতঃপর ওটা থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত করব। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর’ *(আ‘রাফ ৭/৫৭)*। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থ لِكَى تتذكَّروا ‘যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর’ *(ক্বাসেমী)*।

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا- অর্থ اَلْمَلَآئِكَةُ تَنْزِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ‘শপথ হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী আয়াত সমূহ নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাদের’ *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ- ‘সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ’ *(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*।

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا- অর্থ اَلْمَلَآئِكَةُ الْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ اللهِ إِلَى أَنْبِيَائِهِ ‘শপথ নবীগণের প্রতি আল্লাহ্‌র অহি প্রক্ষেপণকারী ফেরেশতাদের’ *(ক্বাসেমী)*। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের ইজমা রয়েছে *(কুরতুবী)*।

উপরোক্ত পাঁচটি শপথের ব্যাখ্যা তিন ভাবে হ'তে পারে। (১) إِقْسَامٌ بِالرِّيَاحِ الْمُرْسَلَةِ 'শপথ প্রেরিত মৃদুমন্দ বায়ুর' (২) إِقْسَامٌ بِالْمَلَآئِكَةِ الْمُرْسَلَةِ بِأَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ 'শপথ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ নিয়ে প্রেরিত ফেরেশতাগণের' (৩) إِقْسَامٌ بِالرُّسُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ الْمَبْعُوْثَةِ بِذَلِكَ 'শপথ আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ নিয়ে প্রেরিত রাসূলগণের' *(ক্বাসেমী)*। তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রতিটিতে ফেরেশতাদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যারা আল্লাহ্র হুকুমে সংশ্লিষ্ট কর্ম সমূহ সম্পাদন করেন।

فَالْفَارِقَاتِ-এর অর্থ ফেরেশতাগণ হওয়ার ব্যাপারে ইবনু কাছীর বলেন, لاَ خِلاَفَ هَهُنَا 'এতে কোন মতভেদ নেই' *(ইবনু কাছীর)*। সে হিসাবে এর অর্থ হবে জিব্রীল (আঃ)। কারণ তিনিই অহি বহনের দায়িত্বশীল *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*। যদিও مَلاَئِكَةٌ বহুবচন এসেছে। আর মর্যাদাবান ব্যক্তিকে বহুবচনে বলাটা আরবী বাকরীতিতে রয়েছে। তাছাড়া জিব্রীলের সাথে অন্য ফেরেশতাগণ থাকেন। পরের আয়াতেই এসেছে, فَالْمُلْقِيَاتِ 'শপথ অহি প্রক্ষেপণকারী ফেরেশতাদের'। যেমন অন্যত্র এসেছে, تَنَزَّلُ الْمَلَآئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا 'এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ' *(ক্বদর ৯৭/৪)*। 'রূহ' অর্থ রূহুল আমীন জিব্রীল (আঃ)। যিনি ফেরেশতাদের নিয়ে ক্বদরের রাত্রিতে অবতরণ করেন শান্তির বারতা নিয়ে। এর কারণ হিসাবে পরের আয়াতে বলা হয়েছে।-

(৬) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا- 'ওযর না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য'। অর্থ إِعْذَارًا مِّنَ اللهِ أَوْ إِنْذَارًا إِلَى خَلْقِهِ مِنْ عَذَابِهِ 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওযরের অবকাশ না রাখার জন্য অথবা বান্দাকে তার শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য' *(কুরতুবী)*। এ ব্যাখ্যায় কোন মতভেদ নেই' *(ইবনু কাছীর)*।

(৭) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ- 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সংঘটিত হবেই'। এটি হ'ল পূর্ববর্তী শপথ সমূহের জওয়াব। অর্থাৎ ক্বিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ- وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ- 'তোমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য'। 'আর কর্মফল দিবস অবশ্যই আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫-৬)*।

(৮) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ- 'যেদিন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হবে'। طَمَسَ يَطْمِسُ طَمْسًا طُمُوسًا، অর্থ ذَهَبَ ضَوْءُهَا 'আলো নিভে গেছে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ طُمِسَتْ

Contents

অন্যত্র বলেন, وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ– 'যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে' *(তাকভীর ৮১/২)*। এর মধ্যে পৃথিবী ধ্বংসের দুঃসংবাদ রয়েছে।

(৯) وَإِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ– 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে'। অর্থ فُتِحَتْ وَشُقَّتْ 'উন্মুক্ত হবে ও বিদীর্ণ হবে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً– 'আর আকাশ খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তা বহু দরজা বিশিষ্ট হবে' *(নাবা ৭৮/১৯)*।

(১০) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ– 'যেদিন পর্বতমালা উড়িয়ে দেওয়া হবে'। نَسَفَ يَنْسِفُ نَسْفًا، نُسِفَتْ অর্থ اِقْتَلعتْ من أماكنِها بِسُرعةٍ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا 'স্থান থেকে দ্রুত উৎপাটিত হওয়া। অতঃপর সেগুলি উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়' *(ক্বাসেমী)*। نَسَفَ الشَّيْءَ : اِقْتَلَعَهُ مِنْ أَصْلِهِ وَفَتَّتَهُ وَهَدَمَهُ 'কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ছিন্ন-ভিন্ন করা ও ধ্বংস করা' *(লিসানুল আরব)*। আল্লাহ বলেন, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا 'এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৫)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ– 'যেদিন পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে' *(তাকভীর ৮১/৩)*।

উপরে বর্ণিত ৮ হ'তে ১০ পরপর তিনটি আয়াতে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১১) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ– 'যেদিন (স্ব স্ব উম্মতের সাথে) রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হবে'। أُقِّتَتْ অর্থ أُجِّلَتْ 'সময় নির্ধারিত হবে' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ 'নবীদের জন্য স্ব স্ব উম্মতের সাথে ফায়ছালার সময় নির্ধারিত হবে' *(কুরতুবী)*।

أُقِّتَتْ আসলে ছিল وُقِّتَتْ যা أ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে *(কুরতুবী)*। وقَّتَ يُوقِّتُ، تَوْقِيتًا، جَعَلَ له وقْتًا يُفْعَلُ فِيْهِ অর্থ فهو مُوَقِّتٌ، والمفعول مُوَقَّتٌ 'কোন কাজ করার জন্য সময় নির্ধারিত করা'। যেমন وَقَّتَ اللهُ الصَّلاَةَ اى حَدَّدَ لَها وَقْتًا 'আল্লাহ ছালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছেন'। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا– 'অতঃপর যখন তোমরা (ভীতির) ছালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা শংকামুক্ত হবে, তখন সুস্থিরভাবে ছালাত সম্পন্ন কর। নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত' *(নিসা ৪/১০৩)*।

উপরের আয়াত সমূহে অতীত ক্রিয়া আনা হয়েছে বিষয়গুলির নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ– '(স্মরণ কর হে নবী!) যেদিন আল্লাহ তার রাসূলগণকে একত্রিত করবেন। অতঃপর বলবেন, তোমরা তোমাদের উম্মতগণের কাছ থেকে কি জবাব পেয়েছিলে? উত্তরে তারা বলবে, (পরবর্তীতে তাদের অবাধ্যতার কথা) আমাদের জানা নেই। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী' *(মায়েদাহ ৫/১০৯)*। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নূহ সহ সকল নবীকে ডাকা হবে এবং বলা হবে, তোমরা কি তোমাদের স্ব স্ব উম্মতের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলে? সকলে বলবেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাদের উম্মতকে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তারা বলবে, না। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত দেননি। তখন আল্লাহ নবীদের বলবেন, তোমাদের সাক্ষী কোথায়? তারা বলবেন, আমাদের সাক্ষী মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মতগণ। তখন তাদের ডাকা হবে এবং তারা বলবে, হ্যাঁ। নবীগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। বলা হবে, কিভাবে তোমরা এটা জানলে? তারা বলবে, আমাদের নিকট আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন যে, বিগত রাসূলগণ স্ব স্ব কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন'।[২৭৪]

উক্ত বিষয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَآءِ شَهِيدًا– 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা ৪/৪১)*। মুহাম্মাদ বিন ফাযালাহ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বনু যাফার গোত্রে এলেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নিসা ৪১)*। তিনি সেখানকার একটি পাথরের উপর বসলেন। এসময় তাঁর সাথে ইবনু মাসঊদ, মু'আয বিন জাবাল ও অন্যান্য ছাহাবীগণ ছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলেন। ইবনু মাসঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি কুরআন শুনাও। বললাম, আমি কুরআন শুনাব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي 'আমি এটি অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালবাসি'। ইবনু মাসঊদ বলেন, অতঃপর আমি সূরা নিসা পাঠ করতে শুরু করলাম। অতঃপর যখন ৪১ আয়াতে এলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, أَمْسِكْ 'থামো'। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে'।[২৭৫]

২৭৪. বুখারী হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৫৫৫৩।
২৭৫. বুখারী হা/৪৫৮২, ৫০৫৫; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

(১২) –لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ 'এগুলি কোন্ দিবসের জন্য বিলম্বিত করা হচ্ছে?' أُجِّلَتْ অর্থ أُخِّرَتْ 'বিলম্বিত করা হচ্ছে' *(কুরতুবী)*। أَخَّرَهُ : أَجَّلَ الشَّيْءَ، أَجَّلَ يُؤَجِّلُ تَأْجِيْلاً 'সে কাজটি বিলম্বিত করেছে' *(আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব)*। ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য প্রশ্নের আকারে বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(১৩) –لِيَوْمِ الْفَصْلِ 'বিচার দিবসের জন্য'। অর্থ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ 'সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের মধ্যে ফায়ছালার দিনের জন্য' *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ বলেন, –إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মতভেদের বিষয়গুলিতে তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন' *(সাজদাহ ৩২/২৫)*।

সেদিন স্ব স্ব আমল অনুযায়ী মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের ফায়ছালা করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, –فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। তিনি আরও বলেন, –وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে ফিরে যাবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

বস্ততঃ এটাই ছিল মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ আয়াত *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ফায়ছালার জন্য স্ব স্ব কর্মের মূল ভূমিকা থাকলেও তা আল্লাহ্র রহমত ছাড়া কার্যকর হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَنْ يُّنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا، وَرُوحُوا بِشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا– 'তোমাদের কাউকে তার আমল জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। তবে যদি আল্লাহ নিজ রহমত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করে নেন। অতএব তোমরা সঠিকভাবে কাজ কর ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে কিছু সৎকর্ম কর। সাবধান! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারবে'।[২৭৬] অতএব সৎকর্ম

---

২৭৬. বুখারী হা/৬৪৬৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

করার জন্য নিজের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি ব্যয় করতে হবে। সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের আকাংখী থাকতে হবে।

(১৪) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ– ‘তুমি কি জানো বিচার দিবস কি?’

وَمَآ أَدْرَاكَ، অর্থ وَمَا أَعْلَمَكَ ‘কোন্ বস্তু তোমাকে জানাবে’?। খ্যাতনামা তাবেঈ সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন, ‘যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ وَمَآ أَدْرَاكَ، ‘তুমি কি জানো’ বলেন, তখন তিনি সে বিষয়টি জানিয়ে দেন। যেমন এখানে তিনি ক্বিয়ামত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আর যখন বলেন, وَمَا يُدْرِيْكَ তখন সে বিষয়টি তিনি জানিয়ে দেন না’ *(কুরতুবী)*। যেমন সূরা ‘আবাসা ৩ আয়াতে জানিয়ে দেননি। সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগত অন্ধ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, –وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ‘তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ’ত’। অর্থাৎ পরে যে আব্দুল্লাহ ইসলাম কবুল করবেন, সে কথা রাসূল (ছাঃ) জানতেন না। যদিও আল্লাহ তা জানতেন।[২৭৭]

(১৫) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ– ‘সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য’। কথাটি অত্র সূরার ৫০টি আয়াতের মধ্যে ১০টি আয়াতে দশ বার এসেছে এবং এটি হ’ল তার প্রথম। যা এসেছে অবিশ্বাসীদের কঠোরভাবে ধমকানোর জন্য ও তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রতিটি বিষয়বস্তু শেষে আয়াতটি আনা হয়েছে অকাট্ট বিষয়ে মিথ্যারোপ করার বিরুদ্ধে ধমকি হিসাবে।

وَيْلٌ হ’ল (كَلِمَةُ وَعِيْدٍ) অর্থ ‘ধ্বংস, দুর্ভোগ, শাস্তি ও লাঞ্ছনা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ, তাঁর রসূলগণ, তাঁর কিতাব সমূহ ও বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে’ *(কুরতুবী)*। কুরআনের বহু স্থানে শব্দটি এসেছে অবিশ্বাসীদের ধমকানোর জন্য ও দুঃসংবাদ শুনানোর জন্য।

وَيَّلَ يُوَيِّلُ تَوْيِيْلٌ، وَيَّلَهُ، وَيَّلَ لَهُ اى أَكْثَرَ لَهُ مِنْ ذِكْرِ الوَيْلِ؛ الْوَيْلُ وَالْوَيْلَةُ، وَهُمَا الْهَلَكَةُ، وَالْجَمْعُ الْوَيْلَاتُ، وَيْلَاتُ الْحُرُوبِ : كَوَارِثُهَا، مَصَائِبُهَا। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا، ‘তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে?’ *(কাহফ ১৮/৪৯)*। মু‘আল্লাক্বা খ্যাত জাহেলী কবি ইমরাউল

২৭৭. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, আমর ইবনু উম্মে মাকতূম আল-ক্বারশী ক্রমিক ৫৭৬৮, ৪/৬০০ পৃ.।

ক্বায়েস (৫০১-৫৪০ খৃ.) বলেন, –فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي ‘সে বলল, তোমার ধ্বংস হৌক, তুমি আমাকে উট থেকে নামিয়ে দিলে!’ *(মু‘আল্লাক্বা ইমরাউল ক্বায়েস, চরণ ক্রমিক ২৬)*।

يَوْمَئِذٍ অর্থ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْهَائِلِ ‘সেই ভয়াবহ দিনে’ *(শাওকানী)*। এগুলি যৌগিক শব্দ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা কোন আমল করেনা। যেমন يَوْمَئِذٍ، حِينَئِذٍ، عِنْدَئِذٍ প্রভৃতি।

(১৬-১৮) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ- كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ- ‘আমরা কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?’ *(১৬)*। ‘অতঃপর আমরা তাদের অনুগামী করব পরবর্তীদের’ *(১৭)*। ‘অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি’ *(১৮)*।

প্রমাণ হিসাবে পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, একই অবস্থা পরবর্তী মিথ্যারোপকারীদের জন্যেও হবে। আল্লাহ বলেন, পাপাচারীদের বিরুদ্ধে এটাই আমাদের রীতি। পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে এবং সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র সমূহের দ্বারা প্রতিদিন হাযার হাযার মানুষ মরছে ও সভ্যতা বিধ্বস্ত হচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ নয় কি? আল্লাহ বলেন, وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا- وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَّكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا- ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার এরাদা করি, তখন আমরা সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই’। ‘আর নূহের পরের যুগ সমূহে আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তাই তার বান্দাদের পাপাচার সমূহের খবর জানা ও দেখার জন্য যথেষ্ট’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৬-১৭)*।

(২০-২৩) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ- فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ- ‘আমরা কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি নিকৃষ্ট পানি হ’তে?’ *(২০)*। ‘অতঃপর আমরা তা রাখি (জরায়ুর) নিরাপদ আধারে’ *(২১)*। ‘নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত’ *(২২)*। ‘অতঃপর আমরা তাকে পরিমিত অবয়ব দান করি। অতএব কতই না নিপুণ সেই কারিগরগণ!’ *(২৩)*।

فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ- ‘কতই না নিপুণ সেই কারিগরগণ!’ বলে আল্লাহ নিজেকে বুঝিয়েছেন *(সা‘দী)*। বহুবচন এসেছে আল্লাহ্র উচ্চ মর্যাদার কারণে। যেমন অন্যত্র এসেছে, فَنِعْمَ

–الْمَاهِدُونَ ‘অতএব আমরা কতই না সুন্দরভাবে বিছিয়েছি’ *(যারিয়াত ৫১/৪৮)*। ‘আমরা’ বলে বহুবচনের সম্মানজনক ক্রিয়াপদ (صِيغَةُ الْعَظَمَةِ) আনা হয়েছে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা ক্বদর ১ আয়াত)*।

উপরোক্ত চারটি আয়াতে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[২৭৮]

(২৫-২৭) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا– أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا– وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَّأَسْقَيْنَاكُمْ مَآءً فُرَاتًا– ‘আমরা কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে?’ *(২৫)*। ‘জীবিত ও মৃতদেরকে?’ *(২৬)*। ‘আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি’ *(২৭)*। অত্র তিনটি আয়াতে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য এবং পর্বতমালার কল্যাণকারিতা বর্ণিত হয়েছে।

আখফাশ বলেন, كِفَاتًا একবচনে كَافِتَةٌ অর্থ جَامِعَةٌ ‘জমাকারী’ বা ‘ধারণকারী’ *(কুরতুবী)*। ইমাম শা‘বী (২১-১০৩ হি.) বলেন, بَطْنُهَا لِأَمْوَاتِكُمْ وَظَهْرُهَا لِأَحْيَائِكُمْ ‘ভূগর্ভ হ’ল মৃতদের জন্য এবং ভূপৃষ্ঠ হ’ল জীবিতদের জন্য ধারণকারী’ *(ইবনু কাছীর)*।

رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، অর্থ الثَّوَابِتُ الطِّوَالُ ‘দৃঢ় ও দীর্ঘ পর্বতসমূহ’ যা পৃথিবীকে টলটলায়মান হওয়া থেকে দৃঢ় রাখে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا– وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا– ‘আমরা কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ করিনি?’ ‘এবং পাহাড় সমূহকে পেরেকস্বরূপ?’ *(নাবা ৭৮/৬-৭)*। তিনি আরও বলেন, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– ‘আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদী-নালা ও রাস্তাসমূহ যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পার’ *(নাহল ১৬/১৫)*।

مَآءً فُرَاتًا– অর্থ مَآءً عَذْبًا ‘সুমিষ্ট পানি’। অর্থাৎ পাহাড়ের ঝর্ণাধারার সুমিষ্ট পানি। যা কৃষিকাজে ও প্রাণী জগতের সুপেয় পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী)*। আর সবার উপরে রয়েছে আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা। যা সবচেয়ে নির্মল ও সুপেয় এবং জীবন সঞ্চারী। যা পাহাড়ে ও যমীনে বর্ষিত হয় এবং সেখানে সঞ্চিত থাকে।

---

২৭৮. ‘মানবশিশুর জন্ম ইতিহাস’ দ্র. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা; তাফসীর সূরা ‘আবাসা ১৮-১৯ আয়াত।

হে অবিশ্বাসী মানুষ! একবার ভেবে দেখ সমতল ভূপৃষ্ঠে কে পর্বতমালাকে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ করল? কে অতলান্তিক মহাসাগর সৃষ্টি করল? কে সাগরের লবণাক্ত পানি থেকে বাষ্পীভূত বৃষ্টিধারাকে সুমিষ্ট পানিতে পরিণত করল? নিঃসীম নীলাকাশে কোথায় সেই পানির শোধনাগার? কে দিবে এসবের উত্তর? অতএব মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদায় রত হও!

(২৯) اِنْطَلِقُوْآ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ– 'চল তোমরা তার দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে' অর্থ اِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كَذَّبْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ 'চল তোমরা সেই শাস্তির দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে' *(কাশশাফ)*। এখান থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত পরপর চারটি আয়াতে জাহান্নামের আগুনের ভয়ংকর দৃশ্য সমূহ বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ এসেছে।

(৩০) اِنْطَلِقُوْآ إِلَى ظِلٍّ ذِيْ ثَلاَثِ شُعَبٍ– 'চল তোমরা তিন কুণ্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে'। বড় আগুনের কুণ্ডলীর নিয়ম এটাই যে, তার ধোঁয়া উপরে উঠে পৃথক পৃথক বড় বড় কুণ্ডলী সহ। অত্র আয়াতে জাহান্নামের সর্বোচ্চ অগ্নি কুণ্ডলীর তিনটি পৃথক উত্তাল অবস্থা বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যা একে অপরের উপর আছড়ে পড়ার সময় হয়ে থাকে।

شُعَبٌ একবচনে شُعْبَةٌ, যেমন فِرَقٌ একবচনে فِرْقَةٌ, অর্থ 'ভাগ সমূহ' *(ক্বাসেমী)*। এখানে ثَلاَثِ شُعَبٍ– অর্থ 'তিন কুণ্ডলী'। নিয়ম হ'ল ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত 'মুমাইয়ায' বহুবচনের হবে। 'মুমাইয়ায' স্ত্রীলিঙ্গের হ'লে 'তামীয' বা সংখ্যা পুংলিঙ্গের হবে। সে হিসাবে যেহেতু এখানে شُعَبٍ 'মুমাইয়ায' স্ত্রীলিঙ্গের হয়েছে, সেহেতু 'তামীয' বা 'সংখ্যা' পুংলিঙ্গের হয়েছে (ثَلاثِ شُعَبٍ)।

(৩১) لاَ ظَلِيلٍ وَّلاَ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ– 'যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করে না'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فِي سَمُومٍ وَّحَمِيمٍ– وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ– لاَ بَارِدٍ وَّلاَ كَرِيمٍ– 'তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে' *(৪২)*। 'থাকবে ঘোরকৃষ্ণ ধূম্রকুণ্ডলীর ছায়াতলে' *(৪৩)*। 'যা শীতল নয় বা আরামদায়ক নয়' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৪২-৪৪)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার ছায়ায় মানুষ শান্তি পায়। কিন্তু জাহান্নামের অগ্নি কুণ্ডলীর ছায়ায় কোন শান্তি পাবে না। বরং সেখানে কঠিন শাস্তি পাবে।

(৩২-৩৩) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ– كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ– 'যা অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে'। 'যেন সেটি পীত বর্ণের উষ্ট্রশ্রেণী'।

আরবরা মরুর বুকে উষ্ট্রশ্রেণী দেখতে অভ্যস্ত। তাই এখানে জাহান্নামের বড় বড় ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে বড় বড় পীত বর্ণের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এগুলি সবই কাফির-মুনাফিকদের উপর হবে। পক্ষান্তরে মুমিনরা থাকবে আল্লাহ্র ছায়াতলে। যেদিন কোথাও কোন শান্তিদায়ক ছায়া থাকবে না আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত।[২৭৯]

شَرَرٌ একবচনে شَرَارَةٌ অর্থ 'অগ্নিশিখা' যা কঠিন উত্তাপের কারণে কালো রংয়ের হবে। جِمَالَتٌ صُفْرٌ- অর্থ الْإِبِلُ السُّوْدُ 'কালো উট সমূহ'। আরবরা কালো উটকে صُفْرٌ বা পীত বর্ণের বলে থাকে *(কুরতুবী)*। কুরতুবী বলেন, أَنَّ السُّوْدَ مِنَ الْإِبِلِ سَوَادُهَا صُفْرَةٌ- 'কালো রঙের উটকে হলুদ বলা হয়' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৯ আয়াত)*। আর হলুদ-কালো মিশ্রিত রংকে 'পীত বর্ণ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

جِمَالَتٌ এটি লৈখিক রূপ। আসলে ছিল جِمَالَةٌ। যা جَمَلٌ-এর বহুবচন হ'তে পারে। যেমন حَجَرٌ-এর বহুবচন حِجَارَةٌ وَحِجَارَاتٌ। ফার্রা বলেন, جِمَالاَتٌ বহুবচন হ'তে পারে جِمَالٌ থেকে। যেমন رَجُلٌ-এর বহুবচন رِجَالٌ ও رِجَالاَتٌ। এটাকে جُمَالاَتٌ পড়া যায় *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*।

(৩৫-৩৬) هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُوْنَ- وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ- 'এটা এমন একটা দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না'। 'তাদের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না যে তারা ওযর পেশ করবে'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُوْنَ- 'অতঃপর তাদের উপর শাস্তি পতিত হবে তাদের সীমালংঘনের কারণে। তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না' *(নামল ২৭/৮৫)*। তিনি আরও বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؟ 'কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত?' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫ আয়াতুল কুরসীর অংশ)*।

(৩৮-৩৯) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ- فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوْنِ- 'এটা বিচার দিবস। এদিন আমরা তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্রিত করব'। 'অতএব যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে, তবে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে'। এটি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কঠিন চ্যালেঞ্জ।

২৭৯. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

উক্ত মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ- لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ- ‘বলে দাও! নিশ্চয় পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ’- ‘অবশ্যই সকলে সমবেত হবে একটি নির্ধারিত দিনের সুনির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে)’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৪৯-৫০)*। তিনি আরও বলেন, قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ- ‘তুমি বলে দাও, ফায়ছালার দিন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন) কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজ দিবে না এবং তাদেরকে (দুনিয়ায় ফিরে আসার) সুযোগও দেওয়া হবে না’ *(সাজদাহ ৩২/২৯)*।

অবিশ্বাসীরা তাদেরকে দেওয়া ফেৎনা সৃষ্টির অবকাশকে তাদের জন্য বিজয় মনে করে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ- ‘যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদের ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমনভাবে যে তারা বুঝতেও পারবে না’। ‘আর আমি তাদের অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতীব মযবুত’ *(আ‘রাফ ৭/১৮২-৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৪-৪৫)*।

উপরের চারটি আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেদিন আগের ও পরের সবাইকে একত্রিত করা হবে। সেদিন অবিশ্বাসী ও মিথ্যারোপকারীদের কোন ওযর ও কৌশল কাজে আসবে না, সেটা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেদিন যালেমদের অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً- يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً- ‘সেদিন যালেম নিজের দু’হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম’। ‘হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম’ *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৮)*।

(৪১-৪৪) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَّعُيُونٍ- وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- ‘নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে সুশীতল ছায়াতলে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে’ *(৪১)*। ‘এবং ফল সম্ভারের মধ্যে, যা তারা কামনা করবে’ *(৪২)*। ‘(বলা হবে,) তোমরা খুশী মনে খাও ও পান কর তোমাদের সৎকর্মের বিনিময়ে’ *(৪৩)*। ‘এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’ *(৪৪)*।

পূর্বের আয়াতগুলিতে মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি বর্ণনা শেষে এক্ষণে আল্লাহ মুত্তাক্বীদের পুরস্কার বর্ণনা করছেন। যা এখানে পরপর চারটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ– ‘আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কর্ণ কখনো শোনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি’। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তোমরা চাইলে এ বিষয়ে পাঠ করতে পার, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ’ *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[২৮০]

(৪৬) كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ– ‘(হে পাপীগণ!) তোমরা কিছুদিন খাও ও ভোগ কর, নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী’।

অত্র আয়াতে ক্বিয়ামতে মিথ্যারোপকারীদের চূড়ান্ত হুমকি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই হঠকারীদের ভাগ্যে তওবা নেই। এরা আল্লাহ্‌র পথে ফিরবে না। অতএব ওরা যত খুশী দুনিয়া ভোগ করে নিক। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ– ‘আমরা তাদেরকে (নশ্বর জীবনে) স্বল্পকালের জন্য ভোগ বিলাসের সুযোগ দেব। অতঃপর (ক্বিয়ামতের দিন) তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগে বাধ্য করব’ *(লোকমান ৩১/২৪)*। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ– ‘আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ’ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ’ল উদাসীন’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*।

(৪৮) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ– ‘যখন তাদের বলা হয় রুকূ কর, তারা রুকূ করে না (অর্থাৎ ছালাত পড়ে না)’।

অত্র আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের বড় লক্ষণ হ’ল তারা ছালাত আদায় করবে না। কেননা তাদের অহংকারী মস্তক অবনত করতে তারা লজ্জাবোধ করে। যেমন ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্র মদীনায় এসে ইসলাম কবুলের শর্ত

২৮০. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২।

হিসাবে ছালাত মওকূফের অনুমতি চেয়েছিল। কেননা এর মধ্যে তারা নিজেদের হীনতা দেখেছিল। তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, لاَ خَيْرَ فِى دِينٍ لاَ رُكُوعَ فِيهِ 'ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই, যার মধ্যে ছালাত নেই'।[২৮১]

যুগে যুগে হঠকারীরা একথাই বলেছে। বর্তমান যুগে অনেকে বলেন, আমার অন্তর ভালো। আমি ছালাত পড়ব কেন? অথচ তারা জানেনা যে, দেহের খাদ্য যেমন দৈনিক প্রয়োজন, রূহের খাদ্য তেমনি হর-হামেশা প্রয়োজন। নইলে যেকোন সময় শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ। আর প্রমাণ ব্যতীত ক্বিয়ামতের দিন কেউ পার পাবে না। যেমন দুনিয়াতেও কেউ প্রমাণ ছাড়া পার পায় না। আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوآ أَنْ يَّقُوْلُوآ اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ– 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা ছাড়া পেয়ে যাবে কেবল এতটুকু বলেই যে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবেনা?' *(আনকাবূত ২৯/২)*। আল্লাহ্র বিধান সমূহ সে পালন করল কি-না, তার পরীক্ষা না দিয়ে কেউ মুক্তি পাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ– 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়চিত্ত?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।

(৪৯) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ– 'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য'। এটি হ'ল মিথ্যারোপকারীদের বিরুদ্ধে অত্র সূরায় বর্ণিত সর্বশেষ ও ১০ নং ধমকি। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ– مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ– 'তুমি বল, যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না'। 'এসব দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু মাত্র। তারপর আমাদের কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমরা তাদের কুফরীর বদলা হিসাবে তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো' *(ইউনুস ১০/৬৯-৭০)*।

(৫০) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ– 'এক্ষণে তারা এরপর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে?' এখানে বাণী অর্থ 'কুরআন'। আল্লাহ্র এই প্রশ্নের মধ্যে উদ্ধত ও উদাসীন উভয় প্রকার মানুষের প্রতি চরম ধিক্কার রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যদি তারা

---

২৮১. দ্র : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৪১-৪২ পৃ.।

কুরআনে অবিশ্বাস করে, তাহ'লে তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে? যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ– 'এগুলি আল্লাহ্র আয়াত। যা আমরা তোমার উপর আবৃত্তি করি সত্যসহকারে। অতএব আল্লাহ ও তার আয়াত সমূহের পর তারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করবে?' *(জাছিয়াহ ৪৫/৬)*।

মূলতঃ অবিশ্বাসীরা নিজেদের ইচ্ছামত ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে চলতে চায়। তারা কুরআনী বিধান মেনে সুনিয়ন্ত্রিত মানবিক জীবন নিয়ে চলতে চায়না। তৎকালীন সময়ের সমাজনেতা আবু জাহলদের চরিত্র বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ– 'বাস্তব কথা এই যে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৭/৩৩)*।

অত্র সূরার সর্বশেষ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র বাণীই মাত্র চূড়ান্ত সত্য। আর এতেই রয়েছে মানুষের চিরন্তন কল্যাণ ও মঙ্গলের চাবিকাঠি। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ– 'সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকেই আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৬০)*। তিনি আরও বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا... 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক; আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় (পুঁজ-রক্ত) দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল' *(২৯)*। 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে (আমরা তাদের পুরস্কৃত করি)। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরস্কার বিনষ্ট করি না' *(৩০)*। 'তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা মিহি ও মোটা রেশমী সূতার সবুজ পোশাক পরিধান করবে। তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান ও কতই না সুন্দর আশ্রয়স্থল' *(কাহফ ১৮/২৯-৩১)*।

৯ম হিজরীতে শাওয়াল অথবা যুলক্বা'দাহ মাসে আগত নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের মিথ্যাবাদী প্রমাণের জন্য 'মুবাহালা' চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল *(আলে ইমরান ৩/৬১)*। সেদিন তারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।[২৮২] কিন্তু ক্বিয়ামত

২৮২. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৬৩-৬৪ পৃ.।

পর্যন্ত ইহূদী-খৃষ্টানরা তাদের মিথ্যা দাবীর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করবে। সেক্যুলার মুসলিম নেতারা যাদের গোলামী করে চলেছে এবং তার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করছে। অথচ সেগুলো শান্তির নামে মরীচিকা ভিন্ন কিছুই নয়।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ– 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, 'তাদের কর্মসমূহ মরুভূমির বুকে মরীচিকা সদৃশ। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে, তখন সেখানে কিছুই পায় না, কেবল আল্লাহকে পায়। অতঃপর আল্লাহ তার পূর্ণ কর্মফল দিয়ে দেন (অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন)। বস্তুতঃ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(নূর ২৪/৩৯)*।

অত্র আয়াতে فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، 'অতঃপর কোন বাণীতে' অর্থ কুরআনে। এমনিভাবে কুরআনের বহু স্থানে 'কুরআন'কে 'হাদীছ' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، 'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ (অর্থাৎ কুরআন) নাযিল করেছেন' *(যুমার ৩৯/২৩)*। فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ– 'যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহ'লে অনুরূপ একটি হাদীছ (অর্থাৎ কুরআন) ওরা নিয়ে আসুক!' *(তূর ৫২/৩৪)*। فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، 'অতএব আমাকে ও যারা এই হাদীছকে (অর্থাৎ কুরআনকে) মিথ্যা বলে তাদেরকে ছাড়' *(ক্বলম ৬৮/৪৪)*। এভাবে পবিত্র কুরআনে মোট ১৪টি স্থানে কুরআনকে 'হাদীছ' বলা হয়েছে। যথা সূরা নিসা ৭৮, ৮৭; আ'রাফ ১৮৫; ইউসুফ ১১১; কাহফ ৬; ত্বোয়াহা ৯; যুমার ২৩; জাছিয়াহ ৬; তূর ৩৪; নাজম ৫৯; ওয়াক্বি'আহ ৮১; ক্বলম ৪৪; মুরসালাত ৫০; গাশিয়াহ ১।

সেই সাথে মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও সম্মতিকে 'হাদীছ' বলা হয়। সেমতে 'আহলুল হাদীছ' অর্থ 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারী'। পারিভাষিক অর্থে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। চাই তিনি হাদীছ শাস্ত্রে পারদর্শী 'মুহাদ্দিছ' হউন বা হাদীছের সাধারণ অনুসারী হৌন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ، 'ইনজীলের অনুসারীদের উচিৎ ছিল আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফায়ছালা করা' *(মায়েদাহ ৫/৪৭)*। এখানে 'আহলুল ইনজীল' বলে ইনজীলে পারদর্শী পণ্ডিত ও ইনজীলের সাধারণ অনুসারী সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، 'অতঃপর কোন বাণীতে'। এর দ্বারা কুরআন ও হাদীছ দু'টিকেই বুঝানো হ'তে পারে। কেননা দু'টিই আল্লাহ্র অহি। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূল সম্পর্কে বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى- ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না’। ‘এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি আরও বলেন, وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। وَمَآ آتَاكُمْ অর্থ وَمَا اَعْطَاكُمْ ‘তিনি তোমাদেরকে যা দেন’। কিন্তু এখানে অর্থ হবে مَا اَمَرَكُمْ ‘তোমাদের যা নির্দেশ দেন’। কারণ এর পরেই বলা হয়েছে وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ‘যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন’। আর নিষেধ হ’ল আদেশের বিপরীত।

মাওয়ার্দী বলেন, ‘এটি রাসূল (ছাঃ)-এর সকল আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি কল্যাণ ব্যতীত কোন আদেশ করেন না এবং অকল্যাণ ব্যতীত কোন নিষেধ করেন না’ *(কুরতুবী)*। রাসূল (ছাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ ‘যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত কিছুই বের হয় না’ *(আহমাদ হা/৬৫১০)*। তিনি আরও বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، أَلاَ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ، رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ والْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ-

‘হে লোক সকল! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার অন্তরে জিব্রীলের মাধ্যমে ‘অহি’ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না’।[২৮৩]

২৮৩. শারহুস সুন্নাহ হা/৪১১৩; বায়হাক্বী শো‘আব হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

উক্ত হাদীছে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কুরআনের ন্যায় (বাক্বারাহ ৯৭) হাদীছও আল্লাহ্র অহি হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ক্বলবে নাযিল হয়। অতএব কুরআন ও হাদীছ দু'টিই আল্লাহ্র অহি এবং অহি-র বিধান পাওয়ার পর মুসলমানের জন্য অন্য কোন বিধান মান্য করার এখতিয়ার নেই *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

ইহূদী-নাছারাদের ন্যায় মুসলমানরাও অসংখ্য দলে বিভক্ত হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছের শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي 'আজকের দিনে আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি'।[২৮৪] এর অর্থ, أَهْلُ تِلْكَ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ مِنَ الْإِعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ– 'উক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দল তারাই হবে, যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের বিশ্বাস, কথা ও কর্মের উপরে দৃঢ় থাকবে'।[২৮৫]

ইয়াযীদ বিন হারূণ (১১৮-২১৭ হি.)-এর ন্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُمْ؟ 'যদি তারা আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'।[২৮৬]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলুল হাদীছের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিশ্রুত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্ম আন্দালুসী বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ–

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ

---

২৮৪. হাকেম হা/৪৪৪, ১/১২৯ পৃ.; 'মতন নিরাপদ' যঈফাহ হা/১০৩৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৩/১২৬ পৃ.; তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।
২৮৫. মির'আত (বেনারস ছাপা : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ১/২৭৪ পৃ.।
২৮৬. ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা; খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ১৫ পৃ.।

(গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন![২৮৭]

'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জীলানী আল-বাগদাদী 'নাজী' ফের্কা হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلاَمَاتٌ يُّعْرَفُــوْنَ بِهَا، فَعَلاَمَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الْأَثَرِ...وَكُلُّ ذٰلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَّغِيَاظٌ لِّأَهْلِ السُّــنَّةِ، وَلاَ إِسْمَ لَهُم إِلاَّ إِسْمٌ وَّاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَــدِيْثِ– 'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। অতঃপর বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। ...এগুলি আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ' (বা আহলুল হাদীছ)।[২৮৮]

কুতুবে সিত্তাহ-এর অন্যতম সংকলক ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হি.) বলেন, لَــوْلاَ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لاَنْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِــىْ أَصْــحَابَ الْحَــدِيْثِ– 'যদি এই আহলেহাদীছ জামা'আত না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[২৮৯]

আলোচ্য আয়াতটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ ইমামতির সর্বশেষ সূরা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি সূরা 'মুরসালাত' পাঠ করছিলাম। তা শুনে (আমার নিজের মা) আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফয্ল (রাঃ) কাঁদতে থাকেন। অতঃপর বলেন, হে বেটা! সূরাটি পাঠ করে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে। নিশ্চয় এটাই ছিল শেষ সূরা, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম মাগরিবের ছালাতে'।[২৯০] অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বের বৃহস্পতিবার সর্বশেষ ইমামতিতে মাগরিবের দু'রাক'আতে রাসূল (ছাঃ) এ সূরাটি পাঠ করেছিলেন। যার শেষ আয়াত ছিল فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ– 'এর পরে আর কোন্ বাণীতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে'? *(মুরসালাত ৭৭/৫০)*।

---

২৮৭. ইবনু হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.), কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত : মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃ.; কিতাবুল ফিছাল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃ. 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।

২৮৮. আব্দুল ক্বাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.), কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর: ১৩৪৬ হি.) ১/৯০ পৃ.; (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) ১/১৬৬ পৃ.।

২৮৯. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন) ২৯ পৃ.।

২৯০. বুখারী হা/৭৬৩; মুসলিম হা/৪৬২; মিশকাত হা/৮৩২ 'ছালাত' অধ্যায়।

অর্থাৎ কুরআনের পরে আর কোন্ কালামের উপরে তোমরা ঈমান আনবে? এর মাধ্যমে তিনি যেন স্বীয় উম্মতকে সার্বিক জীবনে কুরআন মেনে চলার জন্য সর্বশেষ অছিয়ত করে গেলেন। উম্মতে মুহাম্মাদী তাদের প্রিয়নবীর সেই সর্বশেষ আহ্বান ধ্বনি শুনতে পায় কি?

ইতিপূর্বে বিদায় হজ্জের ভাষণ শেষে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সে দু'টি মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[২৯১] অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[২৯২]

অতএব সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

॥ সূরা মুরসালাত সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المرسلات، فلله الحمد والمنة

*****

২৯১. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যামী; মিশকাত হা/১৮৬, তাহকীক আলবানী, সনদ 'হাসান'; যুরক্বানী, শরহ মুওয়াত্ত্বা ক্রমিক ১৬১৪; মির'আত হা/১৮৬-এর ব্যাখ্যা।
২৯২. হাকেম ১/১৭১ পৃ., হা/৩১৮, হাদীছ ছহীহ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭২৩-২৪ পৃ.।

আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলুল হাদীছের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিশ্রুত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِى شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-

'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন!

(ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ১/৩৭১ পৃ.)।

نَسألُ اللهَ تعالى عز وجل أَن يَّتقبلَ سَعْيَنا وجُهودَنا بقُبولٍ حسَنٍ وأن يَّتغمَّدنا برحمته يومَ الْحشرِ والقيامِ كما نَسألُ اللهَ أن يَّنصُرَ دينَهُ ويَعْلى كلمتَه وأن يُّصلِحَ وُلاةَ أمورنا ويُقمِّعَ بهم الفسادَ من بلادِنا وينصرُ بهم الْحقَّ، ويَصلُحَ لهم البِطانةَ وأن يوفقنا وإياهم وسائرَ المسلمين لما فيه صلاحُ العباد والبلاد فى الْمَعاشِ والْمَعادِ، إنه على كل شيئ قدير وبالإجابة جدير–

حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىِّ العظيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الذى إنتهت به سلسلة النبوة وسدد به اخر موضع اللبنة لقصر الأنبياء والرسل الذي بُعث إلى الجن والإنس عامة وكانت الأنبياء يُبعثون إلى القوم خاصة. وهو الشفيع المشفع ليوم الحساب يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنونَ إلا العملُ الصالح ورحمةُ رب العالمين– صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين–

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحساب–

তাফসীরপঞ্জী

(১) তাফসীর ত্বাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (২২৪-৩১০ হি.), ত্বাবারিস্তান, ইরান (جامع البيان في تأويل القرآن)।

(২) কুশায়রী, আব্দুল করীম বিন হাওয়াযেন আল-কুশায়রী (৩৪৬-৪৬৫ হি.), ইরান (لطائف الإشارات)।

(৩) মাওয়ার্দী, আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ (৩৬৪-৪৫০ হি.), বাগদাদ, ইরাক (تفسير الماوردى، النكت والعيون)।

(৪) সাম'আনী, আবুল মুযাফফার মানছূর বিন মুহাম্মাদ (৪২৬-৪৮৯ হি.), খোরাসান, ইরান (تفسير القرآن)।

(৫) কাশশাফ, আবুল ক্বাসেম মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.), খারেযাম, উযবেকিস্তান (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)।

(৬) তাফসীর ইবনু 'আত্বিয়াহ, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক বিন গালিব ইবনু 'আত্বিয়াহ আন্দালুসী (৪৮১-৫৪১ হি.), গ্রানাডা, স্পেন (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)।

(৭) রাযী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ওমর ওরফে ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৫-৬০৬ হি.), ত্বাবারিস্তান, ইরান (تفسير الفخر الرازي، المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب)।

(৮) কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ (৬১০-৬৭১ হি.), কর্ডোভা, স্পেন (الجامع لأحكام القرآن)।

(৯) বায়যাভী, আব্দুল্লাহ বিন ওমর ক্বাযী নাছিরুদ্দীন (মৃ. ৬৮৫ হি.), বায়যা, সীরায, ইরান (أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي)।

(১০) আল-বাহরুল মুহীত্ব, আবু হাইয়ান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আলী আন্দালুসী (৬৫৪-৭৪৫ হি.), গ্রানাডা, স্পেন (البحر المحيط في التفسير)।

(১১) নাসাফী, আবুল বারাকাত হাফেযুদ্দীন নাসাফী (মৃ. ৭১০ হি.), উযবেকিস্তান (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)।

www.hadeethfoundationbd.com

(১২) ইবনু কাছীর, হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.), বুছরা, দামেশ্‌ক্ব (تفسير القرآن العظيم)।

(১৩) জালালায়েন। জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.), কায়রো, মিসর এবং জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.), আসয়ূত্ব, মিসর (تفسير الجلالين)।

(১৪) নিশাপূরী, নিযামুদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হুসায়েন আল-কুম্মী আন-নাইসাবূরী (মৃ. ৮৫০ হি.), ইরান (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)।

(১৫) তাফসীর আবুস সঊদ, আবুস সঊদ আফেন্দী মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইমাদী (মৃ. ৯৮২ হি.), ইস্তাম্বুল, তুরস্ক (تفسير أبي السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)।

(১৬) মাযহারী, ক্বাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ (১১৪৩-১২২৫ হি.), পানিপথ, হরিয়ানা, ভারত (التفسير المظهري)।

(১৭) শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন আলী (১১৭৩-১২৫০ হি.), শাওকান, ইয়ামন (فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير)।

(১৮) আলূসী, মাহমূদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আলূসী (১২১৭-১২৭০ হি.), বাগদাদ, ইরাক (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)।

(১৯) ক্বাসেমী, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন বিন মুহাম্মাদ সাঈদ ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.), দামেশক্ব, সিরিয়া (محاسن التأويل)।

(২০) ত্বানত্বাভী, ত্বানত্বাভী জাওহারী (১২৮৭-১৩৫৮ হি.), ত্বানত্বা, মিসর (الجواهر في تفسير القرآن الكريم)।

(২১) সা'দী, আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.), উনায়যাহ, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)।

(২২) তাফহীমুল কুরআন (উর্দূ), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৩২১-১৩৯৯ হি.), আওরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত; হিজরত- লাহোর, পাকিস্তান (تفهيم القرآن)।

(২৩) ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব ইব্রাহীম হোসাইন আশ-শাযেলী (১৩২৪-১৩৮৬ হি.), আসইয়ূত্ব, মিসর (في ظلال القرآن)।

(২৪) শানক্বীত্বী, মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (১৩২৫-১৩৯৩ হি.), মৌরিতানিয়া, উত্তর আফ্রিকা (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)।

(২৫) তায়সীরুত তাফসীর, ইব্রাহীম বিন ইয়াসীন আল-ক্বাত্তান (১৩৩৫-১৪০৪ হি.), জর্ডান (تيسير التفسير)।

(২৬) আয়সারুত তাফাসীর, আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৩৩৯-১৪৩৯ হি.), আলজেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা (أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير)।

(২৭) উছায়মীন, মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.), উনায়যাহ, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব (تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين)।

(২৮) ছাফওয়াতুত তাফাসীর, মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী (জন্ম : ১৩৪৮ হি./১৯৩০ খৃ.), আলেপ্পো, সিরিয়া (صفوة التفاسير)।

(২৯) আত-তাফসীরুল মুয়াসসার, (মদীনা মুনাউওয়ারাহ : ২য় সংস্করণ ১৪৩০ হি./২০০৯ খৃ.) (التفسير الميسّر، نخبة من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي)

(৩০) আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব, মিসর : কায়রো আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে একদল ওলামা কর্তৃক সম্পাদিত (১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খৃ.)। التفسير الوسيط للقرآن الكريم

(৩১) তাফ্ছীরুল কোর্আন, মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.), (ঢাকা-২, রমনা : আজাদ প্রেস, প্রথম সংস্করণ ১৩৭৯ হি. ৫ খণ্ডে সমাপ্ত; বিষয় সূচী ও শুদ্ধিপত্র বাদে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৮৯)।

(৩২) আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বঙ্গানুবাদ, সপ্তম মুদ্রণ ১৯৮৩ খৃ. মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩৮)।

(৩৩) তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬ খৃ., করাচী, উর্দূ ৮ খণ্ডে সমাপ্ত); বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষেপায়ন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা (১৯৩৫-২০১৬ খৃ. ১ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮৭)। প্রকাশক : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা, তাবি।

(৩৪) বাংলা তাফসীর কুরআনুল কারীম, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, রাজশাহী (প্রকাশক : রিয়াদ, দারুস সালাম, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭ খৃ.)।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

Contents

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী‘আতের আলোকে জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী‘আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।